কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব

ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়

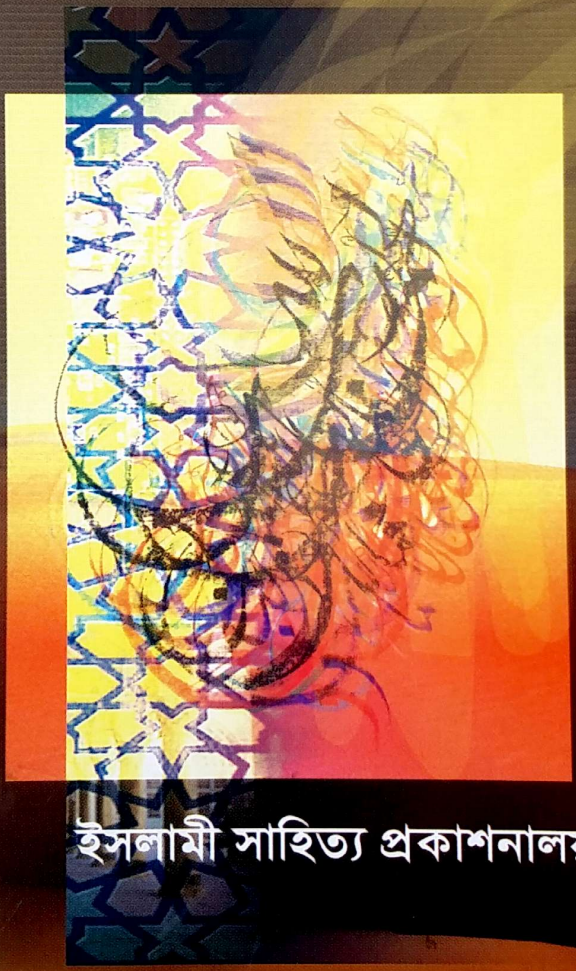

ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়

হযরত মোহাম্মদ' নাম উচ্চারণের সাথে সাথে পাঠক অবশ্যই 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পাঠ করবেন। –(প্রকাশক

নির্ভরযোগ্য দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গবেষণাগ্রন্থ

কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব

নির্দেশনা ও সমর্থনে

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত অধ্যাপক সরস্বতী প্রসাদ চতুর্বেদী
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ, প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহবাদ
স্বামী শ্রী রামানন্দজী সরস্বতী মহাশয় (১০০৮)

মূল হিন্দি রচনা

ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়

(উরফে নূরুল হুদা)
এম.এ. (সংস্কৃত) বেদ. ডি. ফিল, ধর্মাচার্য ডিপ, ইন-জার্মান রিসার্চ স্কলার, সংস্কৃত বিভাগ, প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহবাদ।
পরিচালক ঃ সারস্বত বেদান্ত প্রকাশ সংঘ, প্রয়াগ, ভারত।

অনুবাদ

অধ্যাপক ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়

কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ, বিদ্যারত্ন, জ্যোতিষশাস্ত্রী, সাহিত্য প্রভাকর, প্রাক্তন অধ্যাপক, পঞ্চানন সংস্কৃত বিদ্যামন্দির শিবপুর, হাওড়া, প্রাক্তন পরিদর্শক, সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ, হাওড়া এবং বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক, সমালোচক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

অধ্যাপিকা ড. গৌরী ভট্টাচার্য

এম.এম.পি. এইচ.ডি. (কলিকাতা), বি.এড. (কলিকাতা) রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা, রচনা ও সংযোজন

মোহাম্মদ শামসুজ্জামান

সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা মাসিক দ্বীন ইসলাম (১৯৭৪ অধুনালুপ্ত) নির্বাহী সম্পাদক ঃ মাসিক সওতুল মদীনা এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক ও সম্পাদক, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক ঃ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী ও বাংলাদেশ মুসলিম শিশু একাডেমী, মুসলিম মহিলা বিষয়ক প্রকাশনা, ইতিহাস সংকলন প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, প্রাচীন গ্রন্থ সংরক্ষণ ও প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

পুনঃ সম্পাদনা

এডভোকেট এম. মাফতুন আহ্‌মেদ

(সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব)

ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়

৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.waytojannah.com

প্রকাশক
মোহাম্মদ শামসুজ্জামান
ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়
৪৫, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৪ইং

প্রকাশকাল
৩১তম সংস্করণ
সেপ্টম্বর- ২০১৪ ইং

বর্ণ বিন্যাস
হেজাজ কম্পিউটার
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী
ঢাকা-১২০৪

একমাত্র পরিবেশক
মাকতাবাতুত তাকওয়া
ইসলামী টাওয়ার (আণ্ডারগ্রাউন্ড)
১১.বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র।
বিদেশে ১০ ইউ এস ডলার

মুদ্রণে
উর্মি প্রেস
২৪, শিরিশ দাস লেন
ঢাকা-১১০০

www.waytojannah.com

'কল্কি অবতর এবং মোহাম্মদ সাহেব' গ্রন্থ সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম গবেষকগণের অভিমত–

০১. বইটি সম্পর্কে "সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা" (নিউইয়র্ক) এর মন্তব্য ০৭
০২. দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার মন্তব্য ১২
০৩. সম্পাদকের কথা..... ১৮
০৪. ভূমিকা ৩৭
০৫. অনুবাদকের নিবেদন.....৪৫
০৬. হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৮
০৭. চৌদ্দ শাস্ত্রের নাম.....৪৮
০৮. অন্যান্য গ্রন্থ ৪৯
০৯. যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত.....৪৯
১০. পুরাণের সংখ্যা ৪৯
১২. বেদ (সুক্ত) রচনাকারীগণের নাম ৫০
১৩. বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠান.....৫০
১৪. ঋগ্বেদ সংগ্রহকারী ৫২
১৫. যজুর্বেদ সংগ্রহকারী.....৫৩
১৬. অবতার শব্দের অর্থ.....৫৪
১৭. অবতার আগমনের কারণ ৫৬
১৮. অন্তিম অবতার আগমনের কারণ.....৫৬
১৯. যুগ পরিক্রমায় হিন্দুধর্মে দশ অবতারের আগমন.....৫৭
২০. দশ অবতারের পরিচয় ও পরিচিতি.....৫৮
২১. অন্তিম অবতারের বৈশিষ্ট্য.....৬২
২২. অন্তিম অবতারের যুগ.....৬৫
২৩. স্থান নিরূপণ.....৬৬
২৪. অন্তিম অবতার সিদ্ধি ৭০
২৫. বেদ ও কোরআনের শিক্ষা.....৭৯
২৫. একেশ্বরবাদ ৮১
২৬. পুরাণে ঈশ্বর দূতগণের প্রমাণ ৮৩

বিষয় পৃষ্ঠা

২৭. ভবিষ্যপুরাণে মোহাম্মদ সাহেব প্রসঙ্গ..... ৮৯
২৮. অর্থবেদে মোহাম্মদ সাহেব প্রসঙ্গ ৯১
২৯. সামবেদে মোহাম্মদ সাহেব প্রসঙ্গ ৯৭
৩০. অহমিদ্ধি॥ আহমদ.....৯৭
৩১. যিনি মাতৃদুগ্ধ পান করেন নাই ১০০
৩২. যজুর্বেদে মোহাম্মদ সাহেব প্রসঙ্গ..... ১০১
৩৩. সবিত্রীদেবের বিশেষ বিশেষ পরিচয়.....১০৪
৩৪. ঋগ্বেদে মোহাম্মদ সাহেব..... ১১০
৩৫. ঈলিত-স্তুত, প্রশংসিত ১১০
৩৬. মহাভারতের ভবিষ্যদ্বাণী..... ১১১
৩৭. মহাভারতে কল্কির পরিচয়..... ১১৫
৩৮. ভারতীয় মন্দিরে কল্কি অবতারের ছবি..... ১১৭
৩৯. মূর্তিপূজা লোপকারী কল্কি..... ১১৮
৪০. মাংসভোজী কল্কি..... ১১৯
৪১. অভারতীয় ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাহেব প্রসঙ্গ..... ১২০
৪২. পারাক্লীত্স..... ১২৯
৪৩. যীশু কর্তৃক সহায় পবিত্র আত্মা'র পর্যালোচনা ১৩৯
৪৪. ঈশ্বর প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনে নবী-রাসূলগণ .১৪৮
৪৫. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সত্যের প্রকাশ.....১৫৮
৪৬. পৌত্তলিকতা কোন ধর্ম নয়..... ১৬১
৪৭. বেদ-পুরাণের দৃষ্টিতে ধর্মীয় ঐক্যের জ্যোতি ১৭২
৪৮. পৃথিবীর সামাজিক এবং ধর্মীয় পতনের যুগ..... ১৭৪
৪৯. অমুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে মোহাম্মদ সাহেব..... ১৭৬
৫০. সার্বভৌম ধর্ম ২২৯
৫১. বিশ্ববাসীর প্রতি আমার সর্বশেষ নিবেদন.....২২৭
৫২. চলমান বিশ্বে ধর্ম এবং ধর্মীয় পরিস্থিতি ২২১

www.waytojannah.com

Contents

১৯৯৮ সনের জানুয়ারী মাসের ১৫তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকায় বাংলা অনুবাদ সংক্রান্ত বইটি সম্পর্কে মন্তব্য–

এক বিস্ময়কর তথ্যতুলে ধরেছেন ভারতীয় হিন্দু পণ্ডিত অধ্যাপক বেদ প্রকাশ। তিনি বলেছেন, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ যাঁকে 'কল্কির অবতার বলে উল্লেখ করেছেন এবং হিন্দুরা যাঁকে পূজা দেবে বলে প্রতীক্ষায় রয়েছে, তিনি আর কেউ নন, তিনি মুসলমানদের সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ)।

হিন্দি ভাষায় এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সারা ভারত জুড়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। গ্রন্থটির লেখক যদি মুসলমান হতেন তাহলে তার ভাগ্যে কি জুটত বলা যায় না। তবে লেখককে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় জেলে যেতে হত এবং বইটি নিষিদ্ধ হত। এ ব্যাপারে কোন সংশয় বা সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গ্রন্থটির লেখক একজন হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তি। তাছাড়া তিনি এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সু-প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। ওপরন্তু পণ্ডিত এবং একজন উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত ভাষাসহ অন্যান্য ভাষায় পণ্ডিত এবং গবেষক। সমস্যাটা এখানেই। ভারতের হাতে গোণা কয়েকজন গবেষকের মধ্যে তাঁর স্থান। গ্রন্থটি সমগ্র ভারতে গবেষণা ক্ষেত্রে স্বনামধন্য এমন কয়েকজন পণ্ডিতকে তথ্য যাচাইয়ের জন্য দেয়া হয়েছিল। তাঁরা ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর বইটির তথ্য সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য-এ সিদ্ধান্তে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে কল্কির অবতার এ সুনির্দিষ্ট নামে তাঁকে পথ প্রদর্শক এবং নবী উল্লেখ করা হয়েছে; যা মক্কায় জন্মগ্রহণকারী মহা মানব মোহাম্মদ (সা.)-এর ওপরই আরোপিত হয়। তাই বিশ্বের যেখানে যত হিন্দু-রয়েছেন, তাদের উচিত অন্য কোন অবতারের অপেক্ষা না করে ইসলাম গ্রহণ এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূলের (সাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে প্রায় এক হাজার চারশত বছর আগে এ ধরাধামে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণ করে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।

পণ্ডিত বেদপ্রকাশ তাঁর গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতার পেছনে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ থেকে ৯টি যুক্তি হিন্দুসহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামনে তুলে ধরেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

(এক) বেদে উল্লেখ আছে যে, সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখানোর জন্য ভগবানের শেষ প্রেরিত ব্যক্তি হবেন 'কলির অবতার'। পণ্ডিত বেদপ্রকাশ বলেছেন, মোহাম্মদ-এর ক্ষেত্রেই কেবল এটা সত্য ও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়।

(দুই) হিন্দুধর্মের বাণী অনুযায়ী 'কলির অবতার' জন্মগ্রহণ করবেন একটি দ্বীপদেশে এবং এটা সে আরব ভূখণ্ড যা 'জাজিরাতুল আরব' বলে পরিচিত।

(তিন) হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থে 'কলির অবতার'-এর পিতার নাম 'বিষ্ণু ভগবত' এবং মায়ের নাম 'সোমানির'-এর অর্থ সংস্কৃতিতে 'বিষ্ণু'র অর্থ আল্লাহ্ এবং ভগবত-এর দাস। সুতরাং আরবী ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্র দাস (আবদুল্লাহ) এবং 'সোমানির'-এর অর্থ সংস্কৃতিতে শান্তি ও সুস্থিতি। আরবীতে যার অর্থ 'আমিনা'। এদিকে দেখা যায়, শেষ নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতার নাম ছিল 'আবদুল্লাহ' এবং মায়ের নাম ছিল 'আমিনা'।

(চার) হিন্দুদের প্রধান প্রধান গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 'কলির অবতার' ডালিম ও খেজুর দিয়ে জীবন নির্বাহ করবেন এবং তিনি হবেন সত্যবাদী ও সৎ। পণ্ডিত বেদপ্রকাশ বলেছেন, এটা একমাত্র মোহাম্মদ-এর ক্ষেত্রে সত্য বলেই প্রতিষ্ঠিত।

(পাঁচ) বেদে উল্লেখ রয়েছে যে, 'কলির অবতার' জন্মগ্রহণ করবেন তাঁর দেশের সবচেয়ে সম্মানিত বংশে। এটাও সত্য যে, মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কার অত্যন্ত সম্মানিত উচ্চ বংশ কুরাইশ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

(ছয়) কলির অবতারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ভগবান স্বয়ং তাঁর নিজ দূত মারফত পর্বত গুহায় তাঁকে শিক্ষা দান করবেন। এ ক্ষেত্রেও এটা সত্য যে, মক্কায় মোহাম্মদই (সাঃ) একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহ্ তাঁর দূত জিব্রাঈল (আঃ) মারফত শিক্ষা দান করেছেন।

(সাত) হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, ভগবান 'কলির অবতারকে এমন একটি দ্রুতগামী ঘোড়া প্রদান করবেন যা দিয়ে তিনি বিশ্বচরাচর এবং সপ্ত আসমান/স্বর্গ ভ্রমণ করে বেড়াবেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বোরাকে করে 'মিরাজ' গমন কি তাই প্রমাণ করে না?

(আট) হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ সমূহে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, 'কলির অবতার'কে স্বয়ং ভগবান শক্তি প্রদান করবেন এবং সাহায্য করবেন। আমরা একথা জানি যে, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের দিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সাহায্য পাঠিয়েছেন এবং শক্তি যুগিয়েছেন।

www.waytojannah.com

Contents

(নয়) হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ সমূহে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, 'কলির অবতার' ঘোড় সওয়ার, তীর চালনা এবং তলোয়ারবাজিতে খুবই পারদর্শী হবেন। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত গবেষক বেদপ্রকাশের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুবিবেচনার দাবী রাখে। তিনি লিখেছেন, ঘোড় সওয়ারী, তীরবাজি, তলোয়ারবাজির দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আধুনিক যুগের অস্ত্র সম্ভারে রয়েছে ট্যাংক, ক্ষেপণাস্ত্র, কামান, বন্দুক ইত্যাদি। সুতরাং তীর, ধনুক, তলোয়ার সজ্জিত সে 'কলির অবতার'-এর অপেক্ষা করা হবে একান্তই বোকামী। প্রকৃত বাস্তবতায় 'কলির অবতার'-এর কথা যেভাবে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মে ও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, তা পরিস্কারভাবে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; যাঁর ওপর নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআন।*

পরিশেষে বলা যায় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয় বইটি প্রকাশ করে ধর্ম সংক্রান্ত গবেষণা ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে তা স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনার বহিপ্রকাশ বলা যায়, যা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। আমরা এহেন কর্মের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

---

* এ তথ্যটি ১৯৯৮সনের ১৫ই জানুয়ারী প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তথ্যটি যুগপযোগী মনে করে ঢাকাস্থ অনুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব পাটুয়াটুলী মসজিদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় খতিব খাদেমুল ইসলাম বদরপুরী পীর হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রব চিশ্‌তী আল কাদেরী সাহেব ব্যক্তিগত উদ্যোগে সত্য প্রকাশের স্বীকৃতি স্বরূপ এটা বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে বিতরণ করেন। আমরা তাঁরই উত্তরসূরী জনাব আলহাজ্ব শাহ আবু বকর মোহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ আকন্দ আল কাদেরী, খতিব নূরানী জামে মসজিদ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ তাঁর সহায়তায় প্রাপ্ত সে বিজ্ঞাপনের কপি থেকে এ তথ্যটি আলোচ্য গ্রন্থে যথোপযুক্ত মনে করে সন্নিবেশিত করেছি। –(সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

www.waytojannah.com

'কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব' গ্রন্থ সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন ভারতীয় গবেষকগণের অভিমত

(১) সাইয়েদ খলীলুল্লাহ হোসাইনী

সভাপতি অল-ইণ্ডিয়া মসলিসে তামীরে মিল্লাত

মদীনা ম্যানশন, নারায়ণ গোড়া, হায়দরাবাদ, ১৫০০০২৯ এপি।

গবেষক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় সাহেবের গবেষণা-রচিত গ্রন্থটি প্রশংসায় যোগ্য। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য এটা পড়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সমস্ত মুসলমানদের ওপর এ দায়িত্ব বর্তায় যে তারা দুনিয়ার সচেতন মানুষদের জানান উচিত যে কল্কি অবতার কে?

যে বা যারা গ্রন্থের বিষয়বস্তু অমুসলিমদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে ইহ্-পরকালে অবশ্যই তাঁরা উত্তম প্রতিদান পাবেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের দুটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল।

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ সেই লোকের মুখণ্ডল উজ্জ্বল উদ্বাসিত করিবেন, চিরসবুজ তাজা করিয়া রাখিবেন, যে আমার কথা শুনিয়া মুখস্ত করিয়া রাখিবে বা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখিবে এবং অপর লোকের নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবে। জ্ঞানের বহ্ ধারকই প্রকৃত জ্ঞানী নহে, তবে জ্ঞানের বহ্ ধারক উহা এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, যে তাহার অপেক্ষা অধিক সমঝদার। (আবু দাউদ)

ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়কে ধন্যবাদ এ কারণে যে তিনি তাঁর গবেষণার দায়-দায়িত্ব জগতবাসীর সামনে উপস্থাপন করে এ হক আদায় করেছেন।

(২) রহীম কুরাইশী

সাধারণ সম্পাদক, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পারসনাল বোর্ড।

'গ্রন্থটি খুবই চমৎকার। তাই এ গ্রন্থটি অমুসলিমদের কাছে পৌঁছে দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। আর মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা সামর্থবান তাঁরা প্রকাশকের কাছ থেকে এ বইটি কিনে অধিক পরিমাণে বিতরণ করা উচিত। আর যাঁরা তত সামর্থবান নয়, তাঁরা অন্ততঃ কিছুটা হলেও অংশ গ্রহণ করা উচিত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যখন উপহার প্রদান করা হয় তখন এ গ্রন্থটি নির্বাচন করা হলে প্রভুর কল্যাণ সাধিত হবে আমার ধারনা। গাঠাগারসমূহেও সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এটি একটি দ্বীনী খিদমত। তাই এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। পরকালে অবশ্যই এর প্রতিদান পাওয়া যাবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে আবেদন জানাই তিনি লেখকের ঈমান নসীব করুন।'

Contents

(৩) গোবিন্দ কবিরাজ ডাঃ এ,এম,এস,এইচ, এম,ডি,পি,এইচ, ডি, দর্শন আচার্য, দিয়া কিরণ আচার্য, সাহিত্য আচার্য, আয়ুর্বেদ ও গেনান আচার্য, ভিষক আচার্য, বিদ্যারতন, হিন্দি সাহিত্য রতন, বেদান্ত শাস্ত্রী, প্রফেসর, অরাণ্য সংস্কৃত ইউনিভার্সটি; প্রিন্সিপাল নেপালী সংস্কৃত কলেজ, বেনারস।

'কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব' গ্রন্থটি আমি পড়েছি। সমগ্র দুনিয়ার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করতে গবেষক গ্রন্থটি রচনায় যে পরিশ্রম করেছেন তা অনস্বীকার্যভাবেই প্রশংসনীয়।' আর সমগ্র দুনিয়ার মানুষ এ থেকে উপকৃত হোক এটাই আমার কাম্য।

(৪) প্রফেসর ড. শ্রী গোপাল চান্দ মিশরা
এম,এ;পি,এইচ,ডি, ধর্মশাস্ত্র আচার্য, সভাপতি, বেদ বন্ধন,
সংস্কৃত ইউনির্ভাসিটি, বেনারস।

স্রষ্টার সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানবতার একই স্তর এবং তার উন্নতি অবনতির পথ ও পদ্ধতি এক অভিন্ন। সব দেশে বড় বড় মনীষীদের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি নবী, রাসূল হতে পারে না।

'হযরত মোহাম্মদ আরবদেশের অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নূরের দ্বারাই আজিমুশ্বান নবী হয়েছেন। এ সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য কারো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তরে মহাপুরুষ বা নবী হোক তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে অন্যান্য দেশের মানুষেরাও তাঁদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। এ সত্যের বাস্তব উপলব্ধি ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব' গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়। যে বা যারা এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করবেন তাঁরাই সফলতা লাভ করবেন।

(৫) ঝুপাশরী জয় কিশোর শর্মা
দয়া কিরণ আচার্য, পরকান আচার্য, সওদা মনি সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, এলাহাবাদ।

'কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব' গ্রন্থটি অভিনব, অতুলনীয় এবং সুখপাঠ্য। এর পরতে পরতে রয়েছে অজানা বিষয়ের নতুনত্বের ছাপ। গ্রন্থটি পাঠ করে আশা ও আশ্বাসে মন ভরে ওঠে। লেখকের বিশেষত্ব

www.waytojannah.com

এটাই যে, তিনি গ্রন্থটির মাধ্যমে নতুন যুগের মানুষদের জন্য পেশ করেছেন সুদৃঢ় ঐক্যের তোহফা। সম্ভবতঃ এ কারণে গ্রন্থটি পাঠ করে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। ঈশ্বর লেখকের প্রতি তাঁর করুণার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

হৃদয়গ্রাহী এ গ্রন্থটি দেখার পর আমার কাছে অন্য কোন বই আর এত আকর্ষণীয় মনে হয় না। তাই আবেদন রইল সত্য অনুসন্ধানের জন্য শুধু মুসলমান নয় হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ অন্যান্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই গ্রন্থটি পাঠ করা উচিত। তাতে ধর্মীয় সংকীর্ণতা অনেকটাই দূর হবে বলে আশা করা যায়।

(৬) শ্রী অশোক তেওয়ারী

লুয়াদী ইটারা, ইউপি, ইণ্ডিয়া।

'কল্কি অবতার এবং হযরত মোহাম্মদ সাহেব' এ গবেষণামূলক গ্রন্থটি পড়ার পর সর্ব ধর্মের সমতার প্রতি সহজাত ব্যক্তিগত ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনে আরো শক্তি সাহস মিলেছে। এ রাসূল (কল্কি অবতার)-এর ধর্মীয় বিজয়ের কারণ ঘোড়া এবং তলোয়ারের ব্যবহারে ইশারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে এটা চিন্তা করতে বাধ্য করে যে বর্তমান যুগে এ অগ্রিম কথা বাস্তবে পরিণত হওয়া অসম্ভব বরং এটা অতীত কোন যুগে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। পরিশেষে গ্রন্থটির উদ্দেশ্য এটাই যে ভগবত-এর কল্কি অবতার আমাদের মোহাম্মদ সাহেবই। বাস্তবেই এ মহাজ্ঞানী গুণীর আরো বিরাট ব্যাপ্তির জন্য এসব মাপকাঠির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি আমার অন্তরের আবেগ উৎসারিত করে একথা বলতে চাই যে উপাধ্যায় সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে দূর করতে অনেকাংশে সফল হবে।'

(৭) শ্রীরাম ভবন মিশ্র

ভুজকুল হুয়া বিল্লা, মির্যাপুর, ইউপি, ইণ্ডিয়া।

'কল্কি অবতার এবং হযরত মোহাম্মদ সাহেব' গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি বিশাল গবেষণা, যার মধ্যে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিমসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনৈক্যের সুরাহা করা হয়েছে। আশা করি এর ক্রম প্রচেষ্টায় এমন একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের পথরেখা সৃষ্টি করবে যার

Contents

দ্বারা পারস্পরিক সম্প্রীতির এক মজবুত বন্ধন সৃষ্টি হয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ দেশ গঠন হবে।' আমি মনে করি এ গ্রন্থের তথ্যগুলো বাস্তবের এক বহিপ্রকাশ, যে কেহ ইচ্ছা করলেই গ্রহণ করতে পারে।

(৮) শ্রীসুজীত শুকলা (বর্ধমান)

'কল্কি অবতার এবং হযরত মোহাম্মদ সাহেব' বইটি পড়ে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব একই অস্তিত্ব এবং অভিন্ন সত্তা। অতএব প্রত্যেক অমুসলিমের উচিত এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু আন্তরিকভাবে অবগত হয়ে সুপথ প্রাপ্তির অনুসন্ধানে রত থাকা উচিত।

(৯) ডঃ রাম সাহা মিশ্র শাস্ত্রী

বাহদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ, ভারত।

'পণ্ডিত বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় এর গ্রন্থ– 'কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব' এটি একটি গবেষণা গ্রন্থ। আমি এটা অত্যন্ত ভালভাবে দেখেছি। বিজ্ঞ গবেষক এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে হিন্দুস্থানী পুরাণসমূহের নির্দেশনা এবং ইসলামী নির্দেশনার পরীক্ষামূলক পড়াশোনা করে 'কল্কি অবতার সম্পর্কে যে গবেষণামূলক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, এটা বর্তমান যুগের সাম্প্রদায়িক চরম সংঘর্ষের যনবিকাপাত এবং সমগ্র মানব সমাজে পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে এ গ্রন্থটি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণীয় হবে এবং এর দ্বারা সংকীর্ণতার সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ মানব সমাজ ঔদার্যের পথে অগ্রসর হয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আলোকিত রাজপথ খুঁজে পাবে, অর্জন করবে অনৈক্য-বিভেদের সীমা অতিক্রমের দুঃসাহস। আমার হৃদয় ভরা এ প্রার্থনা যে, লেখকের শুভ উদ্যোগ জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক এবং সুপথের সন্ধান লাভ করুক।

www.waytojannah.com

Contents

বইটি সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার মন্তব্য

অনুদিত ও সংযোজিত বইটির প্রকাশক ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনায় এবং লেখক অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ ভারতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি এলাহবাদ ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পর্যালোচনা করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হিন্দুদের সে কাঙ্খিত অবতার তথা 'কল্কি অবতার' হিন্দুরা যার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি পনের শত বছর পূর্বেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন মুসলমানদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), তিনি আরো বলেছেন বিশ্বের যেখানে যত হিন্দু রয়েছেন তাঁদের উচিত অন্য কোন অবতারের অপেক্ষা না করে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-কে কল্কি অবতার মেনে নিয়ে অনুসরণ করা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে কল্কি অবতার সে সম্পর্কে তিনি ৯টি যুক্তি পেশ করেছেন।

হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যে, কলিযুগে তাঁদের শেষ অবতার জন্মগ্রহণ করবেন। আর এ অবতারের নাম 'কল্কি অবতার'। সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে তাঁদের ৯ অবতার ইতোমধ্যেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ ৯জন অবতারের নাম হচ্ছে- মৎস, কুর্ম, বরাহ, বামণ, নৃসিংহ, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধ। বাকি রয়েছেন আর মাত্র একজন অবতার অর্থাৎ কল্কি অবতার। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে তাঁদের এ শেষ অবতারের জন্মস্থান, জন্ম তারিখ, জন্মলগ্ন, পিতা-মাতা, বিবাহ, সহচর-সহযোগী ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

আমরা এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য তুলে ধরছি। F.R. Quraishi লিখিত একটি ইংরেজী পুস্তক রয়েছে। পুস্তকটির নাম Religion of Humanity এ পুস্তকে তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'কল্কি পুরাণ'-এর দ্বাদশ অধ্যায় থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন এবং উদ্ধৃত অংশের বাংলা অনুবাদ এরূপ–

"১২ই বৈশাখ সোমবার সূর্যোদয়ের ২ঘন্টা পরে বিষ্ণু ভগবতের ঔরসে সুমতির গর্ভে জগৎগুরু জন্মগ্রহণ করবেন। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটবে এবং পরে তাঁর মাতাও মৃত্যুবরণ করবেন। 'সলমল' দ্বীপের

www.waytojannah.com

Contents

রাজ কন্যার সাথে জগৎগুরু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর চাচা এবং তিন ভাই উপস্থিত থাকবেন। পরশুরাম এক গুহায়, তাঁকে শিক্ষা দান করবেন। 'সমলম' দ্বীপ থেকে সম্বলা এসে তিনি যখন ধর্ম প্রচার শুরু করবেন তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা বিরোধিতা করবেন। অত্যাচার আর নিপীড়নের ফলে তিনি উত্তর পাহাড়ের দিকে চলে যেতে বাধ্য হবেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি সম্বলা শহরে প্রবেশ করবেন এবং সমগ্র দেশ জয় করবেন। জগৎগুরু অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে পৃথিবী ও সপ্ত স্বর্গ পরিভ্রমণ করবেন।" ওপরে উদ্ধৃত অংশের মধ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ শব্দের ব্যাখা নিম্নে প্রদত্ত হল–

জগৎগুরু ঃ যে ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের মাবনমণ্ডলীর গুরু তিনিই জগৎগুরু, বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জাতি, দেশ, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজের মুক্তিদূত বিধায় একমাত্রই তাঁকেই জগৎগুরু আখ্যা দেখা যায়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- 'হে মানবজাতি আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'

বিষ্ণুভগবত বা বিষ্ণুযশা ঃ এ বিষ্ণুভগবত সম্পর্কে আরো একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

"শম্ভলে বিষ্ণুযশাসে গৃহ প্রাদূর্ভাবা মাহম সুমতাং বিষ্ণুযশা গর্ভ মাধও বৈষ্ণসম"। (কল্কি পুরাণ ২ অঃ ১১ শ্লোক)

অর্থাৎ শম্ভল শহরের প্রধান পুরোহিতের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর পিতার নাম হবে বিষ্ণুযশা এবং মাতার নাম হবে সুমতি। পৌরাণিক পরিভাষায় বিষ্ণু অর্থ সৃষ্টিকর্তা এবং যশা বা ভগবত অর্থ দাস। সুতরাং বিষ্ণুভগবত বা বিষ্ণুযশা অর্থ হচ্ছে– সৃষ্টিকর্তা এবং যশা বিষ্ণুযশার আরবী পরিভাষা হচ্ছে আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দাস। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতার নামও ছিল আবদুল্লাহ্।

প্রধান পুরোহিত ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সর্দার বা দলপতি। পবিত্র কাবা শরীফ রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল।

সুমতি ঃ সু-অর্থ উত্তম, সুন্দর, আত্মতৃপ্তি। আর এর আরবী পরিভাষা হচ্ছে সামাম। মতি অর্থ অন্তর। তাই সুমতি অর্থ হচ্ছে সুন্দর অন্তর বা তৃপ্ত হৃদয়। এ সুমতির আরবী পরিভাষা হচ্ছে 'আমীনা'। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাতার নামও ছিল আমীনা।

www.waytojannah.com

Contents

১২ই বৈশাখ সোমবার ঃ এ প্রসঙ্গে আরো একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষসা মাধ্যমে মাসি মাদবস" (কল্কি পুরাণ ২অঃ ২৫ শ্লোক) অর্থাৎ অন্তিম অবতার মাধব-মাসে (বৈশাখ মাসে) শুক্লপক্ষের দ্বাদশ তিথিতে জন্মগ্রহণ করবেন। বিক্রমী পঞ্জিকা মতে বৈশাখ মাসকে মাধব মাস বলা হয়। মাধব বা বসন্তের আরবী পরিভাষা হচ্ছে রবি। এ রবিউল আউয়াল মাসের দ্বাদশ তিথিতেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সূর্যোদয়ের ২ঘন্টা পরে ঃ আরব দেশের ভৌগলিক অবস্থান ৮০ ডিগ্রী দ্রাঘিমা পশ্চিমে এবং ভারতের অবস্থান ৪০ ডিগ্রী দ্রাঘিমা পশ্চিমে। সুতরাং ভারতে সূর্যোদয়ের ২ ঘন্টা পরে হলে আরব দেশে সে সময়টা হবে ২ ঘন্টা ৪০মিনিট আগে। অর্থাৎ প্রত্যুষ বা সুবহি সাদিক। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এসময়েই জন্মগ্রহণ করেন।

সালমাল দ্বীপ ঃ পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী ৬টি দ্বীপে বিভক্ত করা হয়েছে। এ ৬টি দ্বীপের নাম হচ্ছে– (১) জম্মু দ্বীপ-ভারত, তিব্বত, বার্মা ইত্যাদি। (২) শাক দ্বীপ-ইউরোপ। (৩) কারুষ্ক দ্বীপ– বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান। (৪) কাশ দ্বীপ– আফ্রিকা। (৫) শাকলি দ্বীপ– রাশিয়া, চীন। (৬) সালমাল দ্বীপ– আরব ও এশিয়া মাইনর। পুরাণে এ সালমাল দ্বীপের রাজ নন্দিনীর সাথে কল্কি অবতারের বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল এ সালমাল দ্বীপের প্রখ্যাত ধনবতী মহিলা খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)-এর সাথে।

পরশ রাম ঃ হিন্দুধর্ম মতে রাম অর্থ সৃষ্টিকর্তা এবং পরশ অর্থ মহান এবং কুঠার ফেরেশতা জিব্‌রাঈল (আঃ) মর্যাদার দিক দিয়ে ফেরেশতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর কুঠার দ্বারা ছেদন কাজ সম্পন্ন হয়। সে অর্থে বলা যেতে পারে- ফেরেশতা জিব্‌রাঈল (আঃ) যে ঐশীবাণী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে বয়ে নিয়ে আসেন সে বাণী দ্বারা অন্যায় ও অবিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ঃ পুরাণে বলা হয়েছে কল্কি অবতারের বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর চাচা এবং তিন ভাই উপস্থিত থাকবেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রথম বিবাহ আরবের এক ধনী ব্যক্তির কন্যা হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে সু-সম্পন্ন হয়। এ বিবাহ অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ভাই আলী, আকিল এবং জাফর (রা) উপস্থিত ছিলেন।

www.waytojannah.com

Contents

গুহা ঃ গুহা অর্থে হেরা পর্বতের গুহাকেই বুঝানো হয়েছে। এ হেরা গুহাতেই জিব্‌রাঈল (আঃ) প্রথমবারের মত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে আসমানী বাণীসহ উপস্থিত হন।

সম্ভলা ঃ সম্ভল শব্দের অর্থ শান্তির ঘর। মক্কা শহরকেও আরবী ভাষায় বলা হয় দারুল আমান বা শান্তির শহর। সুতরাং অন্তিম অবতার তথা কল্কি অবতার এবং আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্ভলায় জন্মস্থানগত মিল রয়েছে।

পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ঃ কল্কি পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে জন্মের পূর্বে কল্কি অবতারের পিতৃ বিয়োগ এবং পরে মাতৃ বিয়োগ ঘটবে। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল।

অশ্বপৃষ্ঠে পৃথিবী ও সপ্তস্বর্গ পরিভ্রমণ ঃ হিন্দুগ্রন্থে বলা হয়েছে কল্কি অবতার অশ্বপৃষ্ঠে পৃথিবী ও সপ্তস্বর্গ পরিভ্রমণ করবেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও অশ্বপৃষ্ঠে (বোরাক) সপ্ত আকাশে পরিভ্রমণ করে মহান আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করেন। এ সম্পর্কে আরো একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে- 'বিরন্নাশুনা মৌন্যাংহয়েনা প্রতিম দ্যুতি।'

নৃপরিঙ্গচ্ছ দো দস্যুন কোটি শোনিহ নিয়্যতি ঃ (ভগবত পুরাণ ১২ স্কন্ধ ২ অঃ ২০ শ্লোক) অর্থাৎ তিনি বেগবান অশ্বে বিচরণকারী, অপ্রিতম, কান্তি ময়, গুপ্তাঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত, রাজবেশে অসংখ গুপ্ত দস্যুকে সংহার করবেন।

উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর গুপ্তাঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত ছিল। তিনিও রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসংখ্য গুপ্তশত্রুকে (মুনাফিক) হত্যা করেন।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি উদ্ধৃতি- 'চতুর্ভি ভ্রাতৃবিদেবং কুরিষ্যামি কলিক্ষযম' অর্থাৎ হে দেব চার সহযোগীর সাথে আমি কলির (শয়তানের)বিনাশ সাধন করব।

মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চারজন অনুগত প্রধান সহযোগী ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে– হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কলি শব্দের আরবী অর্থ হচ্ছে শয়তান। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এ চার সহযোগীর সহায়তায় কলি অর্থাৎ শয়তানকে ধ্বংস করতে ব্রতী হন তথা শয়তানী কার্যকলাপ ধ্বংস করেন।

www.waytojannah.com

দেবতার সহযোগিতা ঃ যাত যুয়ং ভুবং দেবা স্বাংশাবতরণেঃ কল্কি পুরাণ ২য় ৭ (শ্লোক) 'যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতারা কল্কি অবতারকে সাহায্য করবেন। প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ (সা)-এর জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল বদর যুদ্ধে। এ যুদ্ধে ফিরিশতাগণ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে 'আল্লাহ্ আপনাদের বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন যদিও আপনারা সংখ্যা ছিলেন সামান্য। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করা এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আপনার উচিত।

যখন আপনি বলেন যে, আমাদের প্রভু তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করেন– এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? এরপর তোমরা ধৈর্যশীল হও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, তাহলে তিনি পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।"

–(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২৩-১২৫)

"তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানী বৈ বাসু দেবাং পরাগতি পুণ্যগন্ধনিল স্পর্শাম" (ভাগবত পুরাণ-১২ স্কন্দ, ২ অঃ ২০ শ্লোক) 'অর্থাৎ কল্কির দেহ থেকে সুগন্ধ বের হবে এবং এর দ্বারা মানুষের অন্তর নির্মল ও পবিত্র হবে।'

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেহ থেকেও সুগন্ধ নির্গত হত। কোন ব্যক্তি তাঁর সাথে করমর্দন করলে সারাদিন তার হাত সুগন্ধময় হয়ে থাকত। (A life of mohamed, by sir william muir পৃঃ ৩৪২)।

'বাচস্পতম' ও 'শব্দকল্পতরু' পুস্তকে কল্কি শব্দের অর্থ 'ডালিম ভক্ষক' ও 'কলংক বিধৌতকারী'। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ডালিম ও খেজুর ভালবাসতেন এবং তিনি পৃথিবী থেকে কলংকময় কার্যাবালী ও কুসংস্কারপূর্ণ বিধি-বিধান দূর করেন।

ভাগবত পুরাণে ১২ স্কন্দে ২ অঃ ১৮ শ্লোক অনুযায়ী কল্কি অবতারকে শেষ যুগের সর্বশেষ অবতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে পবিত্র কোরআনেও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আখেরী নবী বা খাতামুন নবী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই মুসলমানগণ তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন বলে বিশ্বাস করেন না। আর হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহেও কল্কি অবতারকে শেষ অবতার রূপে বর্ণনা করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহে কল্কি অবতারের জন্মস্থান, জন্মতারিখ, তাঁর মাতা-পিতা, সহচর সহযোগী ইত্যাদি সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা সর্বোতভাবেই মিলে যায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে। সুতরাং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী তথা শেষ অবতার হিসেবে গণ্য করতে কারো কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। তাছাড়াও অধ্যাপক বেদ প্রকাশ প্রদত্ত ৯টি যুক্তির মধ্যে সর্বশেষ যুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কল্কি অবতার ঘোড়া সওয়ারী, তীর চালনা, তরবারী চালনা ইত্যাদিতে পারদর্শী হবেন। কিন্তু এ তীর, তলোয়ার ব্যবহারের যুগ বহুপূর্বেই বিগত হয়েছে। এখন আধুনিক যুগের অস্ত্র হচ্ছে মেশিনগান, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাংক, বিমান, বোম ইত্যাদি। সুতরাং তীর-ধনুক আর তলোয়ার ব্যবহারের দক্ষতা সম্পন্ন হওয়ার কথাটা এ যুগে নিতান্তই হাস্যকর। অতএব, তিনি যে তীর-তলোয়ার ব্যবহারের যুগেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন একথাটি বিশ্বাস করাই যুক্তিসঙ্গত।

কল্কি অবতার এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ ও বাস্তবতার এতসব মিল থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা তাঁকে মেনে নিতে কারো কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়; এবং আবেগ পরিহার করে যুক্তিনির্ভর হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়? আশা করা যায়, ওপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে শেষ নবী বলে স্বীকার করবেন এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে ধরাধাম থেকে বিদায় নেবেন। তথ্যসূত্র ঃ (১৫-২-১৯৯৯ইং)

–(সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

www.waytojannah.com

Contents

সম্পাদকের কথা

হিন্দুধর্ম কোন ঐশী অর্থাৎ আসমানী গ্রন্থ নয়। মানব রচিত ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুধর্মের ইতিহাস অতি প্রাচীন। হাজার হাজার বছর আগে তাত্ত্বিক মুনি-ঋষিরা চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে ধ্যান বলে যে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন সেগুলোই মানব রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে হিন্দুধর্মে বিকাশ লাভ করে। যেমন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকী। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যসজী। যেমন বেদ-পুরাণ ও অন্য গ্রন্থগুলোর রচয়িতা মানব সমাজের কেহ না কেহ। এই কারণেই পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু রামায়ণ মহাভারতের বর্ণনাকে কিস্‌সা-কাহিনী রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। পাঠক উক্ত গ্রন্থ পাঠে পণ্ডিতজীর সেই তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। আমাদের আলোচ্য বইটি ভারতের এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের স্বনামধন্য এবং উচ্চ বংশীয় হিন্দু পণ্ডিত ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণামূলক সর্বজন স্বীকৃত আলোচিত গ্রন্থ। বইটি হিন্দি ভাষায় প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে ইহার তথ্য সমূহ আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়। উদ্বিগ্ন হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষককে বইটির তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ প্রদান করিলে তাঁহারা গবেষণা ও অনুসন্ধানে বইয়ের উল্লেখিত তথ্য সঠিক বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যে বইটির বহু সংস্করণ ভারতে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশেও এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যদি বইটির মধ্যে তথ্যগত কোন গুজামিল পরিলক্ষিত হইত তাহলে খোদ ভারতেই তাৎক্ষণিকভাবে লেখক ও প্রকাশককে আদালতে জবাবদিহী করতে হল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বই সম্পর্কে কেহই কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। তাই বইটি নিষিদ্ধ হয়নি। কোন কোন মুসলমান পণ্ডিত, গবেষক কিছু বিতর্কিত বিষয় ছাড়া সকলেই আলোচ্য বইয়ের তথ্যে একমত পোষণ করিয়াছেন। ধর্মাচার্যের বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা থাকার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণের সারনির্যাসে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে সত্য মতবাদে উপনীত হইয়া নবীর প্রবর্তিত ধর্ম যে একমাত্র সত্য ধর্ম

www.waytojannah.com

Contents

আলোচ্য গ্রন্থে ইহাই প্রমাণ করিয়া জনসমক্ষে উপস্থাপন করিছেন। হিন্দুধর্মগ্রন্থে কল্কি বা শেষ পরিত্রাণকারীর যে আভাষ তিনি পাইয়াছেন, তাৎক্ষণিকভাবে সেই সত্য প্রকাশের জন্য 'বেদ-পুরাণে আল্লাহ্ ও হযরত মোহাম্মদ' ও 'কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব' নামক দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশ্ববাসীকে এই সত্য গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন এবং তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আমার প্রণীত গ্রন্থ দেশ-বিদেশে গবেষণা হইয়া শাশ্বত সত্য প্রকাশিত হইবে। এখন বলা চলে সেই সুদিন আসিয়াছে। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে কোথাও কোন সত্য থাকে তাহাকে অস্বীকার করার দুঃসাহস আমার নাই। এই গ্রন্থে আমি আমার স্বাধীন মতবাদই ব্যক্ত করিয়াছি। ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ইসলাম ধর্ম যাহা আল্লাহ্ দুনিয়াতে প্রেরণ করেন তাহার বহু পূর্বে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব ছিল এবং সেই যুগ হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্ব যুগে এই তথ্য বেদপ্রকাশের গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। এই তথ্য দিতে যাইয়া তিনি সম্ভবত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কাহারও এই বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য আমরা আর সন্দেহযুক্ত পথে অগ্রসর না হইয়া এক্ষেত্রে আমরা পবিত্র কোরআনের বর্ণনাই গ্রহণ করিব। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে আলোচনা রহিয়াছে।

মূলতঃ এইগুলি হলে মুসলমানের মূল আকিদা। অতএব, আমাদের পাঠকবর্গ যেন মনে না করেন যে, হিন্দুধর্ম আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম। এইকথা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। যদি তাহা হয় তখন কোরআনের ভাষায় বলা যায়– মানব জন্মের আগে জ্বিন জাতি আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইসব স্বেচ্ছাচারী জ্বিনদের সম্ভবত কোন শাখা-প্রশাখা হয়ত পৃথিবীতে নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটায়, যাহা পরবর্তীতে স্বেচ্ছারী জ্বীনদের মাধ্যমে মানব সমাজে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত লাভ করে। যদিও এই বিষয়ে অনেক মতভেদ রহিয়াছে।

তবে হিন্দুধর্মের কিছু তাত্ত্বিক তত্ত্বজ্ঞানে ভূত-ভবিষ্যতের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাই হউক মানব রচিত গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুধর্ম অতি প্রাচীন এই কথা অস্বীকার করা যায় না। ড. বেদপ্রকাশ পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর এই তথ্য হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহ

www.waytojannah.com

হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আদম (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের পর অনেক ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ইহার পরও মানব প্রবর্তিত কিছু ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। এইগুলির ইতিহাস অতি প্রাচীন। আমরা আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কোরআন হইতে ইহার উদ্ধৃতি পাই। যাহাই হউক হাজার হাজার বছর আগে তাত্ত্বিক হিন্দু মুনি-ঋষিরা ধ্যান বলে একজন পরিত্রাণকারী দুনিয়ায় আগমন করিবেন তাহা অবগত হইয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোকে তাঁহার আকার, ইঙ্গিত, স্থান, নামধাম, কাজ-কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া এই পরিত্রাণকারী সম্বন্ধে তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি গ্রন্থে প্রশংসাসহ আগমন ব্যক্ত করা হইয়াছে। আমাদের প্রকাশিত দুইটি গ্রন্থ পাঠে পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন। সত্যান্বেষী ধর্মাচার্য ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয় কল্কি মতবাদই সত্য মতবাদ, বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নির্দেশানুসারে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে স্বীকার করিয়া নেওয়ার জন্য বিশ্ববাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

বেদ-পুরাণ তথা হিন্দুধর্মের একাধিক গ্রন্থে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনবার্তা সম্বন্ধে যে আলোকপাত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে হিন্দু ভাইগণ বহুগুণে উপকৃত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদ-পুরাণে বহুভাবে পরিবর্তিত হইলেও এখন জীর্ণ অবস্থায় এই গ্রন্থগুলিতে যে আলোর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা সত্যের দিকেই আহ্বানের পক্ষে যথেষ্ট। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ও সরলচিত্তে এইসব বিষয়য়াদির ওপর চিন্তা-ভাবনা করিয়া আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বিধেয়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করিয়া চলা যে হিন্দুধর্মেরই বিধান তাহা বেদ-পুরাণের আলোচনায় পরিস্কারভাবে ভাসিয়া ওঠে। তাঁহার প্রচারিত ধর্মপ্রণালী জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার গণ্ডির ভিতরে আছে, তাহা শুধু মুখের কথা নহে, বাস্তবিকপক্ষে কার্যক্ষেত্রেও তাহা দেখা যায়। নিজের পূর্বপুরুষের ধর্মকর্ম জলাঞ্জলি দিয়া ম্লেচ্ছধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা কাহারো কাছে প্রথম খাপছাড়া বোধ হইতে পারে। আমার কাছে যাহা আছে তাহাই ভাল, আর অপরের কাছে যাহা আছে তাহার সবই খারাপ-এই মনোভাব পোষণ করা নিতান্ত নির্বোধের কাজ। অপরের কাছে যাহা আছে তাহার ভাল-মন্দ বিচার করিতে হইবে, যদি সেটা ভাল হয়, তবে

Contents

নিজ স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তাবশত সেটা সাদরে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া নিজের প্রাচুর্যের ভুল ধারণায় মগ্ন থাকা অনুচিত। অপরের সহিত তুলনা করিয়া নিজের প্রাচুর্যের পরিমাণ সঠিক করাই বিধেয়, নতুবা অপর্যাপ্ত অবস্থা সত্ত্বেও প্রাচুর্যের ভাব ভুলবশত মনের কোণে স্থান পাইতে পারে। প্রতিযোগিতায় বিরাট কর্মক্ষেত্রে হাল ছাড়িয়া অলস পাখার ওপর গা ভাসাইয়া দিলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়াই স্বাভাবিক। অচল সমাজ-ব্যবস্থার পাশ ছিন্ন করিয়া অগ্রগতির পথে সমাজকে সচল করিবার সুযোগ হারান ধর্মত অন্যায়। আদি যুগের নিয়মে আবদ্ধ থাকিবার কোন যুক্তি নাই। যুগের পথে আগাইয়া চলিতে হইবে। পুরাতনকে দূরে ঠেলিয়া নূতনের ডাকে সাড়া দিতে হইবে। ইসলামের আহ্বান কোন ব্যক্তি বিশেষের আহ্বান নয়। উহা সারা জগতের জন্য শান্তির বার্তা নিয়া আসিয়াছে; অজস্র ভাণ্ডারসহ নামিয়া আসিয়াছে ধরার বুকে; জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উহার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

হিন্দুধর্মের গ্রন্থাবলীতে প্রাচীনকাল হইতে ভবিষ্যতকালে ইসলামের আহ্বানকারী ও ইসলাম প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের সঠিক বর্ণনা রহিয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের ওপর আদৌ বিশ্বাস থাকিলে ধর্মবিশ্বাসীর ধর্মের আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলা কর্তব্য। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বনবীরূপে গ্রহণ করার যে নির্দেশ হিন্দু ঋষিগণ প্রাচীনকাল হইতেই দিয়া আসিয়াছেন, ধর্মানুসারেই তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করা মহাপাপ। বিশ্বে নতুন অফুরন্ত সম্ভারসহ আসিয়াছে ইসলাম। সুষুপ্ত জগদ্বাসীর প্রতি তাঁহার আকুল আহ্বানসহ আসিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অন্ধ খেয়ালের মোহে তাঁহার আহ্বানে সাড়া না দেওয়া নিজের দূর-দৃষ্টির পরিচয়।

বেদ-পুরাণে যদি আদৌ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ভাবিকালে যে মহাপুরুষ প্রেরিত হইবার বাণী বেদ-পুরাণে রহিয়াছে, তিনি ইতোপূর্বে আসিয়া গিয়াছেন কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা অবশ্য কর্তব্য নয় কি? সময় অনবরত অতি দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। যাত্রাপথে নিজের পাথেয় প্রত্যেককে সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা নিস্তার নাই। সময় থাকিতে নিজের পথ নিজেকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। অবোধ মনকে প্রবোধ দিবার উপায় খুঁজিতে হইবে। অনুসন্ধিৎসু হইতে সত্য আপনা হইতে সহজে ধরা দিবে।

www.waytojannah.com

অন্ধকারে আলোর সন্ধান না করিলে অন্ধকার দূর করা অস্বাভাবিক। পূর্ণ ও উজ্জ্বল জ্যোতি হাতে লইয়া আসিয়াছেন জগতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীন মুনি-ঋষিদের বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যে পরিণত হইয়াছে। বহু প্রতিশ্রুত মহামানব আজ হইতে এক হাজার চারশত বছর আগেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার একাধিক প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রে বিদ্যমান। তিনি দিশেহারা মানবকে সত্য পথে চালিত করিবার আহ্বান নিয়া আসিয়াছেন অপূর্ব যুক্তি ও সমুজ্জ্বল জ্যোতিসহ সেই বেদ-পুরাণে বর্ণিত বহু প্রশংসিত মহাপুরুষ। তিনিই আদর্শ মানব। তাঁহার অনুসরণে শান্তি ও মুক্তি, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলে অশান্তি ও দুর্দশা। ইহকাল ও পরকালের শান্তিবার্তা বহন করিয়াছেন তিনিই। তাঁহার জন্য যুগে যুগে মানব অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তাই তাঁহার আগমন সংবাদ সারা দুনিয়ার কাছে একটা পরম সু-সংবাদ। আসুন, এইবার হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে তাঁহার বার্তার কি কি ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা আলোচনা করা যাক।

কূর্মপুরাণ চার' সংহিতায় বিভক্ত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, যথাঃ ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মী ব্যতীত বাকি তিনটা লুপ্ত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মী সংহিতা সর্বোৎকৃষ্ট ছিল, সেই হেতু উহা ধার্মিক ব্যক্তিদের কণ্ঠগত থাকিত এবং উহার অস্তিত্ব এখনও আছে- ইহার পূর্বাভাগে ৫২শ অধ্যায়ে "মহাদেবের অবতার কথন" বর্ণিত আছে।

কল্কি অবতারের চারিজন শিষ্য হইবেন বলিয়া তথায় ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। "তখন দেবাধিদেবের (কল্কির) চারিজন শিষ্য হইবেন, তাঁহারা সকলেই তপোবন ও মুনিশ্রেষ্ঠ হইবেন।" উক্ত পুরাণের অন্যত্র আবার বর্ণিত আছে- কল্কির চারিজন পারিষদ হইবেন। প্রথম পারিষদের নাম শ্বেতাস্য হইবে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চারিজন বিশ্ববিখ্যাত খলীফা বা পারিষদের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। পক্ক দাঁড়ি-গোঁফবিশিষ্ট আবু বকর (রাঃ) সাদামুখ বা শ্বেতাস্য (শ্বেত-সাদা, আস্য-মুখ) রূপে আখ্যায়িত হওয়ায় পুরাণের বাণী খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই, তাই তাঁহাকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) বলা হইত। সত্যবাদিতার দরুণও তাঁহার চেহারা

Contents

উজ্জ্বল হইবে তাহাই স্বাভাবিক। তিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণের বাণী বহু পূর্বেই সত্য পরিণত হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী জগদ্বাসীদের পক্ষে একটি অমূল্য রত্ন স্বরূপ। অতএব, নিজের অবহেলায় উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলে রত্নলাভ কাহার ভাগ্যে জুটিবে?

কল্কিপুরাণে কলিযুগের পাপমোচনকারী অবতারের আগমনবার্তা ও তাঁহার প্রতি অভিনন্দন রহিয়াছে। তাঁহার নাম কলি। কলিযুগে কলি আসিবনে এই সংবাদ উক্ত পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে। এই পুরাণ পাঠে ব্রাহ্মণ বেদপরাগ হন, ক্ষত্রিয় ভূপাল হন, বৈশ্য ধনবান এবং শূদ্র মহাপুরুষ হইয়া থাকেন। এই পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র, ধনাকাঙ্ক্ষী ধনপ্রাপ্ত হয় ও বিদ্যাভিলাষী বিদ্যা উপার্জন করে। এই সব কথা সংস্কৃতে উক্ত পুরাণে শ্লোকাকারে লিখিত আছে। যথা- কল্কির আবির্ভাবের জন্য যাঁহারা অধীর প্রতিক্ষায় আছেন তাঁহারা এতদশ্রবণে আনন্দিত হইবেন যে, কল্কি ইতোপূর্বেই বিশ্বে আগত হইয়াছেন। কল্কি পুরাণ হইতে সূক্ষ্মবিচার করিয়া তাহার প্রমাণ উপস্থাপন করা হইতেছে। এই পুরাণ যে হিন্দুদের কত আদরণীয়, তাহা ওপরের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায়।

(কল্কিপুরাণ তৃতীয়াংশ ২১ঃ ৩২,৩৩)

"যিনি সজল জলদ সদৃশ দেহকান্তি যুক্ত, যাঁহার বাহন বায়ুর ন্যায়, যিনি হস্তে তরবারী লইয়া সমুদয় লোককে রক্ষা করেন, যিনি কলির সৈন্যসমূহ সংহার করিয়া সত্যধর্ম স্থাপন করেন, সেই কল্কিরূপ ভূপতি তোমাদিগের কুশল বিধান করুন।" এই প্রার্থনা করিয়া মুনি কল্কিপুরাণ সমাপ্ত করিয়াছেন। কল্কিপুরাণে বহু অবান্তর কথার ছড়াছড়ি দৃষ্ট হইলেও উহাতে এমন কয়েকটি কথার সন্ধান (কল্কিপুরাণের তৃতীয়াংশ, ২১ঃ ৩৯) পাওয়া যায়, যদ্বারা এই প্রতীতি জন্মে যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কল্কিপুরাণে বর্ণিত কলি। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সহিত কল্কিপুরাণের বর্ণনার যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। 'কলি' বলিতেছেন, "আমি শম্ভলনগরে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতি নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে আবির্ভূত হইব।" শম্ভলনগরী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মভূমি মক্কা নগরীর অপর এক নাম। কলির পিতা এক ব্রাহ্মণ পরিবারের জাত। তাঁহার নাম বিষ্ণুযশ। বিষ্ণু স্রষ্টার এক গুণবাচক নাম বিশেষ। যশ অথবা বিশ অর্থ দাস বা

www.waytojannah.com

বান্দা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতার নাম আবদুল্লাহ্। তিনি আরবের শ্রেষ্ঠতম বংশ কুরাইশ বংশেরই একজন লোক। হিন্দুদের নিকট ব্রাহ্মণ বংশ সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ। কুরাইশ বংশ তুল্য। আব্দ অর্থ দাস বা বান্দা। আল্লাহ্ সর্বজন পরিচিত শব্দ। বিষ্ণুর বা আল্লাহ্র দাস বলিতে আবদুল্লাহ্কেই বুঝায়। কল্কিপুরাণের রচয়িতা সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় হিন্দুগণের সহজে বোধগম্য হইবার জন্য আরবী "আবদুল্লাহ্" শব্দের সংস্কৃতি প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া স্বীয় সুতীক্ষ্ণ সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। সেইরূপ কলির মাতার নামও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাতার নাম একই অর্থবোধক। কলির মাতা সুমতি। যে সুমতি যে স্ত্রীলোকের ভাল মতি, যিনি সকলের বিশ্বাসভাজনা ও নির্ভরশীলা, তিনিই সুমতি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাতার নাম আমিনা। আরবীতে সুমতির প্রতিশব্দই আমিনা।

কলি পুরুষ রামের নিকট হইতে দৈববাণীর শিক্ষা পাইবেন বলিয়া কল্কি পুরাণে বর্ণিত আছে। পুরুষ শব্দের এক অর্থ আত্মা বা রূহ। রাম শব্দের গঠনপ্রণালীতে পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়াছেন। "রা" অর্থ বিশ্ব, "ম" অর্থ ঈশ্বর। এখন "রাম" শব্দের অর্থ বিশ্বেশ্বর দাঁড়াইল। বিশ্বেশ্বরের আত্মার নামই পুরুষরাম। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) দৈববাণীর শিক্ষা জিব্রাঈল ফেরেশতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। জিব্রাঈলের অপর নাম রুহুল আমীন, যাহা সংস্কৃতে পুরুষরামও তাহা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় দৈববাণী শুনিলেন, ইকরা পাঠ কর। কলিকেও পুরুষরাম পর্বতগুহায় এই কথা বলিলেন বলিয়া কল্পিপুরাণে উল্লেখ আছে। প্রথমাংশের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ "মহন্দে পর্বতস্থিত (হেরা পর্বস্থিত) প্রভাবশালী পুরুষরাম তাঁহাকে (কল্কিকে) স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া বলিবেন–

"আমি তোমাকে অধ্যয়ন করাইব। ধর্মত তুমি আমাকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করিবে।" আরব দেশে সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে মালিক বলা হয়। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে এখনও মালিক শব্দের প্রচলন আছে। যথা- মালিক খিজীর হায়াত খাঁ, মালিক ফিরোজ খাঁ নুন ইত্যাদি। মালিক একটি উপাধি বিশেষ। ইহার অর্থ রাজা। আরবের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর জন্ম হয় এবং এই হিসাবে তিনি একজন রাজকন্যা। তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবার

Contents

জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন- ইতিহাসে এই সত্য বর্ণিত রহিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ঠিক এমনিভাবে কলিও রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে আসক্ত হইয়াছিলেন। কলির চারি ভ্রাতা ছিলেন। কল্কিপুরাণের দ্বিতীয়াংশের প্রথম অধ্যায়ে আছে- "তাঁহার চারি ভ্রাতা ও গোত্রজাত জ্ঞাতিগণ তাঁহার সহচর হইয়া আছেন। প্রথমে তাঁহার উপনয়ন হইতে তিনি পুরুষরামের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।" হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চার খলিফা সহোদর তুল্য ছিলেন। তাহা ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। কলির জন্ম তারিখ ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম তারিখ একই। কল্কিপুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে আছে- "বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে কলির অবতার জন্মগ্রহণ করিলে তদ্দর্শনে তাঁহার পিতৃকুল হৃষ্টচিত্ত হইলেন" পরবর্তী এক শ্লোকে তাঁহার আড়ম্বরপূর্ণ জন্মোৎসবের বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চন্দ্রমাসের (৫৮০ ঈসাব্দে) ১২ই রবিউল আউয়াল (গণনা করিলে উহা বৈশাখ মাসেই পড়ে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ণিত আছে যে কলি উক্ত তারিখে সূর্যোদয়ের দুই ঘন্টা পরে জন্মগ্রহণ করিবেন। অথচ ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর সূর্যোদয়ের দুই ঘন্টা পূর্ব মুহূর্তেই জন্ম হয়, কারণ আরবদেশ ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। হিন্দু ঋষিগণ আকাশবিদ্যার সহায়তায় এইরূপ সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাতা ও তাঁহার পিতামহ ও পিতৃব্য ইত্যাদি সকলেই তাঁহার জন্মগ্রহণে বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং মহাধুমধামে জন্মোৎসব (আকিকা) পালন করিয়াছিলেন। কল্কিপুরাণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে কল্কি জন্মভূমি হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন এবং পরে আবার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কা হইতে মদীনায় ৬২২ ঈসাব্দে হিজরত করিয়া পরে আবার মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছেন- এই কথা দুনিয়ার কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মহাদেব কল্কিকে একটি সর্বগ অশ্ব ও একখানা তরবারী দান করিবেন তিনি তদ্বারা যুদ্ধ করিয়া সর্ত ধর্মের প্রচার করিবেন। এইরূপ কল্কিপুরাণে যুদ্ধের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কল্কিপুরাণের প্রথমাংশের তৃতীয় অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে আছে– এই গরুড়ের অংশসম্ভূত অশ্ব কামগামী ও বহুরূপ। মহাদেব তাহা

www.waytojannah.com

কলিকে দান করিলেন। গরুড়ের পক্ষ বা ডানা আছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ডানা বিশিষ্ট অশ্বরূপী বোরাকে আরোহণ করিয়া মার্গধামে বেহেশতে গমন করিয়াছিলেন। "বরক" শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ। বোরাক তড়িৎগতির চাইতে আরও দ্রুতগামী ছিল। বোরাক বরকের বহুলার্থ প্রকাশক। ঘোড়ার মত হইলেও পক্ষীর মত উহার ডানা ছিল। তাই উহা বহুরূপী।

'কলি' তরবারী পছন্দ করিবেন। মহাদেব তাঁহাকে একখানি তরবারীও দান করিবেন। তিনি ইহার সাহায্যে পাপের ধ্বংস করিয়া সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কল্কিপুরাণের প্রথমাংশের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে আছে- মহাদেব কলিকে বলিতেছেন–

"এই করবাল দিতেছি, গ্রহণ কর। ইহার মুষ্টি রত্নময়। ইহা অতীব প্রভাবশালী।" এই করবালই গুরুভরা পৃথিবীর ভারহরণের প্রধান সহায়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সারা জীবনই যুদ্ধময়। তাঁহার সকল যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক, আক্রমণমূলক নহে। এখানে করাল করবাল দ্বারা আল্লাহ্প্রদত্ত গ্রন্থ কোরআনকে বুঝায়। কোরআনের যুক্তিতে অধর্ম হার মানিতে বাধ্য। অথবা তরবারীর অর্থ নিলেও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে তাহার নজীর পাওয়া যায়। কারণ তাঁহার কয়েকখানা তরবারীও ছিল। তন্মধ্যে জুলফিকারই প্রধান। পরে উহা তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে দান করেন। কলির সহিত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বহুক্ষেত্রে সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইলেও অসামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন- হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নিজহস্তে কখনও কাহাকেও আঘাত করেন নাই, অথচ কল্কি নিজ হাতে অনেকের শিরচ্ছেদ করিয়াছেন। ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে থাকে। বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহার গূঢ়ার্থ উদ্ধার করিতে হয়। কলি নিজ হাতে যে আঘাত করিয়াছেন তাহা হয়ত তাঁহার বাক্যঘাত হইবে। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বাণীতে অর্ধম লোপ পাইবে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাহা পূর্ণ করিয়াছেন।

কল্কি যানবাহন পছন্দ করিবেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) অশ্ব, উষ্ট্র ইত্যাদি অবাধে যানবাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বেদেও তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কল্কি একটি শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিবেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দুলদুল নামক একটি প্রসিদ্ধ শ্বেত অশ্ব ছিল এবং তিনি তাহার ওপর আরোহণ করিতেন।

Contents

কল্কিপুরাণের দ্বিতীয়াংশের সপ্তম অধ্যায়ে আছে (শ্লোক) তিনি (জ্বীন) শূল দ্বারা অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া শিলীমুখ (শেল বা তীর) দ্বারা কল্কিকে মোহিত ও অচেতন করিলেন। ওহুদের যুদ্ধে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জ্বীনের (শত্রুর) অজস্র তীর নিক্ষেপে অচেতন হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পবিত্র দন্ত মোবারক শাহাদাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোকে জ্বীন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'জ্বীন' শব্দের অর্থ জয় করে যে। ওহুদের যুদ্ধে শত্রুদের জয়লাভ হইয়াছিল তাই এই শব্দের ব্যবহার এখানে অতি সমীচীন হইয়াছে। কল্কিপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টম অধ্যায়ের শ্লোকে আছে– "কল্কি সূর্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন।" হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-ও তাহাই। তাঁহার উপাধি দিবাকর। কল্কিপুরাণের তৃতীয়াংশের ষোড়শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে– "কল্কি সিংহাসনে উপবেশন করিলে বেদধর্ম, সত্য যুগ, দেবগণও স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবগণ হৃষ্টপুষ্ট ও সুসন্তুষ্ট হইল।" মহানবী (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পরে যে কৃষ্টি, যে ধর্মের বিধান আল্লাহ্‌র সহায়তায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্ত শ্লোকের প্রতিটি শব্দে ঘোষণা করিতেছে। মুসলমানদের অধীনে শান্তিতে জীবন-যাপনের জন্য বিজাতিরা মুসলমানদের দ্বারস্থ হইত, তাহা ইতিহাসে বিদ্যমান।

কল্পিপুরাণের প্রথমাংশের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে কল্কি বলিতেছেন- "সমুদয় জীব ও সমুদয় পদার্থ আমা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।" তদ্রূপ কথা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নিজেই বলিয়া গিয়াছেন- "আমি আল্লাহ্‌র নূরে তৈরী ও আমার নূর হইতে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।" এতক্ষণ আমরা যাহা আলোচনা করিলাম ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান মতে প্রতীয়মান হয় যে, বহু প্রতিক্ষিত কল্কি ইতোপূর্বেই ধরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে রহিয়াছে। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তাহা দর্শন করিতে হইবে। অন্তরের গভীর অনুভূতি দ্বারা গূঢ়ার্থের অনুধাবন করিলেই সত্য সহজে ধরা পড়িবে। অতএব, শাস্ত্রীয় নির্দেশে কল্কির গুণাবলীতে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-ই রূপান্তরিত হইয়াছেন। আর কাহারও প্রতি এই ভ্রান্তিবাদ আরোপ করা যায় না। বেদ-পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদিগের বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ। এইসব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র 'আল্লাহ্' 'রাসূল' মোহাম্মদ ইত্যাদি শব্দ কিরূপভাবে উল্লেখিত হইয়াছে দেখুনঃ অর্থবেদীয় উপনিষদে উল্লেখ হইয়াছে–

www.waytojannah.com

অস্য উল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা
তস্মাৎ তিনি দিব্যানি পুনস্তংদুধ্য
হরযামি মিলং কবর ইল্লালং
অল্লোরসুলমহমদকং
বরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লল্লোতি ইল্লাল্লা॥৯

'ভবিষ্য পুরাণ'এ আছে-

এতসিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সবন্বিত; ।
মহামদ ইতি খ্যাতধ; শিষ্যশাখাসমন্বিত; ॥৫
নৃপশ্চৈ মহাদেব মরুস্থলনিবাসিনম্
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিতৈ;
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টার মনসা হরম্ ॥৬
ত্রিপুরাসুরানাশায় বহুমায় প্রবর্তিনে॥ ৭॥
ভোজরাজ উবাচ; ম্লেচ্ছৈগুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরনার্থ মুপাগতম॥ ৮॥

ঠিক সেই সময় মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি যাঁহার বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে) আপন সাঙ্গ-পাঙ্গসহ আবির্ভুত হইবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগদগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও।

অল্লোপনিষদ-এর একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়;

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরন্দ্রা;
অল্লো জ্যেষ্ঠং-শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাহ্মণ অল্লাম॥
আদল্লাহবুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম॥ ৩॥

আল্লাহ সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ আলোকময়, অক্ষয়, এক চির পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভূ।

অর্থবেদ'– এ উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংসস্তাবিষ্যতে।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দবহে॥ ১॥

হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। 'প্রশংসিত জন' লোকদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০০০জন শত্রুর মধ্যে পাইলাম।

বলাবাহুল্য, এখানে যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কথাই বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ, মোহাম্মদের অর্থই হইতেছে 'প্রশংসিত জন' আর মক্কার অধিবাসীদিগের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬০,০০০জন।

ওপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারিতেছেন যে, আর্য ঋষিগণ ধ্যানবলে এবং আকাশ বিদ্যার সহায়তায় হাজার হাজার বৎসর পূর্বেই মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বরূপ ও আবির্ভাব, জন্মের সুনির্দিষ্ট সময়, ভবিষ্যত কর্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য অবগত ছিলেন।

"মদৌরদিতা দেবা দকারন্তি প্রকৃত্তিতা বৃষন, ভক্ষয়েৎ সদাবেদ শাস্ত্রে স্মৃতা।" –(সামবেদ)

যে, দেবতার নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' বৃষ (গরুর) মাংস ভক্ষণ করেন এবং সর্বকালের জন্য পুন বৈধ করেন বেদ শাস্ত্রাদিতে তিনিই স্মরণযোগ্য।

"লা-ইলাহা হরতি পাপসু ইল্লাই লহা পরমাদম জন্ম বৈকুণ্ঠ পর অপইন্নতিত জপি নাম মোহাম্মদ।" –(উত্তর বেদ)

লা-ইলাহার আশ্রয় ছাড়া পাপ মুক্তির কোন প্রকৃত আশ্রয় নাই। বৈকুণ্ঠে জন্ম লাভের আশা করিলে ইলাহর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন গতি নাই। আর এই জন্য মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পদানির্গত পথের অনুসরণ ও অনুকরণ একান্তই অপরিহার্য।

এইভাবেই সর্বশেষ অবতারের বর্ণনা হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থাদিতে বর্ণনা করিয়া এই ধরাধামে অবতার অবতরণ সমাপ্ত করিয়াছেন। হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থেই 'হিন্দুধর্ম' কথাটির উল্লেখ নাই। (১) সনাতন ধর্ম সেখানে বর্ণিত হইয়াছে। এই ধর্মের বেদ, গীতা পুরাণ, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থে শেষ অবতার বা শেষনবী (সাঃ)-এর উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাচীনতার কারণে হিন্দুধর্মগুলি পৌত্তলিকতার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেগুলি হইতে সত্যকে আহরণ করিয়া গ্রহণ করা এখন অনেকটা শ্রমসাধ্য, তাহা সত্তেও সত্যানসন্ধানী দৃষ্টিতে সেগুলিতে অন্তিম অবতার বা সর্বশেষ নবী

Contents

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব, নাম-পরিচয়, ধর্ম-প্রচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁহার ওপর প্রশস্তি পাঠ, এমনকি তাঁহার সহচরগণের কার্যাবলী সম্পর্কেও অনেক তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। বস্তুত বাংলা উর্দূ ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী অনেক পণ্ডিত গবেষণা করিয়া এইসব তথ্যাবলী সঠিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের 'একমেবা দ্বিতীয়ম' মূলমন্ত্রটি ইসলামের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এরই প্রতিধ্বনি। "ইল্লা কবর ইল্লা ইল্লাল্লোতে ইল্লাহ পুণ্যবানদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্‌কেই আল্লাহ্ বলিয়া কর আহ্বান।"

এই ধর্মের গ্রন্থগুলিতে সম্মানসূচক শেষনবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রসঙ্গ রহিয়াছে। সেগুলিতে দেখা যায় যে, কোথাও তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কোথাও তাঁহার নাম (মোহাম্মদ) উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোথাও অবতারের নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' ইত্যাদি প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। তাঁহার অন্যতম নাম 'আহমদ' এর উল্লেখও রহিয়াছে। ঋগ্বেদের 'কীরি' শব্দের মধ্যে আবার কল্কি অবতারও তিনিই।

হিন্দুশাস্ত্রে যেসব স্থানে শেষনবীর প্রসঙ্গ রহিয়াছে, এখানে সেইগুলি সম্পর্কে আরও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা বর্ণিত হইল।

আল্লোপনিষদ 'আল্লাহ্' 'মোহাম্মদ' 'রাসূল'– তিনটি আরবী শব্দযোগে যে শ্লোকটি লিখিত আছে, তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ। যথা–

হোতার মিন্দ্রো হোতার মিন্দ্রো মহাসূরিন্দ্রা।
অল্লো জ্যৈষ্ঠ শ্রেষ্ঠং পরমং ব্রহ্মণং অল্লাম॥
অল্লো রসূল মোহাম্মদ রকং বরস্য অল্লো অল্লাম॥
আদাল্লাং বুকমেকং অল্লাবুকংল্লান লির্খতকম॥

"দেবতাদের রাজা আল্লাহ্ আদি ও সকলের বড় ইন্দ্রের গুরু। আল্লাহ্ পূর্ণ ব্রহ্ম, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল পরম বরণীয় আল্লাহ্ আল্লাহ্। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। আল্লা অক্ষয় অব্যয় স্বয়ম্ভু।"

হিন্দুধর্মের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহাশয় সামবেদে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গন্ধও নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে যাঁহার কথা আছে তাঁহার নাম ঃ

www.waytojannah.com

Contents

"মদৌ বর্তিতা দেবাদ কারান্তে প্রকৃত্তিতা।
বৃষানাং ভক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রেচ স্মৃতা।

"যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর 'ম' ও শেষ 'দ' এবং যিনি বৃষমাংস ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুন বৈধ করিবেন তিনিই হইবেন বেদানুযায়ী ঋষি।" মোহাম্মদ (সাঃ) নামের প্রথম ও শেষ অক্ষর বেদের নির্দেশ যথাক্রমে 'ম' ও 'দ' হওয়াতে তাঁহাকেই মান্য করাও শাস্ত্রেরই নির্দেশ। তিনিই গোমাংস ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুন বৈধ করিয়াছেন। পূর্বে ধর্মপরায়ণ হিন্দুগণ গোমাংস ভক্ষণ করিতেন এর ভুরি ভুরি নজির শাস্ত্রে রহিয়াছে। রামায়ণের আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে– 'রাম গোমাংস ভক্ষণ করিতেন।' সেখানে আরো আছে– "বশিষ্ঠ্য মুনি মদ্য ও গোমাংস প্রভৃতি দিয়া বিশ্বমিত্রকে তাঁহার সেনাগণের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন।" আরো লেখা আছে– "ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে গোমাংসাদি দিয়া পরিতুষ্ট সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন ও তৎকালে বিশ্বমিত্রের যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা দশ সহস্র গোভক্ষণ করিয়াছিলেন।" মহর্ষি পানিনি বলেনঃ"অতিথি আগমন করিলে তাঁহার জন্য গোহনন করিবে।"

আল্লাহ্‌র শেষনবী (সাঃ) হিন্দুশাস্ত্রের লুপ্ত বিধান গোমাংস ভক্ষণকে পুন বৈধ করেন। কিন্তু বর্তমান শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ স্বীয় হস্তে রচিত গ্রন্থে গোহত্যা মহাপাপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া হিন্দুধর্মের একটি বিধান বিনষ্ট করিয়াছেন। মুসলমানগণ এখন হিন্দুধর্মের সেই বিধানটি পালন করিয়াছেন। মুসলমানরা মূল বেদে বিশ্বাসী বেদের শিক্ষানুসারে তারা অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এবং বেদে প্রমাণিত অন্তিম অবতার মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পদানুসরণ করিয়াছেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নবী যজুর্বেদে তাঁহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে ঃ

"অল্লো রসূল মহম্মদ রকং বরস্য।"
স্মিন্নন্তিদরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ।
মহামদ ইতখ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিতঃ।
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম।
চন্দনাদিভির ভ্যার্চ্য তুষ্টার মনসা হরম॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনম॥
ত্রিপুরাসুনাশায় বহুমায়া প্রবর্তিনে॥

www.waytojannah.com

Contents

ম্লেচ্ছৈর্গপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
ত্বং মাং হি কিংকরং বিদ্ধি শরনার্থমু পাগাতম॥

১৭৮ পৃঃ (২) রামায়ণ আদি অযোধ্যাকাণ্ডের শ্লোক দেখুন।

'যথাসময়ে 'মহামদ' নামে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন। যাঁহার 'মরুস্থলে' (আরব দেশে)। সাথে স্বীয় সহচরবৃন্দও থাকিবেন। হে মরুর প্রভু! হে জগতগুরু! আপনার প্রতি আমাদের স্তুতিবাদ। আপনি জগতের সমুদয় কলুষাদি ধ্বংসের উপায় অবগত আছেন। আপনাকে প্রণতি জানাই। হে মহাত্মা! আমরা আপনার দাসানুদাস। আমাদেরকে আপনার পদমূলে আশ্রয় প্রদান করুন।

"এতস্মিন্নন্তিরে ম্লেচ্ছ আচার্য সমন্বিতঃ।
মহাম্মদ ইতিখ্যাতঃ শিষ্যাশাখা সমন্বিতঃ।

এ শ্লোকের 'ম্লেচ্ছ' ও 'আচার্য' শব্দগুলির ব্যাখ্যা হইল– আরবের আদিম পৌত্তলিকা অধিবাসীকে দূরাগত আচার্যেরা ম্লেচ্ছ বলিতেন। যেমন– ভারতে আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়কে আর্যরা বেদ-পুরাণাদিতে পূর্ব হইতে লিপিবদ্ধ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১৬/৬) তাঁহার (সাঃ) এইভাবে আছে–

"হিরন্ময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্ঠিত।
কেশ-শ্মশ্রু হয় তাঁর হরিণ্য মণ্ডিত॥
পদনখ পর্যন্ত স্বর্ণময়।
অরুণার বিন্দ সম শোভে নেত্রদ্বয়॥
'উৎ' অভিধানে তিনি অভিহিত হন।
যেহেতু সর্ব্ব পাপের উর্দ্ধে তিনি রণ।
এই তত্ত্ব অবগত আছেন যে জন;
তিনিও পাপের উর্দ্ধে পরিস্থিত হন।
ইতিত্ত্ব দেব পক্ষেঃ অধ্যাত্ম পক্ষেতে,
সে পুরুষ দৃষ্ট অন্তরক্ষি দর্পণেতে।"

এই শ্লোকটি পাঠে বুঝা যায় যে সর্বদশী আল্লাহ্ জানিতেন যে, কলিযুগের হিন্দুগণ শেষনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও বেদের অদ্বিতীয় আল্লাহ্কে ভুলিয়া বিপদগামী হইবে। তজ্জন্যই আল্লাহ্ শেষনবীর দৈহিক সৌন্দর্য

www.waytojannah.com

Contents

বর্ণনা শেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি 'উৎ' অর্থাৎ দশম অবতার; "ইতিতত্ত্ব দেবপক্ষে" বাক্য হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পরে সত্য পথ প্রদর্শক আর কোন অবতারের আবির্ভাব হইবে না। এই সমাচার জানিয়া যে তাঁহার অনুসরণ করিবেন তিনিই নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষ লাভ করিবেন।

শাস্ত্র-প্রণেতা মুণি-ঋষিরা সুস্পষ্টভাবে শেষনবী মোহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণের ওপর পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল বলিয়াও ব্যক্ত করিয়াছেন-

লা-ইলাহা হরিতি পাপম
ইল্ল ইলাহা পরম পদম
জন্ম বৈকুণ্ঠ অপ ইনুতি
ত জপি নাম মুহাম্মদা॥ - উত্তরায়ন বেদ

'লা-ইলাহা.....' এর আশ্রয় ব্যতীত পাপমুক্তির কোন উপায় নাই। ইলাহ (আল্লাহ্)-এর আশ্রয়ই প্রকৃত আশ্রয়। বৈকুণ্ঠে জন্মলাভের আশা করিলে ইলাহ-র আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই। আর এই জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ অপরিহার্য।

শেষ অবতার সম্পর্কে বেদের আরো কয়েকটি শ্লোক–

"যে রধ্রস্য চোদিত্য যঃ কৃশস্য
যো ব্রণো নাম মানস্য কীরে ঃ –(ঋগ্বেদ ঃ ২ঃ ১২ঃ৬)

অর্থাৎ যিনি তাঁহার ভক্ত তিনিই তাঁহার (প্রভুর) সহিত সম্পর্কিত। ঋগ্বেদে উক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তির 'কীরি' নামকরণ করা হইয়াছে। এই 'কীরি' বাংলা অর্থ মহাপ্রভুর সর্বশেষ প্রশংসাকারী যার আরবী প্রতিশব্দ হইল 'আহমদ'। এমনিভাবে অসংখ্য উক্তি রহিয়াছে ইসলাম ধর্মের মহান রাসূল ও সর্বশেষ নবী সম্পর্কে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে।

আলোচ্য গ্রন্থের যশস্বী অনুবাদক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিহাসের উদ্ধৃতি সহকারে তাতে নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত করিয়া পাঠকের আগ্রহ ও বইটির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং অনুবাদে পক্ষপাতমূলক কোন বিতর্কিত বিষয় সংযোগ বা মন্তব্য করেন নাই। যাহা শ্বাশত সত্য মূল গ্রন্থকারের মত তিনিও স্বাধীন মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই দিক দিয়া গ্রন্থটি হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট প্রচারিত হইয়াছে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যে কারণে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমভাবে সমাদৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে আমরা আশা পোষণ করিতেছি- হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সমাজ তাঁহাদের ধর্মীয়

www.waytojannah.com

আদেশ পালন করিয়া সৎপথ প্রাপ্ত হইবেন। জাতিভেদ ভুলিয়া রক্তক্ষয়ী, হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ ভুলিয়া হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শিখ ও অন্য ধর্মাবলম্বীরা মানবিক ঐক্য স্থাপন করিবেন। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা কোন উস্কানীমূলক কথা বা কাহারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অবতারণা করি নাই বা করার কোন দুরভিসন্ধিও নাই। যেহেতু মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই ভাই-ভাই। কোন উস্কানীমূলক কথা বা কাহারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আমাদের শাস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ । সেই জন্য সকল সম্প্রদায়ের ভাইদের সহিত সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব রক্ষার্থে তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনামাই উদৃত করিয়াছি। যদি কোথাও দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা যায় তাহা হইলে একটু কষ্ট করিয়া তাঁহারা যেন তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থের সহিত উল্লিখিত উদ্বৃতিগুলি মিলাইয়া দেখিলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইহাই হিন্দু ভাইদের নিকট আমাদের একান্ত আকুল আবেদন।

আমাদের মধ্যে যাহারা দাওয়াতী কাজে ইচ্ছুক বা নিয়োজিত তাঁদের কাছে উল্লেখযোগ্য উপাদানসহ তেমন কোন পুস্তকাদি না থাকায় তাঁরা এইসব কাজ ফলপ্রসু করিতে পারেন না। দীর্ঘ দিনের এ অভাবটি পূরণ করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। আমাদের প্রকাশিত দাওয়াত বিষয়ক কয়েকটি পুস্তকের মাধ্যমে। ইহা সকলের জন্য আনন্দের বিষয়ও। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গকে সবিনয়ে আহ্বান জানানো যাচ্ছে। তাঁহাদের সহযোগিতা পরামর্শ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য। বেদ প্রকাশের দুইটি বইয়ের ব্যাপারে ভারতীয় প্রখ্যাত দাঈ মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার দাওয়াতী কাজে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং ঢাকাতেও হিলফুল-ফুযল নামক একটি সংস্থাতেও।

আমার ধারণায় আলোচ্য গ্রন্থে সম্পাদনা, সংযোজনের ক্ষেত্রে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছি বা করা হইয়াছে তাহা এমন চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে যাঁহারা হিন্দু-মুসলমান জ্ঞানী-গুণীদের সহিত ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। কেননা আলাপ-আলোচনায় অনেক অজানা কথা অবগত হওয়া যায়, ভুলভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর হয় এবং সম্প্রতি স্থাপিত হয়। মূলতঃ এগুলি মানবিক ঐক্য স্থাপনের নিদর্শনও বলা যায়। মূল লেখকের বিষয় বাদ দিয়া সম্পাদনা ও সংযোজন অংশের প্রশস্ততা করাটা আর যুক্তিযুক্তি মনে করি না। কেননা ইহা পাঠকের জন্য বিরক্তির কারণও হইতে পারে। আমি আলোচ্য গ্রন্থে সম্পাদনা ও সংযোজনে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছি তাহা যদি সত্য না হয় আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর যদি সত্য নিরূপণে সুদৃঢ় থাকি

Contents

তাহা হইলে তিনি যেন প্রসন্ন হন। কেননা, সকল প্রকার কল্যাণের প্রতীক তিনিই। 'আলহামদুলিল্লাহি ওয়া রাব্বুল আল আমীন- ওয়াস সালাতুনন্নবী ওয়া মোহাম্মদ ওয়া আজমাঈন।'

পরিশেষে নিঃসন্দেহে বলিতে চাই এই গ্রন্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা কখনো আমার ছিলনা। তবে এক ঐশ্বরিক প্রেরণা আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে বলিয়াই হয়ত উক্ত গ্রন্থ জনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা এই গ্রন্থ পাঠে সৎপথ প্রাপ্ত হইবেন আমরা তাহাদের প্রভূত কল্যাণ কামনা করিতেছি। কল্কি অবতার তথা ইসলামের নবী বিশ্ব মানবতার নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– "যে সৎপথ অনুসরণ করে, তাহাকে সালাম আর যে বাঁকাপথ অবলম্বন করে তাহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।" সুতরাং সময় থাকিতে হুশিয়ার হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়? কেননা সময় অতি দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে তথ্য ও শাব্দিক ভুলত্রুটি যে নাই সেই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যদি কাহারো তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তখন সংশোধনপূর্বক পাঠ করার জন্য বিনীত আবেদন জানাইতেছি। কেননা নানাবিদ কারণে সব সময় মানসিক অশান্তিতে স্নিগ্ধ মস্তিস্কে কোন কাজই সুফলে পরিণত করা অসম্ভব। এমতাবস্থায় আমাকে জানাইলে সংশোধন করার মত সুযোগ নাও থাকিতে পারে। আর আমি নানান কারণে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ক্রমান্বয়েই ধাবিত হইতেছি। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী ব্যতীত পরিত্রাণের কোন পথ আর অবশিষ্ট নাই। এই ব্যাপারে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া এখানেই আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

আরেকটি কথা এইবারকার দুটি গ্রন্থ বেদ পুরাণে আল্লাহ্ ও হযরত মোহাম্মদ ও কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব গ্রন্থটি লভ্যাংশভিত্তিক এবং ইতোপূর্বে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমীর আরো কয়েকটি বই এই ব্যবস্থপনায় ছাপা হইল। সাময়িকভাবে ইচ্ছা হইলে আমরা যে কোন সময় সেই চুক্তি বাতিল করিতে পারি। ইহাতে তাহাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারিবে না।

১২/০৯/৮৭ইং
বাংলাবাজার, ঢাকা।

–মোহাম্মদ শামসুজজামান

www.waytojannah.com

কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব

তথ্যসূত্র

১. পৃথিবীর ইতিহাস- পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, বই ঘর, চট্টগ্রাম।
২. বেদপুরাণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)- ড. কদরতুল্লাহ, প্রকাশকাল- ১৯৫২ইং
৩. তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন (উর্দু) মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহ.) বাংলা অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
৪. বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদ- শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী
৫. রামায়ণ- আদি অযোধ্যাকাণ্ডের শ্লোক
৬. পরধর্মগ্রন্থে শেষনবী- মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা
৭. বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা
৮. বজ্রকলম- আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা
৯. ভারত তুমি কার- আহমদ আলী মোল্লা
১০. মূর্তিপূজার গোড়ার কথা- শ্রী ভট্টাচার্য (আবুল হোসেন)
১১. বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত।
১২. সরওয়ারে আলম- মাওলানা মওদূদী
১৩. বেদের পরিচয়- ডঃ যোগীরাজ বসু।
১৪. কৃতিবাসী রামায়ণ
১৫. মহাভারত
১৬. কল্কি পুরাণ
১৭. গীতা
১৮. ভারত তত্ত্ব- মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনী
১৯. চেপে রাখা ইতিহাস- আল্লামা গোলাম আহমদ মোর্তজা
২০. হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা- মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ
২১. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল ইসলাম- মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ
২২. আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম- শ্রী ভট্টচার্য (আবুল হোসেন)
২৩. ইসলাম ও হিন্দুধর্ম- এ.জেড. এম. শামসুল আলম
২৪. সাপ্তাহিক মিজান পত্রিকা- কলিকাতা
২৫. ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম গ্রন্থে শেষ নবীর ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী- আহমদ দীদাত
২৬. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ- মুহাম্মদ আবু তালিব

www.waytojannah.com

Contents

ভূমিকা

এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। ইসলামী সংস্কৃতি নবী, রাসূলগণের যে স্থান, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অবতারগণের সেই স্থান। মুসলমানগণ মোহাম্মদ সাহেবকে সর্বশেষ নবী-রাসূল বা মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁহাকে কলিযুগের শেষ অবতার বা পরিত্রাণকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিদেশে কেবলমাত্র নবী-রাসূল আগমন করিবেন এবং ভারতে কেবলমাত্র অবতার আগমন করিবেন, এমন হইতে পারে না। কারণ, সমগ্র বিশ্ব একই পরমেশ্বরের, উহাতে কোনরূপ বৈষম্য থাকিতে পারে না। নবী-রাসূল কেবলমাত্র আরবে অবতীর্ণ হইবেন। ভারতে আবির্ভূত হইবেন না বা অন্য কোন দেশে হইবেন না ইহাও ন্যায় বিচারসম্মত নহে; সেই জন্য আমি মোহাম্মদ সাহেবকে যখন সর্বশেষ নবী-রাসূল বা মহাপুরুষ বলিয়া অবগত হইলাম তখন আমার অন্তরে পুরাণে উল্লেখিত 'কল্কি অবতার' বিষয়ক অধ্যায়সমূহ পড়িবার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী ইতোপূর্বেই কলিযুগের কিছু অংশ বিগত হইয়াছে। কলিযুগে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং যে সকল ঘটনা ঘটিবে, আমি উহার সমুদয় বিষয় মোহাম্মদ সাহেবের জীবনাবলীর সহিত সযত্নে তুলনা করিলে উহা সম্যকভাবে মিলিয়া গিয়াছে। দু'একটি ক্ষেত্রে উহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, উহাকে রাম চরিতের মধ্যে যে দু'একটি ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যের পরিলক্ষিত হয়, তাহার সহিত তুলনা করা যায়। রামের ক্ষেত্রে যদ্রূপ অসামঞ্জস্যের উত্তরে বলা হয় যে, "হরি অনন্ত, হরি কথা অনন্ত।" তদ্রূপ মোহাম্মদ সাহেবের ক্ষেত্রেও আমি বলি। আমি কল্কি অবতারের কথা এইজন্য বলিতে চাই না যে, "কথা কল্পিত' বৃত্তান্ত সত্যার্থখ্যায়িকা।" ইহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহাকে "আখ্যায়িকা" বলাই যুক্তিসঙ্গত।

বৈজ্ঞানিক আণবিক বিস্ফোরণ দ্বারা বিশ্বের যে ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হইয়াছে, উহার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ একমাত্র বিশ্বে ধর্মীয় একতার দ্বারা করাই সম্ভব। সেই জন্য আমি ধর্মীয় আধারকে গ্রহণ করিয়াছি। রাষ্ট্রীয় একতার প্রচারকগণ নিশ্চয় ইহাতে আপত্তি করিবেন না। একমাত্র কূপমণ্ডুক,

www.waytojannah.com

Contents

সংকীর্ণমনা, হীনচরিত্রের ব্যক্তিরা ইহাতে আপত্তি করিতে পারে। কিন্তু তাহারা যদি কূপ হইতে নির্গত হইয়া বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিত, তাহা হইলে তাহারা কূপমণ্ডুকতাকে ঘৃণা করিত। ঈশ্বরের আজ্ঞায় ঈশ্বরের বাণী বিশ্বে প্রচারিত হউক, একমাত্র এই উদ্দেশ্য ও সৎ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। ইতোপূর্বে এই সত্য নির্ধারণের জন্যই এই বিষয়ে কেহ লেখনী ধরিয়াছিলেন কিনা তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে[১] "সরওয়ারে আলম" নামক গ্রন্থে এতটুকু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, মোহাম্মদ সাহেব এবং কল্কি অবতার একই ব্যক্তি। আমার সুদৃঢ়বিশ্বাস, আমার প্রণীত গ্রন্থ স্বদেশ এবং বিদেশে প্রচারিত হইয়া গবেষকদের গবেষণায় চিরন্তন শাশ্বত সত্য জনসমক্ষে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হইয়া কল্কি অবতার নির্ধারণ হইবে। এই গ্রন্থ ঈশ্বরের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে আলোচিত বিষয়সমূহ আমার ব্যক্তিগত মতামত বরং ইহা বেদ ও পুরাণ হইতে প্রমাণিত বিষয় ঈশ্বর প্রদত্ত আমার আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইতে উদ্ভূত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিরই নামান্তর।

আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আমার এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করার ফলে সর্ব ভারতীয় সমাজ তথা নিখিল বিশ্বে সার্বিক একতা গড়িয়া ওঠিবে এবং ধর্মীয় কলহ ও দ্বন্দ্ব দূর হইবে। যদি মানুষ বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে পারস্পরিক সৌহার্দ দ্বারা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবে। কেবলমাত্র নাম ধারণ করিয়া কেহ হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান হয় না। যদি আমি সিরাজুল হককে সত্যদীপ বা আবদুল্লাহকে রামদাস অথবা আবদুর রহমানকে ভগবান দাস বলি, তাহা হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ হইবে না। কারণ, ঐগুলি তাহাদের নামের সংস্কৃত প্রতিশব্দ। অনুরূপে আমার নাম আরবী ভাষায় নুরুল হুদা রাখিতে পারিবেন। অতএব, ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা যে, প্রত্যেক জাতি বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পূর্ণ মিলন ঘটুক এবং আমার গ্রন্থ-মূলে প্রত্যেকের মধ্যে রূপরেখা লইয়া সত্যচিন্তা সঞ্চারিত হউক; বিশ্বে সৌহার্দ বৃদ্ধি হউক এবং সকলের কল্যাণ হউক। ইহাই আমার একমাত্র আন্তরিক কামনা। যাহা হউক, কল্কি এবং মোহাম্মদ সাহেবের তুলনাত্মক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কেহ যেন এই ধারণা না করেন যে, আসলে মোহাম্মদ সাহেবের চরিত্রের রূপরেখা লইয়া পরবর্তীকালে লোকেরা কল্কির কল্পনা করিয়াছে। এই জন্য আমি যে সকল সনাতন

---

১. সরওয়ারে আলম : মোহাম্মদ মুসলিম, প্রকাশক ঃ জয়াপ্রদ দে। সেপ্টেম্বর ১৯৬০ এ,ডি, কিষাণজী, দিল্লী।

www.waytojannah.com

Contents

ধর্মগ্রন্থসমূহকে আশ্রয় করিয়া আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি, তাহার মধ্যে পুরাণের রচনাকাল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি। কারণ, পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে কোন পণ্ডিতই নিশ্চিতভাবে আজও কাল নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। সেহেতু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ শ্রৌত-সূত্রী, উপনিষদ এবং পুরাণের কাল নির্ণয় ক্ষেত্রে 'সম্ভবত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

সর্বপ্রথম আমি পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া অতপর আসল বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করিব।

ডব্লু,এল লেঙ্গারের মতে পুরাণ খৃষ্টের ৪০০ বর্ষ পরে রচিত হইয়াছে।[১] অনুরূপ তাঁহার অভিমতে রামায়ণ এবং মাহভারত খৃষ্ট-পূর্ব ২০০সনে রচিত হইয়াছে।[২] কিন্তু উক্ত মন্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ইহা দ্বারা রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি এবং মহা ভারতের রচয়িতা ব্যাসজীর সমকালীনতা প্রমাণ হইতেছে। অথচ ইহা অসম্ভব। কারণ বাল্মীকি রামের যুগের ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "রাম কর্তৃক পরিত্যক্তা সীতার তত্ত্বাবধানে বাল্মীকি স্বীয় আশ্রমে বসবাস করিতেন।" ইহা ছাড়া আরো কথিত আছে, বাল্মীকি মহাকাব্য স্বীয় আশ্রমে সম্পাদিত করেন।

দ্বিতীয় রামের ঘটনাবলী ত্রেতাযুগে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ত্রেতা যুগেই বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, ইহাই প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে দ্বাপর যুগে বেদব্যাসজী মহাভারত রচনা করেন। অতএব, দুই মনীষী সমসাময়িক হইতে পারেন না।

তৃতীয় ভবিষ্য পুরাণ মতে প্রমাণিত যে, শকরাজ ঈসার (যিশুখৃষ্টের) সঙ্গে সাক্ষাত করেন।[৩] অনন্তর শকরাজ বিক্রমাদিত্যের পরবর্তী যুগের ব্যক্তি।[৪] অতএব, প্রমাণিত হইতেছে যে, বিক্রমাদিত্য ঈসার পূর্ব-যুগের ছিলেন। অথচ বিক্রমাদিত্যের সময় রামায়ণ, মহাভারত তথা পুরাণ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি কারণে লেঙ্গারের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

ভাষার দৃষ্টিকোণে পুরাণ পানিনি অপেক্ষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থ। কারণ পানিনির ব্যাকরণের সহিত পুরাণের ভাষার কোন মিল নাই। উহার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের আর্য প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, যাহা বৈদিক এবং লৌকিক

www.waytojannah.com

Contents

সংস্কৃতের মধ্যকালে ব্যবহৃত হইত। লেঙ্গারের মতে পানিনির যুগ হইতেছে খৃঃ পূর্ব ৩৫০ হইতে ৩০০ খৃঃ পূর্ব শতাব্দীর মধ্যবর্তী যুগ।[৫] পক্ষান্তরে বুদ্ধজী খৃঃ পূর্ব ৫৬৩ হইতে ৪৮৩ খৃঃ যুগে ছিলেন।[৬]

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধজী স্বীয় ধর্ম পালি ভাষার মাধ্যমে প্রচার করেন। কারণ, সেই যুগে পালি ভাষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ছিল। ভাষা বিবর্তনের ফলে সংস্কৃত হইতে পালি হইতে প্রাকৃত হইতে অপ্রভ্রংশ এবং অপভ্রংশ হইতে বর্তমান হিন্দী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধদেবের পূর্বে সংস্কৃত ভাষা বিদ্যমান ছিল। কোন ভাষা অতি সহজে পরিবর্তিত হয় না। বরং কয়েক হাজার বৎসর পর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তদনুসারে বুদ্ধদেবের পূর্বে প্রচলিত ব্যাকরণের প্রর্বতক পানি নির সময়কাল বুদ্ধদেবের এক হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ

---

(১) একদা তু শকধী শো হিমতুঙ্গং সমায়যৌ। ২১
হন দেশস্য মধ্যে ঐ গিরিঙ্গং পুরুষ শুভম।
দর্দশ বলবান রাজা গৌরাঙ্গং শ্বেতবস্ত্র কম। ২২
কো ভবানিতি তংপ্রাহ সহোবাচ মুদান্বিতঃ।
ঈশ পুত্রংচ মাং বিদ্ধি কুমারীগর্ভ সম্ভবম।২৩
ঈশামসীহ ইহি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম।৩১
-ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।
(২) বিক্রমাদিত্য পৌন্ডে পিতৃরাজ্যং গৃহীতবান।
জিত্বা শকান দুরাধর্ষা শ্চীনতৈ ত্রিরিদেশ জ্ঞান। ১৮
একদা তু শকাধীশো হিমতুঙ্গং সমায়হৌ। ২১
-ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৩) Purana (Disordereea genealogies of kings compound with legends, put in present form. fourth century A.D. and later)

(4) mahabarat and epic poems composed by several generation of bars, seems to have taken from about the second century B.C. althought probably revised rarly in our era. Encyclopedia of World History By. W.L Langer page 42.

(5) Panini (7c. 350-300) Encylopedia of World Histoy W.L. Langer Page-42

(6) Buddhism was founded in the some period and pegion by siddhaetha? (563-483), of the clan of gautama andthe hill of the tribe of sakya, who attaine huminiation (bodhi).

Encylopedia World History By W.L. Langer, Page-41

www.waytojannah.com

Contents

১৫৬৩ খৃষ্টপূর্ব কাল হইবে। পানিনির সূত্র হইতেও ইহা অনুমিত হয় যে, সেই যুগে লেখনীর অভাবের কারণে কেবলমাত্র মানুষের মুখে মুখে বা শ্রুতিরূপে রক্ষিত ছিল। ইহাই স্বতসিদ্ধ যে, পুরাণের ভাষা পানিনি অপেক্ষা বহু প্রাচীন ভাষা। অতএব, পুরাণ রচনার সময়কাল প্রায় ২৫০২ খৃঃ পূঃ হইতে ১৫৬৩ খৃঃ পূর্বের মধ্যকাল হইবে। তবে উপরোক্ত সময়কাল নির্ধারণ করা নিছক আনুমানিক এবং সন্দেহযুক্ত। এক্ষণে আমি পুরাণের অভ্যন্তরীন নির্দশন দ্বারা উহার রচনাকাল নির্ণয় করার চেষ্টা করিব। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ভবিষ্য পুরাণে ভবিষ্যতকালের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। যে সকল স্থানে 'লুট্' স্থলে 'লট্' লকার অথবা 'লড্' লকারের প্রয়োগ হইয়াছে, সেই সকল স্থানে "ব্যত্যয়ী বহুলম" সূত্র হইতে বৈদিক সংস্কৃতের ন্যায় 'তিড্' ব্যত্যয় হইয়াছে। অতএব, পুরাণের ভাষা নিঃসন্দেহে লৌকিক ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট। ভাবগত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্দ দ্বিতীয় অধ্যায়ে কল্কি অবতারকে অন্তিম বা শেষ অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্যাসজী ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্বে ভবিষ্যতকালের ঘটনা বর্ণনা আদম হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন- হে মন! সুতজী দ্বারা বর্ণিত ভবিষ্যতের কলিযুগ সম্পর্কে পরিপূর্ণ গাথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ কর।[৭] অতএব পুরাণ আদমের পূর্ব যুগের গ্রন্থ।[৮]

অনন্তর আদম যখন সৃষ্টি হয়, তখন দ্বাপর যুগের ২২০৮ বৎসর অবশিষ্ট ছিল।[৯]

---

৭. মনঃ শৃন্যততো গাথাং ভাবীং সুতেন বর্ণিতাম
ফলে ঋগন্ত পূর্ণাং তচ্ছ্রুত্ব তৃপ্তিসাবহ। -ভবিষ্যপুরাণ, প্রাতিসর্গ, ১ম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক-২৫

৮. কোরআনে এই ধরণের মতবাদ অগ্রহণযোগ্য। কেননা আল্লাহ্ মানবজাতি সৃষ্টির আগে জ্বিন জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, আদম (আঃ)-এর আগে অন্য কোন সৃষ্টি কোন মতেই স্বীকৃত নয়। –(সম্পাদক)

৯. দ্বিশতষ্ট সহস্র যে শেষে তু দ্বাপরে যুগে
বহু কীর্তিমতী ভূমভবিতা কীর্তি মালিনী।[১৮]
ইন্দ্রয়য়াণি দমিত্বা যো আত্ম ধ্যান পরায়ণঃ
তস্মদাদমসমাসৌ পত্নী হব্যবতী তথা।[১৯]
-ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়

www.waytojannah.com

Contents

বর্তমানে কলিযুগের ৫০৭০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অতএব, আদম ৫০৭০+২২০৮ = ৭২৭৮ বর্ষ পূর্বে ছিলেন। এই বিষয়ে মতভেদ থাকায় এইজন্য প্রত্যেক পণ্ডিত উহাদের পূর্বে 'সম্ভবত' 'প্রায়' বা প্রশ্নসূচক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কেহ যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এমন নিশ্চয়তাও দিতে পারেননি। এই জন্য বিষয়টি অমিমাংসিত রহিয়া গেল। সেই যুগে লেখনীর রীতি না থাকায় শ্লোকসমূহ মানুষের মুখে মুখে 'শ্রুতিরূপে' রাখিতে হইত; নবী 'নূহ' এর সময় হইতে সংস্কৃত ভাষার পত্তন হয়। কারণ, বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া নবী নূহকে সংস্কৃত ভাষাকে অপশব্দ করিয়া দান করেন। উক্ত ভাষার নাম ম্লেচ্ছ ভাষা রাখা হয়।[১০]

নবী নূহের তিন পুত্র ছিল- লসিম, হাম এবং ইয়াকুত।[১১]

এখান হইতেই মানবজাতি ভাষাভিত্তিক বিভক্ত হয়। সিম হইতে সেমেটিক এবং হাম হইতে হেমেটিক উদ্ভূত হয়।[১২]

প্রকৃতপক্ষে আদি মানব আদম অপেক্ষা পুরাণ প্রাচীন হওয়ার কারণে উহার রচনাকাল ৭২৭৮ বর্ষ পূর্বকাল বলিয়া সিদ্ধ হয়। যদিও উহাতে অনেকের ঘোরতর আপত্তি থাকিতে পারে? তবে আমার মতামত যে সঙ্গত হইবে ইহাও বলা যায় না। যদি এই ক্ষেত্রে কোরআনের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাকে স্থান দেওয়া যায় তাহা হইলে এই বিষয়টির একটি প্রকৃত সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং ইহাই সিদ্ধ ধারনা বলাই সঙ্গত মনে হয়। যাই হোক আমাদের পূর্বে অর্থাৎ পুরাণের যুগে সম্ভবত মানবজাতি চারিভাগে বিভক্ত ছিল। তবে উহা কোন জাতিভিত্তিক ছিল না, বরং কর্ম ও গুণাভিত্তিক বিভাগ ছিল এবং ইহাও অনুমানভিত্তিক ধারনা। গুণের বৃদ্ধি ও অবনতির কারণে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া যাইত এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যাইত।[১৩]

---

১০. ম্লেচ্ছ ভাষাকৃতা তেন বেদাবাক্যপাংডু মুখা।
বলেশ্চ বৃদ্ধয়ে ব্রাহ্মীং ভাষাং কৃত্যাপশব্দ গাম॥[৩]
ন্যূহায় দত্তবন্দোবো বুদ্ধীশো বুদ্ধিগং স্বয়ম্।
বিলেমং চ কৃতং নাম ন্যূহণ ত্রিসৃতস্য বৈ॥[৪]
-ভবিষ্যপূরাণ, প্রতিসর্গ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়।
১২. সিমশ্চ হামশ্চ তথা ইয়াকুতো নাম বিশ্রুতঃ।[১৫]
-ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়।
১৩. শূদ্র ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম।
ক্ষত্রিয়ো জতি বিপ্রত্বং বিদ্যাদ্বেশ্বং তথৈবচ॥[৪৪]
–ভবিষ্যপূরাণ, ব্রাহ্মণ পর্ব, চল্লিশ অধ্যায়।

www.waytojannah.com

Contents

যখন সমগ্র মানবের পরমেশ্বর এক, তখন জাতিগত বিভেদ কোনক্রমেই হইতে পারে না।[১৪]

সকল মানবের ক্রিয়াকলাপ, দেহ বর্ণ, কেশ, সুখ, দুঃখ, রক্ত, মাংস, ত্বক, মেদ, অস্থি এক, অতএব উহাদের মধ্যে জাতিগত ভেদ কিভাবে হইতে পারে?[১৫]

ঋগ্বেদে-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নামে যে চারি শ্রেণীর উল্লেখ আছে, তদ্বারা কোন জাতিগত ভেদকে বুঝায় না বরং সামাজিক কর্ম এবং গুণের ভিত্তিতে মানুষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, ইহাই নির্দেশ করে।[১৬] সেই যুগে চারি প্রকার বৃত্তির মধ্যে যে বৃত্তি যার পছন্দ হইত উহাই গ্রহণ করিত।

পুরাণের রচনাকাল এবং চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার উল্লেখ করার পর আমার বক্তব্য এই যে, পুরাণের মধ্যে কোন প্রক্ষিপ্ত অংশ নাই। কারণ ভগবত পুরাণের একটি অধ্যায়ের অষ্টাদশ পুরাণের শ্লোক সংখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। ফলে উহাতে কেহ শ্লোক বৃদ্ধি করিতে পারে নাই।

---

১৪. পঞ্চপ্রচারৈস্তনূবর্ণ কেশৈ;
সুখেন দুঃখের চ শোণিতেন।
ত্বঙমাংসমেদো স্থিরসৈঃ সমাসা-
শ্চতুষ্প্রভেদা হি কথং ভবন্তি॥[৪২]
-ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম পর্ব, চল্লিশ অধ্যায়

১৫. ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ বাদ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদো অজায়তা॥
১৬. ঋগ্বেদ ১০-৯০, অথর্ব ১৯-৬-৬ বাংঃ যঃ ৩১-১১-তৈঃ আঃ ৩-১২-৫

www.waytojannah.com

Contents

পরিশেষে আমি যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ঈশ্বরের নাম সহকারে অন্তিম অবতারের বিবরণ আরম্ভ করিব। এই গ্রন্থ আমি শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সরস্বতী প্রসাদ চতুর্বেদী ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ এবং ১০০৮ স্বামী শ্রীরামনন্দজী সরস্বতী মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শে ও নির্দেশক্রমে লিখিলাম। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ইতি-

ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় এম.এ. (সংস্কৃত বেদ)
রিসার্চ স্কলার, সংস্কৃত বিভাগ
প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ, ভারত।
শ্লোকপক্ষ, দ্বাদশ তিথি, সন-২০১৩

www.waytojannah.com

অনুবাদকের নিবেদন

"পবিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপননার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" গীতা

বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা একক ও অদ্বিতীয় একমেবাদ্বিতীয়াম। একমাত্র তিনিই উপাসনা-আরাধনার যোগ্য। তিনি বিশ্ব জগতের প্রভু; সারা বিশ্বের মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য, সত্যপথের সন্ধান দানের জন্য যুগে যুগে তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু ভারতের কিছু মূর্খ ব্যক্তি ধারণা করে যে, প্রভুর দূত, ঋষি, মহাপুরুষগণ কেবলমাত্র ভারতবাসীই হইবেন। অথচ আর্যরা ছিলেন ভারত বহির্ভূত ভিন্ন দেশের মানুষ। বেদ হইল ভারতীয় আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ বরং প্রকৃত সত্য কথা এই যে, পৃথিবীতে যখনই অনাচার, অধর্ম প্রবল হইয়া উঠে এবং পূর্বের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হইয়া যায় তখনই প্রভু নতুন দূত প্রেরণ করেন এবং নতুন ধর্ম গ্রন্থ প্রেরণ করেন। যাহারা হঠকারিতাবশতঃ প্রভুর সেই দূতকে অস্বীকার করে এবং নূতন ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাস না করিয়া কুসংস্কারের অন্ধকারে লিপ্ত থাকে, তাহারাই ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে যাহারা সেই দূতকে অস্বীকার করিয়া নতুন ধর্ম অনুসরণ করে তাহরাই সৎপথ লাভ করে।

পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করিলে দৃষ্টিগোচর হইবে যে, উহাদের মধ্যে কোনটি হাজার বর্ষ, কোনটি কয়েক শত বর্ষ অবলুপ্ত, অপহৃত এবং মানব দৃষ্টির অন্তরালে অজ্ঞাত ছিল। আর্যগণ বেদকে অনার্যদের জন্য পাঠ করা এমন কি শ্রবণ করাও পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। বাইবেল শত্রুগণের আক্রমণে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে স্ব-স্ব ধর্মাবলম্বীগণ পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোরআন এমনই এক ধর্মগ্রন্থ, যাহা একদিনের জন্যও মানব দৃষ্টির অগোচর হয় নাই। পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বিনষ্ট হইলে উহার পুনরুদ্ধার সম্ভব নহে। কিন্তু ত্রিশ খণ্ডের বিরাট কোরআনের কোটি কোটি কণ্ঠস্থকারী পৃথিবীতে সদাসর্বদা বিদ্যমান, যাহার ফলে উহা আজ এক হাজার চারশত বৎসর ব্যাপী অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় ধরাপৃষ্ঠে আপন স্বমহিমায় বিরাজমান। কোরআনের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে বিশ্বের কোন ধর্মগ্রন্থই সক্ষম নহে। সত্যিই কোরআন নিজকে মহাপ্রভুর সত্য-শ্বাশত ধর্মগ্রন্থরূপে দাবি করিতে পারে।

www.waytojannah.com

Contents

ভারত তথা বিশ্ব, কল্কি অবতার বা শেষ মহাপুরুষের আগমণ সম্পর্কে উৎকীর্ণ আছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিভিন্নভাবে উহার উল্লেখ আছে এবং সেই মহাপুরুষের বিভিন্ন পরিচয়গত লক্ষণও বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের বেদ-পুরাণের বহু স্থানে প্রশংসা সহকারে তাঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মুসলমানগণ বলেন যে, সেই কল্কি যুগের শেষ মহাপুরুষ হইতেছেন হযরত মোহাম্মদ সাহেব। অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণায় বেদ ও পুরাণে উহাকে চারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমঃ নরাশংস অর্থাৎ প্রশংসিত মানুষ, ইহা মোহাম্মদ সাহেব শব্দের অর্থরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ঃ অন্তিম ঋষি হিসাবে; কোরআনেও হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে শেষ নবীরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। তৃতীয়ঃ কল্কি অবতার রূপে; অর্থাৎ তিনি শেষ যুগের মহাপুরুষ হইবেন। হযরত মোহাম্মদ সাহেব বর্তমান কল্কি যুগেই আগমণ করিয়াছেন। চতুর্থঃ মোহাম্মদ নামের সম্মান ও প্রশংসা সহকারে হিন্দুধর্মগ্রন্থ বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সুতরাং চতুর্বিধ দৃষ্টিকোণ দিয়া বিচার করিলে হযরত মোহাম্মদ সাহেবই কল্কি অবতাররূপে চিহ্নিত হইতেছেন এবং এই কথাই শ্বাশত সত্যরূপে পরিপুষ্ঠ হয়।

এই প্রসঙ্গে সত্যান্বেষী ধর্মাচার্য ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয় গবেষণামূলক তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা ঃ (১) নরাংশস আওর অন্তিম ঋষি, (২) কল্কি অবতার আওর মোহাম্মদ সাহাব, (৩) বেদ-পুরাণ কি দৃষ্টিমে ধর্মীয় একতা কি জ্যোতি।

আমি উক্ত তিনটি হিন্দি ভাষায় রচিত গ্রন্থকে একত্রিত করিয়া বাংলায় অনুবাদ করিয়া সমষ্টিগত হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যথার্থ সম্মাননার্থে এই গ্রন্থকে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির পরিভাষার সমন্বয়ে রূপ দান করিলাম। যাহা পাঠক পাঠকালেই অবগত হইতে পারিবেন।

আলোচ্য গ্রন্থে পাঠকের সুবিধার্থে হিন্দু-মুসলমানী সংস্কৃতির ভাষা কোথাও একক এবং কোথাও ভিন্ন ভিন্ন আকারে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বর্ণিত বিষয়গুলির তথ্যে যেখানে যাহা প্রয়োজন সংস্কৃত ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছি। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকার কথা নহে। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি মূল হিন্দি গ্রন্থের বিষয় অনুসরণ করার। আর স্থানে স্থানে প্রয়োজনবোধে আমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছি। কেননা প্রয়োজনে অনুবাদের ক্ষেত্রে ইহা কারোও অসঙ্গত নহে। আমার মনে তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের কাছে গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধির সাধিত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

www.waytojannah.com

Contents

আমার বিশেষ অনুরোধে প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থটি সযত্নে মুদ্রিত করত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি ইহা দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ইহাকেই আমি আমার আসল পাণ্ডুলিপিরূপে গণ্য করিতেছি। সর্বস্বত্ব প্রকাশকের অনুকূলে ত্যাগ করিলাম।

বিশ্বময় সত্য জ্ঞানের উন্মেষ হোক, হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সদ্ভাব সম্প্রীতি গড়িয়া উঠুক এবং ঈশ্বর সকলকে এই সত্যোপলব্ধি ও বিনা সঙ্কোচে এই সত্য গ্রহণ করার সৎ সাহস প্রদান করুন এই শুভ কামনা করিয়া আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করিতেছি।

www.waytojannah.com

হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হিন্দুধর্মের সঠিক গোড়া পত্তন সময়টা কোন ইতিহাস পাঠেই জানা যায়না, তবে ও পি ঘাই (ভারত) তাঁহার রচিত বিবিধের মাঝে মিলন নামক বইয়ের ১৩পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ হইতে ২০০০ বৎসরের মধ্যে, ইহা এক প্রাচীন ধর্ম। আলবেরুনীর ভারত তত্ত্বের মতে ৪৫০০ বৎসর। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ৫৬০০ বৎসর, ৭৩০০ বৎসর, মতান্তরে ১৮০০০ বৎসর। এই ধর্মের মূল, দুঃখবাদ ও জন্মান্তরবাদ। পিতৃলোক হতে ৮৪,০০০০০ চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ।

উল্লেখযোগ্য হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রধান বেদ

১. ঋগবেদ, ২. সামবেদ, ৩. যজুর্বেদ, ৪. অথর্ববেদ।

উপবেদ

১. আয়ুর্বেদ, ২. ধনুর্বেদ, ৩. গান্ধর্ব বেদ, ৪. স্থাপত্যবেদ।

পরবর্তীকালে প্রণয়ন

১. উপনিষদ, ২. প্রবন, ৩. উত্তরায়ন বেদ।

প্রতিবেদ ৪ ভাগে বিভক্ত

১. কর্মকাণ্ড সংহিতা, ২. ব্রাহ্মণ, ৩. জ্ঞানকাণ্ড, ৪. আরণ্যক, ৫. উপনিষদ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহ

১. আদি পুরাণ, ২. নৃসিংহ পুরাণ, ৩. বায়ু পুরাণ, ৪. শিব পুরাণ, ৫. ধর্ম পুরাণ, ৬. দূর্বাস পুরাণ, ৭. নারদ পুরাণ, ৮. নন্দি কেশর পুরাণ, ৯. উশন পুরাণ, ১০. কপিল পুরাণ, ১১. বরুণ পুরাণ, ১২. শাম্ব পুরাণ, ১৩. কালিকা পুরাণ, ১৪. মহেশ্বর পুরাণ, ১৫. মারীচ পুরাণ, ১৬. পরাশর পুরাণ, ১৭. দেব পুরাণ, ১৮. ভাস্কর পুরাণ, ১৯. বিষ্ণু পুরাণ, ২০. কল্কি পুরাণ, ২১. দেবী ভগবত, ২২. শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ।

চৌদ্দ শাস্ত্রের নাম

১. অর্ঘশাস্ত্র, ২. অত্রিশাস্ত্র, ৩. কোকশাস্ত্র, ৪. দর্শনশাস্ত্র, ৫. ধর্মশাস্ত্র, ৬. ন্যায়শাস্ত্র, ৭. বৈচয়িকশাস্ত্র, ৮. মর্মান্তশাস্ত্র, ৯. যোগশাস্ত্র, ১০. রতিশাস্ত্র, ১১. শঙ্খশাস্ত্র, ১২. শ্রুতিশাস্ত্র, ১৩. স্মৃতিশাস্ত্র, ১৪. পূর্ব মিমাংসা ও উত্তর

www.waytojannah.com

Contents

অন্যান্য গ্রন্থ

১. রামায়ণ, ২. মহাভারত, ৩. ব্রাহ্মণ সংহিতা, ৪. মনু সংহিতা, ৫. পরাশর সংহিতা, ৬. গোবিন্দ মঙ্গল, ৭. প্রভাস খণ্ড, ৮. দশ অবতার, ৯. পাতনুস গ্রন্থ, ১০. হরি বংশ, ১১. মোহ মুদগর, ১২. শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, ১৩. পুরোহিত দর্পণ, ১৪. চণ্ডিপাঠ, ১৫, গীত রত্নাবলী, ১৬. বৃহৎ সারাবলী।

১. সংহিতা ঃ ইহা পদ্যে বা ছন্দে রচনা উপাস্য শক্তিধর দেবদেবীর স্তুতি।

২. ব্রাহ্মণ ঃ গদ্যে রচিত। ইহাতে আছে পূঁজাপার্বণ যাগযজ্ঞের নিয়ম পদ্ধতি।

৩. অরণ্যক ঃ অরণ্যবাসী, মুনী, ঋষি তপস্বীদের চিন্তাধারায় রচিত।

৪. উপনিষদ ঃ ইহা ব্রাহ্মজ্ঞান ও দার্শনিক ধ্যান-ধারণাসমূহে লেখা। প্রতি বেদের ৬টি অংগ আছে।

১. শিক্ষা, ২. ছন্দ, ৩. ব্যাকরণ, ৪. নিরুক্ত, ৫. জ্যোতিষ, ৬. কল্প।

যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত

১. কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ২. শুক্ল যজুর্বেদ।

যজুর্বেদ প্রচারক বৈশাম্পায়ন মুনী, তাহার প্রধান শিষ্য যাগবল্ককে যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। বেদ শিক্ষা সমাপ্ত করার পর, গুরুর নিকট বিনত না হইয়া উদ্ধ্যত হয় ইহাতে তার গুরু ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত শিক্ষালব্ধ বেদ উদগীর্ণ করার নির্দেশ দেন, যাগবল্ক নির্দেশক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেদ উদগীর্ণ করে- তখন অন্যান্য শিষ্যরা তিতির পক্ষির রূপ ধারণপূর্বক উক্ত উদগার (বমর্ণ) ভক্ষণ করিলে যে বেদ সংরক্ষিত হয় তাহার নাম "কৃষ্ণযজুর্বেদ"।

যাগবল্ক গুরুগৃহ হইতে ফেরত আসিয়া, আদিত্য দেবের (সূর্যের) নিকট হইতে যে বেদ শিক্ষাগ্রহণ করে, তাহাই শুক্ল যজুর্বেদ।

এই ছাড়াও উপনিষদ ১০৮ খানা, বেদান্ত দর্শন, ষড় দর্শন, শাঙ্খ দর্শন ও পাতঞ্জল, এই কয়েকখানা প্রধান গ্রন্থ।

পুরাণের সংখ্যা

১. ব্রাহ্ম পুরাণ, ২. পদ্ম পুরাণ, ৩. বৈষ্ণব পুরাণ, ৪. শিব পুরাণ, ৫. ভাগবত পুরাণ, ৬. নারদীয় পুরাণ, ৭. মার্কন্ডেয় পুরাণ, ৮. আগ্নেয় পুরাণ,

www.waytojannah.com

৯. ভবিষ্য পুরাণ, ১০. ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, ১১. লিঙ্গ পুরাণ, ১২. বরাহ পুরাণ, ১৩. স্কন্দ পুরাণ, ১৪. বামন পুরাণ, ১৫. কূর্ম পুরাণ, ১৬. মৎস্য পুরাণ, ১৭. গরুড় পুরাণ, ১৮. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

বেদ (সুক্ত) রচনাকারীগণের নাম

বেদ মন্ত্রের প্রথমেই উক্ত বেদমন্ত্রের রচিয়িতা কোন দেবতার উদ্দেশ্য রচনা এবং কোন ছন্দে তাহা পাঠ করিতে হইবে ও কি কারণে ইহা ব্যবহার হইবে, তাহা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। বেদ সুক্ত রচয়িতার নাম উল্লেখ করা হইল।

১. ঋষি গৃৎসমদ, ২. ভৃগু ঋষি পুত্র সোমাহুতি, ৩. ঋষি বিশ্বমিত্র ও তার পরিবারের আরও কয়েকজন, ৪. বিশ্বমিত্রের পিতা গাথি, ও পুত্র প্রজাপতি, ৫. ঋষি ঋষভ, ৬. কতের পুত্র উৎকীল, ৭. দেবশ্রবা ও দেববাত, ৮. ঋষি রামদেব, ৯. ক্রত দস্যু, ১০. ঋণি পুরমীল, ১১. অজামীল, ১২. অত্রি ঋষি ও তার পুত্রগণ, ১৬. বিশিষ্ট মুনী ও তার পুত্রগণ।

শুধু পুরুষই নন, মহিলারাও বেদ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। নিম্নে সেই সব মহিলাদের নাম বর্ণিত হইল।

১. ঋষি অগস্তের পত্নি- লোপামুদ্রা, ২. ঋষি কন্যা- বিশ্ববারা, ৩. অপালা, ৪. অক্ষিরত কন্যা- ঘোষা, ৫. সাবিত্রী সূর্যা, ৬. অভুন কন্যা- বাক, ৭. ইন্দ্রানী।

বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠান

বেদ ও গীতায় চারি শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হইয়াছে- আর্ত, অর্থার্থী, ভক্ত ও জিজ্ঞাসু।

আর্ত ঃ বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের প্রার্থী।

অর্থার্থী ঃ অভাব পুরণ বা আকাঙ্খিত ব্যক্তি।

ভক্ত ঃ ভাব হইতে শ্রদ্ধা নিবেদনকারী।

জিজ্ঞাসু ঃ অনুসন্ধিৎসু মিটানো ব্যক্তি।

এই চতুর্ভাবের উদয়ে মানুষ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, রাত্রি, ঊষা, পর্জনা, ইন্দ্র, বরুণ, যম, ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বেদ মন্ত্র রচনা করতঃ উপাস্য জ্ঞানে, কাতরভাবে ইহা পাঠ করিত। ইহার নাম– যজ্ঞ।

www.waytojannah.com

Contents

সেই যুগে শক্তি বা সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া মুনি ঋষিরা যে স্তোত্র রচনা করিয়াছেন তাহার নাম সুক্ত। বৈদিক যুগের মানুষ যজ্ঞের জন্য একটা বেদী তৈরী করিত বেদীর পার্শ্বে খননকৃত একটি গর্ত থাকিত, এই গর্তটি কাঠ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হইত, ইহারই নাম যজ্ঞকুণ্ড।

যজ্ঞের আহুতি রূপে, ঘৃত, সোমরস ঢালিয়া দেওয়া হইত, কোন কোন যজ্ঞে পশু বা মানুষকে আহুতি দেওয়া হইত। ইহারই নাম যজ্ঞানুষ্ঠান।

যে যজ্ঞে মানুষকে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দানে নিক্ষেপ করা হয় তাহাকে "নরমেধ" যজ্ঞ বলে। এইভাবে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, চ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ, বিশ্বজিত যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ, "নরমেধ" যজ্ঞ, ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বেদ পুরাণে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তির কল্যাণে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, সেই ব্যক্তিকেই যজ্ঞের কাষ্ঠ ও দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে হইত, তাহাকে বলে যজমান।

যজমানের মংগলের জন্য যারা যজ্ঞ পরিচালনা করেন তাহাকে বলে ঋত্বিক। বেদীর ওপর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া যিনি বেদসুক্ত পাঠ করেন তিনি হোতা। যাহার কণ্ঠে সুর করে গানের মত সুক্তগীত হয় তাহাকে বলে উদগাতা। যিনি যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন তাহার উপাধি অধ্বর্য। সেই যুগে কোন পৌত্তলিকতা ছিলনা। পরবর্তীকালে বহুদল উপদলে বিভক্ত হয় শৈবম শাক্ত, বৈষ্ণম, গানপত্য-দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী ইত্যাদি উদ্ভব হয়। আরও রহিয়াছে কুমারী বলি, নরবলি, শ্মশান ভূমির বধ্যবেদীকার যুপকাষ্টে কত নর-নারীর বলির মত অমানবিক প্রথা।

বেদ বিভাগের বর্ণনা

হিন্দুধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বেদ। বেদের পরবর্তী স্থান যথাক্রমে- বেদান্ত, উপনিষদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সংহিতা। পুরাণের কথা অনেক পরে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের শেষ ভাগে একশত কোটি শ্লোকপূর্ণ পুরাণকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করেন ব্যাসমুনী। যাহার শ্লোক সংখ্যা চার লক্ষ। বৈদিক যুগে যে বেদ বিভাগের কাজ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা "চরনব্যূহ" ও "আর্যবিদ্যা সুধাকর" গ্রন্থ হইতে অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখিত হইল।

ঋগবেদের ১০৫৮০টি ঋক সমষ্টির নাম পরায়ন। শৌনকীয় প্রতি শাখা গ্রন্থে বর্ণিত, এই বেদের ৫টি শাখা।

www.boiojannah.com

Contents

১. শাকল, ২. বাস্কল, ৩. আশ্বলায়ন, সাঙ্খায়ন, ৫. মান্ডুক।

এই ছাড়াও আরও ৫টি শাখা দৃষ্ট হয় তদভিন্ন ঐহিয়ের, কৌথীতকি, শৈশরী ও পৈঙ্গী।

এই শাখাগুলি প্রধান শাখা না হইলে ও শৌনকীয় প্রতিশাখ্য মতে উপশাখা। মূদগল, গোকুল, বাৎস্য, শৈশির, ইহারা শাকলের শিষ্য এবং বেদ শাখার প্রবর্তক। আর দেখা যায় সর্বসমেত ঋগবেদের শাখা ২১টি। ভাগবত ও মহাভাষ্যে ২১ শাখার কথাই উল্লেখিত আছে।

উক্ত ঋক সমষ্টির নাম ঋগ্বেদ। ইহার সমস্ত শাখাই শাকল মুনী যত্ন সহকারে অভ্যাস করিয়াছিলেন, পরে অন্য ৪জন বেদ অভ্যাস করেন। পরবর্তী ৪জন ছিলেন সাঙ্খায়ন, আশ্বলায়ন, বাস্কল ও মান্ডুক। ইহারা সকলেই ঋগবেদী আচার্য, শৌনকীয় মতে ইহারা ছিলেন ঋষি। (শৌনকীয় প্রতিশাখা)

ঋগ্বেদ-এর সুক্ত সংখ্যা ১০০০, অধ্যায় ৬৪ ও ৮ অষ্টক ১০ম মণ্ডল। নিরাকাঙ্খ ছন্দোময় ঋষি বাক্যকেই সুক্ত বলে, অর্থাৎ বৈদিক মহাবাক্যই সুক্ত বলে অভিহিত। সুক্ত ৩ প্রকার- ১. ঋষিসুক্ত, ২. দেবতা সুক্ত, ৩. ছন্দ সুক্ত।

১. একজন ঋষিকৃত বাক্যই-ঋষিসুক্ত, ২. মধুচ্ছন্দ নামক ঋষির কৃত অগ্নিদেবতার স্তবসূচক ঋককে-দেবতা সুক্ত বলে, ৩. ঋক গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত হলে তা-ছন্দসুক্ত।

বহু ঋষির দৃষ্ট বহুতর ঋক মন্ত্র এক ঋষির দ্বারা সংগৃহিত হইয়া যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মণ্ডল বলে। অনেক মণ্ডল ব্যাসেলর বহু পূর্বেও সংগৃহিত হইয়াছিল তাহার রচনাকাল কত তা নির্ণয় করা যায় না।

ঋগ্বেদ সংগ্রহকারী

১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক– শতর্চী ঋষিগণ।

২য় মণ্ডলের সংগ্রাহক– গৃৎসমদ।

৩য় মণ্ডলের সংগ্রাহক– বিশ্বমিত্র।

৪র্থ মণ্ডলের সংগ্রাহক– রামদেব।

৫ম মণ্ডলের সংগ্রাহক– অতিঋষি।

৬ষ্ঠ মণ্ডলের সংগ্রাহক– ভরদ্বাজ।

www.waytojannah.com

Contents

৭ম মণ্ডলের সংগ্রাহক– বলিষ্ঠ।

৮ম মণ্ডলের সংগ্রাহক– প্রগাথা।

৯ম মণ্ডলের সংগ্রাহক– পাচমান্য।

১০ম মণ্ডলের সংগ্রাহক– ক্ষুদ্র সুক্ত ও মহাসুক্তীয় ঋষিগণ।

দশ ঋকের বেশি হইলে তাহাকে মহাসুক্ত বলে। আর দশ ঋকের কম হইলে তাহাকে ক্ষুদ্র সুক্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যজুর্বেদ সংগ্রহকারী

কতগুলি মহাভাষ্যে দেখা যায় যজুর্বেদ ১০০ শাখায় বিভক্ত। চরণব্যুহ নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়-উক্ত বেদের ৮৬ শাখা। এই সকল শাখার নাম এখন আর পাওয়া যায় না।

১. চরক, ২. আহবায়ক, ৩. কঠ, ৪. প্রাচ্যকঠ, ৫. কাপিষ্ঠল কঠ, ৬. চারায়নীয়, ৭. বারতন্তবীয়, ৮. শ্বেত, ৯. শ্বেততর, ১০. ঔপমন্যর, ১১. পাতন্ডিনেয়, ১২. মৈত্রায়নীয় মৈত্রায়নী শাখাকে আবার ৬ ভাগে ভাগ করিয়া, প্রকারভেদ করা হইয়াছে। যথাঃ ১. মানব, ২. বারাহ, ৩. দুন্দুভ, ৪. ছাগলের, ৫. হারিদ্রবীয়, ৬. শ্যামায়নীয়।

চরক শাখার ২ভাগ

১. ঔখায়, ২. খাণ্ডিকীয়। খাণ্ডকীয় শাখাকে আবার ৫টি উপশাখায় ভাগ করা হইয়াছে। ১. আপস্তম্বী, ২. বৌধায়নী, ৩. সত্যাষ্টী, ৪. হিরণ্যকেশী, ৫. শাট্যায়নী। যজুর্বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগণ উভয়ে ১৮০০০ গদ্যময় মহাকাব্য রহিয়াছে।

শুক্ল যজুর্বেদের ১৫টি শাখা

যথা- ১. কান্ব, ২. মাধ্যন্দিন, ৩. জাবাল, ৪. বুধেয়, ৫. শাকেয়, ৬. তাপনীয়, ৭. কাপীল, ৮. পৌণ্ডবৎস, ৯. আবটিক, ১০. পরমাবাটিক, ১১. পারাশরীয়, ১২. বৈনীয়, ১৩. বৌষেয়, ১৪. ঔধেয়, ১৫. গালব।

২০০০ মন্ত্র শুক্ল যজুর্বেদে রহিয়াছে।

সামবেদ ঃ পৌরাণিক মতে ইহার শাখা ছিল ১০০০। ইন্দ্র, বজ্রঘাতে এই সব ধবংস করেন। অবশিষ্ট যাহা আছে তা নিম্নরূপ।

১. রামায়ণীয়, ২. শাট্যমুগ্রা, ৩. কাপোল, ৪. মাহাকাপোল, ৫. লাঙ্গলিক, ৬. শার্দ্দলীয়, ৭. কৌথুম। এই কৌথুম শাখার আবার ৬টি উপশাখা

www.waytojannah.com

Contents

রহিয়াছে। যথাক্রমে তাহা- ১. আসুরায়ন, ২. বাতায়ন, ৩. প্রাঞ্জলীয়, ৪. বৈনধৃত, ৫. প্রাচীন যোগ্য, ৬. নৈগেয়। ৮০০০ (আট হাজার) সাম ইহা উহ্য ও রহস্যের সহিত।

অর্থববেদ ঃ ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত।

১. পৈপপলাদ, ২. শৌনকীয়, ৩. দামোদ, ৪. তোওয়ান, ৫. জাযল, ৬. ব্রহ্মপলাশ, ৭. কুনথা, ৮. দেবদশী, ৯. চারণ বিদ্যা। অথর্ববেদে আছে ১২৩০০০ মন্ত্র। *-(সংযোজন, সংকলন ও গ্রন্থনা ঃ মোহাম্মদ শামসুজজামান)*

অবতার শব্দের অর্থ

'অবতার' শব্দ 'অব' এর 'তু' ধাতুতে অ প্রত্যয় প্রযোগ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। অবতার শব্দের অর্থ– "পৃথিবীতে আগমন"। 'ঈশ্বরের অবতার' বলিতে বুঝায় যে, নিখিল বিশ্বে ঐশী প্রত্যাদেশ প্রচারকারী মহামানবের পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিত। পরমেশ্বর সর্বব্যাপী। সুতরাং তাঁহাকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ বলিয়া মনে করা প্রকারান্তরে তাঁহার অসীমতাকে অস্বীকার করা। কোথাও তাঁহার তেজঃ সমুজ্জ্বলে প্রস্ফুটিত এবং কোথাও তাঁহার প্রভা অব্যক্ত। যদ্রূপ তুষারাচ্ছাদিত সূর্য-কিরণ মন্দীভূত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উহার কারণে সূর্যের প্রকৃত তেজঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। তিনি সপ্তলোকের মধ্যে সর্বোচ্চলোকে অধিষ্ঠিত আছেন। সেখানে সূর্য, চন্দ্র তথা তারকারাজি কিছুই বিদ্যমান নাই।[১] সেখানে ঈশ্বরের বিকাশ ও জ্যোতি এত প্রচণ্ড ও প্রখর যে, চন্দ্র-সূর্য সেখানে নিস্প্রভ হইয়া যাইবে। সূর্যের প্রকাশে যদ্রূপ সমগ্র নভোমণ্ডল বিকশিত হয়; তদ্রূপ পরমেশ্বরের বিভায় সমগ্র সৃষ্ট-জগত বিকশিত হয়। তাঁহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ প্রভুর প্রিয়পাত্র কোন মহাত্মা মানবের কল্যাণার্থে বিশ্বে অবতীর্ণ হন অথবা বিশ্ব মানবের মধ্যে সর্বাধিক নির্মল হৃদয় ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির হৃদয়ে ঐশী জ্ঞান পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর তিনি ঐশী তেজঃ প্রত্যক্ষ করেন, ফলে শিক্ষা লাভ ও গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত তাঁহার অন্তরে সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রবিষ্ট হয়। "ঈশ্বরের অবতার" শব্দে এর সম্বন্ধকারক।

---

১. ন তত্র সূর্য্যো ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদুতৌ ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি।
তমের ভাও মনুভতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।
-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, অধ্যায়-৬,১৪)

www.waytojannah.com

Contents

অতএব, অর্থ সুস্পষ্ট হইতেছে, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির অবতীর্ণ হওয়া। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি কে? যে তাঁহার ভক্ত, সেই তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ঋগ্বেদ উক্ত ব্যক্তিকে 'কীরি' নামকরণ করা হইয়াছে। 'কীরি' শব্দের বঙ্গানুবাদ-ঈশ্বরের প্রশংসাকারী। উহার আরবী প্রতিশব্দ হইতেছে- আহমদ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রশংসাকারীকে আহমদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে বরং ঈশ্বরের বিশেষ এক প্রশংসাকারী ব্যক্তির ওপর 'কীরি' তথা 'আহমদ' শব্দ নির্দেশিত ও প্রযোজ্য হইয়াছে। অতএব, যে শব্দ যে ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হয়, সেই শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়, অন্য কাউকে নহে। 'আদম' মহাপুরুষ ঈশ্বরের প্রশংসাকারী ছিলেন, তথাপি তাঁহার নাম 'আহমদ' হয় নাই। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'কীরি' বলা যাইবে না। এখানে সকল মহামানব তথা অবতারের বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং কেবলমাত্র অন্তিম অবতারের বর্ণনা দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। তথাপি এতটুকু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, সংস্কৃত ভাষার 'অবতার' ইংরেজী ভাষার 'প্রফেট' (Prophet) এবং আরবী ভাষার 'নবী'-রাসূল শব্দগুলো সমার্থবোধক এবং একই অর্থের দ্যোতক।[১] পুরাকালে প্রত্যেক দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবতার তথা নবী আসিয়াছেন। কারণ, সেই যুগে একজন অবতারের পক্ষে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্তিম অবতারের বিষয় ভিন্নতর। কারণ, তাঁহার আগমন সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য এবং তাঁহার ধর্ম নিখিল বিশ্ব মানবের জন্য নির্দেশিত। এক্ষণে আমি অবতার কি কি কারণে আগমন করেন, তাহা উল্লেখ করিতেছি।

---

১. *যো রধুস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য*
যো রধুস্য চোদিতা যঃ কৃপশস্য
যো ব্রাহ্মণো না ধমানস্য কীরে।-(ঋগ্বেদ ২-১২-৬)

www.waytojannah.com

Contents

অবতার আগমনের কারণ

১। মানুষের অধর্মের প্রতি আসক্তি এবং প্রকৃত ধর্ম হইতে পশ্চাদপসরণ।

২। পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করিবার মানসে প্রকৃত ধর্মের বিকৃতি ঘটান।

৩। ধর্মের নামে অধর্ম করা।

৪। ধর্মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্মের নামে অধর্ম শিক্ষা দেওয়া।

৫। ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তদিগকে উৎপীড়িত করা।

৬। পাপী এবং অত্যাচারীদের প্রভাব বৃদ্ধি।

৭। হিংসা-বিদ্বেষ এবং অরাজকতার প্রসার হওয়া।

৮। স্বীয় স্বার্থ তথা পরিবার পালনের মধ্যে ধর্ম সীমিত করা।

৯। ঈশ্বরের প্রদত্ত উপভোগ্য বস্তুর অপ-ব্যবহার।[১]

১০। সাধুগণের রক্ষা এবং দুষ্টের দমনের জন্য অবতার অবতীর্ণ হন।[২]

১১। মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা-লুটতরাজ বৃদ্ধি পাওয়া।

১২। যুগের মানবের কু-প্রবৃতি এবং ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা দেখিয়া প্রকৃত ধর্মকে নবরূপে সু-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবার আগমন করেন।

অন্তিম অবতার আগমনের কারণ

সাধারণ অবতারের সংক্ষিপ্ত কারণসমূহ বর্ণনা করার পর আমি অন্তিম অবতার আগমনের বিশেষ কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। বর্বরতার সাম্রাজ্য-মানুষের মধ্যে ক্রুরতা এবং স্বার্থান্ধতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অন্যের প্রাণের প্রতি অবজ্ঞা করা। রাজগণের মধ্যে দুস্কৃতির সঞ্চার হওয়া এবং বৃদ্ধি করা। সত্য ধর্ম প্রচারকারীদিগকে প্রহার ও সংহার করা।

২। বৃক্ষে ফলমূল হ্রাস পাওয়া; শস্য উৎপন্ন না হওয়া।

৩। নদ-নদীতে জল কমিয়ে যাওয়া।

---

১. হিন্দু-মুসলিম একতা, লেখক সুন্দরলালজী পৃষ্ঠা– ২৯-৩০

২. যদা যদা হি ধর্মস্য, গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভুত্থানধর্মস্য, তদস্মানং সৃজাম্যহম। –গীতা

*. উক্ত আজ্ঞা খন্ডন হওয়ার পর–
ঈশাবস্যমিদং সর্ব যৎকিঞ্চিৎ জগত্যা জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম।
–যজুর্বেদ, ৪০ অধ্যায় ১ম খণ্ড
* পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃততাম।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাভামি যুগে যুগে। –গীতা

www.waytojannah.com

Contents

৪। অধর্মের প্রসারতা-অন্যের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা, বিশেষত কন্যা প্রসব হওয়ার পর মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা।

৫। বিভেদ নীতির প্রাবল্য-মানবের মধ্যে ঐক্যভাব দূর হওয়া এবং উচু-নীচ অনুচ্ছত ইত্যাদির প্রকোপ হওয়া।

৬। ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া অন্যের পূঁজা করা-যদিও সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক এক পরমেশ্বর; তথাপি উহাকে ত্যাগ করিয়া মনগড়া দেব-দেবীর পূঁজা করা এবং তরু-লতা বৃক্ষ ও প্রস্তরাদিকে ভগবানরূপে ধ্যান করা।

৭। প্রতারণা করা-উপকারের প্রতিশ্রুতি দিয়া অপরকে ফাঁদে ফেলা এবং অনিষ্ট করা। মানুষের সহিত কপটতা করা।

৮। ঈর্ষা-দ্বেষ এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রসারতা, মানুষের মধ্যে সহানুভূতির অভাব দেখা দেওয়া এবং পরস্পর শত্রুতা করা। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হ্রাস পাওয়া। কিন্তু বাহ্যিকভাবে ধার্মিকের বেশ-ভূষা ধারণ করা।

৯। ধর্মের নামে অর্ধম করা- ধর্মের প্রতি অনাগ্রহ ও অনীহা এবং অধর্মের প্রতি আসক্তি।

১০। সাধুগণকে রক্ষা করা- সৎ ও সরল ব্যক্তিগণের সামাজিক দুর্গতি দেখিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা।

১১। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করা-বেদের আজ্ঞা পালন না করা এবং উহার প্রতি হীন মনোভাব পোষণ করা।

যুগ পরিক্রমায় দশ অবতারের আগমন*

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানিভবরতি ভারত
অব্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাস্যহম।
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুকৃতাম,
ধর্মসংস্থাপনা থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

---

* হিন্দশাস্ত্র বেদ ও পুরাণের মতে মানুষের নর লোকের কর্মফলে হীন যা বসানে তার কৃতকর্মের ফলাফল স্বরূপ স্বর্গ অথবা নরকে স্থান নির্ধারিত হইবে। হিন্দুশাসস্ত্রকারদের মতে ২১.২৮.৮৪টি নরকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সত্য, তেতা, দ্বাপর তিন যুগের পাপীগণের স্থান তিন নরকে। কলিযুগের পাপীদের স্থান নির্ধারিত হইবে একাশি নরকে। –(সম্পাদক)

www.waytojannah.com

অর্থাৎ যখনই ধর্মের গ্লানি হয় আর অধর্ম দেখা যায়, তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টি জগতে ধ্বংসের আশংকা দেখা দেয় স্রষ্টা স্বয়ং হরি, নারায়ণ, বিষ্ণু নিজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে পাপ মুক্ত করেন শাস্ত্রীয় পরিভাষায় তাঁহাকে অবতার বলে। সৃষ্টির চার যুগ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এই চার যুগে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে ধর্ম অবতার প্রবর্তিত হয়।

সত্য যুগে

১. মৎস অবতার, ২. কূর্ম অবতার, ৩. বরাহ অবতার, ৪. নৃসিংহ অবতার।

ত্রেতা যুগে

৫. বামণ অবতার, ৬. ভৃগুরাম অবতার, ৭. শ্রীরামচন্দ্র অবতার।

দ্বাপর যুগে

৮. শ্রীকৃষ্ণ অবতার, ৯. গৌতম বুদ্ধ।

কলিযুগে

১০. কল্কি অবতার মোহাম্মদ সাহেব।

শাস্ত্রীয় বিধান মতে পৃথিবী আর কোন অবতার আগমন করিবেন না। আমরা আলোচ্য গ্রন্থে অবতারের স্থান কাল চিহ্ন সমুদয় বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পরও যদি কেহ কল্কি অবতারের আগমন প্রতীক্ষায় থাকেন তাহা হইলে ইহা নিতান্ত বোকামী ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

–(সম্পাদক)

দশ অবতারের পরিচয় ও পরিচিতি

১. মসৎ অবতার ঃ মকরমাছ রূপে ভগবান অবতীর্ণ।

২. কূর্ম অবতার ঃ কচ্ছপ রূপে।

৩. বরাহ অবতার ঃ শূকর রূপ ধারণে।

৪. নৃসিংহ অবতার ঃ মুখমণ্ডল ও হস্ত সিংহের মত নিম্নভাগ মানবাকৃতি।

৫. বামণ অবতার ঃ তিন পা বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি মানবরূপ।

৬. ভৃগুরাম অবতার ঃ ব্রাহ্মণ পুত্র জামদাগ্নি মুনীর ঔরষে মাতা রেনুকার গর্ভজাত সন্তান।

৭. শ্রীরামচন্দ্র অবতার ঃ ক্ষত্রিয়রাজা দশরথের পুত্র।

৮. শ্রীকৃষ্ণ অবতার ঃ দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান। জন্ম কংস কারাগারে পালিত নন্দালয়ে।

Contents

৯. গৌতমবুদ্ধ অবতার ঃ কপিলাবস্তু রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র।

১০. কল্কি অবতার ঃ শম্ভল নগরে, বিষ্ণুযশার ঔরষে সুমতির গর্ভে জন্ম।

দশ অবতার পরিচিতি

১. মৎস অবতার ঃ এই পৃথিবী যে সময় প্রলয় জলধিগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, সেই সময় ভগবান বিষ্ণু, মৎসরূপ ধারণ করিয়া চারিবেদ নিখিলশাস্ত্র ও পৃথিবীকে উদ্ধার করে। কোন কোন পুরাণ মোতাবেক জানা যায়, প্রলয় গর্ভ হইতে মনুর নৌকায় পৃথিবীতে উঠান হয়। মকর মাছ টানিয়া স্ব-স্থানে আনে। ইহাতে পৃথিবী উদ্ধার হয়। (মৎস পুরাণ)

২. কূর্ম অবতার ঃ ভগবান বিষ্ণু, কচ্ছপ রূপ ধারণপূর্বক প্রলয়কালে, পৃথিবীকে নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া, রক্ষা করিয়াছিলেন। (কূর্ম পুরাণ)

৩. বরাহ অবতার ঃ কশ্যপের ঔরষে, দিতির গর্ভজাত প্রথম পুত্র, দুম্মর্তদ, হিরণ্যাক্ষ। কোন এক সময় সৃষ্টি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে, পৃথিবীকে চুরি করিয়া সুপ্ত পাতালে নিয়া যায়, সেই সময় পৃথিবীর কাতর প্রার্থনায়, ভগবান বরাহরূপ ধারণ (শুকুর রূপ ধারণ) করেন এবং পৃথিবীকে কাতর প্রার্থনায়, পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করে পাতাল দেশ হইতে পৃথিবীকে উঠাইয়া আনিয়া এই সময় বর নামক এক ভয়ঙ্কর দৈত্য হত্যা করিয়া সৃষ্টির শান্তি ফিরাইয়া আনা হয়। (বরাহ পুরাণ)

৪. নৃসিংহ অবতার ঃ কশ্যপের ঔরষে, দিতির প্রথম গর্ভজাত সন্তান হিরন্যক শিপু। ব্রহ্মার বরে নর ও দেবতার হাতে অবাধ্য হয়ে অমরত্ব লাভ করে। দৈত্যরাজের এক পুত্র ছিল বিষ্ণুভক্ত। সেই বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহলাদকে হত্যার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে; নিকটস্থ স্ফটির স্তম্ভে বিষ্ণু আছেন কিনা, পুত্র প্রহলাদকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন। প্রহলাদ দৃঢ়চিত্তে উত্তর দেয়, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তিনি স্ফটিক স্তম্ভ হইতে সবই দেখেন সবই শুনেছেন। এতৎশ্রবণে দানব রাজা হিরণ্যক শিপু, দম্ভের সহিত স্ফটিক স্তম্ভে পদাঘাত করিলে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সংগে অর্ধ সিংহ ও অর্ধ নর রূপে ভীষণ আকৃতিতে বহির্গত হয়। গর্বিত দৈত্য হিরণ্যক শিপুকে ভূপাতিত করিয়া নখাঘাতে তার বক্ষবিদীর্ণ করত রক্ত পান করে।

এইভাবেই বিষ্ণুর পৃথিবীতে আগমন ঘটে। (বিষ্ণু পুরাণ ও নৃসিংহ পুরাণ)

বাক্ষণ অবতার ঃ দেবমাতা অদিতির পঞ্চম সন্তান। ত্রিপদ বিশিষ্ট, বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। স্বর্গচ্যুত দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বপদে পুনর্বহাল করার জন্য দানব রাজবলীকে হত্যা করার পর বামণ অবতারের আগমন হয়।

www.waytojannah.com

Contents

৬.পরশুরাম ঃ (ভৃগুরাম) অবতার ঃ ভগবানের ষষ্ঠ অবতার। রাজা কার্ত্তবীর্য্যাজুন রাজ্যের রাজকর অনাদায়েরর জন্য রাজা ঘোষণা করায় ব্রাহ্মণগণ রাজ কর দিতে অস্বীকৃতি জানাইলে রাজাদেশে সকল ব্রাহ্মণ ধৃত ও রাজকারাগারে বন্দি করিয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণদেরকে কারা কক্ষে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। এমনকি কারারক্ষীরা বেত্রাঘাত করে। জমদাগ্নি মুনীর অঙ্গে ছুরিকাঘাতও করা হয়। ব্রাহ্মণ কূল ধ্বংসের আশংকায় সেই সময় ব্রাহ্মণগণ ভগবান বিষ্ণুর নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়। পরবর্তীতে জমদাগ্নির মুনীর ঔরষে রেনুকার গর্ভে ষষ্ঠ অবতার ভৃগুরাম জন্ম গ্রহণ করেন। কোন এক সময় পিতৃ আদেশ পালনার্থে কুঠার দ্বারা মাতা রেনুকাকে হত্যা করে। মাতৃহত্যা মহাপাপে, তার হাতে কুঠার আটকাইয়া যায়। পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কোন ফল না হওয়ায় পরিশেষে চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমিতে লাঙ্গল বন্ধ নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করায় হস্ত হইতে কুঠার স্খলিত হয়। এখনও ভারত বাংলাদেশের ধর্মভীরু হিন্দুগণ তথায় পুণ্যস্নান করিয়া থাকে। এই পরশুরামই একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিল এবং কুরুক্ষেত্রে নিজ রক্তে পিতৃতর্পণ করেন। (পুরাণ ও ভাগবত)

৭. শ্রীরাম অবতার ঃ ভগবানের সপ্তম অবতার। পরশুরাম যে সময় ক্ষত্রিয় নাশে ব্যস্ত, বিশ্বের ক্ষত্রিয় জাতি রক্ষার্থে নররূপে নারায়ণ, অযোধ্যায় রাজা দশরথের ঘরে কৌশল্যা রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। রাজা দশরথের তিন রাণীর গর্ভে চারিটি সন্তান জন্ম হয়।

১. কৌশল্যা রাণীর গর্ভে জন্ম শ্রীরামচন্দ্র।

২. সুমিত্রা রাণীর গর্ভে জন্ম লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন।

৩. কৈকেয়ীয় রাণীর গর্ভে জন্ম ভরত।

মিথিলায় রাজা জনকের ঘরে প্রতিপালিত হয় পুণ্যলক্ষী সীতা দেবী। রাম সীতার মিলন উদ্দেশ্যে হর প্রদত্ত হর ধনু পরশুরাম কর্তৃক রাজা জনকের গৃহে প্রেরিত হয়। সময়কালে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষণকে সংগে নিয়া মিথিলায় গমন করেন ও রামের হস্তে হরধনু ভংগ হয়। মিথিলায় রাম জয়ধ্বনিতে মুখরিত এমনি হর্ষধ্বনির মধ্যে রাম সীতার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়।

পুণ্যলক্ষী সীতাদেবীকে সংগে নিয়া রামচন্দ্র দেশে ফিরেন। তখন অযোদ্ধার ঘরে ঘরে আনন্দ। কোন এক সময় রাজা দশরথ, কৈকেয়ী রাণীকে দুইটি বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আজ মন্থরা দাসীর পরামর্শ মতে কৈকেয়ী রানী বর দুইটির কথা রাজাকে জানাইলেন।

www.waytojannah.com

"এক বরে ভরত বসিবে সিংহাসনে, অন্য বরে রামচন্দ্র যাইবে কাননে।

দুই বর দিয়ে সত্য করহ পালন, সত্য ভঙ্গ হলে রাজা নরকে গমন।"

শ্রীরাম চন্দ্র পিতৃ সত্য পালনার্থে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গেলেন, সঙ্গে সীতাদেবী ও অনুজ লক্ষণ। পঞ্চবটির বন মহাভয়ংকর। তথায় রাম লক্ষণ এক পর্ণ কুটিরে বাস করিতে থাকেন। একদিন দৈত্য কুমারী সুর্পনখা গোদাবরি তীরে রাম লক্ষণের কুটিরে আসিয়া শ্রীরামের পানি গ্রহণের প্রার্থনা জানায়, ইহাতে রামচন্দ্র তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সুর্পনখা বললেন-

'বিশ্বস্রবা ঔরষে জন্ম নিকষা উদরে সুর্পনখা নাম মম জানে চরাচরে।

রাবণ কুম্ভকর্ণ,আর বিভিষণ মম জ্যৈষ্ঠ বটে এই ভাই তিনজন।'

অনুগ্রহ করে মোরে কর পরিণয় নতুবা লক্ষণে আজ্ঞা করে মহাশয়।

সুর্পণখা লক্ষণের নিকট পানি গ্রহণের প্রার্থনা জানালে লক্ষণ অসম্মতি জানায়। ইহাতে সুর্পণখা রাগান্বিত হইয়া লক্ষণকে আক্রমণ করে, লক্ষণও সুর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাড়াইয়া দেয়। সুর্পনখা যাওয়ার সময় বলিয়া যায়- আমি যদি দশাননের সহোদর হই তবে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিশোধ নিব।

এখান হইতে রাম-রাবণের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। রাম জন্মের উদ্দেশ্য ছিল ষষ্ঠ অবতার ভৃগুরামকে পরাস্ত করা; যে ভৃগুরাম একবিংশবার পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় নাশ করিয়াছিল। আর রক্ষকুলপতি দুর্ম্ম রাবণ; যে রাবণ নর ব্যতিত সর্বজীবের হাত হইতে ব্রহ্মার বরে অমরত্ব লাভ করে। যার ভয়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম পর্যন্ত শংকিত।

যার সহস্র কামিনী, লক্ষাধিক পুত্র নিয়ে নরলোকে বাস। যার কনকপুরীর চতুর্দ্দিকে সমুদ্র বেষ্টনী, লক্ষ লক্ষ দৈত্য সৈন্য ছাউনি, ভ্রাতা মহাবীর কুম্ভকর্ণ, সেই বিশ্বত্রাস রাবণকে বধ করা অন্য ভৃগুরামকে পরাস্ত্রকরণ, ও দীক্ষাদান; চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী মহাসমর, সহস্র স্কন্দ রাবণ বধ। পরিশেষে অশোক বন হইতে সীতা উদ্ধার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। -(কৃর্ত্তিবাসী রামায়ণ রামলীলা মহাভারত)

শ্রীকৃষ্ণ অবতার ঃ বসুদেবের ঔরষে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে কংস কারাগারে জন্মে। জন্ম মাত্র কংসের ভয়ে, নন্দালয়ে যশোধার গৃহে রাখা হয়। পরে

www.waytojannah.com

Contents

নন্দ গৃহেই পালিত হন। পরবর্তীকালে কংস ও অনেক দৈত্যরাজ তার হস্তে নিহত হয়। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের পরামর্শদাতা ও কুরু পাণ্ডব রণাঙ্গনে ছিলেন অর্জুনের সারথী। ভল্লুক রাজ দুহিতা জাম্ববতীও তার এক স্ত্রী ছিল। এই ছাড়া তাহার আরও প্রধান সাতজন স্ত্রীর নাম বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায় রুক্মিনী, কালিন্দি, মিত্রবিন্দা, নগ্নজিতের কন্যা সত্যা, মদ্ররাজ কন্যা সুশীলা, মত্রাজিতের কন্যা সভ্যভামা ও লক্ষণা। উল্লেখিত স্ত্রীগণ ছাড়াও ভগবান কৃষ্ণের ষোল হাজার একশত স্ত্রী এবং এক লক্ষ আশি হাজার পুত্র সন্তানের কথা পুরাণে উল্লেখ আছে। রুক্মিনী, রাধা, সুশীলা সভ্যভামা ও ব্রজগোপির মায়া কাটিয়ে জরাব্যাধের শরাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। (বিষ্ণু পুরাণ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ)

৯. গৌতম বুদ্ধ অবতার ঃ আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগের কথা। ভারতের উত্তরে তারাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর শাক্য বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র গৌতম ২৯ বৎসর বয়সে সংসার মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। মানব জাতিকে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য। ৬ বৎসর সাধু-সঙ্গ লাভ করিয়া অতৃপ্ত মনে বোধি তরুমূলে ধ্যানস্থ হন। এইভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি প্রচার করেন অহিংসা পরম ধর্ম। তাঁহার প্রচারিত ধর্মই বৌদ্ধ ধর্ম। তাঁহাকে হিন্দু ধর্মে নবম অবতাররূপে আখ্যায়িত করা হয়।

১০. কল্কি অবতার ঃ কল্কি অবতারের জন্ম শম্ভল গ্রামের বিষ্ণুযশার গৃহে। তাঁহার মাতার নাম সুমতি। যিনি পাপ-পংকিল পৃথিবীকে পাপ মুক্ত করেন। অতি বেগবান অশ্বে আরোহণপূর্বক খড়্গহস্তে পাপাচারীগণকে দমন করিয়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। (কল্কি পুরাণ)

–(যুগ পরিক্রমায় দশ অবতার আগমন অংশটুকু মোহাম্মদ শামসুজজামান কর্তৃক গ্রন্থিত ও সংযোজিত)।

অন্তিম অবতারের বৈশিষ্ট্য

১। অশ্বারোহণ ঃ পুরাণের মধ্যে যে সকল স্থানে অন্তিম অবতারের বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রত্যেক স্থানে তাঁহার বাহন অশ্ব বলিয়া উল্লেখিত আছে। সেই অশ্ব অতি বেগবান হইবে। উক্ত অশ্বকে 'দেবদত্ত' বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। দেবদত্ত অর্থাৎ দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত।

www.waytojannah.com

Contents

২। খড়্গধারণ ঃ অন্তিম অবতারের দ্বিতীয় বিশেষণ হইতেছে। তিনি খড়্গধারী হইবেন।[১] তিনি দুস্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিগণকে তলোয়ার দ্বারা সংহার করিবেন। বন্দুক, রাইফেল, কামান তথা আণবিক অস্ত্রাদি দ্বারা নহে।[২] অবতারগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা যে জাতির মধ্যে আগমন করেন, তদানুরূপ বেশ-ভূষা পরিধান করিবেন।

৩। অষ্টার্যাগুণান্বিত ঃ অন্তিম অবতারের মধ্যে অষ্টসিদ্ধি তথা সদগুণাবলী বিদ্যমান থাকিবে বলিয়া পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে।

৪। জগৎপতি ঃ পতি শব্দ 'পা' (রক্ষা করেন) ধাতুতে ত"উতি" প্রত্যয় যোগ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। জগত বলিতে বিশ্ব, পৃথিবী বুঝায়। অতএব, জগতপতির অর্থ হইতেছে- বিশ্বের রক্ষাকর্তা।

৫। অসাধুদমন ঃ অন্তিম অবতারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দুষ্ট ও দুস্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিগণকে দমন করিবেন।[৩]

৭। দেবতাগণ কর্তৃক সহায়তা প্রদান ঃ ধর্মের প্রসার এবং দুস্কৃত ব্যক্তিগণের দমন করার পথে অন্তিম অবতারকে সহায়তা করার জন্য আকাশ হইতে দেবতাগণ অবতীর্ণ হইবেন।

৮। কলির বিনাশকারী ঃ যে অর্থে শয়তান শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে 'কলি' শব্দ প্রযুক্ত হয়। অন্তিম অবতারের দ্বারা কলি অর্থাৎ শয়তানগণ পরাজিত ও পরাভূত হইবে।

---

১. অশ্বমাশূমারুহ্য দেবদত্তংজগতপতিঃ।

আসিনাসাধু দমন অষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ। ভাগবত পুঃ ১২-২-১৯

আট ঐশ্বর্য এবং গুণে মহিমান্বিত জগতপালক দেবতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া তিনি অসি দ্বারা দুস্কৃতিপরাণয় ব্যক্তিগণকে দমন করিবেন।

২. সুতরাং সত্যি সত্যিই অন্তিম অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, আজ থেকে এক হাজার চারশত বৎসর আগে। শম্ভলে বিষ্ণুর শাস্ত্রে গৃহ পাদৃভাবা মহম সুমতাং বিষ্ণুযশা গর্ভ মাধ্য ও বৈষ্ণসম (কলিক পুরাণ ২ অঃ ১১ শ্লোক) অর্থ ঃ শম্ভল নগরের প্রধান পুরোহিতের ঘরে কলির অবতার জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণযশা, তাঁহার মাতা নাম সুমিতি। পৌরণিক পরিভাষায় বিষ্ণ শব্দের অর্থ হইল সৃষ্টিকর্তা এক যশ বা ভগত শব্দের অর্থ দাস। অতএব, বিষ্ণুযশা ফিগুভগবত শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তার নাম আরবী পরিভাষায় বিষ্ণুযশার অর্থ হইল আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র গোলাম বা দাস। অতএব দেখা যায় কল্কি অবতারের পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ। ৩, ৪ এবং ৫নং বৈশিষ্ট্যের জন্য দেখুন-ভাগবতপুরাণ ১২-২-১৯।

www.waytojannah.com

৯। অপ্রতিম দ্যুতি ঃ অন্তিম অবতারের দেহ এতই কান্তিময় হইবে যে উহার বর্ণনা সম্ভব নহে। অধিকন্তু তাঁহার ন্যায় কান্তিময় কোন অবতার আর ধরাধামে হয় নাই।[৪]

১০। রাজার বেশে গুপ্ত দস্যুদের বিনাশকরণ ঃ ভাগবত পুরাণে অন্তিম ঋষি সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি রাজার বেশে গুপ্ত দস্যুগণকে সংহার করিবেন।

১১। শরীর হইতে সুগন্ধি বহির্গত হওয়া ঃ অন্তিম ঋষির শরীর হইতে সুগন্ধি নির্গত হইবে। উহার সৌরভে মানুষের মন নির্মল ও পবিত্র হইয়া যাইবে।[৫]

বেগবান অশ্বদ্বারা বিচরণকারী অপ্রতিম কান্তিময়; লিঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত, রাজার বেশে গুপ্ত অগণিত দস্যুগণকে সংহার করিবেন।

[উক্ত শ্লোকে অন্তিম ঋষির আর একটি উদ্ভুত লক্ষণের কথা ব্যক্ত হইতেছে লিঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত হওয়া। এই লক্ষণটি স্মরণে রাখিলে অন্তিম ঋষি নির্ণয় করা সন্দেহাতীতভাবেই সহজ হইবে। -(অনুবাদক)

১২। বৃহৎ সমাজের উপদেষ্টা হওয়া ঃ অন্তিম ঋষি অত্যন্ত বৃহত্তর সমাজের কল্যাণকারী হইবেন। তিনি ধর্মচ্যুত অত্যাচারীগণকে দমন করিয়া তাহাদিগকে ধর্মীয় সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

১৩। মাধব মাসের দ্বাদশী শুক্ল পক্ষে জন্ম গ্রহণ ঃ অন্তিম ঋষি মাধব মাসের (বৈশাখ মাস) শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তিথিতে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহা কল্কি পুরাণে উল্লেখিত আছে।[৬]

---

৪. বিচরন্নাশ্য ক্ষৌন্যাং হবে না প্রতিমদ্যুতি ঃ নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যুকোটিশো নিহনিষ্পতি।
-ভাগবত পুরাণ ১২-২-২০

৫. অথতেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈ।
বাসুদেববাং পরাগাতি পুন্যগন্ধনিলস্পৃশাম।
–ভাগবত পুরাণ ১২ স্কন্ধে ২য় অধ্যায় ২১ শ্লোক।

৬. শ্বাতদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবম।
জাতো দন্তশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ।
-কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ২৫শ শ্লোক।

www.waytojannah.com

Contents

১৪। শম্ভল শহরের প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্ম ঃ অন্তিম ঋষি শম্ভল স্থানের প্রসিদ্ধ পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। পিতার নাম হইবে বিষ্ণুযশা এবং মাতার নাম হইবে সুমতি।[৭]

অন্তিম অবতারের যুগ

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ অনুসারে যুগ চার ভাগে বিভক্ত।

১। সত্যযুগ ঃ ইহার অন্য নাম কৃতযুগ। এই যুগ সতের লক্ষ আঠারশ হাজার বর্ষ সম্বলিত।[৮]

২। ত্রেতাযুগ ঃ সত্যযুগের পরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হয়। ইহা বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বর্ষ সমন্বিত হয়।

৩। দ্বাপর যুগ ঃ ত্রেতাযুগের পর দ্বাপর যুগ শুরু হয়। ইহার মধ্যে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বর্ষ আছে।

৪। কলিযুগ ঃ কলিযুগ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষের সমন্বয়ে গঠিত ১২০০ দিব্য বৎসরে ১যুগ, তার নাম তিসা। তার দ্বিগুণে দ্বাপর, তার তিন গুণে ত্রেতা, তার চর্তুগুণে কৃত বা সত্য। চার যুগে মোট ২২০০০ দিব্য বৎসর যাকে চর্তুযুগ বলে। ৭১ চর্তুযুগে ১ মতান্তর। ১৪ মতান্তকে ১কল্পকাল। ২ কল্পকালে ব্রহ্মার ১অহোরাত্র। এইভাবে ব্রহ্মার আয়ু ১শত বৎসর তার পর পরম ব্রহ্মেলীন হইবে। সৃষ্টির আদিকাল হইতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত উপরোক্ত হিসাবকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

অবতার আসিলে কি লাভ হইবে? পক্ষান্তরে গীতার ভাষ্য এই যে, যখন ধর্মের হানি ঘটে এবং অধর্মের প্রাবল্য হয়, তখনই অবতার আগমন করেন। দুস্কৃতি পরায়ণগণের সংহার করিয়া সাধুগণকে রক্ষা করিতে এবং ধর্মের স্থাপনা করিতে যুগে যুগে অবতারের আগমন ঘটে।[৯]

---

৭. শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মগনং। ভবনে বিষ্ণুযশস্যঃ কলিকঃ প্রাদুর্ভবষ্যতি।

-ভাগবত পুরাণ, ১২-২-১৮

৮. শম্ভলে বিষ্ণুযশস্যে গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম সুমত্যাং মাতরি বিভো! কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক। সুমত্যাং বিষ্ণুযশসা গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম। -কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ১১ শ্লোক।

৯. যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম। -ভগবত গীতা

www.waytojannah.com

Contents

এখন দেখিতে হইবে যে, যে সকল পরিস্থিতিতে অবতার আগমন করেন, সেই সকল পরিস্থিতি গত হইয়াছে কিনা। ইহা নিশ্চিত যে, অন্তিম অবতার কলিযুগে আগমন করিবেন। কলিযুগের পাঁচ হাজার ঊনসত্তর বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।[১০] অন্তিম অবতার কলিযুগের কিয়দংশ বা অধিকাংশ গত হওয়ার পর আসিবেন। তখন পরিস্থিত এইরূপ হইবে যে, মানুষ কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করাকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে থাকিবে যাহা মুসলমানী ভাষায় কিয়ামতের আলামত বা লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। –(অনুবাদক)

দ্বিতীয় ঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে যে, অন্তিম অবতারের সময় যুদ্ধের তলোয়ার এবং বাহন হিসাবে ঘোড়া ব্যবহৃত হইবে। কারণ, ভাগবত পুরাণে উল্লেখ আছে যে; দেবদত্ত বেগবান অশ্বে আরোহণপূর্বক আট ঐশ্বর্যে ও গুণে গুণাপতি তলোয়ার দ্বারা দুষ্টের দমন করিবেন।[১১] কিন্তু বর্তমান যুগ তলোয়ার এবং ঘোড়ার যুগ গত হইয়া গিয়াছে। অথচ অন্তিম অবতার তলোয়ার এবং ঘোড়ার যুগে আগমন করিবেন বলিয়া ধর্মগ্রন্থসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আজ হইতে প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে তলোয়ার এবং ঘোড়া ব্যবহৃত হইত। উহার প্রায় ১০০ বৎসর পর হইতে আরবে বারুদ প্রয়োগ মাধব মাসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১২]

স্থান নিরূপণ

ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, অন্তিম অবতারের জন্ম 'শম্ভল'।[১৩] নামক স্থানে হইবে। তবে কোন স্থানের পরিপূর্ণ বর্ণনা ব্যতীত কেবলমাত্র নামের দ্বারা স্থান নির্ণয় করা যায় না। প্রথম ইহা দেখিতে যে, 'শম্ভল' কোন নাম না, কোন স্থানের বিশ্লেষণ।

---

১০. গত কলিঃ ৫০৬৯ পংচাংগ ২০২৫ সং (১২) ইথং কলৌ গত প্রায়ে জনেষু খরধর্ম্মিণি। ধর্ম্মত্রাণায় সত্বের ভগবান বতরিষ্যতি। -ভগবত পুরাণ, ১২ স্কন্দ, ২য় অধ্যায়, ১৭ শ্লোক।

১১. অশ্বমাশুগমাবুহ্য দেবদত্ত জগৎ পতিঃ। অসিনাসাধুদমন মষ্টৈশ্বর্য গুণান্বিতঃ ভাগবত পুরাণ, ১স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ১৯শ শ্লোক।

১২. দ্বাদশ্যাং শুক্ল পক্ষস্য, মাধরে মাসি মাধবম। জাত ..... কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ২৫শ্লোক।

১৩. শম্ভলে বিষ্ণুযশস্যে গৃহে প্রাদুর্ভবামাহম। -কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক।

www.waytojannah.com

Contents

শম্ভল কোন গ্রামের নাম হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে উক্ত গ্রামের অবস্থিতি কোথাও তাহাও বলা হইত। কিন্তু পুরাণের মধ্যে কোন স্থানেই শম্ভল গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। ভারতে যদি কোন শম্ভল নামক গ্রাম থাকিত, তাহা হইলে প্রায় ১৪০০ বর্ষ পূর্বেই উক্ত গ্রাম হইতে কোন উদ্ধারকর্তা অবতার জন্মগ্রহণ করিতেন। অন্তিম অবতার হওয়া কোন খেলার কথা নয় যে, অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন কিন্তু কোন পরিবর্তন আনিবেন না। অতএব, সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শম্ভল শব্দকে বিশেষণ শব্দ স্বীকার করিয়া তাহার বুৎপত্তিগত অর্থ নির্গত করা আবশ্যক।

* শম্ভল শব্দ ম (শাকরণ) ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শম্ভল অর্থাৎ "যে স্থানে শান্তি লাভ হয়।" –(অনুবাদক)

সম উপসর্গপূর্বক 'বৃ' ধাতুকে অপ প্রত্যয় যোগ করিয়া "সবর' হইয়াছে। "অবযোরভেদ" এবং "রলযোরভেদ" এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শম্ভল নিস্পন্ন হইয়াছে। "শম্ভল" এর অর্থ– যাহা নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করে অথবা যাহার দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করা হয়।

* নির্ঘন্টের (১/১২/৮৮) উদক নামা অধ্যায়ে "শম্ভল" শব্দ লিখিত আছে। 'র' এবং 'ল' এর মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। সেই হেতু "শম্ভল" এর অন্য একটি অর্থ হইতেছে– জলের নিকটবর্তী স্থান। –(অনুবাদক)

কেহ মনে করিতে পারেন যে, যদি শম্ভল শব্দের অর্থ জল। নিষ্কাষণ বুঝায় তাহা হইলে জলের নিকটবর্তী স্থান বা গ্রাম অর্থ কেন করা হইতেছে। ইহার উত্তরে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এখানে স্থান-নিরূপণ প্রসঙ্গে আলোচনা হইতেছে। সেই জন্য কেবল 'জল' অর্থ হইতে পারে না বরং জলের নিকটবর্তী কোন স্থান নির্দেশ করিবে। যেরূপ "গঙ্গায় ঘোষ" শব্দ দ্বারা "গঙ্গার জলের ওপর ঘোষ" অর্থ করা হয় না। বরং গঙ্গার নিকটবর্তী কোন গ্রামে ঘোষ বলিয়া অর্থ করা হয়। তদ্রূপ "শম্ভল" শব্দ দ্বারা জলের নিকটবর্তী স্থান বা গ্রাম বুঝাইতেছে। 'গঙ্গায় ঘোষ' বাক্যের মধ্যে যে প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান, এখানেও তদ্রূপ বাক্যধারায় লক্ষণাদি বর্তমান আছে।

সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, অন্তিম ঋষির জন্মভূমি জলের পার্শ্ববর্তী এলাকা হইবে এবং আকর্ষণীয় ও শান্তিদায়ক হইবে। অবতারগণের জন্মভূমিও পবিত্র হইয়া থাকে। অতএব, অন্তিম ঋষির জন্মভূমিও পবিত্র এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি হইতে নির্মল হইবে। অনন্তর উক্ত স্থান, ধার্মিক ব্যক্তিদের তীর্থস্থান হইবে।

www.waytojannah.com

'শম্ভল' শব্দের অভিধানিক অর্থ হইতেছে– শান্তির স্থান। অতএব, অন্তিম ঋষির স্থান, শান্তিদায়ক এবং হিংসা বিদ্বেষ হইতে পবিত্র হইবে। এখানে একটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, কেহ যেন এই ভ্রান্তিতে পতিত না হন যে, অন্তিম ঋষি একমাত্র ভারতবাসী হইবেন এবং তাঁহার মাতৃভাষা কেবল হিন্দী বা সংস্কৃত হইবে। কারণ, বেশভূষা এবং ভাষা দেশ-কাল-পাত্র তদানুসারে হইয়া থাকে। যদি সমস্ত অবতারের বেশভূষা ও ভাষা এক হওয়া বাধ্যতামূলক হইত তাহা হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবতারগণের বেশভূষা ও ভাষা এক হইত। কিন্তু ইহা হয় নাই, বরং পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের রীতি-নীতি-ভাষানুযায়ী সেই দেশের অবতারগণের বেশভূষা ও ভাষা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা চিন্তা করা যে, একমাত্র ভারতেই সমস্ত অবতারগণ আসিবেন, এইরূপ চিন্তা মূর্খ ও মূঢ় ব্যক্তিগণের চিন্তাধারা। এই কথা কি কেহ বলিতে পারেন যে, ঈশ্বর একমাত্র ভারতকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্য কোন দেশ করেন নাই? অথবা ঈশ্বর পক্ষপাতদুষ্টভাবে একমাত্র ভারতকেই ভালবাসেন অন্য কোন দেশকে ভালবাসেন না?

অতএব, অন্তিম ঋষি ভারত বহির্ভূত পৃথিবীর যে কোন স্থানে হইতে পারেন এবং দেশ-কাল অনুযায়ী তাঁহার ভাষা ও বেশভূষা হইবে।

এক্ষণে ঐতিহাসিক বিচারে ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, তের-চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে ভারতে এমন কোন ঋষি আবির্ভূত হন নাই, যাঁহার মধ্যে অন্তিম ঋষির গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।

যত পুরাণ আছে প্রত্যেকটিতেই কল্কি অবতারের জন্মভূমি "শম্ভল" বলা হইয়াছে। সম্ভল এবং শম্ভর একই অর্থবোধক। আমি "অন্তিম অবতার সিদ্ধি" অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে স্থান নিরূপণ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভের ন্যায় রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের শোচনীয় দুরাবস্থা কখনো পরিদৃষ্ট হয় নাই। বাইজানটাইন সামাজ্য দূর্বল হওয়ার ফলে সমগ্র দেশে শাসন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, পাদরীগণের দুস্কর্ম ও ধর্মের আবরণে অধর্মীয় দুরাচার দ্বারা খৃষ্টধর্ম বিকৃত হইয়া যায়। পরিস্থিতি অকল্পনীয়ভাবে এইরূপ অবনতি ঘটে– যাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিলে হয়ত অনেকে স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন। অথচ তাহাদের অনাচার ও পাপাচারের চিত্র ইতিহাসে প্রত্যক্ষ যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা অঙ্কিত

Contents

হইয়া আছে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ এবং শত্রুতার কারণে সমাজ বিষাক্ত হয় এবং প্রকৃত পথ বিস্মৃত হয়। শহর এবং গ্রাম সর্বত্র রক্তের ধারা প্রবাহিত হইত। প্রকৃতপক্ষে যিশু সত্য বলিয়াছেন যে, আমি শান্তি আনয়ন করি নাই, বরং তলোয়ার আনিয়াছি।[১৪]

সেই সময় আরব ভূখণ্ডে মোহাম্মদ সাহেবের ধর্ম উদিত হয়। এই ধর্মের ভাগ্যলিপি এইভাবে নির্ধারিত করা হয় যে, ইহা ঝঞ্ঝা-বাত্যার ন্যায় সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে এবং অসংখ্য সাম্রাজ্য, রাজ সিংহাসন ও কু-সংস্কারকে ঝড়ের সম্মুখে তৃণসম মূলোৎপাটন করিয়া দেয়।[১৫]

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মোহাম্মদ সাহেবের পূর্বে খৃষ্টধর্মে বহু কুসংস্কার এবং অধর্মীয় রীতি-নীতি অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। জর্জ সেল কোরআনের অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেন যে, তৎকালীন গির্জা নিবাসী পাদরীগণ ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট করিয়া দেয়। তাঁহারা শান্তি,প্রেম এবং সৎগুণাবলীকে বিসর্জন দেয়। পরন্তু মূল ধর্মকে ভুলিয়া গিয়া কল্পনাসূত বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিত এবং পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হইত। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে বহু অনাচার প্রবর্তিত হইয়া যায় এবং নির্লজ্জভাবে মূর্তি পূজায় লিপ্ত হইয়া পড়ে।[১৬]

---

১৪. He explained to ommehani, daughter of abu talib that during the night he had perfomed his devotion in the tample in jerusalem, He was going forth to make his wision known. when she conjured him not thus to expose himselt to the derision of the unbelivers. life of mohamet by sri willium muir page-125

১৫. Perhaps into previous perfod had the empire of the Persian or the oriental part of Roman empire, been in a more deplorable or unhappy state than at the beginning of the 7th century. In consequence of the weakness of the Byzantine despots the whole frame of their Govemment was in a state of complete disorganization of the most frightful abuses and corruption of the priesits, the Christiian religion had fallen into a state of degradation scarcely at this day concievable and such as would be absolutely incredible had we not evidence of it the most unquestionable. The feuds and animoseties of the almost innumerable sects had risen to the greatest kpossible heights; The whole frame of society was losened. the towns and eities flowed with blood. well, indeed, had jesus prophesied when he said he brought not peace. but a sward. Apology. For mohammed by godfrey higgins, page -1

১৬. At this time, in a remote and almost unknown comer of Arabia, at a distance from civil broils which were tearing to pleces of roman cmpire, arose the religion of mohamed a religion destined to sweep like a tomado over the face of the earth to carry betore it compire, kingdoms and systems and to scatter them like dust before the wind. Apology for mohamed by Godfrey Higgions. Page-2

www.waytojannah.com

Contents

মোহাম্মদ সাহেবের পূর্ব যুগ হইতেই খৃষ্টান ধর্মের সহিত মূর্তিপূজার সংমিশ্রণ হইয়া এক বিকৃত ধর্মের সৃষ্টি হয়। ফলে এক ঈশ্বরে পরিবর্তে তাহারা তিন ঈশ্বরের এবং মরিয়মকে ঈশ্বর-পত্নী কল্পনা করিতে থাকে।[১৭]

অন্তিম অবতার সিদ্ধি

মৌলিক তথ্য ও প্রমাণের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, কল্কি অবতার অশ্বারোহী এবং খড়্গধারী হইবেন। কিন্তু বর্তমানে অশ্ব এবং তরবারীর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, আধুনিক যুগ জেট বিমান এবং আণবিক অস্ত্রের যুগ। সুতরাং কল্কি অবতার আবির্ভূত হইবার যুগ নির্ধারণ করিতে হইলে আজ হইতে কোন পূর্ব যুগে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আসুন, এইবার আমরা মোহাম্মদ সাহেব এবং কল্কি অবতারের তুলনামূলক পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করি।

(১) অশ্বারোহণ ও খড়্গধারণ ঃ ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনিশতম শ্লোকে উল্লেখিত আছে যে, কল্কি অবতার দেবতা প্রদত্ত অশ্বে আরোহণ করিবেন এবং তরবারী দ্বারা দুষ্টের দমন করিবেন।[১৮] এই দিক দেখা যায় যে, মোহাম্মদ সাহেবও ঈশ্বরের নিকট হইতে 'বোরাক' নামক একটি ঐশ্বী অশ্ব লাভ করেন– যাহার ওপর আরোহণ করিয়া তিনি 'মিরাজ' যাত্রা করেন।[১৯]

এতদ্ব্যতীত মোহাম্মদ সাহেব ঘোড়া ভালবাসিতেন; তাঁহার আরো সাতটি ঘোড়া বিদ্যমান ছিল।[২০] হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আনাস বলেন যে, আমি মোহাম্মদ সাহেবকে অশ্বে আরোহণ করিয়া গলায় তরবারী ঝুলান অবস্থায় দেখিয়াছি।[২১] মোহাম্মদ সাহেবের মোট নয়টি তরবারী ছিল। বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত তলোয়ারসমূহ (ক) জুলফিকার নামক তলোয়ার এবং (খ) কলঙ্গ নামক তলোয়ার।[২২]

---

17. Asahus siyar page 595, jamaul favaid vol 2 page 179
১৮. সহীহ বোখারী
19. Asahussiyar page 595
২০. ভাগবত পুরাণ, ১২শ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায় ১৯ শ্লোক
২১. কোরআন, সূরা আরাফ, ১৫৮ আয়াত
২২. কোরআন, সূরা ফোরকান, ১ম আয়াত

www.waytojannah.com

Contents

(২) জগৎগুরু ভাগবত ঃ পুরাণে কল্কি অবতারকে 'জগৎপতি' বলা হইয়াছে।[২৩] যিনি উপদেশাবলী দ্বারা নিপাতিত পৃথিবীকে উদ্ধার ও রক্ষা করেন। তাঁহাকে জগৎপতি বলা হয়। তিনি নির্দিষ্ট কোন জাতির গুরু নহেন, তিনি হলেন সমগ্র বিশ্বের গুরু। এই দৃষ্টিকোণে দেখা যায় যে, কোরআনে মোহাম্মদ সাহেবকে সমগ্র বিশ্বে ঘোষণা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, "হে মোহাম্মদ, আপনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য নবীস্বরূপ আগমন করিয়াছেন, ইহা ঘোষণা করিয়া দিন।"[২৪]

কোরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, মহিমান্বিত প্রভু, যিনি স্বীয় বান্দার ওপর পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য পাপ হইতে সতর্ককারী হন।[২৫]

অতএব, এইভাবে মোহাম্মদ সাহেব জগৎগুরুরূপে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

(৩) অসাধু দমন ঃ কল্কি অবতার সম্পর্কে উক্ত আছে যে, তিনি পাপাচারীদিগকে দমন করিবেন। ইহা একমাত্র মোহাম্মদ সাহেবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কোরআনেরও অত্যাচারী পাপিষ্টদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, "আল্লাহ্ এক" এই কথা বলার জন্য একেশ্বরবাদীগণের ওপর তাহারা অত্যাচার করিয়াছে, এমন কি তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। মোহাম্মদ সাহেব লুণ্ঠনকারী এবং দুর্বৃত্তগণকে সংশোধন করিয়া সত্য পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ঈশ্বরের পূজার সহিত দেবতার পূজার সংমিশ্রণকে রোধ করিয়াছেন এবং মূর্তিপূজা বিলোপ করিয়াছেন। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হইতেছে– ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করার ধর্ম। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা স্বীকার করে না, তাহাকে যথার্থভাবেই নাস্তিক বা কাফির বলা হয়।

---

২৩. অশ্বমাশুগারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতি।
আসিনাসাধু দমন মষ্টৈশ্বর্য গুণান্বিতঃ।
-ভাগবত পুরাণ, দ্বাদশ স্কন্ধ, অধ্যায় ১৯ শ্লোক।

২৪. সিরাতুন নবী -আল্লামা শিবলী নোমানী, ৪র্থ খণ্ড, ২১৫পৃঃ

২৫. শম্ভল গ্রাম মুখাস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণু যশসঃ কল্কি প্রাদুর্ভাবিষ্যতি।
–ভাগবত পুরাণ, ১২শ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায় ১৮শ শ্লোক।

www.waytojannah.com

Contents

মোহাম্মদ সাহেব এমন যুগে জন্মগ্রহণ করেন, যখন সমগ্র বিশ্বে অনাচার ও দুষ্টের শাসন চলিতেছিল। ইতোপূর্বে ইরানে কোবাদ নামক এক রাজা ঘোষণা করিয়াছিল যে, ধন এবং নারীর ওপর সকলের সমান অধিকার।[২৬] কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য উহা নির্দিষ্ট থাকিবে না। ইহার পরিণামে সমগ্র দেশ ব্যভিচারের পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। একমাত্র মোহাম্মদ সাহেবই এমন ব্যক্তি– যাঁহার শিষ্যগণ উক্ত দেশ জয় করিয়া সফলতার সহিত ধর্মের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

(৪) স্থান সম্পর্কে সামঞ্জস্যতা ঃ কল্কি অবতার "শম্ভল" নামক স্থানে এক পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া উক্ত আছে।[২৭] পুরোহিতের নাম "বিষ্ণুযশা" হইবে।

"শম্ভল" শভ শম ধাতুর সহিত 'বন' প্রত্যয় যোগ করিয়া হইয়াছে। অতএব, শম্ভল শব্দের অর্থ হইবে-শান্তির ঘর। অতএব, মোহাম্মদ সাহেব এবং কল্কি অবতারের মধ্যে জন্মস্থানগত মিল সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হইল।

(৫) প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্ম ঃ কল্কি অবতার প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মলাভ করিবেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, মোহাম্মদ সাহেব মক্কায় অবস্থিত কাবার সর্বপ্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

(৬) কল্কির মাতা-পিতা ঃ কল্কি পুরাণে লিখিত আছে যে, কল্কির মাতার নাম সুমতি। (সৌম্যবতী) হইবে। ইহার অর্থ– শান্ত এবং মননশীল স্বভাবযুক্ত। পিতার নাম বিষ্ণুযশ অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসক।

মোহাম্মদ সাহেবের মাতার নাম ছিল আমিনা অর্থাৎ শান্ত স্বভাবযুক্তা। পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তথা বিষ্ণুর দাস।

(৭) অন্তিম বা শেষ অবতার হওয়া ঃ ভাগবত পুরাণে কল্কি অবতারকে শেষ যুগে সর্বশেষ অবতাররূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।[২৮] প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কোরআনে মোহাম্মদ সাহেবকে সর্বশেষ নবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে সেহেতু মুসলমানগণ ভবিষ্যতে আর কোন নবী আসিবেন বলিয়া স্বীকার করেন না।

---

২৭. চতুর্ভি ভ্রাতৃভির্দের করিতামি কলিক্ষয়াম
কল্কি পুরাণ, ২ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক।

632 A.D. to 661 A.D. The orthodox caliphate includ-ing the first four Caliphs. Encyclopedia of Wordl History by W.L Langer Page 184.

২৮. সীরাতুন নবী

www.waytojannah.com

Contents

'বাচস্পত্যম' এবং "শব্দ কল্পতরু" গ্রন্থে "কল্কি" শব্দের অর্থ লিখিত আছে- ডালিম ফল ভক্ষণকারী; কলঙ্ক বিধৌতকারী। মোহাম্মদ সাহেবও ডালিম এবং খেজুর ফল আহার করিতেন। অনন্তর তিনি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত অংশীবাদিতা এবং নাস্তিকতা বিদূরিত করেন। –(অনুবাদক)

(৮) উত্তর দিক গমন এবং প্রত্যাবর্তন ঃ কল্কি পুরাণে উল্লেখিত আছে যে, কল্কি অবতার পর্বতের দিকে যাইবেন; তথায় পরশুরাম কর্তৃক জ্ঞান লাভ করিয়া উত্তর দিকে গমন করিবেন এবং পুনরায় প্রত্যাগমন করিবেন। মোহাম্মদ সাহেবও পর্বতে গমণ করেন, তথায় ঈশ্বরের দূত হযরত জিব্‌রাঈল কর্তৃক জ্ঞানপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার পর মদীনায় গমণ করেন এবং পুণরায় মক্কা বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসেন।

(৯) শিব কর্তৃক কল্কিকে অশ্ব প্রদান ঃ শিব কল্কি অবতারকে একটি অতি উত্তম অশ্ব প্রদান করিবেন বলিয়া উক্ত আছে। তদ্রূপ মোহাম্মদ সাহেব ঈশ্বরের নিকট হইতে 'বোরাক' নামক এক অতি উত্তম অশ্ব লাভ করেন।

(১০) চার সঙ্গীর সহিত কলি দমন ঃ কল্কি পুরাণে উল্লেখিত আছে যে, কল্কি অবতার তাঁহার চারজন সঙ্গীর সহিত কলি অর্থাৎ শয়তানকে নিবারিত করিবেন।[২৯] তদ্রূপ মোহাম্মদ সাহেবও তাঁহার চারজন সহচরগণের সহিত শয়তানকে নিবারিত করেন। চারজন একান্ত অনুগত সহচরগণের নাম হইতেছে- (১) হযরত আবু বকর,(২) হযরত ওমর, (৩) হযরত ওসমান, (৪) হযরত আলী। পরবর্তীকালে তাঁহারা চারজন খলিফা হইয়া একেশ্বরবাদ এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার করেন।[২৯]

(১১) দেবতা কর্তৃক সহায়তা ঃ কল্কি পুরাণে উল্লেখ আছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতাগণ কল্কি অবতারকে সাহায্য করিবেন।[৩০] এইরূপ ঘটনা মোহাম্মদ সাহেবের জীবনে 'বদর' নামক যুদ্ধে বাস্তবে পরিণত হয়। উক্ত যুদ্ধে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সাহায্য করেন।

নোট ঃ "বাচস্পত্যম" এর বিবরণ অনুযায়ী শম্ভলে ৬০টি প্রতিমা আছে। অনেক পণ্ডিতব্যক্তিগণ বলেন যে, সেখানে লাত-মানাত তথা কনাথ ইত্যাদি মূর্তি ছিল। মুসলমান বিদ্বানগণের মতে শম্ভল শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হইতেছে- 'দারুল আমান' এবং সেখানে লাত-মানত-কনাথ ইত্যাদি ৬০টি প্রসিদ্ধ মূর্তি ছিল। –(অনুবাদক)

২৯. ভাগবত পুরাণ, ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ২৪শ্লোক।

৩০. যাত যায়ং ভুবং দেবাঃ স্বায়শাব তরণে রতাঃ

-কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৭ম শ্লোক

www.waytojannah.com

Contents

পবিত্র কোরআনে এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ আপনাকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন, অথচ আপনারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং তাঁহারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আপনার উচিত। যখন আপনি মোমিনদিগকে বলিতেছিলেন যে, তোমাদের প্রভু তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করত তোমাদিগকে সাহায্য করেন, ইহা তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? বরং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করিতে থাক, তাহা হইলে তিনি পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন।[৩১]

যখন আপনি স্বীয় প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন আপনার প্রভু ইহা মঞ্জুর করেন যে, আমি তোমার সাহায্যে এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করিব।[৩২]

'হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের বিপক্ষ সৈন্যগণ আক্রমণ করে, তখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে বাতাস এবং তোমাদের সাহায্যার্থে অদৃশ্য সৈন্যসমূহ প্রেরণ করি। তোমরা যাহা কিছু করিতেছিলে, আল্লাহ্ তাহা অবলোকন করিতেছিলেন।'

(১২) অনুপম কান্তিময় হওয়া ঃ কল্কি অবতার সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তিনি অনুপম এবং অতুলনীয় কান্তির অধিকারী হইবেন।[৩৩] মোহাম্মদ সাহেব সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর এবং কান্তিবান ছিলেন।[৩৪]

(১৩) জন্মতিথির বিষয় ঃ কল্কি পুরাণে উল্লেখ আছে যে, কল্কি অবতার মাধব মাসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করিবেন।[৩৫]

---

৩১. আল কোরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত- ১২৩-১২৫

৩২. আল কোরআন, সূরা আনফাল, আয়াত-৯

৩৩. আল কোরআন, সূরা আহজাব, আয়াত-৯

৩৪. বিচরন্নাত্তনা কৌন্যাং হযেনাপ্রতিমদ্যাভিঃ।
ভূপলিঙ্গচ্ছদো দস্যুন কোটিশোনিহনিষ্যতি। -ভাগবত পুরাণ, ১২স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ২০শ শ্লোক

৩৫. Jamaul Fabaed Page 179 Bakhari, আনাস কর্তৃক বর্ণিত।

www.waytojannah.com

Contents

এবার দেখুন যে মোহাম্মদ সাহেবও রবিউল আউয়াল মাসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত।[৩৬]

(১৪) শরীর হইতে সুগন্ধ নির্গত হওয়া ঃ শ্রীমদ্ভগবত পুরাণ অনুযায়ী কল্কি অবতারের শরীর হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইবে, এমনকি বায়ু পর্যন্ত সুগন্ধিত হইয়া যাইবে।[৩৭]

মোহাম্মদ সাহেবের দেহ হইতে প্রকাশিত সুগন্ধ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত করমর্দন করিত, তাঁহার হাতও সারাদিন সুগন্ধিময় হইয়া থাকিত। মোহাম্মদ সাহেবের এক সেবক বলেন যে, তিনি যখন ঘর হইতে বাহির হইতেন, তখন সমস্ত বাতাস সুগন্ধে মুখরিত হইয়া যাইত।[৩৮] একদিন উম্মে সালমা মোহাম্মদ সাহেবের দেহের ঘর্ম শিশিতে ভরিয়া রাখেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, উহাকে আমরা অন্য সুগন্ধিতে মিশ্রিত করিয়া থাকি। কারণ মোহাম্মদ সাহেবের ঘর্ম সকল সুগন্ধি অপেক্ষা অধিকর সুগন্ধময়।

(১৫) অষ্ট গুণে গুণান্বিত ঃ ভাগবত পুরাণের ১২শ স্কন্ধ ২য় অধ্যঅয়ে কল্কি অবতারকে অষ্ট গুণে গুণান্বিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত অষ্ট গুণ হইতেছে- প্রজ্ঞা-কুলীনতা, ইন্দ্রিয়দমন; শ্রুতি-জ্ঞান, পরাক্রম, অল্পভাষিতা, দান এবং কৃতজ্ঞতা।[৩৯]

(ক) প্রজ্ঞা ঃ মোহাম্মদ সাহেব অত্যন্ত উচ্চজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানের সকল বিষয়ে সঠিক বর্ণনা করিতেন এবং তাঁহার সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হইত। ইহার বহু উদাহরণ মুফতী ইনায়েত আহমদ প্রণীত আল কালামূল মুবিন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে– "রোম ইরানের মধ্যে যুদ্ধে রোমদিগের পরাজয়ের পর মোহাম্মদ সাহেব পুণরায় রোমগণের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যাহা আজ সমগ্র বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।" এতদ্ব্যতীত আরো অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে লেখা রহিয়াছে।

---

৩৬. দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষসা মাধবে মাসি মাধবম।
-কল্কিঃ পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ১৫শ শ্লোক।

৩৭. Abbas his servant says-we always used to know when mohamed had. life of mohamet by sir william muir page 342.

৩৮. Asahus syar page 48

৩৯. অথ তেষ্যং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈ।
বাসুদেবাঙ্গ রাগাতি পূণ্যগন্ধানিল স্পৃশাম।
-ভাগবত পুরাণ, ১ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ২১শ্লোক।

www.waytojannah.com

Contents

(খ) কুলীনতা ঃ কল্কি প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। মোহাম্মদ সাহেব মক্কার প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পরিবার কাবা গৃহের সংরক্ষক ছিলেন।[৪০] মোহাম্মদ সাহেব ৫৭১ খৃঃ কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ পরম্পরায় বিশ্ব বিখ্যাত তীর্থস্থান কাবার সংরক্ষক ছিলেন।[৪১]

(গ) ইন্দ্রিয় দমন ঃ ভারতীয় ধর্ম-গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কল্কি ইন্দ্রিয় দমনকারী হইবেন। মোহাম্মদ সাহেব সম্পর্কেও বলা হইয়াছে যে, "তিনি দয়ালু, শান্ত, ইন্দ্রিয়জিত এবং উদার ছিলেন।[৪২] ইন্দ্রিয় দমনের তাৎপর্য এই যে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করা। ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয়ও বশীভূত হয়। যদি কেহ প্রশ্ন করেন- যে ব্যক্তি দয়বান দার প্ররিগ্রহ করেন; তিনি কিভাবে ইন্দ্রিয়জিত হইবেন? তাঁহার স্মরণ করা উচিত যে, যোগরাজ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীর সংখ্যা কি ছয়শতেরও অধিক ছিল না? প্রকৃতপক্ষে যোগী ব্যক্তি সাংসারিক জীবন-যাপন করিলেও নিষ্কাম আত্মার কারণে তাঁহারা মুক্তি ও নির্বাণ লাভ করেন। কমল যদ্রূপ জলে থাকা সত্ত্বেও জলের স্পর্শ হইতে মুক্ত থাকে, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তি (ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তি) সাংসারিক জীবন-যাপন করিলেও উহা হইতে বহু উর্ধ্বে থাকেন। অনুরূপভাবে মোহাম্মদ সাহেব নয় পত্নী গ্রহণ পূর্বক সাংসারিক জীবন-যাপন করিলেও তিনি পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় দমনকারী মহাপুরুষ ছিলেন।[৪৩]

---

৪০. শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা ২০৮।

৪১. He was born in A.D. 571 and came of the noble tribe of the koreyesh, who had long been guardians of the sacred kaaba, ~Introduction, the speechs of mohammad by Lane pool. Page xxvi.

৪২. Modesty and kindilinese, patience, self denial; and riveted the affections of all around him. page 525, life of mahamed by sir william muir,

1. There are the first revelation that come of mohammed. that he believed, he heard them, spoken byu an angle from heaben is beyond double. introduction speeechs of mohammadby lange poole page xxxi.

43. Upon This Mohammad felt the heavenly inspiration and read, as he belleved in koran. Then came the announcement, `o' mohamed. of a truth thou art the prophet of god and i am his gabrall, This was the crisis of mohamed's life. it was his call to renounce and to take the office of propher-mohamed and mohamedanism by Rev. Boswarth smith. page 98

www.waytojannah.com

Contents

(ঘ) শ্রুত ঃ কল্কি অবতারের ইহা চতুর্থ গুণ। "শশুত" এর অর্থ- ঈশ্বর কর্তৃক যে ব্যক্তিকে শ্রবণ করান হয় এবং ঋষি তথা নবী যাহা শ্রবণ করেন। "শশুত" 'শ্রু' 'শশু' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও তথ্যমূলক গ্রন্থকে 'শ্রুত' 'শ্রু' 'শ্রু' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও তথ্যমূলক গ্রন্থকে 'শ্রুতি' বলা হয়। মোহাম্মদ সাহেবের ওপর ফেরেশতা দ্বারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান অবতীর্ণ করা হইত। ঐতিহাসিক লেনপুল ইহা সমর্থন করিয়া বলেন যে, 'মোহাম্মদ সাহেবের ওপর দেবদূত দ্বারা ঈশ্বরের বাণী অবতীর্ণ হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।[৪৪] স্যার উইলিয়াম মু'রও মোহাম্মদ সাহেবকে ঈশ্বরের দূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[৪৫] সুতরাং কল্কি অবতারের চতুর্থ গুণ দ্বারা মোহাম্মদ সাহেব গুণান্বিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

(ঙ) পরাক্রমশালীতা ঃ কল্কি অবতারের পঞ্চম গুণ অনুযায়ী তিনি পরামক্রমশালী হইবেন। মোহাম্মদ সাহেবও শারীরিক শক্তিতে পরাক্রমশালী ছিলেন। একদিন সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর কোরাইশ বংশীয় রোকানা নামক ব্যক্তি মোহাম্মদ সাহেবকে আহ্বান করেন এবং তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলে মোহাম্মদ সাহেবকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু মল্লযুদ্ধে মোহাম্মদ সাহেব উক্ত মহাবীর রোকানাকে দুইবার পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়া দেন।[৪৬]

(চ) অল্প ভাষণ ঃ অল্প ভাষণ মহাপুরুষগণের বড় গুণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। মোহাম্মদ সাহেবও অত্যন্ত সংযমভাষী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি কোন কিছু বলিতেন– উহা এত প্রভাবশালী হইত যে, কোন মানুষ ভুলিতে পারিত না।[৪৭] পারস্পরিক কথাবার্তায় তিনি অল্পভাষী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বলিতেন, তখন উহা এত মধুরতায় পরিপূর্ণ হইত যে, সকলেই আগ্রহ সহকারে শুনার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত।[৪৮]

---

44. He was now the servan the prophet, the vice-grent of god-life of mohamed by sir william muir page 48.
আসাহুস সিয়ার, ৯৭ পৃঃ এর Life of Mohamed byu sir W. Muir page 523

45. He waw of great taciturnity, but when he spoke, it was with emphasis and deliberation, and no noe could for-get what he said.
The speechs of mohammad by lane pool introduction page xxxix

46. in his intercourse with otheres, he would sit silent among his companions for a long time together, but truely was more eloquent than other men's speech, for the moment, speech was called for, it was forth coming in the shape of some weighty apothegm or proverb, such as arabs love to hear. mohammad and mohammedanism by Rev. Bosworth smith page 110

47. Indeed outside the prophet's house was a bench or gallery, on which were alwyas to be found a number of poor. who lived entirely upon his generosity and were, hence called, the people of the bench' page xxx.
Introduction, The speech of mohammed by lange pool.

48. He was said and admiring follower; the handsomest and bravest, the bright faced and most generous of men.
The life of mohametd by sir w. muir page 53

www.waytojannah.com

Contents

(ছ) দান ঃ দুঃখীজনকে দান করা ধর্মের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষ উহার গুরুত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণে কল্কি অবতারের অষ্টম গুণরূপে ইহাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। মোহাম্মদ সাহেব সর্বদা দান করিতেন এবং তাঁহার গৃহে সর্বদা দুঃখী-দরিদ্র, নিঃস্ব-অনাথগণের সমাবেশ থাকিত।[৪৯]

তিনি কখনো কাহাকেও নিরাশ করিতেন না। ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুরকে পর্যন্ত বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, মোহাম্মদ সাহেব জ্যোতির্ময়ধারী পরাক্রমশালী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।

(জ) কৃতজ্ঞতা ঃ কল্কি অবতারের অষ্টম গুণ হইতেছে কৃতজ্ঞতা গুণে গুণান্বিত হওয়া, ইহা পুরাণে নির্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব বর্ণিত ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মোহাম্মদ সাহেবের মধ্যে কল্কি অবতারের অষ্ট গুণের মধ্যে সপ্তগুণ পরিপূর্ণ এবং সার্থকভাবে বিদ্যমান ছিল। অষ্টম গুণ 'কৃতজ্ঞতা' গুণে তিনি কতদূর বিভূষিত ছিলেন তাহার প্রমাণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তাঁহাকে সাহায্য সহায়তাকারীদের প্রতি তিনি কত কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি ঘটনা প্রতিটি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।[৫০]

১৬। ঐশ্বরীক বাণী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া ঃ কল্কি অবতার সম্পর্কে ভারতে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন। অনন্তর তিনি ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা মানবজাতিকে শিক্ষা দিবেন। মোহাম্মদ সাহেবের ওপর ঈশ্বরের নিকট হইতে যে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা অমোঘ সত্য। ইহা নিছক হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কোরআনে সুমহান নীতি, সদাচার, বিশ্ব-প্রেম, একেশ্বরবাদ এবং মহৎ আদর্শসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে; প্রাচীন বেদ গ্রন্থেও উহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এইভাবে আমরা কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেবের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। উপসংহারে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বেদ ও কোরআনের মধ্যে সাম্যের কয়েকটি বিষয় উল্লেখসহ বেদের একেশ্বরবাদ ঈশ্বরের দূতগণের বর্ণনা ও সার্বভৌম ধর্মের আলোকপাত করিব।

---

৪৯. মভহড়রংহে ফহড়ভা, ৩৪৩ পৃঃ ইত্যাদি।

৫০. আল কোরআন- সূরা বাকারা, আয়াত ২২৫)

www.waytojannah.com

Contents

বেদ ও কোরআনের শিক্ষা

১। কোরআনে বর্ণিত আছে যে, ঈশ্বর ব্যতীত কেহ উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি চিরঞ্জীব, সয়ম্ভু ও সর্ব ব্যবস্থাপক। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ তাঁহার কাছে কোন সুপারিশ করিতে পারে না। তিনি মানবের অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় অবগত আছেন এবং মানব তাঁহার জ্ঞানের কিছুই জানিতে পারে না, যতটুকু তিনি দান করেন ততটুকু ব্যতীত। তাঁহার আসন পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার পক্ষে বিন্দুমাত্র আয়াসসাধ্য নয়। তিনি অতি মহৎ ও সুমহান।[৫১]

উপনিষদসমূহের ঘোষিত "এবং ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, নেহনা নাস্তি কিংচন" অর্থ- এই যে, ঈশ্বর একক, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ (উপাস্য) নাই। জগৎ তিনি ব্যতীত কিছু নয় অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ জগৎকে রক্ষা করেন, ততক্ষণ জগৎ স্থিতিশীল থাকে। তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া জগৎ ক্ষণকালও স্থায়ী হইতে পারে না।

২। যাঁহাকে কোন চক্ষু দর্শন করিতে পারে না, অধিকন্তু সকল চক্ষুকে যিনি অবলোকন করেন, একমাত্র তাঁহাকে ব্রহ্ম জানিবে।[৫২]

কোরআনে উল্লেখ আছে যে, চক্ষু তাঁহাকে গোচরীভূত করিতে পারে না, তিনি সকল চক্ষুকে গোচরীভূত করেন।[৫৩]

৩। কোরআনে প্রার্থনাকারে আছে যে, আপনি আমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করুন।[৫৪]

৪। কোরআনে আছে যে, হে মোহাম্মদ, আপনি বলুন যে, আল্লাহ্ একক; সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁহার প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই; তাঁহার সমকক্ষ কেউ নাই।[৫৫]

---

৫১. যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুর্ষি পশ্যতি
তদের ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদি দমুপাসতে।
কোনোপনিষদ (সামবেদ তলবকার, ব্রাহ্মণ) খণ্ড ১, তন্ত্র ৬
৫২. আল কোরআন, ৬-১০২-১০৪
৫৩. আল কোরআন, সূরা ফাতিহা, ৫ম আয়াত।
৫৪. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৬, মন্ত্র ১১
৫৫. 'অগ্নেনয় সুপথা রায়ে' ঋগ্বেদ ১। ১৮৯। ১ বাঃ য ৩। ৩৬; ৭। ৪৩; ৪০। ১৬ তৈ সং ১। ১। ১৪। ৩; ৪, ৪৩, ১, তৈ ব্রা। ২। ৮, ২, ৩; তৈ আ ১। ৮।৮। শতব্রা, ১৪। ৮। ৩, ১ আল কোরআনে- ১১২। ১-৪
উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর একক; সকল প্রাণীর মধ্যে তিনি ব্যাপ্ত; সকল কর্মের অধ্যক্ষ; সর্বোপরি, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞাত এবং নির্গুণ।
একো দেবঃ দেবভূতেরযু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিকাবাসঃ, সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্যা।

www.waytojannah.com

Contents

৫। কোরআনের ভাষায় "আল্লাহ্ হক, সত্য"।[৫৬] বেদান্তে উহাকে 'সত্যং ব্রহ্ম' রূপে উল্লেখিত হইয়াছে।

৬। কোরআনের উল্লেখ আছে যে, যেদিকে তোমরা মুখ ঘুরাও ,সেখানেই আল্লাহ্র মুখ রহিয়াছে।[৫৭]

গীতায় বলা হইয়াছে– "বিশ্বতোমুখম" অর্থাৎ তাঁহার মুখ সর্ব দিকে রহিয়াছে।[৫৮]

৭। বেদ, গীতা এবং স্মৃতি গ্রন্থসমূহে এক ঈশ্বরকে ভক্তি করা এবং তাঁহার সমীপে স্বীয় পাপ-মার্জনার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার নির্দেশ রহিয়াছে।

কোরআনে উল্লেখ আছে যে, হে (মোহাম্মদ) নবী, আপনি বলুন যে, আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ। আমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা অবতীর্ণ হইয়াছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র একক উপাস্য। সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁহার প্রতি অভিনিষ্ট হও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।[৫৯]

৮। বেদকে শ্রদ্ধা না করা এবং বেদের উপদেশকে অস্বীকার করাকে নাস্তিকতা বলা হয়। নাস্তিকতার অর্থ হইতেছে অস্বীকার করা। অনুরূপভাবে কোরআনে ঈশ্বর তথা তাঁহার দূতগণের আদেশ অস্বীকারকারীকে "কাফের" বলা হইয়াছে।

৯। **"মুসলমান"** শব্দের অর্থ হইতেছে ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ মান্যকারী। যে ব্যক্তি ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় বাণী এবং প্রেরিত মহাপুরুষগণের ওপর বিশ্বাস আনে, সে ব্যক্তি মুসলমান। সংস্কৃতে উক্ত ব্যক্তিকে "আস্তিক" বলা হয়। যদ্রূপ নাস্তিকের বিপরীত আস্তিক' তদ্রূপ কাফেরে বিপরীত শব্দ মুসলমান। যেমন কোন আস্তিক ব্যক্তি নাস্তিকের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না; তদ্রুপ কোন মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের সহিত তর্ক করিতে চায় না। অতএব, নাস্তিক এবং কাফের সমার্থবোধক; অনুরূপে আস্তিক এবং মুসলমান সমার্থবোধক; তফাত কেবলমাত্র ভাষার দিক দিয়া।

---

৫৬. আল-কোরআন, ২২। ৬২

৫৭. আল কোরআন, ১। ১১৫

৫৮. সহস্র শীষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত
সভূমিং বিশ্বতো বৃতত্বাত্যতিষ্টদ্ধশাংগুলুম।
ঋগ্বেদ ১০। ৯০। ১ সামবেদ ৬। ১৩ অথর্ব ১৯। ৬। ১ বা য ৩১ ১। তৈ আ ৩। ১২। ১।

www.waytojannah.com

Contents

একেশ্বরবাদ

ঋগ্বদে বিশ্ব-চরাচরে পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের বর্ণনা বহুরূপে প্রদান করা হইয়াছে। ইহার ফলে অনেকে বহু দেববাদের প্রতিবাদন করত ঋগ্বেদকে বহু বেদবাদী গ্রন্থ বলিয়াছেন। আবার অনেকে ঋগ্বেদে উল্লেখিত বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন গুণাবলী দেখিয়া একাধিক দেবতার কল্পনা করিয়াছেন। ইহা ঋগ্বেদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে তাহাদের অজ্ঞতার ফল। প্রকৃতপক্ষে সত্বা এক; এবং তাঁহার বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

ইন্দ্র মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরাথো দিব্যঃ স সুপর্নো গরুত্মান্
একং সদ বিপ্র বহুধা বদন্ত্যগ্নি যমং মাতরিশ্বানবাহুঃ॥

ঋ, বে, ম, ১০/সু ১১৪/ম, ৫ বেদান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' অর্থাৎ পরমেশ্বর এক, তিনি ব্যতীত কেহ নাই।

পরমেশ্বর প্রকাশকের প্রকাশক, সৎজনের ইচ্ছা পূর্ণকারী, স্বামী, বিষ্ণু (ব্যাপক), স্তুতির যোগ্য, শ্রদ্ধার পাত্র, ধনবান, (সর্বশ্রেষ্ঠ), সর্বস্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞাতা।

ঋগ্বেদে ২।১।৩। সূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে,–

"ত্বমগ্নো ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি, ত্বং বির্ধতঃ সচসে পরন্ধ্যা॥

নিম্নোক্ত মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর দ্যুলোকের রক্ষক, শঙ্কর-মরুতের শক্তির আধার, অন্নদাতা, তেজস্বী বায়ুর মাধ্যমে সর্বত্র গমনকারী, কল্যাণকারী, প্রতিপালক এবং অরাধনাকারীকে রক্ষাকারী।

ত্বমগ্নোরুদ্রো অসুরো মহোদিবস্তং শর্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং বাতৈর রুনৈর্যাসি শংগযস্তং পুষা বিধতঃ পাসি নুত্মনা॥
–ঋগ্বেদ মণ্ডল ২। সু ১। মন্ত্র– ৬

পরমেশ্বর স্তবকারীকে ধনদানকারী এবং রত্নধারণকারী সবিতা (প্রেরণকারী) দেব। তিনি মানুষের প্রতিপালনকার, ভজনীয়, ধনের মালিক এবং গৃহে উপাসনাকারীকে রক্ষাকর্তা। ঋগ্বেদ : মং ২ সূ ১/৭ দেখুন ঃ

ত্বমগ্নো দ্রবিনোদা অরংকৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি।
ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ইশষে ত্বং পায়ুর্দমে যস্ত্যে বিধত॥

উল্লেখিত মন্ত্রে প্রযুক্ত 'অগ্নি' শব্দ 'অংজ' (প্রকাশিত হওয়া) + 'দহ' (প্রকাশিত হওয়া) + 'নো' (নিয়া যাওয়া + 'ক্বিপ' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থ- প্রকাশক পরমেশ্বর।

www.waytojannah.com

Contents

অনুরূপভাবে 'নৃপতি' শব্দ 'নৃ' (মানব) + 'পা' (রক্ষা করা) + 'উতি' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ- মানবের প্রতিপালনকারী।

অনুরূপভাবে 'সবিতা' শব্দ 'সু' ধাতুতে 'তৃচ' প্রত্যয়ান্তে 'সু' প্রত্যয় যোগ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

যে ঈশ্বর সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মনের কথা জানেন, সেই ঈশ্বর এক। অথর্ববেদে (১০, ৯, ২৯) "বকো হ দেবো মানসি প্রবিষ্টঃ"- দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

ঋগ্বেদে প্রতিপাদিত "একং সত" বিষয়টি শ্রীকৃষ্ণ যজুর্বেদের শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬-১১) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এক, সকল প্রাণীর অন্তর্যামী পরমাত্মা, সকল প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত, সর্বব্যাপক, কর্মে অধিষ্ঠাতা, সর্ব আশ্রয়স্থল, সর্বদর্শী চেতনা এবং গুণাতীত।

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ব ভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মধ্যক্ষঃ সর্ব ভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতাকেবলা নিগুংণশ্চ॥

(শ্বেতা, অধ্যায় ৬মং ১১)

ব্রহ্ম আছেন বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে, আবার কেহ তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তিনি তাঁহার শত্রুর সম্পদসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্বীকার করে না, সে-ই তাহার শত্রু। ঋগ্বেদ মণ্ডল : ২, সূঃ ১২ মন্ত্র ৫ দ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

যং স্মা পৃচ্ছন্তি কূহ সেতি ঘোর–
মুতোমাহুর্নৈষ্যো অস্তিত্যেনম।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিনাতি
শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ॥

যিনি কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন না, তথাপি যিনি শ্রবণ শক্তির আঁধার, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যাহার উপাসনা কর, তিনি ব্রহ্ম নহেন।

যচ্ছোত্রেন ন শৃনোতি যেন শ্রোত্র মিদং শ্রুতম।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদি দমুপাসতে। (উপনিষদ)

তিনি সমৃদ্ধিময় পরমাত্মা, দরিদ্রগণের কল্যাণরত মন্ত্রদাতা ঋষিগণকে প্রেরণ করেন। তাঁহার দয়ায় ধন-সম্পদ লাভ হয় এবং তাঁহার কোপানলের কারণে মানুষ ধনহীন ও নিঃস্ব হয়।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি গতিশীল ও চঞ্চল পৃথিবীকে স্তব্ধ দিতে পারেন। তিনি অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি দ্যুলোক-ভূলোকের স্তম্ভদানকারী মহান পরমাত্মা। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন ঋগ্বেদ ম ২ সু ১২ মন্ত্র ২ ঃ

যঃ পৃথিবাং ব্যথামনামদ্দ হদ্যঃ
যঃ পর্ব্বতান প্রকৃপিতাং অরমণাত।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীযো
যো অন্তরিক্ষং বিমনে বরীযো
যো দ্যামস্তভ নাৎ জনাস ইন্দ্রঃ

ঋগ্বেদের অগ্নিসুক্তম ইন্দ্রসুক্ত, বরুন সুক্ত, যম সুক্ত এবং বিষ্ণু সুক্ত ইত্যাদিতে বিভিন্ন নামে ও গুণে যে সত্তার মহিমা ও যশগান ব্যক্ত করা হইয়াছে, এককভাবে সেই সত্তাই ঈশ্বর। মানুষ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে। কেহ তাঁহাকে শিব বলেন, কেহ তাঁহাকে শক্তি ভাবেন, কেহ তাঁহাকে ব্রহ্ম মানেন, কেহ তাঁহাকে বুদ্ধ মনে করেন। কিন্তু একটি জিনিসের বিভিন্ন রূপ দেখিয়া উহাকে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস মনে করা বিরাট ভুল। এইভাবে অর্থ করিলে প্রকৃতপক্ষে বেদের অপব্যাখ্যা হইবে এবং পরিণামে আর্য ধর্মকে বিকৃত করা হইবে। দেব-দেবী, নর-নারী, সৎ-অসৎ বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র ঈশ্বর চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। যদি ঈশ্বর বিশেষ চেতনরূপে ব্যাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হইয়া যাইত। যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তকরণ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখে, তাঁহার মধ্যে পরামান্দ সত্তার প্রতিফলন হয়। সেই জন্য শিরায় শিরায় ঈশ্বরকে অনুভব ও ধারণ করা উচিত এবং সদাচার ও নিষ্ঠার দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

পুরাণে ঈশ্বর দূতগণের প্রমাণ

যিনি মন্ত্র দ্রষ্টা হন, তাঁহাকে ঋষি বলা হয়। (অল্প ভাষণ এবং সংসার হইতে অনাসক্তির কারণে তাঁহারা তত্ত্বপ্রাপ্ত হন)। ঋষিগণ মন্ত্রগুলো নিজেরা রচনা করেন না, বরং উহা পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত হন। যদি কেহ ইহা অবিশ্বাস করে, তাহা হইলে বেদের অনুকরণের কোন মন্ত্র রচনা করে দেখাক। ঐশ্বরীক বাণী সম্বলিত যত ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে আছে, উহাদের অনুরূপ গ্রন্থরচনা করা কোন মানুষের সাধ্য নাই। বরং উহা ঈশ্বর

www.waytojannah.com

Contents

অনুকম্পাবশত কোন মানুষকে দান করেন। সুতরাং বেদ, বাইবেল এবং কোরআনের অনুকরণে কোন গ্রন্থ হইতে পারে না।

যাহা হোক, আসল বক্তব্য আমরা পুনরায় আরম্ভ করিতেছি। ভবিষ্যত পুরাণে বেদব্যাসজী নারায়ণ আদম ও হব্যবতী (=) বৃত্তান্ত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বাপর যুগের দুই হাজার আট শত বর্ষ থাকিতে ম্লেচ্ছ দেশ অত্যন্ত যশস্বিনী হইবে।[৫৮] ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে আত্মনিমগ্ন হওয়ার কারণে ম্লেচ্ছ বংশের আদি আদম ও হব্যবতী বিষ্ণুর নরম মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট হইবে। প্রধান নগরের (স্বর্গের) পূর্বভাগে পরমেশ্বর চতক্রোশ বর্গক্ষেত্র পরিমাণ একটি সুন্দর বনানী তৈয়ার করেন। সেখানে পাপ বৃক্ষের ছায়াতলে নিজ পত্নীকে দেখিবার মানসে আদম হব্যবতীর নিকট গেলেন। তখন কলি শয়তান সর্পের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। উক্ত ধূর্ত কলির প্রতারণায় আদম ও হব্যবতী প্রতারিত হইলেন এবং তাহারা বিষ্ণুর আদেশ লঙ্ঘন করিলেন এবং সংসার প্রদানকারী ফল ভক্ষণ করিলেন। এবং তথা হইতে ধরাধামে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে গুল-বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করার ফলে তাঁহাদের বহু সন্তান-সন্ততির জন্ম হইল। তাহাদেরকে ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা হইল। আদম নয় শত ত্রিশ বর্ষ জীবিত ছিলেন। তৎপর ফলের কু-প্রতিক্রিয়া খণ্ডন করিয়া তিনি পত্নীসহ স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এইভাবে আদম ও হব্যবতীর বৃত্তান্ত সমাপ্ত হওয়ার পর পরবর্তী যুগে আবির্ভূত ঈশ্বর দূতগণের এক মনোরম যুগের কথা বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে।

আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তানের নাম শ্যেত ছিল; তাঁহার আয়ু নয়শত বার বৎসর ছিল। তৎপর তাঁহার পুত্র অনুহ প্রায় একশত বৎসর ঈশ্বরের দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র কিনাশ পিতার ন্যায় পদপ্রাপ্ত হন। তৎপর তাঁহার পুত্র মহল্লল আটশত পঁচানব্বই বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি মানগড় তৈয়ার করেন। তৎপর তাঁর পুত্র বিরদ নয় শত আট বৎসর রাজত্ব করেন; তিনি নিজ নামে একটি নগর তৈয়ার করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র হনুক বিষ্ণু ভক্তিতে আত্ম-পরায়ণ হন এবং ফলের কু-প্রতিক্রিয়া খণ্ডন

www.waytojannah.com

করত 'তত্ত্বমসি' তে ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার রাজত্ব তিনশত পঁয়ষট্টি বৎসর বিদ্যমান ছিল। ম্লেচ্ছ ধর্মে আত্ম নিমগ্ন হইয়া তিনি সশরীরে স্বর্গ লাভ করেন।[৬০] হে ভার্গব! তৎপর হনুকের প্রভু মতোচ্ছিল হন, তিনি নয় শত সত্তর বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার তিন পুত্র সীম, শাম এবং ভাব তাঁহাকে স্বপ্নে বলেন যে, হে নূহ, জেনে রাখ যে, সাত দিন পর প্রলয় হইবে।

তুমি লোকদের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিবে। হে বক্তেন্দ্র, নিজের জীবন রক্ষা করিবে, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে।[৬১]

উক্ত স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তিনশত হাত দৈর্ঘ, পঞ্চাশ হাত প্রস্ত এবং তিনশত হাত উর্ধ নৌকা নির্মাণ করিলেন। তৎপর তিনি (প্লাবনের সময়) পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের এক জোড়া করিয়া সঙ্গে লইয়া সকল ভক্ত শিষ্যসহ নৌকায় আরোহণ করিলেন। ঈশ্বরের আদেশে একাধিক্রমে চল্লিশ দিন প্রবল বৃষ্টিপাত হইল। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবনে ডুবিয়া গেল এবং চার সমুদ্র একত্রে মিলিত হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। আষ্টাশি হাজার (?) ব্রহ্মবাদী ভক্ত-শিষ্যসহ মুনি নূহ প্লাবণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। নূহের পুত্রগণ সিম, হাম ও ইয়াকুত নামে প্রসিদ্ধ হন। ইয়াকুতের সাত পুত্র হয় তাঁহাদের নাম– জুম্র, মাজুজ, মাদী,

---

৬০. অহমিদ্ধি পিতৃস্পরি মেধামৃতস্য জাগ্রত।
অহং সূর্য্য ইবাজনি। (অহমদের অর্থ প্রশংসাকারী)
ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গ পর্ব ৪র্থ অধ্যায় কলিকৃত বিষ্ণুস্তুতিঃ

৬১. আদমো না পুরুষঃ পত্নী হব্যবতী স্মৃতা।
বিষ্ণুকর্দ মতো জাতৌ ম্লেচ্ছ বংশ প্রবর্ধনৌ।
(ভবিষ্য পুরাণ, প্র, স, প, প্র, খ, চতুর্থ অধ্যায় ১৮-১৯)
দ্বিশতাষ্ট সহস্রে দ্বে শেষে তু দ্বাপরে যুগে।
ম্লেচ্ছ দেশস্য যা ভূমির্ভবিতা কীর্তি মলিনী।
ইন্দ্রিয়ানী দমিত্বা যো আত্মধ্যান পরায়ণ।
তস্মাদাদনামাসোং পত্নী হব্যববতী স্মৃতা।
প্রদাননগর স্যৈব পূর্বভাগে মহাবনম।
ঈশ্বরেণ কৃতং রম্যং চতুঃ ক্রোশায়তং স্মৃতম।
পাপবৃক্ষতলে গত্বা পত্নী দর্শনতৎপরঃ।
কলিস্ত ত্রাগতস্তূর্ণ সর্প রূপং হি তৎকৃতম।
বঞ্চিতা তেতন ধূর্তের বিষ্ণাজ্ঞা ভঙ্গতাংগতা।
খদিত্বা তৎফল রম্যং লোকমার্গ প্রদং পতিঃ।
উদুম্বরস্য পত্রৈশ্চ তাভ্যাং বায়ুবশনং কৃতম।
সুতাঃ পুত্রাস্ততো জাতাঃ সর্বো ম্লেচ্ছ বভূবিরে।
ত্রিংশোত্তররং নবশতং তস্যায়ুঃ পরিকীর্তিতম।
ফলানাং হবনং স্বর্বণ পত্ন্যা সহ দিবং গতঃ।
(ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, প্রথম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

www.waytojannah.com

ইউনান, তুলব, মসক এবং তীরাস। তাঁহাদের নামে বিভিন্ন দেশের নাম হয় জুম্রের দশ পুত্র হয়- কণা, রিকদ, তজরুম (ইহার নামে বিভিন্ন দেশ হয়) দ্বিতীয় পুত্র হামের চার পুত্র কুশ, মিত্র, কূজ এবং কনয়ান। ইহাদের নামে ম্লেচ্ছগণের প্রসিদ্ধ দেশ হয়। কূশের ছয় পুত্র হয়- হবীল, সর্বতোরগ, সবতিকা, নিমরুহ, কলন এবং সিনারোরক। এইভাবে সুতজী মুনিদের বর্ণনা প্রদান করার পর যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া যান।[৬২] দুই হাজার একশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি পুনরায় জাগরিত হইলেন এবং বলিলেন যে, এবার সিমের বংশধারা বর্ণনা করিব। সিমের জৈষ্ঠ্য পুত্র রাজা হইবেন এবং এই ম্লেচ্ছ পাঁচশত বর্ষ রাজত্ব করিবেন। তৎপর তাঁহার পুত্র অকসদ চারশত চৌত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। তৎপর তাঁহার পুত্র সিংহল চারশত ষাট বৎসর পর্যন্ত রাজ সিংহাসন সুশোভিত করিবেন। তাঁহার 'রুউ' নামক এক পুত্র হইবে। তিনি দুইশত সাইত্রিশ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিবেন। তাঁহার পুত্র জুজ পিতার আসনে সমাসীন হইবেন। তৎপর তাঁহার পুত্র নহুর একশত আট বৎসর রাজত্ব করিবেন এবং অসংখ্য শত্রুকে সংহার করিবেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার পিতার সমতুল্য পদে আসীন হইবেন। তাঁহার তিন পুত্র- অবিরাম, নহুর এবং হারন রাজা হইবেন। এইভাবে ম্লেচ্ছ বংশের গুরুগণ হইবেন।[৬৩]

---

৬২. মত্তোচ্ছিলস্তস্য সুতো হনুক সৈব ভাগব।
রাজ্যং নবশতং তস্য সপ্তভিশ্চ স্মৃতাঃ সমাঃ।
লোকস্তস্য তনয়ো রাজ্যং সপ্তশতং সমাঃ।
সপ্তসপ্তভিরেবাস্য তৎপশ্চাৎ স্বর্গতিং গতঃ।
তস্মজ্জতঃ সুতো ন্যূহো নির্গতস্তহ এব সঃ।
তস্মান ন্যূহ স্মৃতঃ প্রাজ্ঞৈঃ রাজ্যং পঞ্চশতং কৃতম।
সীমঃ শমশ্চ ভাবশ্চ ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবিরে।
ন্যূহঃ স্মতো বিষ্ণুভক্তস্যোংহংধ্যান পরায়ণঃ।।
একদা ভগবান বিষ্ণুস্তৎস্বপ্নে সমাগতঃ।
বৎস ন্যূহ শৃনুশবেদং প্রলয়ঃ সপ্তমোহনি।
ভবিতা ত্বং জনৈস সার্দ্ধ নাব মারুহ্ম সত্বরম।
জীবনং কুরু ভক্তেন্দ্র সবৃত শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যসি।
৬৩. তস্মাজ্জাতঃ সৃত শ্রেষ্ঠঃ শ্বেতনামেতি যিশ্রুতঃ।
দ্বাদশোত্তর বর্ষ চ তস্যায়ুঃ পরিকীর্তিতম।
অনুহস্তস্য তনয়ঃ শতহীনং কৃতং পদম।
কীনাশস্তন্য তনয়ঃ পিতমহ সমং পদম।
মহল্লনস্তস্য সুতঃ পঞ্চহীনং শতং নয়।
তেন রাজ্যং কৃতং তত্র, তস্মান্নগরং স্মৃতম।
তন্মচ্চ বিরদো জাতো রাজ্যং ষষ্ট যুক্তরং সমাঃ।
জ্ঞেয়ং নবশতং তস্য স্যনাম্না নগরং স্মতম।
হনুকস্তস্য তনয়ো বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ।
ফলানাং হবনং হবনং কুর্বন 'তত্ত্ব অসি' জবন সদা।
ত্রিশতং পঞ্চষষ্টিশ্চ রাজ্যং বর্ষাণি তৎস্মৃতম।
সদেহঃ স্বর্গ মায়াতো ম্লেচ্ছধর্ম পরায়ণ।

www.waytojannah.com

Contents

অনন্তর ভবিষ্যতে ভারতের রাজগণ (শকরাজ ও ভোজ) কখনো ক্রমান্বয়ে যীশুখৃষ্ট এবং মহাম্মদজীর নিকট যাইয়া ধর্ম-জ্ঞান লাভ করিবেন।[৬৪]

মহাম্মদ নামক ম্লেচ্ছ আচার্য সেখানে ছিলেন। রাজা ভোজ মরুস্থল নিবাসী মহাদেবকে গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাইয়া পঞ্চগব্য যুক্ত চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করেন। হে মরুস্থল নিবাসী ত্রিপুরাসুর নাশক, উন্নত জ্ঞানের অধিকারী, ম্লেচ্ছগণ দ্বারা সুরক্ষিত, পবিত্র ও সত্য চৈতন্য ও স্কবীপান্দ শঙ্করী আপনাকে নমস্কার। আমাকে আপনি চরণতলে উপস্থিত দাসরূপে গ্রহণ করুন। (মন্ত্র ৫-৮)

রাজা ভোজের নিকট একটি প্রস্তর নির্মিত মূর্তি ছিল। মুহাম্মদ সাহেব উহা দেখিয়া বলিলেন যে, যাহাকে তোমরা পূজা কর, ইহাও আমার উচ্ছিষ্ট খাইতে পারে। ইহা বলিয়া সত্যিই মূর্তিটিকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া দিলেন। এতদশ্রবণে ও দর্শনে রাজা ভোজ হতবাক হইয়া গেলেন এবং তিনি ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ করিলেন। (মন্ত্র ১৭)

রাত্রিতে এক দেবদূত পৈশাচদেহ ধারণ করিয়া রাজা ভোজকে বলিলেন যে, "হে রাজন! যদিও তোমার ধর্ম সর্বপেক্ষা উত্তম ধর্ম। কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে উহাকে পৈশাচ ধর্ম নামে স্থাপিত করিব। এবার লিঙ্গচ্ছেদিত, টিকিবিহীন শ্মশ্রুধারী, উচ্চস্বরে আহ্বানকারী (আজান দানকারী) আমার প্রিয় হইবে। তিনি বিশুদ্ধ পশু ভক্ষণকারী হইবেন, কুশ দ্বারা যদ্রূপ সংস্কার হয়, তদ্রূপ তিনি মুসল দ্বারা সংস্কার করিবেন। এইভাবে মুসলমান জাতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মসমূহকে সংস্কার করিবেন। ইহাই আমার পৈশাচ ধর্ম হইবে।" ইহা বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন। (মন্ত্র ২৩-২৮)শ

---

৬৪. তথেতি মত্বা সমুনির্নাবং কৃত্বা সুপুষ্টিতাম।
দৃঢ় ত্রিশতলম্বাং চ পঞ্চাশদ্ধস্ত বিস্তৃতাম।
ত্রিংশদ্ধস্তোচ্ছ্রতাং রম্যাং সর্বজীব সমন্বিতাম।
আরুহ্য স্বকুলৈস সার্দ্ধ বিষ্ণুধ্যান পরোৎভবম।
সাংবর্তকো মেঘগণো মহেন্দ্রেণ সমন্বিতিঃ।
চত্বারিংশদ্দিনানোর মহাবৃষ্টি মকারয়ত।
সর্ব তু ভারতং বর্ষ জলৈঃ প্লাব্য তু সিন্ধবঃ।
চত্বারো মিলিতঃ সর্বে বিশালায়াং ন চাগতাঃ।
অষ্টাশীতি সহস্রানি (?) (সহর্ষাণী) মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
ন্যূহশ্চ স্বকুলেসস্রার্দ্ধ শেষাঃ সর্ব বিনাশিতা।
তদাতু মুনয়স্যর্বে বিষ্ণুমায় প্রভুষ্টুয়ুবুঃ।
ন্যূহস্তত্রস্থিতো নাবমারুহ্য স্বকুলেসসহ।
জলান্তে ভূমিমাগত্য তত্র বাসং করোতি সঃ।
মুনী তথা চ যুনানস্তরয়ো মসকস্কথা।
তীরাসশ্চ তথা তেষাং নাম তির্দেশ উচ্যতে।
জুম্রা দশ কনাজশ্চ রিফতশ্চ তজরু 'ম।।
তদ্যায় চ স্মৃতা দেশা যুনাদ্যা যে সুতাঃ স্মৃতাঃ।
ইলীশস্তু রলীশশ্চ কিত্তী হুদানিরুচ্যতে।

www.waytojannah.com

Contents

'অহমদ' শব্দের এত মাহাত্ম্য যে, ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল ৬ষ্ঠ সুক্ত ১০ম মন্ত্রে, অর্থববেদের ২০ কাণ্ড ১১৫ সুক্ত ১মন্ত্রে এবং সামবেদের ১৫২ ও ১৫০০ মন্ত্রে 'অহমদ' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।[৬৫]

---

৬৫. চতুর্ত্তিনাম ভির্দেগাত্তেষাং তেষাং প্রচক্রিরে।
দ্বিতীয় তনয়াদ্ধামাৎ সুনাশ্চ ত্বার এবং তে।
কুশো মিশ্রশ্চ কুজশ্চ কন আত্তত্র নামমিঃ।
তথা সবতিকা নাম নিমরুহো মহাবলঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ কলনঃ সিনারোরক উচ্যতে।
অক্কদো বাবুনশ্চৈব রসনাদেশকাশ্চতে।
শ্রাবয়িত্বা মুনীম সুতো যোগনিদ্রা বশঙ্গতঃ।

www.waytojannah.com

Contents

হিন্দু ধর্মের উল্লেখযোগ্য চার বেদের স্বীকৃতি ভবিষ্যপুরাণে হযরত মোহাম্মদ

ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, ৩য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়
এতসিন্নুন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেণ সমন্বিতঃ।
মুহাম্মদ ইতি খ্যাতঃ শিস্যশাখা সমন্বিত॥৫
নুপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম।
গঙ্গ জলৈশ্চ সংস্নাস্থ পহব্য সমন্বিতৈঃ।
চন্দাদিভিরভতর্চ্য তুষ্টাব মনসা হরম॥৬
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে।
ত্রিপুরাসুর নাশায় বহুমায়া প্রবতিনে॥৭
শ্লেচৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দ রুপিনে।
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরণার্থ মুপাগতম॥৮
উবাচ ভূপতিং প্রেমণ মায়ামদ বিশারদ।
তব দেবো মহারাজ মম দাসত্ব মাগত্॥১৫
মমোচ্ছিষ্টং স ভুজীযাত তথা তৎপশ্য ভো নৃপ
ইতি শ্রুত্বা তথা দৃষ্টা পরং বিস্ময় মাযযৌ॥১৬
শ্লেচ্ছ ধর্মে মতিশ্চাসস্তিস্য ভুপস্য দারুণে॥১৭
রাত্রৌ স দেবরুপশ্চ বহুমায়াবীশারদঃ।
পৈশাচং দেহমাস্থায় ভোজরজং হি সোৎব্রবীত্॥২৩
আর্য্য ধর্মো হি তে রাজন সর্ব ধর্মোত্তমঃ স্মৃতঃ।
ঈশাজ্ঞয়া করিষামি পৈশাচ ধর্মদারুণম॥২৪
লিঙ্গচ্ছেদ্যে শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী স দুযকঃ।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনো মম॥২৫
বিনা কৌলং চপশবস্তোষাং ভঙ্গা মতে মম।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি॥২৬
তস্মাম্মুসজ্জবস্তো হিতাজয়ো ধর্মদুষকাঃ।
ইতি পৈশাচ ধমশ্চ ভবিষ্যতি ময়া কৃতঃ॥২৭
ইত্যুক্তা প্রযযৌ দেবঃ স রাজা গেহমাযযৌ॥২৮

www.waytojannah.com

পুরাণে মোহাম্মদকে সর্বশেষ ঈশ্বর দূত রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। রাজা ভোজের রাজত্বকালে মোহাম্মদ আবির্ভূত হন। কারণ পৃথিবীব্যাপী ধর্মের অধপতন দেখিয়া রাজা ভোজ আরব গমন করেন। সেই সময় সহচর পরিমণ্ডিত মোহাম্মদ নামক ম্লেচ্ছ আচার্য সেখানে ছিলেন। রাজা ভোজ মরুস্থল নিবাসী মহাদেবকে গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাইয়া পঞ্চগব্য যুক্ত চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করেন এবং মরুস্থর নিবাসী ত্রিপুরাসুর নাশক, উন্নত জ্ঞানের অধিকারী, ম্লেচ্ছগণ দ্বারা সুরক্ষিত, পবিত্র ও সত্য, চৈতন্য ও স্বরূপানন্দ শঙ্করী আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার চরণতলে উপস্থিত, দাসরূপে গ্রহণ করুন। [মন্ত্র ৫-৮]

রাজা ভোজের নিকট একটি প্রস্তুর নির্মিত মূর্তি ছিল। মোহাম্মদ সাহেব ইহা দেখিয়া বলিলেন যে, যাহাকে তোমরা পূজা কর, উহাও আমার উচ্ছিষ্ট খাইতে পারে। ইহা বলিয়া সত্যই মূর্তিটিকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া দিলেন। এতদশ্রবণে ও দর্শনে রাজা ভোজ হতবাক হইয়া গেলেন এবং তিনি ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ করিলেন। [মন্ত্র ১৫-১৭]

রাত্রিতে এক দেবদূত পৈশাচদেহ ধারণ করিয়া রাজা ভোজকে বলিলেন যে, "হে রাজন! যদিও তোমার ধর্ম সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম। কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে উহাকে পৈশাচ ধর্ম নামে স্থাপিত করিব। এইবার লিঙ্গচ্ছেদিত টিকিবিহীন শ্মশ্রুধারী, উচ্চস্বরে আহ্বানকারী (আজান দানকারী) আমার প্রিয় হইবে। তিনি বিশুদ্ধ পশু ভক্ষণকারী হইবেন, কুশ দ্বারা যদ্রূপ সংস্কার হয়, তদ্রূপ তিনি মুসল দ্বারা সংস্কার করিবেন। এই ভাবে মুসলমান জাতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম সমূহকে সংস্কার করিবেন। ইহাই আমার পৈশাচ ধর্ম হইবে।" ইহা বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন। [মন্ত্র ২৩-২৮]

'আহমদ' শব্দের এত মাহাত্ম যে, ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল ৬ সক্ত ১০ম মন্ত্রে; অথর্ববেদের ২০ কাণ্ড ১১৫ সুক্ত ১ মন্ত্রে এবং সামবেদের ১৫২ ও ১৫০০ মন্ত্রে 'আহ্মদ' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।[১]

এতদ্ব্যতীত 'অল্লা অর্থাৎ 'আল্লা' শব্দ ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডল ৬৭ সুক্ত ৩০ মন্ত্রে (অলায্যাস্য পরসুর্ণনাশ) এবং ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডল ৩০ সুক্ত ১০ম মন্ত্রে উল্লেখ আছে।

---

১. অহমিদ্ধি পিতুষ্পতি মেধামৃতস্য জগ্রভ।
অহং সূর্য্য ইবাজনি। (আহমদের অর্থ প্রশংসকারী)
ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গপর্ব ৪র্থ অধ্যায় কলিকৃত বিষ্ণুস্তুতি ঃ।

www.waytojannah.com

অথর্ববেদে হযরত মোহাম্মদ

[অথ কুন্তাপ সুক্তানি]

ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহে।।১
উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণ্যে বধুমন্তো দ্বির্দশ।
বর্ম্মা রথস্য নি জিহীড়তে দিব ঈষমাণা উপস্পৃশঃ।।২
এষ ইষায় মামহে শতং নিষ্কাণ্ দশ স্রজঃ।
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্।।৩
বচ্যস্বর রেভ বচ্যস্ব বৃক্ষে ন পক্কে শকুনঃ।
নষ্টে জিহ্বা চর্চরীতি ক্ষুরো ন ভূরি জোরিব।।৪
প্র রেভাসো মণীষ্য বৃষা গাব ইবেরতে।
অমোত পুত্রকা এষামমোত গা ইবাসতে।।৫
প্র রেভ ধীং ভরস্ব গোবিন্দং বসুবিদম্।
দেবত্রেমাং বাচং ত্রীণীহীষুর্ণাবীরস্তারম্।।৬
রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য যো দেবোহমর্ত্যা অতি।
বৈশ্বানরস্য সুষ্টুতিমা সুনোতো পরিক্ষিতঃ।৭
পরিচ্ছিন্ন ঃ ক্ষেমমকরেনৎ তম আসনমাচরন্।
কুলায়ন্ কৃন্বন কৌরব্য ঃ পতির্বদতি জায়য়া।৮
কতরৎ ত আ হরাণি দধি মন্থাং পরিশ্রুতম্।
জাযাঃ পতিং বি পৃচ্ছাতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ।।৯
অভীবস্বঃ প্র জিহীতে যবঃ পক্বঃ পথো বিলম্।
জনঃ স ভদ্রমেধতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ।।১০
ইন্দ্র কারুমবুধদুত্তিষ্ঠ বি চরা জনম্।
মমেদু গ্রস্য চর্কৃধি সর্ব ইৎ তে পৃণাদরিঃ।।১১
ইহ গাবঃ প্রজাযধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ।
ইহো সহস্রদক্ষিণোহপি পূষা নি ষীদতি।।১২
ইহো সহস্রদক্ষিণোহপি পূষা নি ষীদতি।।১২

www.waytojannah.com

নেসা ইন্দ্র গাবো রিষন্ মো আসাং গোপ রীরিযৎ।
মাসমত্রিয়ুর্জন ইন্দ্র মা স্তেন ঈশত।১৩
উপ নো ন রমসি সুক্তেন বসা বয়ং ভদ্রেণ বচসা বয়ম্।
বনাদধিধ্বনো গিরো ন রিষ্যেম কদা চন।।১৪

পৃষ্ঠ্য যাগের ষষ্ঠ দিনে উক্ত কুম্ভাপ মন্ত্রসমূহ পাঠ করতে চায়।

অথর্ববেদ ২০শ কাণ্ড ৯ম অনুবাক ৩১শ সূক্ত।

১ম মন্ত্রে যে ঋষির প্রশংসা গীত হইয়াছে, তাঁহার নাম নরাশাংস। নরাশংস অর্থ প্রশংসিত, প্রশংসার্হ।

ঐতিহাসিক Prof. Philip K. Hitti প্রণীত History of the Arabs গ্রন্থে লিখেছেন, He is Muhamad (Highly Prasised). (Chapter viii Page 111) Prof Ramkrishana Rao (Govt. Collage for Womens, Mysore. Karnatak) -তাঁহার Muhammad The Prophet of Islam- গ্রন্থে লিখেছেন -In the desert of Arbia' was Muhammad born, --- the means name "highly Praised"

নরাশংস অর্থ প্রশংসিত' Muhammad অর্থ প্রশংসিত।

(খ) 'কৌরম' অর্থ দেশত্যাগী। ইহা উক্ত ঋষির দ্বিতীয় পরিচয়। মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দেশত্যাগী ব্যক্তিকে ষাট হাজার নব্বই ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে।

আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) যুগে আরব দেশের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার।

আরো দেখা যায় যে, হযরত মোহম্মদ (সাঃ) তাঁহার মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া যান এবং সমগ্র আরব দেশের ষাট হাজার মানুষ তাঁহার সঙ্গে বৈরিতা পোষণ করে।

সুতরাং নরাশংস– প্রশংসিত; কৌরম– দেশত্যাগী, উভয় বিষয় হযরত মোহাম্মদ সাহেবের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য হইতেছে।

২য় মন্ত্র ঃ - এই মন্ত্রে উক্ত ঋষির তিনটি পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

(ক) উষ্ট্রে আরোহণকারী হইবেন–

এত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় যে, (১) ভবিষ্যতে আগমনকারী ঋষি মরুভূতি দেশের অধিবাসী হইবেন এবং (২) তিনি ভারত বহির্ভূত অহিন্দু জাতি হইতে আবির্ভূত হইবেন। কারণ উট মরুদেশ ছাড়া পাওয়ার যায় না এবং হিন্দু ব্রাহ্মণের জন্য মনুস্মৃতিতে উটে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (১১ঃ ২০১)। এমনকি মনুসংহিতায় উটের দুধ ও মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (৫ঃ৮, ১১ঃ১৫৭)।

www.waytojannah.com

(খ) তাঁহার একাধিক স্ত্রী থাকিবেন–

(গ) তিনি রথে চড়ে উর্দ্ধাকাশে ভ্রমণ করিবেন–

এই তিনটি পরিচয়ও হযরত মোহাম্মদ সাহেব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয়। তিনি মরুভূমি আরব দেশের অধিবাসী ছিলেন, তিনি জীবনব্যাপী উটে আরোহণ করেন, তাঁহার একাধিক স্ত্রী ছিল এবং তিনি ঐশীবাহন বোরাকে চড়ে সপ্ত আকাশ, স্বর্গসমূহে ভ্রমণ করেন, যাহা মিরাজ নামে খ্যাত। ঐতিহাসিক Hitti এই ভাবে বর্ণনা দিয়াছেন–Within this Pri-Hijirah period there also falls the dramatic 'isra' that nocturnal journey in which the Prophet is said to have been instantly transported from AL-Kabah to Jerusalem preliminary to his ascent (Miraj) to the seventh heaven. (History of the Arabs Ch. VIII page 114)

৩য় মন্ত্র -(ক) এখানে উক্ত ঋষির আর একটি নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল-মামহ। 'মামহ' সংস্কৃত নয়, উহা বিদেশী শব্দ। মামহ আসলে আরবী 'মহম্মদ' এর সংস্কৃত রূপ।

স্বর্ণমুদ্রা, হার, অশ্ব, ও গাভী- এইগুলি পার্থিব অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ এই সকল পার্থিব বস্তু লাভের দ্বারা কোন ঋষির মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না, বরং তাঁহার পার্থিব-কলুষতাই প্রকাশ করে প্রকৃতপক্ষে এইগুলি অলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে একশত জন স্বর্ণমুদ্রা স্বরূপ, দশজন গলার হার স্বরূপ, তিনশতজন ধর্ম-যোদ্ধা অশ্ব স্বরূপ এবং দশ হাজার জন সততা ও মানব কল্যাণের প্রতীক গাভী স্বরূপ হইবেন।

হযরত মোহাম্মদ সাহেবের শিষ্যগণের একশত জন সংসার ত্যাগী ও আল্লাহ্‌তে সমর্পিত প্রাণ ছিলেন, যাঁহারা ইতিহাসে 'আসহাবে সুফফা' নামে খ্যাত ছিলেন।

দশজনকে তাঁহাদের ধর্মে চরম সফলতালাভের জন্য এই ইহজীবনেই স্বর্গ-লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তাঁহারা 'আশারা মোবাশ্বারা' (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন) নামে খ্যাত।

হযরত মোহাম্মদ সাহেব মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় আসেন। কিন্তু মক্কার বিপক্ষগণ ৩০০ মাইল দূরে মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একহাজার সৈন্যসহ আগমণ করে। হযরত মোহাম্মদ সাহেব তাঁহার তিনশত শিষ্যসহ তাহাদের মোকাবিলা করেন এবং সেই তিনশতের বীরত্ব

www.waytojannah.com

Contents

ও বিক্রমে বিপক্ষের একহাজার সৈন্য পরাজিত হয় এবং তাঁহাদের সত্তর জন নিহত ও সত্তর জন বন্দি হয়। এই জন্য উক্ত তিনশত জনকে ধর্মের ক্ষেত্রে 'অশ্ব' উপাধি দান করা হয়। যাঁহারা ইতিহাসে 'বদর সাহাবা' নামে খ্যাত আছেন।

হযরত মোহাম্মদ সাহেব অষ্টম হিজরীতে দশ হাজার শিষ্যসহ মক্কাভিমুখে রাওনা হন। মক্কাবাসীগণকে সামান্য প্রতিরোধ করার পর নিঃশর্ত আত্মসর্ম্পণ করে। হযরত মোহাম্মদ সাহেব তাহাদের প্রতি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদর্শন করলে তাঁহার দশহাজার শিষ্য-সৈন্যগণও সকলের প্রতি উদার ব্যবহার করেন। এইজন্য তাহাদিগকে গাভীর ন্যায় কল্যাণের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'মক্কা বিজয়' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অতএব মন্ত্রের এইরূপ সুসামঞ্জস্য হযরত মোহাম্মদ সাহেবকেই নির্দেশ করিয়াছে।

৪র্থ মন্ত্র ঃ এখানে বলা হইয়াছে, হে রেভ, সত্য প্রচার কর।

বেদের হিন্দু ভাষ্যকার (Hindu Commentators) 'রেভ' এর অর্থ করিয়াছেন Who glorifies অর্থাৎ যিনি প্রশংসা করেন তথা প্রশংসাকারী। অর্থাৎ রেভ দ্বারা এমন ঋষিকে সম্বোধন করিয়া সত্য প্রচার করার ঐশী আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যাঁহার নামের অর্থ প্রশংসাকারী।

আহমদ The torm which his name takes in the Koran is Muhammad and once Ahmad. History of the Arabs ch viii page 111)

আহমদ অর্থ প্রশংসাকারী। রেভ উহার সংস্কৃত শব্দ।

কোরআনে তাঁহাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে "আপনার প্রভুর নিকট হইতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তাহা প্রচার করুন।"

৫ মন্ত্র ঃ এখানে মক্কা বিজয়ের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। প্রশংসাকারীর দল প্রভুর প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়াছেন আর তাঁহাদের সন্তানগণ গৃহে তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

৬ষ্ঠ মন্ত্র ঃ এখানে-ও রেভ ঋষিকে জ্ঞানময় স্তোত্র। (প্রশংসাগীতি) ধারণ করিয়া মানুষের মধ্যে তীরন্দাজের ন্যায় সুনিপুণভাবে প্রচার করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

হযরত মোহাম্মদের উপর কোরআনকে 'হাকিম' জ্ঞানময় গ্রন্থ বলা হইয়াছে।

www.waytojannah.com

Contents

আশ্চর্য বিষয় যে, কোরআনে 'প্রথম সূরাটিও প্রভুর প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ হইয়াছেঃ "সমস্ত সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা প্রভু আল্লাহ্'র সকল প্রশংসা, যিনি অনন্ত করুণাকার পরম দয়ালু।" (সূরা ফাতিহা)

৭ম মন্ত্র ঃ এখানে উক্ত ঋষিকে রাজ ক্ষমতার অধিকারী রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে যে, তিনি রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিবেন।

হযরত মোহাম্মদ একমাত্র সেই ঋষি ব্যক্তি, যিনি রাজ সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন এবং বিশ্বে সমাচ্ছন্ন 'অজ্ঞতা ও বর্বতা'র (Time of ignorance and barbarism, Prof. Hitti ch VII) যুগের অবসান ঘটান এবং সমগ্র আরব তথা বিশ্বে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ইসলাম, যাহার অর্থ হইল শান্তি।

এই মন্ত্রে সেই রাজ-ঋষিকে বিশ্বজনীন বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি কোন বিশেষ জাতি বা দেশের ঋষি হইবেন না। বরং তিনি হইবেন বিশ্বনবী এবং তাঁহার কাছে এমন বিশ্বজনীন ঐশী বিধান থাকিবে যাহার সাহায্যে বিশ্বকে শাসন ও পরিচালনা করা সম্ভব হইবে। এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাহেব ও তাঁহার কোরআনই চিহ্নিত হইতে পারে, অন্য কেহ বা কোন কিছু নয়। এইজন্য কোরআনে হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে বিশ্বনবী এবং কোরআনকে বিশ্বজনীন বিধান (যিকরালীল আলামীন) বলে ঘোষণা করা হইয়াছে, যা বিশ্ব ইতিহাসের কষ্টি পাথরে বাস্তব সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত ও অমর হইয়া আছে।

৮ম- ৯ম মন্ত্র ঃ এখানে-ও ঋষিকে রাজারূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তাহার রাজ্যে এইরূপ শান্তি বিরাজ করিবে যে, একজন কুলবধুও বাজার থেকে নির্ভয়ে দিবা রাত্রি যে কোন সময় দধি ক্রয় করিয়া আসতে সক্ষম।

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাহেবের যুগেই এইরূপ সম্ভব হইয়াছিল। বর্তমান আধুনিক যুগে-ও যা অসম্ভব। বর্তমান যুগে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য নারীগণ বাহিরে বহির্গত হওয়ার সময় নিজের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র সঙ্গে নিতে বাধ্য থাকে এবং তজ্জন্য তাঁহারা অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ আশ্চর্যের হইলে-ও সত্য যে, এখনও মক্কা- মদীনায় আজান শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ গৃহ ও দোকান সমূহ খোলা রাখিয়াই লোকজন মসজিদে নামায পড়িতে ছুটিয়া যান। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক ব্যতিক্রম ও বিরল ঘটনা। আমাদের দেশে এইরূপ ঘটনা চিন্তা করা যায় কি?

www.waytojannah.com

১০ম মন্ত্র ঃ ৭ম, ৯ম ও ১০ম মন্ত্রে উক্ত ঋষিকে 'পরিক্ষিত' এর অর্থ সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যবান রাজা করিয়াছেন। গ্রন্থটি কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে। (Call. No 180 Jb, 92, 119. (5)

এখানে তাঁহার রাজত্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির উল্লেখ করা হইয়াছে!

১১শ মন্ত্র ঃ এখানে ঋষিকে ৪র্থ মন্ত্রের ন্যায় 'প্রশংসাকারী' বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে সর্বত্র ঈশ্বরের প্রশংসা প্রচার করিতে আদেশ দান করা হইয়াছে।

ইঁ তপূর্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ সাহেবের অন্য নাম আহমদ, অর্থ প্রশংসাকারী এবং কোরআন হইল প্রভূত প্রশংসা গীতি।

১২শ-১৩শ মন্ত্র ঃ এখানে উক্ত ঋষির রাজত্বে জনমানব ও পশু সকলের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটিবে বলা হইয়াছে। হযরত মোহাম্মদ সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত মুসলিম জাতি পৃথিবীতে কত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্ব ইতিহাসের জাজ্জ্বল্যতম অধ্যায়, এই কথা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করিয়া নিয়াছেন।

১৪শ মন্ত্র ঃ এখানে ঋষিকে বীর যোদ্ধা নামে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে আমাদের প্রশংসা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে, যাহাতে আমরা পাপ হইতে রক্ষা লাভ করিতে পারি।

যোদ্ধা ঋষি আমরা একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাহেবকেই দেখিতে পাই। এজন্য ঐতিহাসিগণ তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন- The Koran with the one hand and the Sowrd with the other (History of the Arabs, prof Hitti ch XI page 143)- এক হাতে কোরআন, অন্য হাতে তলোয়ার।

তাঁহার প্রশংসা করিলে পাপ মোচন হয় এবং পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, এই বলিয়া কুত্তাপ মন্ত্র সমাপ্ত হইল।

www.waytojannah.com

সামবেদে হযরত মোহাম্মদ

নরাশংস প্রশংসিত

মোহাম্মদ প্রশংসিত

নরাশংসমিহ প্রিয় মস্থিন্যজ্ঞ উপহ্বয়ে। মধুজিহবং মহিবিক্ষহম্। (উত্তরার্চিক মন্ত্র ১৩৪৯)

মধু-জিহ্ব মিষ্টভাষী যজ্ঞকারী প্রিয় নরাশংসকে এখানে এই যজ্ঞে আহ্বান করি।

'নরাশংস' সম্পর্কে ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'নরাশংস ও অন্তিমঋষি গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে।

(২) ত্বমঙ্গ প্রশংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম।

ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ।।

[ঐন্দ্র কাণ্ড, ৩য় অধ্যায় ২৪৭ মন্ত্র]

হে অতিবল ইন্দ্র, তুমি দীপ্যমান, স্তুতিরত দেবকে অবিলম্বেই প্রশংসিত কর; হে মঘবা তুমি ভিন্ন আর কেউ সুখদাতা নাই। আমি তোমারই স্তুতি করিয়া থাকি।।

এখানে দুইটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, (১) স্তুতিরত দেব বা ঋষি একজন আছেন (২) এবং তিনি ইন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত।

খৃষ্টান ঐতিহাসিক Prof Hitti বলেন যে, The form which his name takes in the Koran is Muhammad and once Ahmad--- Muhammad (highly praised) [History of the Arabs ch viii 111)

হযরত মোহাম্মদ সাহেবের দুইটি নাম ছিল। একটি মোহাম্মদ - অর্থ প্রশংসিত দ্বিতীয়টি আহমদ - অর্থ স্তুতিকারী, স্তুতিরত। আলোচ্য মন্ত্রে দু'টি নামেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.waytojannah.com

Contents

অহমিদ্ধি ।। আহমদ

অহমিদ্ধি প্রিতম্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ।
অহং সূর্য্য ইবাজনি।।

উপরোক্ত সুক্তটি বেদের ৪টি স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা উহার গভীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, 'অহমিদ্ধি' শব্দটি বেদের অনুবাদকগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারার কারণে, বিভিন্ন জনে নিজেদের ধারণামত বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রী রমেশ দত্ত মহাশয় উহার অর্থ করিয়াছেন– আমি পিতা ও সত্য ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, আমি সূর্যের ন্যায় প্রাদুর্ভাব করিয়াছি।

উক্ত মন্ত্রটি সামবেদের দুই স্থানে উল্লেখিত আছে ঐন্দ্রকাণ্ড ১৫২ মন্ত্রে এবং উত্তরার্চিক ১৫০০ মন্ত্রে।

শ্রী পরিতোষ ঠাকুর মহাশয় উহার অর্থ এইভাবে করিয়াছেন-আমিই যজ্ঞের দ্বারা সত্য ও অন্নের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি সূর্যের মত প্রকাশিত।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল ৬ ঃ ১০ মন্ত্রে উহা উল্লেখিত আছে।

অথর্ববেদের ২০ কাণ্ড ৯ অনুবাক ১৯ সুক্তের ১ম মন্ত্রে উহার উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্তবেদের অনুবাদক শ্রী বিজন বিহারী গোস্বামী মহাশয় উক্ত মন্ত্রের অনুবাদ করেন নাই।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শ্রী পরিতোষ ঠাকুর এবং শ্রী রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের বর্ণিত অর্থের মধ্য ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান এবং অন্যজন উহার অনুবাদ এড়াইয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত মন্ত্রের অর্থ সঠিকভাবে সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

দ্বিতীয় ঃ উক্ত মন্ত্রটি বৎস কন্ব কর্তৃক উচ্চারিত। বৎস কন্ব ছাড়া আরো একশত এক জন ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কন্ব ছাড়া অন্য সকলেই ইন্দ্রের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন, এই কথার কোন প্রমাণ নাই।

তৃতীয়ঃ এই মন্ত্রের প্রভু দেবতা হইলেন ইন্দ্র। কন্ব ছাড়া আর কেহ তাহার পুত্র ছিলেন না বা অন্য কোন পুত্র পিতা ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেন নাই, ইহারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

www.waytojannah.com

চতুর্থ ঃ ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৮শ সুক্তের ৯ম মন্ত্রে কন্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি বলেন যে, "বিক্রমশালী সুবিখ্যাত ও আকাশের ন্যায় প্রাপ্ততেজা নরাসংশকে আমি দেখিয়াছি।" শুক্ল যর্জুবেদে ২৮শ অধ্যায় ৪২শ মন্ত্রে আছে, "নরাশংস দেব বিরাট ছন্দে ইন্দ্রের রূপ, ইন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করিয়াছিল।" সামবেদে পূর্ব বর্ণিত ইন্দ্র কাণ্ডের ২৪৭ মন্ত্রে নরাশংসকে ইন্দ্র দ্বারা প্রশংসিত ঋষি বলা হইয়াছে। অতএব একমাত্র বৎস ঋষিই ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, এই দাবী যুক্তিহীন।

পঞ্চম ঃ বলা হয় যে, অহমিদ্ধি = অহং + ইত + হি, অর্থ আমিই। কিন্তু উক্ত আমিই বোঝাইতে 'ইত + হি' উভয় যোগ করিলে আর কোন জটিলতা থাকে না।

–"আহমদ পিতা তথা প্রভুর নিকট হইতে মেধামৃতলাভ করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে যথা সূর্যের নিকট হইতে জ্যেতি লাভ করিয়াছি।"

আহমদ মেধামৃত অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ লাভ করেন। সামবেদে এই মন্ত্রের পূর্বে উক্ত আছে যে-ইমমৃযূ ত্বমস্পাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাসংসম।

অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ।। ১৪৯৭

এখানে 'গাত্রীছন্দে রচিত নবতর স্তুতিরূপ' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ সত্য যুগের সত্য ধর্মের একত্ববাদের ছন্দে হইবে, কিন্তু পুরাতন ঐশী -গ্রন্থের রূপ হইবে না; উহাই নবতর স্তুতিরূপ এবং পরবর্তী ১৫০০ মন্ত্রে উহাকে 'মেধামৃত' বলা হইয়াছে।

হযরত মোহাম্মদ সাহেব তথা আহম্মদ গায়ত্রী চন্দে নিরাকার প্রভুর নিরাকার উপাসনা ও একত্ববাদের ছন্দে প্রভুর নিকট হইতে জ্ঞানপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ কোরআন প্রচার করিয়াছেন। বিশ্বজগত যদ্রূপ সূর্যের নিকট হইতে আলোক লাভ করে, তদ্রূপ বিশ্বামানব তাহার নিকট জ্যেতি লাভ করিয়াছে।

www.waytojannah.com

Contents

যিনি মাতৃদুগ্ধ পান করেন নাই

চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো মাতরাবন্নোত ধাতবে।
অনুধা যদজীজনদধা চিদা ববক্ষৎ সদ্যো মহিদূত্যাংতচরণ্। ।৬৪
(সামবেদ, আগ্নেয় কাণ্ড, ৬৪ মন্ত্র)

এই শিশুর এই তরণের কাজ বড়ই বিচিত্র। এ স্তনপানের জন্য মায়ের কাছে যায় না। এর মাতার স্তন নাই, তবু এ জন্মমাত্রই মহান দেবদৌত কার্যের ভার গ্রহণ করিল। ।৬৪

এখানে 'অগ্নি' বলিতে এমন ঋষিকে নির্দেশ করা হইয়াছে, যিনি জ্যোর্তিময় এবং অগ্নির ন্যায় তেজশালী ও বিধর্মী অসুরগণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগকারী হইবেন। তিনি দেবতা নন বরং তিনি দেবদূত হইবেন। কারণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, পয়গম্বরগণই দেবদূত হইবেন অর্থাৎ মানুষ হইবেন। কারণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, পয়গম্বরগণই দেবদূত হন। মন্ত্রে উল্লেখিত ঋষির পরিচয় সম্পর্কে এক বিশেষ লক্ষণ ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তিনি মাতৃদুগ্ধ পান করিবেন না। অন্যের দুগ্ধ পান দ্বারা প্রতিপালিত হইবেন।

শ্রী শিশির দাশ মহাশয় তাঁহার 'প্রিয়তম নবী' গ্রন্থে লিখেছেন যে "তৎকালে আরবের সম্ভ্রান্ত শহরবাসীগণ শুদ্ধ আরবী ভাষা আয়ত্তীকরণ এবং মরুভূমির উন্মুক্ত পরিবেশে লালিত পালিত হইয়া প্রকৃত আরবীর বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের সন্তানদের শহরের কুলষিত নাগরিক পরিবেশ থেকে দূরে বেদুইন পরিবারগুলির মধ্যে প্রতিপালনের জন্য পাঠিয়ে দিতেন -এই প্রথা অনুযায়ী বছরে দুবার গ্রাম্য মহিলাগণ শহরে আসতেন এবং সম্ভ্রান্ত ও ধনী শহরবাসীগণ তাঁহাদের দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তান সন্তানগুলিকে প্রতিপালনের জন্য তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিতেন। -হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এতিম শুনে ধাত্রী মহিলারা কেউই তাকে নিল না। হালীমার বর্ণনা ঃ খালি হাতে বাড়ী যাওয়ার চেয়ে ঐ এতিম শিশুটি নিয়ে যাওয়াই উত্তম। স্বামীর মতামত-ও তাই হল। আমি এতিম মোহাম্মদকে (সাঃ) আমাদের দেশে-ঘরে নিয়ে আসলাম। তাঁকে দুধ পান করাতে বসেই বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণের আগমন দেখতে পাইলাম। আমার বুকে দুধের জোয়ার আসিয়া গেল।" (৬৮-৬৯ পৃ')

সুতরাং মন্ত্রে উল্লেখিত লক্ষণ দ্বারা একাধারে ঋষির দেশ এবং পরিচয় নির্ণয় হয়। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আরব দেশেই শিশুগণ মাতৃগুর্ভে

www.waytojannah.com

Contents

প্রতিপালিত না হইয়া ধাত্রীমহিলার দুধে প্রতিপালিত হয়। পৃথিবীর আদি হইতে আজ পর্যন্ত যত ঋষি পয়গম্বর আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে একমাত্র আরব দেশের হযরত মোহাম্মদই মাতৃদুগ্ধ পান না করিয়া ধাত্রীর দুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়াছিল। অতএব সর্বতোভাবে আরবদেশের হযরত মোহাম্মদ সাহেবই এই বর্ণনায় উপযুক্ত ও নির্দেশিত হইলেন।

যজুর্বেদে হযরত মোহাম্মদ

১) নরাশংস - প্রশংসিত মানুষ

মহম্মদ-প্রশংসিত মানুষ

নরাশংসস্য মহিমানমেষামুপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞৈঃ।
যে সুক্রতবঃ শুচইয়া ধিয়ন্ধাঃ স্বদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা।।

শুক্ল যজুর্বেদ ,২৯ অধ্যায় ২৭ সুক্ত।

যে দেবগণ হবি ও সোম উভয় ভক্ষণ করেন, যাঁহাদের শোভন কর্ম যাঁহারা নিষ্পাপ ও বুদ্ধির ধারক; যজ্ঞে সেই দেবগণের যাগকারী নরাশংসের আমরা স্তুতি করিয়াছি।।

এর পরবর্তী সুক্তে 'নরাশংস' শব্দ ব্যবহৃত না হইলেও উহার সমার্থগত শব্দ 'স্তুতিযোগ্য বন্দণীয়' ব্যবহৃত হইয়াছে-

আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোযাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহব হোতা স এনান্যক্ষীষিতো যজীয়ান।।

শুক্ল যজুর্বেদ, ২৯ অধ্যায় ২৮ সুক্ত

হে অগ্নি, দেবতাদের অহ্বানকারী, স্তুতিযোগ,বন্দণীয়! দেবগণের সাথে সমান প্রতিযুক্ত তুমি এস। যে পূজ্য, শ্রেষ্ঠ্য যাগকর্তা তুমি প্রেরিত হইয়া দেবতাদের আহবান কর ও তাহাদের যোগ কর।।

বেদে উল্লেখিত 'অগ্নি' বলিতে কোন বস্তুগত অগ্নি নয় বরং উহা গুণগত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রী বিজন বিহারী গোস্বামী মহাশয় শুক্ল যজুর্বেদ ৩য় অধ্যায় ১৩ সুক্তের টিকায় লিখিয়াছেন, "যিনি অগ্রে নিয়া যায়, তাহাকে অগ্নি বলে, অগ্রে নীয়াতে ইত্যাগ্নিঃ- যাস্ক।"

শ্রী পরিতোষ ঠাকুর মহাশয় সামবেদের ভূমিকায় বলিয়াছেন–"তিনি অগ্নিযুক্ত বা গতিযুক্ত (অগ্নি ধাতু গতি অর্থে) হইয়া তাঁহার বৃদ্ধিকে আগাইয়া নিয়ে যাইতে থাকেন। তাই তিনি হইল 'অগ্নি'। পুনরায় তিনি সামবেদের ১২৭৯ সুক্তের অর্থে অগ্নিগণ বলিতে 'রশ্মিগণ' লিখিয়াছেন।

www.wayTojannah.com

Contents

দুঃখের বিষয় পরবর্তী যুগে মানুষ দেবের নিরাকার ব্রহ্মাকে বিকৃত করিয়া বস্তু পূজা আরম্ভ করে, তখনই বেদের ভাবগত ও আধ্যাত্মগত বর্ণ নামলিকেও বস্তুবাদিতার রূপ দিয়া দেবভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়।

উপরোক্ত নরাশংস, স্তুতিযোগ্য, বন্দণীয় ঋষি মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে অগ্রবর্তী করিয়া দিবেন এবং তিনি রশ্মি ও জ্যোর্তিময় হইবেন, সেহেতু তাঁহাকে 'অগ্নি' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

(খ) নরাশংসস্যাহম্ দেবষজ্যয়া পশুমান্ ভূয়াসমগ্নেঃ---

কৃষ্ণ যজুর্বেদ ১ম কাণ্ড ৬ষ্ঠ প্রপাঠক ৪ মন্ত্র

নরাশংস দেবতার দেবযাগের দ্বারা বহু পশু লাভ করব-

(গ) নরাশংসস্যাহ ঃ দেবজ্যয়া পশুমান ভুয়া সম্মিত্যাহ নরাশংসেনবৈ প্রজাপতিঃ পশুন্ পৃজর্ত দেবাশ্বৈরেব যজমানং সুবর্গংলোর্ক গময়তি ---/---

নরাশংস দেবতার বেদযাগের দ্বারা বহু পশু লাভ করব, প্রজাপতি নরাশংস দ্বারা পশু সৃজন করিয়াছিলেন। দেবতাদের অশ্বগণের দ্বারা যজমানকে স্বর্গলোক পাঠান হয়। কৃষ্ণযজুর্বেদ ১ম কাণ্ড ৭ম প্রপাঠক ৪ মন্ত্র।

এখানে নরাশংস সম্পর্কে নূতন একটি কথা যোগ করা হইয়াছে। তাহা হইল তাঁহাকে দেবতাগণের অশ্বের দ্বারা স্বর্গলোক প্রেরণ করা।

ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্বন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনি'শতম শ্লোকে উল্লেখিত আছে যে–

অশ্বমাশুগারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।

জগৎপতি দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ করিবেন।

কল্কিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে কল্কি অবতারের বাহন হইবে বায়ুর ন্যায় গতিশীল সাদা অশ্ব। (কল্কিপুরাণ শেষ অধ্যায় ১ম সুক্ত)

ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, হযরত মোহাম্মদ দেবতাদের ঐশীপ্রদত্ত অশ্ব বোরাকে আরোহণ করিয়া সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ করিয়াছেন। বোরাক অর্থ বিদ্যুৎ অর্থাৎ সেই অশ্ব বিদ্যুতের ন্যায় গতিশীল ছিল।

(ঘ) মনোন্বাহবার্মহে নরাশংসেন স্তোমেন। পিতৃণাং মন্মভিঃ।।

শুক্ল যজুর্বেদ, ৩য় অধ্যায় ৫৩ মন্ত্র

www.waytojannah.com

Contents

–পিতৃলোকের অভিমত ও মনোদেবতা নরাশংসকে স্তুতি দ্বারা আহ্বান করছি।

তাহা ছাড়া শুক্ল যজুর্বেদে ২০ঃ৩৭, ২০ ঃ ৫৭, ২১ঃ ৩১, ২১ ঃ ৫৫, ২৭ ঃ ১৩, ২৮ঃ ২, ২৮ঃ ১৯, ২৮ ঃ ৪২ ইত্যাদি স্থানে নরাশংসের উল্লেখ আছে।

(২) ঐশ্বরীক রাজা

তৎসবিতুবকরিয়াণাং ভগোং দেবস্য ধীমহি।

ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।। শুক্ল, ৩য় অধ্যায়, ৩৫ সুক্ত

যজুর্বেদের অনুবাদক শ্রী বিজন বিহারী গোস্বামী মহাশয় এই সুক্তের অনুবাদ সম্পর্কে বলিয়াছেন– "প্রাচ্য ও পাশ্চেত্যে বহু পণ্ডিতও মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রতি আচার্যই এই মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাশ্চত্য পণ্ডিত Colebrooke এর ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি করিতেছি Let us meditate on the adorable sight of the divine ruler savirtri, may it guide our intellects. আস আমরা ঐশ্বরীক রাজা সবিত্বের অপূর্ব রাজ্যশাসন-দৃশ্যকে ধ্যান করি, উহা আমাদের বৃদ্ধিকে পরিচালিত করুক।

'এই সবিত্রি দেবের আরো পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে

অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যেঃ কবিক্রতুর্মচামি সত্যসবং রত্নধামণ্ডি প্রিয়ং মতিং করিম। উর্ধ্বা যস্যামতির্মা আদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্য-পানিরমিমীত সুক্রতঃ কৃপা স্বঃ। প্রজাভ্যস্তা প্রজাস্তাহনু প্রানস্ত প্রজাস্তনু প্রাণিহি।। ২৫ শুক্ল যজুর্বেদ, ৪র্থ অধ্যায় ২৫ মন্ত্র।

বিশ্বব্যাপক মেধাবী, সত্যস্বরূপ, বিবিধি রত্নের ধারক, সকলের প্রতির আস্পদ, মননযোগ্য, ক্রান্তদর্শী (সর্বদর্শী) সে প্রসিদ্ধ সবিত্রিদেবের অর্চনা করি। যাঁহার কিরণ নিখিল কর্ম প্রকাশের জন্য উর্দ্ধগগনে সকল বস্তু প্রকাশ করে। হিরণ্যাপাণি (স্বর্ণের মত জ্ঞানধন প্রদান যিনি মুক্ত হস্ত), শোভন ক্রতুসম্পন্ন সে সবিত্রিদেব জনগণের কল্পনার অতীতে বর্তমান। হে দেব, সকলে"র জন্য তোমাকে অর্চনা করি। বিশ্ববাসী সকলে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করুক। বিশ্বব্যাপী সকলকে তুমি সঞ্জীবিত কর।২৫

www.waytojannah.com

Contents

সবিত্রিদেবের বিশেষ বিশেষ পরিচয়

ক) বিশ্বব্যাপক-- বিশ্ববাসী সকলে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করুক এবং তিনি বিশ্বব্যাপী সকলকে সঞ্জীবিত করিবেন অর্থাৎ তিনি আর্য-দেবগণের ন্যায় কেবলমাত্র আর্যাবর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কেবলমাত্র আর্যজাতির দেবতা হইবেন না, বরং তিনি সমগ্র বিশ্বের এবং আর্য-অনার্য সকল বিশ্ব মানবের দেবতা হইবেন।

খ) বেদ পাঠ ও শ্রবণে ব্রাহ্মণ ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষের অধিকার নাই; এমন কি পৃথিবীর বহুস্থানে ও কালে পাঠ ও শ্রবণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (অথর্ববেদ ৭ম কাণ্ড, আনুবাক ৭ম কাণ্ড)। কিন্তু সবিতৃদেব বিশ্বমানবের দেশকালপাত্র নির্বিশেষে সকলকে ঐশীজ্ঞান দান করিবেন।

আমরা দেখিতে পাই যে (১) হযরত মোহাম্মদ সাহেব রাজা রূপে ছিলেন। (২) যিনি বিশ্বে ঐশী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। (২) তিনি বিশ্বনবী তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য পয়গম্বর ছিলেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং কোরআনে-ও উহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। (৩) তিনি বিশ্ব মানবের জাতি দেশ কাল পাত্র নির্বিশেষে প্রত্যেককে তাঁহার ধর্ম ইসলাম পালন করার এবং দেবগ্রন্থ কোরআন পাঠ করার অধিকার দিয়াছেন।

অতএব তাঁহার মধ্যে মন্ত্রে উল্লেখিত প্রতিটি লক্ষণ বিদ্যমান; যা অন্য কোন ঋষির মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

(৩) মুণ্ডিত কেশ রুদ্র নেড়ে

শুক্ল যজুর্বেদের ১৬শ অধ্যায় জনৈক রুদ্রের প্রতি শতাধিকবার নমস্কার জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করিয়া নমস্কার জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে, কিছু বিশেষ লক্ষণ আছে। আমরা তাঁহার বিশেষ লক্ষণগুলি এখানে উদ্ধৃত করব, যাহাতে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এই ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে।

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ।।[১]

যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাহ পাপকাশিনী।

তয়া নস্তনা শন্তময়া গিরিশন্তাভি চাকশীহি।।[২]

---

১. অ-লায়াকুম বে আলবানিল বকরিয়া, ফা ইন্নাহা শিফাউন অ সমনুহা দাওয়াউন অ লহমোদা দাউন। মসনদ ইমাম আজম, টীকাকারী মোল্লা আলি কারী পৃষ্ঠা ২১৪

২. সনাতন ধর্ম পাণ্ডুলিপি সন ১৪০১- বাবা আলীম দাস

www.waytojannah.com

Contents

হে দুঃখনাশক জ্ঞানপ্রদ রুদ্র, তোমার ক্রোধের উদ্দেশ্যে নমস্কার, তোমার বাণ ও বাহুযুগলকে নমস্কার।১ হে রুদ্র তোমার যে মঙ্গলময় সৌম্য পুণ্যপদ শরীর আছে, হে গিরিশ, সে সুখতম শরীরের দ্বারা আমাদের দিকে তাকাও।২

নমোহস্ত নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যো অস্য সত্বানোহহং তেভ্যোহ করং নমঃ। ৮ চিরতরুণ সহস্রাক্ষ নলিকণ্ঠের প্রতি আমার নমস্কার। তাঁহার যাঁহারা ভৃত্য তাঁহাদেরও আমি নমস্কার করি।

এখানে দু'টি বিশেষ লক্ষণ হইল (১) তিনি দুঃখনাশক, জ্ঞানপদ ও মঙ্গলময় হইবেন, কিন্তু তিনি ধর্মশত্রুদের প্রতি কঠোর হইবেন এবং (২) তাঁহার ভৃত্য তথা শিষ্য হইবে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উক্ত রুদ্র উর্দ্ধলোকের দেবতাগণের মধ্যে কেহ নহেন বরং পৃথিবীস্থ মানবদের মধ্যে হইবেন। কারণ দেবতাগণের পূজক হয়, ভৃত্য নয়। ভৃত্য মালিকের সাহচর্যে থাকে, তাঁহার সেবা করে। দেবতাদের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয়।

আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অনেক মুণি ঋষি বনে জঙ্গলে তপস্যা করেন, আবার অনেক ঋষি পর্বতে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে 'গিরিশ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, উক্ত ঋষি এমন হইবেন, যিনি পর্বতে সিদ্ধিলাভ করিবেন।

আমরা দেখতে পাই যে, হযরত মোহাম্মদ সাহেব হেরা নামক পর্বতে তপস্যা করিতেন এবং সেখানেই তিনি ঐশীবাণী লাভ করেন। খৃষ্টান ঐতিহাসিক প্রফেসর হিট্টি পর্যন্ত এইকথা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন He was then often noticed Secluding himself and engaging in meditation within a little cave (ghar) on a hill outside of Makkah called Hira -- Muhammad heard in ghar Hira a vioce Commanding Recite thou in the name of they Lord who created etc. This was his first revelation (History of the Arabs ch VIII page 112.]

দ্বিতীয় ঃ তিনি ধর্ম শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করেন। এই লক্ষণটি অন্য কোন ঋষির মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয় ঃ তাঁহার ভৃত্য তথা শিষ্য সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক ছিল। আজ পর্যন্ত যা কোন ঋষির ভাগ্যে তাঁহার জীবনকালে ঘটে নাই।

www.waytojannah.com

Contents

নম ঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ। ব্যুপ্তকেশায় চ। নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধ্বনে চ। নমো গিরিশয়ায় চ শিপিবিষ্টায় চ। নমো মীষ্টমায় চেষূমতে চ।।২৯

-জটাজুটধারী ও মণ্ডিত কেশ রুদ্রকে নমস্কার, সহস্রাক্ষা ও বহু ধনুধারী রুদ্রকে নমস্কার, পর্বতশায়ী ও অন্তর্যামী রুদ্রকে নমস্কার, বর্ষণকারী ও বানধারী রুদ্রকে নমস্কার।।২৯

গৌতমবুদ্ধ মুণ্ডিত কেশ হইলেও তিনি ধনুর্ধারী ও পর্বতে সিদ্ধিলাভকারী নহেন। পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ সাহেবেরই দীর্ঘকেশ ছিল, যাকে মুসলিমগণ নবীর আদর্শরূপে বাবরী চুল বলে; আবার মুণ্ডিত কেশ হইল তাঁহার বিশেষ পরিচয়। মুণ্ডিত কেশ প্রথা তাঁহার শিষ্যগণ তথা মুসলিম জাতির মধ্যে এইরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে যে, তাঁহারা আজো নেড়ে নামে সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। আর্য ঋষিদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত নাই। মন্ত্রের প্রত্যেকট বিষয় হযরত মোহাম্মদ সাহেবের মধ্যেই বিদ্যমান, একাধারে তিনি দীর্ঘকেশী, মুণ্ডিত কেশ, ধনুর্ধারী বাণধারী, ও পর্বতশায়ী অর্থাৎ পর্বতে তপস্যাকারী।

নমঃ ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ নমো নিষঙ্গিণে চেষুধিমতে। নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ধিনে চ নমঃ স্বায়ুধায় চ সুধন্বণে চ।৩৬

দ্বিধাহীন নির্ভীক, বিচারকরূপী রুদ্রকে নমস্কার, বাণ ও তুণীর্ধারী রূপী রুদ্রকে নমস্কার, তীক্ষ্ণবাণ ও আয়ুধধারী রুদ্রকে নমস্কার।।৩৬

হযরত মোহাম্মদ সাহেব ছাড়া এমন ঋষি দৃষ্ট হয় নাই, যিনি পৃথিবীতে প্রশাসক রাজা; বিচারক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি ছিলেন। এইগুলি একমাত্র ত মুহাম্মদ সাহেবের পরিচয় বৈশিষ্ঠ্য ও দিক।

নমঃ পার্যায় চাবার্যায় চ। নমঃ প্রতরণায় চোত্তরণায় । নমস্তীর্থায় চ কুলায় চ। নমঃ শষ্পায় চ ফেন্যায় চ।।৪২

সংসারের পরপারে ও সংসারে জ্ঞাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, পাপ তারণের কারণরূপী রুদ্রকে নমস্কার, তীর্থে ও কুলে জ্ঞাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, কুশাদিতে ও ফেনায় জ্ঞাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার।।৪২

এখানে ভবিষ্যতে আবির্ভূত রুদ্রের পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে যে, ঋষিগণ সাধারণতঃ বৈরাগী ও সংসারত্যাগী হন, কিন্তু উক্ত রুদ্র একাধারে সংসারে অনাশক্ত ও সংসারী হইবেন, তীর্থ ও সমাজে সর্বত্রই তাঁহার অধিকার ও কর্মক্ষেত্র হইবে। এই ক্ষেত্রে হযরত মোহাম্মদ সাহেবই চিহ্নিত হইলেন।

www.waytojannah.com

Contents

এক্ষণে তাহার ভৃত্য তথা শিষ্যগণকেও রুদ্র বলা হইয়াছে–

নম আতন্বানেভ্য ঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো। নম আবচ্ছদ্ভ্যো হসদ্ভ্যশ বো নম।।২২ নমো বিস্বজদ্ভ্যো বিদ্ধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো। --২৩নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো। নমোহশ্বেভ্যো হশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো। নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো। নব উগণাভ্য স্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমঃ।।২৪

নমঃ সেনাভ্য ঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো। নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো। নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো। নব উগণাভ্য স্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নম।।২৪

নমঃ সেনাভ্য ঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো। নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো। নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো। নব উগণাভ্য স্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমঃ।।২৪

নমঃ সেনাভ্য ঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো। নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো। নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ।।২৬

ধনুর্ধারীরূপ হে রুদ্র, তোমায় নমস্কার। ধনুতে জ্যা ও বান যোজনাকারী রুদ্রদের নমস্কার। ধনুর আকর্ষণ ও বাণ নিক্ষেপকারী রুদ্রদের নমস্কার!! ২২ শত্রুর প্রতিবান নিক্ষপকারী ও তাহাদের তাড়নাকারী রুদ্রদের নমস্কার; স্বপ্ন ওজাগ্রত অবস্থায় নমস্কার, স্থির ও ধাবিত রুদ্রদের নমস্কার।।২৩ সভা ও সভাপতিরূপে স্থিত রুদ্রদের নমস্কার, অশ্ব ও অশ্বপতিরূপে স্থিত রুদ্রদের নমস্কার।। সমস্তত ও বিবিধ প্রকারে আঘাতকারী দেবসেনারূপ রুদ্রদের নমস্কার; সানুর মাতৃগণ ও হনন সমর্থা- রমণীগণকে নমস্কার।।২৪

সেনা ও সেনাপতি রূপ রুদ্রদের নমস্কার, রথী ও অরথীদের নমস্কার, রথাধিষ্ঠাতা ও অশ্বসংগ্রাহক সারথিদের নমস্কার, মহৎ ও ক্ষুদ্রদের নমস্কার।।২৬

এখানে ঐ সকল মানবীয় রুদ্রদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা-ও তাঁহাদের গুরু রুদ্রের ন্যায় ধনুধারী শত্রুদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপকারী হইবে, তাঁহারা শত্রুগণকে বিবিধ প্রকারে আঘাত করিবে। তাঁহারা ঐশী জগতের রাজ্যলিপ্সু সম্রাটের অধীনস্থ কোন সৈন্য নয়, তাঁহারা ধর্মের উদ্দেশ্যে কলির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেনানী হইবে, সেইজন্য মন্ত্রে তাঁহাদিগকে দেবসেনা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

www.waytojannah.com

Contents

হযরত মোহাম্মদ সাহেব যদ্রূপ ধনুর্ধারী ঋষি ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার শিষ্যগণও ধনুর্ধারী যুদ্ধরত সেনানী ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন যুদ্ধে বিবিধ প্রকারে শত্রুদের আঘাত করিয়া পরাজিত করেন এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর কোন সৈন্য নয়, তাঁহারা ধর্মের উদ্দেশ্যে কলির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেনানী হইবে, সেই জন্য মন্ত্রে তাঁহাদিগকে দেবসেনা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

পৃথিবীর কোন নবী পয়গম্বর, ঋষি, অবতার কেহ যুদ্ধের দ্বারা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যজুর্বেদের রুদ্র এবং কল্কিপুরাণে কল্কি অবতার সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে তিনি অশ্বপতি হইবেন এবং যুদ্ধ দ্বারা ধর্মশত্রু ও কলির বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন। পৃথিবীর ইতিহাসে হযরত মোহাম্মদ সাহেব ছাড়া অন্য কাউকে সেইরূপ দেখা যায় না। যাহার কারণে খৃষ্টানগণ বিদ্বেষবশতঃ তাঁহার সম্পর্কে বলিয়া থাকে The Koran with the one hand and the Sword with the other (History of the Arabs, ch xi) এক হাতে কোরআন, অন্য হাতে তরবারি। কিন্তু তিনি ব্রহ্ম-প্রেরিত হইয়া ব্রহ্ম-ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শত্রুগণ, বিদ্বেষীগণ যাই বলুক না কেন, তিনি তাঁর দায়িত্ব অবশ্যই সমাধা করিবেন এবং তাহাই তিনি ব্রহ্ম-প্রেরিত হইয়া ব্রহ্ম-ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শত্রুগণ, বিদ্বেষীগণ যাই বলুক না কেন, তিনি তার দায়িত্ব অবশ্যই সমাধা করিবেন এবং তাহাই তিনি করিয়া গিয়াছেন।

২৪শ মন্ত্রে সবিশেষ ও অদ্ভুত লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত ধর্মযুদ্ধে মাতা ও নারীগণও যোগদান করিবেন।

২৬শ মন্ত্রে উল্লেখিত "মহৎ ও ক্ষুদ্র" বলিতে পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং সাধারণ ব্যক্তিগণ অথবা বয়স্ক ও বালকগণ বোঝায়।

হযরত মোহাম্মদ সাহেব মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া নিরুপায় হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া তিনশত মাইল দূরবর্তী মদীনায় হিজরত করেন। তথাপি 'মক্কাবাসীগণ পরবর্তী বৎসরে একহাজার সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণে উদ্যত হয়। হযরত মোহাম্মদ সাহেব মাত্র তিনশত তেরো জন শিষ্যসহ বদর নামক প্রান্তরে সমুখীন হন। সে যুদ্ধে সাধারণ মুসলিমদের সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ সাহেব আবুবকর, হযরত উমর প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিগণকে যোগদান করিতে হয়; আবার সৈন্য সংখ্যার অল্পতা হেতু বয়স্ক মানুষের সঙ্গে বহু কিশোর বালকগণকেও অস্ত্র ধারণ করে। ২৬শ মন্ত্রে উহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.waytojannah.com

Contents

উক্ত যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যগণের প্রতি ঐশ্বরীক সাহায্য স্বরূপ বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে বিপক্ষের বিরাট সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করা কষ্টকর হয় এবং মুসলিম ক্ষুদ্র বাহিনী তৎপরতার সহিত তাহাদেরকে পরাজিত করে। সেই দিকে ঈঙ্গিত করিয়া ৬৪শ মন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে– দ্যুলোকে যে রুদ্রগণ আছেন, বৃষ্টিই যাহাদের বাণতুল্য আয়ুধ, সেই রুদ্রদের প্রতি নমস্কার। কত অপূর্ব মিল!

উপুরোক্ত পরাজয়ের কারণে মক্কাবাসীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া তৎপরবর্তী বৎসরে তিন হাজার সৈন্য নিয়া ধাবিত হয় এবং ওহোদ নামক পর্বতের পাদদেশে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলিদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাত শত। এই যুদ্ধে মদীনার বহু মুসলিম নারীও যুদ্ধে যোগদান করেন। ২৪শ মন্ত্রে তৎপ্রতি ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

ওহোদ যুদ্ধে মুসলিমগণের কিছু ক্ষয় ক্ষতি হইলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল না। সেইজন্য মক্কাবাসীগণ পুনরায় দশ হাজার সৈন্য বাহিনী নিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। তখন মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র এক হাজার। তাঁহারা এই যুদ্ধে পরীখা খনন করিয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের প্রতি ঐশ্বরীক সাহায্য স্বরূপ ঝড়বায়ু আসিয়া বিপক্ষগণের সৈন্যশিবির সমূহ মুলোৎপাটিত করিয়া দেয়। ৬৫শ মন্ত্রে তৎসম্পর্কে বলা হইয়াছে- "অন্তরীক্ষ লোকে যে রুদ্রগণ আছেন, বায়ুই যাহাদের বাণতুল্য আয়ুধ, তাঁহাদের প্রতি নমস্কার।' হযরত মোহাম্মদ সাহেব ও তাঁহার মুসলিম বাহিনী হইল পৃথিবীর রুদ্র, ৬৬শ মন্ত্রে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতঃ ব্যক্ত হইয়াছে–"পৃথিবীতে যে রুদ্রগণ আছেন, অন্নই যাহাদের বাণতুল্য আয়ুধ, তাঁহাদের প্রতি নমস্কার। তাহাদের উদ্দেশ্যে পুর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও উর্দ্ধ দিকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া নমস্কার করি।" এই বলিয়া শতাধিক নমস্কার সম্বলিত ১৬শ অধ্যায় সমাপ্ত করা হইল। আশ্চর্য হইতে হয় যে এই অধ্যায়ে যত নমস্কার জ্ঞাপন করা হইয়াছে, চারি বেদের কোথাও কারো প্রতি এত আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি নমস্কার জ্ঞাপন করা হয় নাই। পৃথিবীর রুদ্রগণ যে মানব জাতীয় হইবেন, 'অন্নই যাঁহাদের বাণতুল্য আয়ুধ' দ্বারা তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে।

www.waytojannah.com

Contents

ঋগ্বেদে হযরত মোহাম্মদ

(১) নরাশংস- প্রশংসিত

মোহাম্মদ–প্রশংসিত

ঋগ্বেদের বহুস্থানে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তন্মধে ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'নরাশংস ও অন্তিমঋষি' গ্রন্থে বারটি স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাহুল্যবোধে উহা পুনঃরাবৃত্তি করা হইল না। তাছাড়া আরো বহুস্থানে উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখানে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির স্থান ইঙ্গিত দেওয়া হইল।

১) ১ মণ্ডল - ১৩ সুক্ত ৩য় মন্ত্র
২) ঐ ১৮ সুক্ত ৯ম মন্ত্র
৩) ঐ ১০৬ সুক্ত ৪য় মন্ত্র
৪) ঐ ১১৬ সুক্ত ১১শ মন্ত্র
৫) ঐ ১৪২ সুক্ত ৩য় মন্ত্র
৬) ২য় মণ্ডল ৩ সুক্ত ২য় মন্ত্র
৭) ঐ ৩৪ সুক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্র
৮) ঐ ৩৮ সুক্ত ১০ম মন্ত্র
৯) ৩য় মণ্ডল ২৯ সুক্ত ১১শ মন্ত্র
১০) ৫ম মণ্ডল ৫ সুক্ত ২য় মন্ত্র
১১) ৭ম মণ্ডল ৮৬ সুক্ত ৪২ মন্ত্র
১২) ৩য় মণ্ডল ২৯ সুক্ত ১১ শ মন্ত্র
১৩) ১০ম মণ্ডল ৬৪ সুক্ত ৩য় মন্ত্র
১৪) ১০ম মণ্ডল ৭০ সুক্ত ২য় মন্ত্র
১৫) ১০ম মণ্ডল ৯২ সুক্ত ১১শ মন্ত্র
১৬) ১০ম মণ্ডল ১৮২ সুক্ত ২য় মন্ত্র

(২) ঈলিত - স্তুত, প্রশংসিত

বেদের বিভিন্ন স্থানে 'ঈলিত সমার্থবোধম শব্দ। প্রায়শ ঃ যে স্থানে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তার পরেই ঈলিতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নরাশংস ও ঈলিত একই ব্যক্তি। দেব ভাষা থেকে সংস্কৃত অনুবাদ করার সময় পণ্ডিতগণ অনেক ক্ষেত্রে নামবাচক বিশেষ্য সমূহের-ও অর্থ দৃষ্টে অনুবাদ করিয়াছেন। সেহেতু যে ঋষির নামের অর্থ প্রশংসিত ছিল, অনুবাদ ক্ষেত্রে কখনো নরাশংস করা হইয়াছে, কখনো ঈলিত বা ঈলিত বা ঈড়িত করা হইয়াছে। আবার কোন ক্ষেত্রে 'স্তুত' করা হইয়াছে। যেহেতু শব্দগুলির অর্থ হইল প্রশংসিত।

অগ্নে সুখতমে রথে দেবী ঈলিত আ বহ।

অসি হোতা মুনর্হিতাঃ।। [ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৯ম সুক্ত ৪র্থ মন্ত্র]

www.waytojannah.com

Contents

এই মন্ত্রটি সামবেদের ১৩৫০শ মন্ত্রেও উল্লেখ আছে, সেখানে 'ঈলিত' স্থানে 'ঈড়িত' আছে যাহার অর্থ ও স্তুত ও প্রশংসিত।

-হে ঈলিত (প্রশংসিত) অগ্নি, সুখতম রথে দেবগণকে নিয়া আস। মানুষ দ্বারা তুমি দেবগণের আহবানকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ।

ঈলিতো অগ্ন আ বহেদ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ং।

ইয়ং হি ত্বা মতির্মমাচ্ছা সুজিহ্ব বাচ্যতে।।

[ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৪২ সুক্ত ৪র্থ মন্ত্র]

-হে ঈলিত (প্রশংসিত) অগ্নি, তুমি বিচিত্র ও প্রিয় ইন্দ্রকে এখান নিয়া আস। হে সুজিবহ, তোমার উদ্দেশ্যে আমি স্তোত্র পাঠ করছি।

ঋগ্বেদ ৫ মণ্ডল ৫ সুক্ত ৩য় মন্ত্রে উপরোক্ত একই মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীপরিতোষ ঠাকুর মহাশয় সামবেদের ভূমিকায় লিখেন যে, 'অগ্নি' অর্থ গতিযুক্ত এবং ১২৭৯ মন্ত্রের অনুবাদ 'অগ্নি' অর্থ রশ্মি করিয়াছেন। শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী মহাশয় অর্থববেদে ১ম কাণ্ড ২য় অনুবাদক ৩য় সুক্তের ১ম মন্ত্রে অগ্নির অর্থ জ্ঞানস্বরূপ দেব লিখেন। তাহা হইলে মন্ত্রের পূর্ণ অর্থ হইল, হে প্রশংসিত গতিময় বা জ্যোতির্ময় ও জ্ঞানবান ঋষি।

মহাভারতের ভবিষ্যদ্বাণী

মহর্ষি কল্কি সম্পর্কে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য

মৎস্য পুরাণ কর্ম পুরাণ, বরাহ পুরাণ, নরসিংহ পুরাণ, বামণ পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, দেবী ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গরদ পুরাণ, কল্কি পুরাণ জৈন মহাভস্ম, বৃহৎধর্ম পুরণ, হরিভস্ম, অগ্নি পূরাণ, বিষ্ণু ধর্মত্র, বায়ু পুরাণ ও মহাভারত। কল্কি সম্পর্কে যত ধর্ম গ্রন্থে এবং যত বিস্তৃতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, অন্য কোন ঋষি সম্পর্কে এইরূপভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নাই। এর দ্বারা ঋষি কল্কির মাহাত্ম প্রকাশ পায়। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত কল্কির যে সকল লক্ষণ ও গুণাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে Old Testament এবং New Testament উভয় বাইবেলের অসংখ্য ক্ষেত্রে অনুরূপ লক্ষণধারী মহাপুরুষের আগমণবার্তা ঘোষণা করা হইয়াছে, যাহাতে প্রতিটি মানুষ তাঁহাকে মান্য করিয়া তাঁহার অনুসরণ করে।

www.waytojannah.com

এখানে মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত হইল, যা শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক বাংলা পদ্যে অনুদিত (মুদ্রিত ১২৯৮ বাং) ১৯০ অধ্যায়–

কালক্রমে বিষ্ণুযশা নামেতে ব্রাহ্মণ সম্ভল গ্রামেতে জন্ম লইবে তখন।।
মহাবীর্য মহাবুদ্ধি কল্কী তাঁহার ঘরে জন্মিবেন যথা কালে দূরে কার্য তরে।।
(ক) মনন মাত্রেতে তাঁহার যুদ্ধ প্রয়োজন যাবতীয় দ্রব্য সব হইবে আয়োজন।।
বাহন, কবচ আর আয়ুধ নিকর বহু যোদ্ধা আসিবেক তাঁহার গোচর।।
(খ) ধর্মের বিজয়ী আর হইয়া সম্রাট প্রসন্ন হইয়া লোকে সহ নিজ ঠাট।।
দলিবেন ম্লেচ্ছকুউল রাখিতে ব্রাহ্মণ যুগ পরিবতর্মে ঋষি-রতন।।
(গ) মার্কন্ডেয় কহিল, শুন হে রাজন কল্কী অবতারে এইরূপে নারায়ণ।।
চৌরক্ষয় করি শেষে অশ্বমেধ যাগ আরম্ভিবে ঘনিসং সেই মহাভাগ।।
(ঘ) মেদিনী মণ্ডল করি ব্রাহ্মণে অর্পণ বিধাভ-বিহিত করি মর্যাদা স্থাপন।।
(ঙ) পরে রমণীয় এক কানন ভিতরে করিবেন প্রবেশ যে হরিষ অন্তরে।।
ভূলোকের আধিবাসী যত নরগণ সেই নিয়মেতে কার্য করিবে তখন।।
(চ) পুনঃ যে আসিয়া সত্যযুগ দেখা দিবে অধর্ম ঘুচিইবে সত্য বাড়িয়া উঠিবে।।
ক্রিয়াবান হইবেক যত নরগণ সকলেতে রহিবেক প্রফুল্লিত মন।।
(ছ) পূর্বে যেই আশ্রমেতে পাষণ্ডেরদলে রহিত পুরিয়া সদাপাপ কোলাহনে।।
সেই সব স্থানে তবে সত্যপরায়ণ বহুবিধ লোক, রাজা, হইবে দর্শন।।
(জ) মন্দ সংস্কার যত চিরবদ্ধমুল প্রজাগণেরন হইতে হইবে নির্মূল।।
(ঝ) সমুদয় ঋতুতেই শস্য যাবতীয় জনসিবে নাশিবারে দুঃখ পর স্বীয়।।
মনুষ্যেরা দানব্রত নিয়ম সাধনে বড় হইবেক তবে আনন্দিত মনে।
(ঞ) জপযজ্ঞ পরায়ণ হইবে বিপ্রগণ ষটকর্মে রহিবেক সবাকার মন।
ধর্মে অভিলাষী রবে প্রফুল্ল হৃদয় ক্ষত্রিয়েরা বিক্রমেতে করিবেক জয়।।
(ট) ধর্ম সহকারে যত নরপতিগণ করিবেন সুবিচারে পৃথিবী পালন।।
এচে বায়ুপ্রোক্ত আর ঋষিগণ হইতে সম্ভূত পুরাণ যাহা আছে বিধিমতে।।
তোমার সমীপে তাহা করিনু কীর্তন অতীত ও অনাগত করিয়া বর্ণন।।

পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা যুগের পূর্বে এমন এক যুগ ছিল, যখন পৃথিবী শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা সর্বদিক দিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ উহাকে অন্ধকার যুগ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

www.waytojannah.com

Contents

ত্রৈযুগকে জানা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ ঋষি কল্কি আগমণের পূর্বে পৃথিবীতে এইরূপ যুগ হইবে, তৎপর কল্কি আবির্ভূত হইয়া উহার বিনাশ করিবেন। তিনি সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে আসবেন না, বরং তিনি অজ্ঞতাও অন্ধকার যুগে পৃথিবীতে যুগপরিবর্তক মহাপুরুষরূপে আসিয়া সভ্যতা ও সত্য জ্ঞানের বিকাশ ঘটাইবেন। অতএব বর্তমান সভ্যতার যুগে কল্কির জন্য অপেক্ষা করা ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ। দেখিতে হইবে, পৃথিবীতে এমন কোন যুগ ছিল, যা অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ এবং সেইযুগে এমন কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন কিনা, যিনি আসিয়া পৃথিবীতে ন্যায়ের বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, পৃথিবীতে ন্যায়ের বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সৎবাণী ও তাপ দ্বারা নয়, শক্তি ও যুদ্ধ দ্বারা অন্যায়ের বিনাশ করিয়াছেন, পৃথিবীব্যাপী তাঁহার ধর্ম ছাড়াইয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শক্তি ও মহা বিস্ময়রূপে তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি একাধারে ঋষি এবং সম্রাট। মহাভারতে কত সুন্দর রূপে কল্কির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে–

ধর্মের বিজয়ী আর হইয়া সম্রাট প্রসন্ন লোকে সহ নিজ ঠাট।
দলিবেন ম্লেচ্ছকুল রাখিতে ব্রাহ্মণ যুগ পরিবর্তক সে পুরুষ রতন।।

ঐতিহাসিক Prof Philip K. Hitti তাঁহার History of the Arabs গ্রন্থে লিখিয়াছেন–

The term Jahiliyah, Usually rendered time of ignorance' or barbarism.

The Jahiliyah period, as used here, covers the century immediately Preceding the rise of Islam (Part I chapter VII Page 87).

জাহেলিয়ার অর্থ হইল অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগে হযরত মোহাম্মদ সাহেব মক্কার প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন– বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশ তারিখে, যে তারিখ সম্পর্কে সকল ধর্মগ্রন্থই একমত।"

পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, তাহাদের যত মহাপুরুষ ঋষি, দেবতা আছে তাহাদের মধ্যে কারো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ সাহেব সম্পর্কে মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান ঐতিহাসিক Prof Hitti মহাশয় পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, মহাপুরুষগণের জগতে একমাত্র হযরত মোহাম্মদের জন্ম হইলেন ইতিহাসের আলোকে উজ্জল– The only one of the World Prophes to be born within the full light of history (History of the Arabs, chapter VIII, Page 111)

www.waytojannah.com

Contents

ধর্মবিজয়ী আর সম্রাট–The Koran with the one hand and the sword with the other (Htiti Part I Ch XI Page 143) হযরত মোহাম্মদের একহাতে কোরআন, অন্য হাতে তরবারী ছিল।

হযরত মোহাম্মদের চরিত্র অঙ্কন করিতে Prof. K. S. Ramakrishan Rao (Govt Collage for women. Mysore. Karnataka তাঁহার Mohammad. The Prophet of Islam গ্রন্থে লিখিয়াছেন–

The Personality of Mohammed. it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picture scenes? There is Mohammad the prophet. There is Mohammad the General; Muhammad, the king; Mohammad the Warier; Mohammad the, Businessman; Mohammad tae Preacher, Mohammad, the Philosopher. Muhammad, the Statesman; Mohammad, the Orator; Mohammad, the Reformer; Muhammad, the Refuge of orphans; Mohammad, the Protector of slaves; Mohammad, the Enancipator of women; Muhammad, the Judge; Mohammad, the Saint. And in all these magnificent roles in all these departments of human activities he is alike a hero.

-মোহাম্মদ সাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বর্ণনা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমি তাঁহার একটা আভাস দিতেছি মাত্র। কত বৈচিত্রময় তাঁহার চরিত্র?

একাধারে মোহাম্মদ সাহেব মহাপুরুষ, নবী, পয়গম্বর; মোহাম্মদ-রাজনীতিজ্ঞ।

মোহাম্মদ – সৈন্যাধক্ষ্য, মোহাম্মদ – বাগ্মী

মোহাম্মদ – সম্রাট মোহাম্মদ – যুগপ্রবর্তক, সংস্কারক

মোহাম্মদ – যোদ্ধা, মোহাম্মদ – অনাথদের আশ্রয়দাতা

মোহাম্মদ – ব্যবসায়ী, মোহাম্মদ – ক্রীতদাসদের ত্রাণকর্তা

মোহাম্মদ – ধর্মপ্রচারক, মোহাম্মদ – নারীদের উদ্ধারকর্তা

মোহাম্মদ – দার্শনিক, মোহাম্মদ – বিচারক

মোহাম্মদ – ঋষি, সিদ্ধপুরুষ।

আবার এই সকল মহৎ কার্য এবং মানবিক ভূমিকার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি হইলেন অনন্যসাধারণ, অতুলনীয়। (Mohammad the prophet of Islam page 17)

www.waytojannah.com

Contents

মহাভারতে কল্কির পরিচয়

(ক) তিনি যুদ্ধ করিবেন– হযরত মোহাম্মদ সাহেব একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি ধর্মপ্রচারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।

(খ) তিনি ধর্মবিজয়ী, সম্রাট-হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান ধর্মসমূহ অসংখ্য দেবতা, মহাপুরুষগণের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উক্ত ধর্মগুলির সঙ্গে রাজত্বের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ সাহেব একাই একটি ধর্ম এবং একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহা একমাত্র কল্কি অবতারই করিবেন বলিয়া শাস্ত্রসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

(গ) চৌর তথা বিধর্মীদের বিনাশ শেষে অশ্বমেধ যাগ করিবেন– হযরত মোহাম্মদ সাহেব সমগ্র বিধর্মীদের বিনাশ ও সমগ্র আরব জয় করার পর শেষ হজ্ব ও কোরবাণী পালন করেন। এইজন্য ইহাকে The farewall Pilgrimage বা বিদায় হজ্ব বলা হয় (Hitti ch viii page 119) ইহার তিন মাস পরেই তিনি পরলোকগমন করেন।

(ঘ) তিনি বিধাতৃ-বিহিত অর্থাৎ ঐশীবিধান লাভ করিবেন– হযরত মোহাম্মদ সাহেব ঐশীবিধান কোরআনে প্রাপ্ত হন এবং উহাকে পৃথিবীতে স্থাপন করেন।

(ঙ) তিনি স্বদেশে থকিবেন না, বরং পরে রমণীয় কাননযুক্ত স্থানে অবস্থান করিবেন-হযরত মোহাম্মদ সাহেব স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদীনায় অবস্থান করেন, যা ছিল অত্যন্ত রমণীয় স্থান। Madina was much more favoured by nature Chitti part I ch vii page 104)

ভূলোকে অধিবাসীগণ সেই নিয়মে কার্য করিবে– ইসলামে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ অনুরূপভাবে মক্কায় হজ্ব ও কোরবানী করার পর মদীনায় যাওয়ার নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছে।

(চ) সেই যুগে সত্যযুগ আসিবে এবং অধর্ম ঘুচিবে– হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন তিনি কোরআনের এই আয়াত পাঠ করেন– সত্য সমাগত, মিথ্যা অর্ধম অপসৃত। Towards the end of January 630 the conquest of Makkah was complete Entering its great sanctuary Muhammad Smashed the many idols said to have numbered thre hundred and sixty, exclaming. Truth bath come and falshood hatli vanished! (Hitti part I ch 8 page 118)

www.waytojannah.com

Contents

(ছ) পূর্বে সেই আশ্রমে পাষণ্ডের দল পাপ কোলাহল করত, কল্কি উহা উদ্ধার করেন-উপরে উল্লেখিত হইয়াছে যে, মক্কার সবচাইতে বড় ধর্মস্থান প্রতিমাপূজকগণের হস্তগত ছিল হযরত মোহাম্মদ সাহেব উহা উদ্ধার করেন।

(জ) তিনি চিরবদ্ধমুল কুসংস্কারসমূহ নির্মুল করিবেন– হযরত মোহাম্মদ সাহেব ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে সকল কুসংস্কার নির্মুল করিবেন এবং বর্ণভেদ জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া ধর্মপালনে সকলকেই অধিকার দান করিবেন।

(ঞ) তখন সকলে ধর্মকর্মে রত থাকিবেন-হযরত মোহাম্মদ সাহেব মহাপুরুষরূপে পাঁচটি এবং সম্রাটরূপে একটি, মোট ছয়টি বিষয়ের নির্দেশ দিবেন। এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, নামায, রোযা, হজ্ব, জাকাত এবং জিহাদ এবং তাঁহার যুগে প্রতিটি মুসলিমকে উক্ত ছয়টি কার্যে রত থাকিতে হয়।

সুতরাং সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, এই সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে নয় বরং ঐতিহাসিকগণ যে যুগকে 'অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন, উহাই কলি যুগ। সেই কলিযুগে আবির্ভূত হযরত মোহাম্মদ সাহেব যে ধর্ম, গুণাবরী, আদর্শ, ঐশীবিধান, যে প্রতাপ ও পরাক্রম নিয়া আসিয়া ছিলেন এবং কল্কির গুণাবলী ও লক্ষণসমূহের সঙ্গে তাঁহার যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় তাহা একাধারে অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর। বিশ্বের মানুষ আজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, ধর্মজগতে তাঁহার মত সিদ্ধ মহাপুরুষ ধর্মের বিজয়ী কখনো আবির্ভূত হন নি এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার মত রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সম্রাটও কেউ জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অনেকে মনে করেন যে, কল্কি অবতার আর্য জাতির ব্রাহ্মণ গোত্রের মধ্যে হইতে হইবেন। সে ক্ষেত্রে-ও আমরা দেখিতে পাই যে, হযরত মোহাম্মদ সাহেব আর্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদাচার্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঋগ্বেদ সংহিতার ভূমিকায় বলেন যে, আর্যগণ ভারতবর্ষ হইতে আরবে গিয়া বসতি করিয়াছিল। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষে বলেন, মোহাম্মদ সাহেবের পূর্বে মক্কায় অগ্নিপূজকগণের প্রাদুর্ভাব ছিল। তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য যাত্রা উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিতেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মহাশয় ইসলাম প্রসঙ্গ গ্রন্থে হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে আর্য বলিয়াছেন (৮৮ পৃঃ) উক্ত গ্রন্থের পাদটীকায় The New Popular Encyclopedia (VOL)! page 272] এবং ইসলাম ও বিশ্বনবী ২য় খণ্ড ২৬৯ পৃঃ উল্লেখ আছে–

www.waytojannah.com

Contents

হযরত মোহাম্মদ সাহেবের দেহের গঠন, অঙ্গসৌষ্ঠব, ধর্মনীতি এবং বংশ ও গোত্র বৈশিষ্ট্য, সবই তাঁহার স্বরে তাঁহার আর্য্যত্ব ঘোষণা করিতেছে। আর শুধু হযরত রাসূলই এই আর্য কোরাইশ বংশীয় ছিলেন না, প্রথম খলিফা চতুষ্টয় হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী-এই আর্য কোরাইশ রক্তই বহন করিতেন।

অতএব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হইল আর্য বংশীয় ব্রাহ্মণ গোত্রের মহাপুরুষ, এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বংশ পরম্পরায় 'কাবা' ধর্মগৃহের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। কল্কির জন্ম-ও পুরোহিতের গৃহে হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে।

ভারতীয় মন্দিরে কল্কি অবতারের ছবি

স্বামী জগদিশ্চরানন্দ মহাশয় তাঁহার কল্কি নামক গ্রন্থে উল্লেখ কিরয়াছেন যে, ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে দশ অবতারের মূর্তি চিত্রিত বা ক্ষুদিত আছে। তন্মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ার নিকটবর্তী আন্নাভরম পাহাড় চূড়ায় বহু প্রাচীন এক বিষ্ণু মন্দির অবস্থিত আছে। উহার দেওয়ালে দশ অবতারের মূর্তিসমূহ সুস্পষ্ট ভাবে ক্ষুদিত আছে। সেখানে কল্কিকে বীর বেশে একটি সাদা ঘোড়ার উপর আরোহিত অবস্থায় দেখান হইয়াছে। (Kalki, Page 5).

এখানে একটি বিষয় সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য যে, সাদা ঘোড়া পৃথিবীতে খুবই দুষ্পাপ্য। ভারতের কোথাও উহা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট নির্দেশত হয় যে, কল্কি অবতার ভারতবাসী হইবেন না। একমাত্র আরব দেশের শ্বেত অশ্বই পৃথিবী বিখ্যাত।

ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয়ের কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব' গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে, "মোহাম্মদ সাহেব ঈশ্বরের নিকট হইতে 'বোরাক' নামক একটি ঐশ্বরীক অশ্ব লাভ করিয়া যাহার উপর আরোহণ করিয়া তিনি 'মিরাজ' যাত্রা করেন। এতদ্ব্যতীত মোহাম্মদ সাহেব ঘোড়া ভালবাসিতেন। তাঁহার আরো সাতটি ঘোড়া ছিল।" (অনুবাদক)

www.waytojannah.com

Contents

বোরাক সম্পর্কে খৃষ্টান লেখক পাদ্রীফাদার লুইস মালুফ তাঁহার আল মুনজিদ গ্রন্থে বলেন যে, ইহা ডানাযুক্ত জন্তু যা মোহাম্মদ সাহেবকে মক্কা হইতে জেরুজালেমের মসজিদ আকসা পর্যন্ত উড়াইয়া নিয়া যায়, উহা খচ্চর হইতে খর্ব এবং গর্দভ হইতে উচ্চ সাদা জন্তু; দৃষ্টিপথের শেষ প্রান্তে তাহার পদক্ষেপ, (এমন তার গতি)।

ইনতিকালের সময় হযরত মোহাম্মদ সাহেব এর সম্বলের মধ্যে ছিল একটি শ্বেত অশ্ব, কিছু যুদ্ধাস্ত্র এবং একখণ্ড জমি। এই জমিটুকুও ইনতিকালের পূর্বে দান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড ৩৩০ পৃঃ মুহাম্মদ (সাঃ) অধ্যায়)।

মূর্তিপূজা লোপকারী কল্কি

বেদা ধর্মঃ কৃতযুগং দেবা রোকাশ্চরাচরাঃ।·

হৃষ্টা ঃ পুষ্টাঃ সুসংতুষ্টা কল্কৌ রাজনী চাভবন্।।২

নানা দেবাদি লিঙ্গেষু ভূষণৈর্ভূষিতেষুচ।

ইন্দ্রাজালিকবদ্ বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকা জনাঃ।।৩

ন সন্তি মায়া মোহাঢ্যাঃ পাষণ্ডাঃ সাধুবহআঃ।

তিল্কাচিত সর্বাঙ্গাঃ কল্কৌ রাজনি কুত্রাচিৎ।।৪

তিনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে বেদ, ধর্ম, কৃতযুগ, দেবগণ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জীব সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও সুপ্রীত হইবেন।২।।

পূর্বযুগে পূজক দ্বিজাতিরা নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত দেবমূর্তিসমূহে ইন্দ্রজালিকবৎ ব্যবহার করিয়া সকলকে মোহিত করিত, তাহা দূর হইবে।৩

কল্কি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে কুত্রাপি তিলকাঙ্কিত-সর্বাঙ্গ মায়া-মোহবিষ্ট সাধু বঞ্চক পাষণ্ড দৃষ্ট হইবে না।৪।। (কল্কি পুরাণ, ৩য় অংশ ষোড়শ অধ্যায়)

কল্কি আগমণ করিয়া নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মূর্তিপূজাকে রহিত করিবেন এবং তাঁহার যুগে সর্বাঙ্গ তিলকাঙ্কিত সাধু সন্নাসী কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। কারণ তিনি সন্ন্যাস ধর্মকেও রহিত করিবেন। সুতরাং মূর্তিরূপী কল্কির অন্বেষণ করা বাতুলতা মাত্র।

www.waytojannah.com

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাহেব সেই ব্যক্তি যিনি র্তিপূজা নিষিদ্ধ করেন এবং মক্কা বিজয় দ্বারা আরব দেশের একচ্ছত্র াট হওয়ার পর কাবাগৃহ এবং সকল মন্দির হইতে মূর্তিসমূহ অপসারিত রন এবং তাঁহার রাজ্যে তিলকাধারী সাধু সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয় নাই, এমনিক ার ধর্মে সন্ন্যাস গ্রহণ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

খৃষ্টান ঐতিহাসিক প্রফেসর হিট্টি বলেন–

Towards the end of January 630 the conquest of Makkah s complete. Entering its great sanctuary Mohammad ashed the many idols, said to have numbered three hurdred d sixty, exclaiming; Truth hath come and falsehood hath ished! (History of Arabs Part I ch. 8 Page 118)

"৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষভাবে মক্কা বিজয় সমাপ্ত হয়। উহার র্ধর্মস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মোহাম্মদ সাহেব অসংখ্য মূর্তি ধ্বংস রন, যাহার সংখ্যা ৩৬০টি বলিয়া কথিত আছে এবং তিনি ঘোষণা রনঃ সত্য আগমন করিয়াছে এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।" অতএব টি লক্ষণই হযরত মোহাম্মদ সাহেবের মধ্যে বিদ্যমান।

মাংসভোজী কল্কি

চর্ব্যৈশ্চৌষ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ পুপ শষ্কুলি যাবকৈঃ।

সদ্যো মাংসৈর্মূলফলৈ রম্যৈশ বিবিধৈর্দ্ধিজান।।১০

অনন্তর তিনি নানাবিধ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় পুপ, শষ্কুলি, যাবক ্যামাংস ফলমূল ও অপরাপর নানাপ্রকার দ্রব্য দ্বারা দ্বিজাতিবর্গকে বিধি ভোজন করান।– (কল্কি পুরাণ, ৩য় অংশ, ষোড়শ অধ্যায় ১০ মন্ত্র)

এইরূপ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, মাংসভোজী ঋষি এবং মূর্তিসংহারক বিজয়ী সম্রাট পৃথিবীতে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ভিন্ন দেখা

www.waytojannah.com

Contents

অভারতীয় ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাহেব প্রসঙ্গ

প্রাচীন পারস্য দেশে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (মতান্তরে দশম শতাব্দীতে রাজা বিশাসব (VISHTAP)-এর রাজত্বকালে এক দর্শযাজকের ঔরসে জরথুষ্ট্র (ZOROASTER) নামে এক পবিত্র নবী আবির্ভূত হইয়াছিল। কালক্রমে তিনি এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন যাহাকে আরবীতে মাজুসী (MAZDAISM) বলা হয়। কোরআনে 'মাসুজ' শব্দটি শুধুমাত্র একবার ২২ঃ১৭ নম্বর সূরাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মাজুসীদের ধর্ম গ্রন্থের নাম আবেস্তা (AVESTA) যাহার অর্থ জরথুষ্টই আবেস্তাকে লিখিত রূপ দেন। এই ধর্মে পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার দুইটি রূপের কতা বলা হইয়া থাকে যাহার একটি নাম 'আহুরা মাজদা' (AHURAMAZDA)। এই শব্দটির অর্থ আলোক প্রভু (LORD OF THE LIGHT) এবংঅপরটির নাম এ্যাংরো মাইনিউ (ANGRAMAINYU) এবং যাহার অর্থ যিনি সকল মন্দ, অপকারী, খারাপ জিনিসের স্রষ্টা। এই শব্দটির নব ফারসী রূপ হইলে আহরিমান। এই এ্যারো মাইনিউ বা আহরিমানকে পরবর্তীতে ইহুদী ও খ্রীষ্টনগণকে শয়তান নামে অভিহিত করে।

জরথুষ্ট্রই আবেস্তাকে লিখিত রূপ দেন। এই ধর্মে পরাক্রমশালী স্রষ্টার দুইটি রূপের কথা বলা হইয়া থাকে যাহার একটি নাম 'আহুরা মাজদা' (AHURAMAZDA) এই শব্দটির অর্থ আলোক প্রভু (LORD OF THE LIGHT) এবং অপরটির নাম এ্যাংরো মাইনিউ (ANGRAMAINYU) এবং যাহার অর্থ যিনি সকল মন্দ বা খারাপ জিনিরস স্রষ্টা। এই শব্দটির নব ফারসী রূপ হইল আহরিমান। এই এ্যাংরো মাইনিউ বা আহরিমানকে পরবর্তীতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণকে শয়তান নামে অভিহিত করে।

জরথুষ্ট্র তাহার অনুসারীদেরকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রাম, ব্যক্তিগত সংস্কার ও ব্যক্তিগত পবিত্রতা (Personal struggles, personal reformation and personal purity) অর্জন করার উপদেশ প্রদান করেন। মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের পর অধিকাংশ জরথুষ্ট এর অনুসারীগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাহাদের কিছু অংশ হিজরত অর্থাৎ দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতের বোম্বাই নগরীতে বসবাস শুরু করে। ১৭২৩ সনে প্রাচীন আবেস্তা ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভারতে আনা

www.waytojannah.com

Contents

হইলে কেউই জিন্দী (Zendi) ভাষা না জানার কারণে বহুদিন পর্যন্ত আবেস্তার ধর্মীয় স্বরূপ বিশ্ববাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। অতপর ১৭৫৪ সনে Abquetil Duperroon নামক একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ভারতে আগমন করেন। বহু গবেষণার পর ১৭৭১ সনে অক্সফোর্ড হইতে আবেস্তার (Abesta French) ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার পরই আবেস্তা জার্মান ও পরবর্তীতে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

Breasted. Ancient times. A history of the early world. Page-178

প্রাচীন পারস্যবাসীদের ধর্মগ্রন্থ জিন্দী (Zendi) এবং পাহলভী (Pahlavn) এই ধর্মের বেশ কিছু লেখা Cuneifrom লিপিতে পাওয়া গেছে। পাহলভী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটিই হইতেছে বর্তমান পার্শীয়ান গ্রন্থের রূপ। অপর দিকে জিন্দী এবং ক্যুনিফর্ম লিপিতে লিখা গ্রন্থটি পাহলভী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যাহার একটির নাম দশাতির (Dasatir) এর অপরটির নাম ভেস্তা বা জেন্দা আবেস্তা Tir (Vestaorzendavesta)।

এই প্রাচীন গ্রন্থের আলোকে ইসলামের শেষ নবীর আগমন বার্তা সম্পর্কে আলোচনা করব।

জেন্দআবেস্তার (Zend Avesta) দুইটি পৃথক বাণীতে পরাক্রমশালী ঈশ্বর জরথুষ্টকে (Zoroaster) পৃথক উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, The most powerful amongest the companions of the muslims, ozaratushtra, are those of the mem of the primitive law, or those of the `soeshyant' (not yet born) who are to restore the world..... whose name will be the victorious, `soeshyant' and whose name will be `astvate-creta'. He will be soeshyant (The beneficent one) because he will benefit the whole bodily world. He will be astvat-creoa because as a bodily creature and as a living being he will stand against the destruction of the bodily bemg to with stand the idolaters and the like and the errors of the mazdaynians. (29)

জেন্দ আবেস্তার ওপরে উল্লেখিত বাণী দু'টি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ASTVAT-ERETA দেখা এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হইতেছে– প্রশংসিত (The praised one) যা আরবী 'মোহাম্মদ' শব্দকেই সূচীত করে। এই Astvat-Ereta শব্দটির মূল হচ্ছে Astu, সংস্কৃত ও জিন্দী এই উভয়

www.waytojannah.com

Contents

ভাষায়ই যাহার অর্থ হয় প্রশংসা করা (To praise) ওপরে উল্লেখিত শব্দটির মূল অর্থ হইতেছে বদন্যতা বা অপরের কল্যাণ সাধন করা। মোহাম্মদ সাহেবের সমগ্র পার্থিব জীবন পর্যালোচনা করিলে আমরা এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে অপরের মঙ্গলসাধন করার কাজে সারা জীবনই লিপ্ত থাকিতে প্রত্যক্ষ করি। (2) FARVARDIN YASHT. XIII: 17 এবং XXVIII. 129.

দসতির (DASATIR) এর ১৪ নম্বর বাণীতে হযরত মোহাম্মদ সাহেবের আগমন বার্তা সম্পর্কে ঘোষণা করা হইয়াছে–

I When the Persians should sink so low in morality, a man will be born in Arabia whose followers will upset their throne, religion and everything. The mighty stiff-necked ones of Persia will be overpowered. The house which was built (referring to the building of dabah originally built by the prophet abrahm) and in which many idols have been placed will be purged of idols, and people will say their prayers facing towards it. His followers will capture the towns of the Pariss and taus and Balkh and other big places round about. People will embroil with one another. The wise men of Persia and others will join his followrs.

অর্থাৎ যখন পার্শীয়ানরা নিজেদের ধর্ম বিস্মৃত হইবে ও নীতিগত দিক হইতে চরম ধ্বংসের মুখোমুখি, তখন আরব দেশে জনৈক পবিত্র আত্মার (রূহের) আবির্ভাব ঘটিবে; যাঁহার শিষ্যসকল সমগ্র পারস্য দেশ ও দুর্ধর্ষ পারসিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা নসাৎ করিয়া তাঁহারা নবী ইবরাহীমের কাবামুখী হইয়া প্রার্থনা করিবে। সেই কাবা প্রতিমাহীন হইবে। সেই মহাত্মার শিষ্য সমুদয় পারস্য, তুস, বলখ এবং অন্য বৃহৎ স্থানসমূহ জয় করিবে। লোকজন একে অপরের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। পারস্যের জ্ঞানী মানুষ সকল ও অন্যান্যরা তাঁহার অনুসারীদের সাথে যোগদান করিবে। এই বাণী দুইটি বিশ্লেষণ করিলে এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আরব দেশ হইতে একজন নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যিনি নিঃসন্দেহে ইসলামের নবী। হযরত মোহাম্মদ সাহেব ছাড়া অন্য কেউ নন। কারণ, সমগ্র আরব ভূখেণ্ড একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাহেবের অনুসারীরাই পারস্য সাম্রাজ্যের

www.waytojannah.com

Contents

এই অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করার মাধ্যমেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি দসাতিরে (Dasatir) নবী জরথুষ্ট কর্তৃক বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে হযরত মোহাম্মদ সাহেব ও তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইয়াছে।

মাইকেল এইচ হার্ট (Michael H. Hart) খলিফা ওমরকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী ফলাফল ও অবদান রাখার জন্য একশত নির্বাচিত ব্যক্তিগণের তালিকায় ওমরের নামকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। মাইকেল এইচ হার্ট বলেন- ÒIt waw during the ten years of Umar's caliphate that the most important conquests of the arabs occurred..... Umar's achievements are impressive indeed. After Muhammad himself, he was the principal figure in the spread of Islam" (৩) পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তায় 'আহমদ' নামক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়। "আমি ঘোষণা করিয়াছি হে স্পট্যাম জরথুষ্ট, পবিত্র 'আহমদ' অবশ্যই আসিবেন; যাঁহার কাছ থেকে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং প্রকৃত ও বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে। জেন্দ আবেস্তার মূল শ্লোকে এই কথা এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে– Noid te Ahmad dragoyeitim fram-raomi spetame zarathustra yam dahman vangnim afritim yunad hake haki humanaghd hvakanghad hushyuanthnad hudaenad. (4)

(3) The 100: ran ring of the most influential persons in history, meera publication, india, page 274,275

(4) Zend-Auesta, Part 1, Translated by M. Muller, Page-260

বিশ্ব ইতিহাসের এক অন্যতম মহামানব সিদ্ধার্থ গৌতম তথা গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। ৫৬৩ খ্রীষ্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে কপিলাবস্তুর কয়েক মাইল দূরে লুম্বিনী নামক উদ্যানে (বর্তমানে নাম রুম্মিনদেই, নৌতনদা ষ্টেশন থেকে আট মাইল পশ্চিমে নেপাল-তরাই অঞ্চল) বুদ্ধের জন্মের ৩১৮ বছর পরে সম্রাট আশোক বুদ্ধের এই জন্মস্থানে একটি শিলাস্তম্ভ নির্মাণ করেন যার অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত অক্ষত আছে। বুদ্ধের পিতা ছিলেন শ্যাক্যরাজ শুদ্ধোধন এবং জননী মায়াদেবী। কথিত আছে সিদ্ধার্থ গৌতম নগর ভ্রমণের সময় কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ, যন্ত্রণাকাতর একজন রোগী, শ্মশানের দিকে গমনরত একটি শব এবং সৌম্যমূর্তি এক সন্ন্যাসীকে দেখে

www.waytojannah.com

Contents

মানবজীবনের সমস্ত রোগশোক, দুঃখ-দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য রাজত্ব, পরমাসুন্দরী স্ত্রী যশোধরা ও পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়া ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে (৫৩৪ খৃঃ পূঃ) গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর পর্যন্ত নিরঞ্জনা নদীর পার্শ্বে বুদ্ধগয়ায় বোধী বৃক্ষের নিচে কঠোরতম যোগ তপস্যা, ধ্যান, চিন্তা ও অকল্পনীয় সংযম সাধনার মাধ্যমে পরম সত্যের সন্ধান পাইলেন এবং বোধি বা পরমজ্ঞান লাভ করার পর তিনি হইলেন বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত। ৪৫ বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধ তাঁহার নিজ ধর্ম প্রচার করিয়া ৪৮৩ খৃষ্টপূর্বে ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে মহানির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের মাহনির্বাণের পর মহারাজ অজাতের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় মহাকাশ্যপের অধিনাকত্বের এক ধর্মসম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই পিটক অর্থ পেটরা, পাত্র বা আধার বুঝায়। তিনটি পিটকের নাম হল যথাক্রমে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। এই তিনটি পিটকের সমষ্টিকে ত্রিপিটক বলা হয়। কিন্তু পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় ধর্ম সম্মেলনের পর বুদ্ধের বাণী উপদেশ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সতেরটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। চীন ও অন্যান্য স্থানে অনূদিত উৎস থেকে জানা যায় যে পরবর্তী শত বছরগুলোতে বৌদ্ধধর্ম আরও বিভক্ত হয়ে প্রায় বিশটি শ্রেণীর জন্ম দেয়। থেরবাদে এগারটি এবং মহাসাংগীকে নয়টি। বর্তমান বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম (Nortrhern Buddhism) এবং হীনযানকে দক্ষিণমুখী (Southern Buddhism) বলিয়া অভিহিত করা হয়। হীনযান পালি ভাষায় লিখিত এবং মহাযান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ১৮৩৩ থেকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রায়ান হডসন কর্তৃক নেপালে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রচুর বৌদ্ধধর্মীয় পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়।

'ত্রিপিটক' গৌতম বুদ্ধের বাণী সম্বলিত মহাগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। এখন আমরা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশের ত্রিপিটকে বর্ণিত বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মোহাম্মদ সাহেবের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করিব।

হযরত মোহাম্মদ সাহেবের আবির্ভাব সম্পর্কে সিংহল হইতে প্রকাশিত সূত্রে (Ceylon Sources) বলা হইয়াছে–

Ananda said to the Blessed One, who shall teach us when thou art gone? an the Blessed one replied: "I am not the first Buddha who came upon the earth, nor shall i be the last, in due time

www.waytojannah.com

Contents

another buddha will arise in the world. a holy one, a supremely enlightened one, eadowed with wisdom in conduct. auspiciouse, knowing the universe, and incomparable leader of men, a master to angels and mortals. He will reveal to you the same eternal truths which i have taught you. He will preach his religino, glorious in its origin, glorious at the climaz anx glorious at the goal. He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure, such as i now proclaim. His disciples will number many thousand. while mine number many hundred. Ananda said How shall maitreya....."

অর্থাৎ আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "আপনার তিরোধানের পর কে আমাদেরকে শিক্ষা দিবে? বুদ্ধ বলিলেন আমিই একমাত্র প্রথম বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর এক বুদ্ধ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন যিনি হইবেন পূতঃপবিত্র, চূড়ান্তভাবে আলোকপ্রাপ্ত, সুগভীর জ্ঞান সম্পন্ন, কল্যাণকামী, মহাবিশ্ব সম্পর্কে অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন, মানবজাতির জন্য অতুলনীয় এক অবিসংবাদিত নেতা এবং (দৃশ্য অদৃশ্যমান) দৈবদূত মণ্ডলী ও নশ্বর জগতের এক পরম গুরু। তিনি তোমাদের কাছে একই শাশ্বত সত্যরূপ বাণীর প্রকাশ করিবেন যা আমি, তোমাদের কাছে করিয়াছি। তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার করিবেন যাহার মূল হইবে দ্যুতিময়, চরম পরিণতিতে আলোকময় এবং লক্ষ্যর দিক দিয়া যা মহিমান্বিত। তিনি এক পরিপূর্ণ ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার প্রচার করিবেন যা হইবে সামগ্রীকভাবে নির্ভুল (পরিপূর্ণ) ও খাঁটি। যা আমি তোমাদের কাছে ঘোষণা করিয়াছি তাঁর অনুসারীর সংখ্যা সহস্রগুণ হইবে। যেখানে আমার অনুসারীর সংখ্যা হইবে তাঁহার চেয়েও অনেক গুণ স্বল্প। "আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা তাঁহাকে কিভাবে চিনিব? বুদ্ধ বলিলেন তিনি মৈত্রেয় নামে পরিচিত হইবেন..... ।"

চৈনিক সংস্কৃত সূত্রে (Chinese-Sanskrit sources) হযরত মোহাম্মদ সাহেবের আবির্ভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে–

In the old days when the Tathagata was living at Rajagrih (Wang-she), on the Gridhra.

(5) The Gospel of Buddha By Carus Page No-217-8

Kuta Mountain, he spoke thus to the bhikshus: in future years, when this country of Jambudvipa shall be at peace and rest, and

www.waytojannah.com

the age of men shall amount to 80000 years, there shall be a Brahman called Maitreya (See-che). His body shall be fof pure gold, bright, glistening and pure. Leaving his home he shall become a perfect Buddha, and preach the threefold (Thrice repeated) Law for the benefit of all creatures....."

তিব্বতীয় সূত্রে (Tibetan Sourees) হযরত মোহাম্মদ সাহেবের আবির্ভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে–

In is said up to the time when phanchhe rinpochhe (The Great jewel of wisdom) condeseends to be reborn in the land of the p'phelings (westerners) and appearing as the spiritual conqueror (Chom-den-da) destroys the error and ignorance of ages, it will be of little use to try to uroot the misconceptions of p'heling-pa (Europe); her sons will listen to none" (7) তিব্বতীয় এই সূত্র সম্পর্কে বলা হইয়াছে–

From the advent of a person named Maitreya or Metteyya as his successor.

বার্মিজ সূত্রে (Burmese Sources) হযরত মোহাম্মদ সাহেবের আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

..... our cycle is a happy one, Theree Leaders have alredy lived. Kakusandhs, Knonogammana and cke the leader Kasapa, The Buddha supreme am i but after me Metteya comes. while still this happy cycle lasts, before its tale of years shall lapse. This Buddha then Metteya caed supreme, and of all men the chidef" (9)

(6) Si-Yu-Ki Vol-2, Page No 46-7

(7) The Secret Doctrine By Blavatsky vol iii, page 412

(8) Muhammad in Parsi, Hindoo & Buddhist scriptires, india, 1983 page 123

(9) Buddhism in Translation by warren, page no 481-2

এখন আমরা ওপরে উল্লেখিত সিংহলী, চীনা সংস্কৃত, তিব্বতীয় ও বার্মিজ সূত্রে উল্লেখিত মৈত্রেয় শব্দটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করিব যে, মৈত্রেয় শব্দটি একমাত্র ইসলাম শেষ নবী ও রাসূল মোহাম্মদ সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে; অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করিয়া নয়। এই মৈত্রেয় শব্দটি বিভিন্ন ভাষায় যেভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে গিয়া

www.waytojannah.com

Contents

দেখা যায় মৈত্রেয় শব্দটিকে পালি ভাষায় বলা হয় METTEYYA, সংস্কৃতে বলা হয় MAITREYA, বার্মিজ ভাষায় বলা হয়– MAREMIDEIA (The Legend of Gautama By Bigandet. Vol-1 Page- 11, Footnote), চীনা ভাষায় বলা হয় MEITA-LI-YE (Si-yu-Ki) Vol- 1, page- xxix IgmJ Mili fo (Edkin, page-208) IgmJ 2Tzushin (Yuan Chwang) Vol-1, Page- 239 by T. Watters), তিব্বতী ভাষায় বলা হয়– Byams-pa (pr. Jampa or champa Lamaism by wadde true religion by Frauson, page-38) জাপানী ভাষায় বলা হয়– Miroku (Reischaer page- 264-5).

পৃথিবীর বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গগণ 'মৈত্রেয়' শব্দটির যে অর্থ করিয়াছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(1) TEACHER OF LOVE- MAZMULLER (Chips From a German workshop, Vol-1, Page- 452)

(2) "Lord Of Love" A Dharampal (The life & teachings of Buddha page-83)

(3) "He whose name is kindness" Carus (The Gospel of Buddha page- 218)

(4) "Buddha of kindness" Rhys davids (Buddhism page 180)

(5) "Universal Love" Orbenevolence L. Narasu (Essence of Buddhism page 101-105)

(6) "Buddha of Brotherly Love" Lillie (Buddhism in christendom page- vii)

(7) "Buddha of Friedliness" Fausboll (Sutta Nipata page 205)

(8) "Loving And Compassionate" Monier Williams (Buddhism page- 181)

(9) "Love Or Mercifulness" S. Beal (The Chinese Dhammapada page 69)

(10) "Compassionate of Family of Mercy" Getty (Gods of Northern Buddhism page 20;68)

(11) "The Merciful" Herbert Baynes (The way of Buddha page- 15)

(12) "Mercifulone" Josephedkins (Chiness Buddhism page- 240)

(13) "Quality of a Friend; Friendly; Benevoent; Kind; Love; Amity; Sympathy; Active Interest in others william st Eade (The pali Dictionary) (10)

এই মৈত্রেয় শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ রহমত। রহমত আরবী শব্দটির যে সকল অর্থ করা হয় তাহা হইল- Benevolence, loving, Kindness, Friendliness, compassion, mercy or mercifulness প্রভৃতি Iedward William Lane প্রণীত "The Arabic English Lexicon" এই রহমত শব্দের অর্থ করা হইয়াছে- Mercy, pity, compassion, tenderness of heart; inclination requiring the exercise of favour, and beheficence, pardon and forgiveness, "Badger's providence" এই রহমত হইতে আর রাহমান এবং আর-রাহিম শব্দ দুইটি উৎসারিত হইয়াছে। যাহার অর্থ করুণাকার, দয়ালু এবং যাহা

www.waytojannah.com

Contents

পরোক্ষভাবে ভালবাসা শব্দকেও সূচিত করে। A Dictionary and Glossary of The Koran এ আরবী রহমত শব্দের অর্থ করা হইয়াছে– Mercy, Kindess, Most Merciful রাহিম শব্দের অর্থ করা হইয়াছে। To be merciful, have mercy upon" রাহিমুন শব্দের অর্থ করা হইয়াছে Merciful and Compassionate" (11)

কোরআনে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে ঈশ্বর হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন- "ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আ'লামিন" অর্থাৎ আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি। ইংরেজী অনুবাদে আলী এই আয়াতটির অনুবাদ করিয়াছেন এইভাবে- "We sent Thee (Muhammad) not, but as a mercy for all creatures. (12)

ইহা পবিত্র কুরআনের একটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ্ হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করার কথা বলিয়াছেন। আরবী রহমত শব্দটি করুণাকার (Mercy), ভালবাসা।

(10) Muhammad in parsi, Hindoo and Buddhist scripture by A.H vidyarthy and U. Ali India, Page 132-133

(11) Jonn penrice, Academic publisheres, Bangladesh, 1987 page-5

(12) The Holy Quran, Text Translation & Commentary, Amana Corporation, U.S.A 1989 page-818

(Love) দিয়া প্রভৃতি অর্থকে সূচীত করে এবং নিঃসন্দেহে মৈত্রেয় (Maitreya) দিয়া শব্দেরই প্রতিরূপ বলা যায়।

একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীও এই মৈত্রেয় শব্দটির অর্থ করিয়াছেন ভালবাসা, করুণাকার (Compassionate), করুণা (Mercy) দয়ালু, কল্যাণকর, সমবেদনা প্রভৃতি (ওপরে উল্লেখিত) যাহা আরবী রহমত শব্দকেই সূচিত করে এবং এই রহমত উপাধিটি ঈশ্বর শুধুমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য ভালবাসা, করুণা, দয়া ও কল্যাণের প্রতীকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাহেব ছাড়া অন্য কোন নবী বা রাসূলকে ঈশ্বর এই রহমত উপাধিটি প্রদান করেননি। সুতরাং সামগ্রিক পর্যালোচনা ও সুক্ষ্মতম যুক্তির নিরিখে এইকথাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গৌতম বুদ্ধ কথিত মৈত্রেয় (Maitreya) শব্দটি মানবজাতির ইতিহাসের একমাত্র হযরত

www.waytojannah.com

Contents

মোহাম্মদ সাহেব এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। অন্য কাহারো ক্ষেত্রে নয়। কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতই এই কথার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করে। একইভাবে ঈশ্বর কোরআনে সূরা তওবার ১২৮ নম্বর আয়াতে হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে মানবজাতির জন্য কল্যাণকামী ও পরম দয়ালু বলে অভিহিত করিয়াছেন যাহা মৈত্রেয় শব্দকেই সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করে। কোরআনে ঈশ্বর বলেছেন– "তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল মোহাম্মদ আসিয়াছেন .....তিনি "তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" (সূরা তওবা ঃ ১২৮) ইংরেজী কোরআনে আয়াতটির অনুবাদ করা হইয়াছে এইভাবে–

"Now hath com unto you a messanger (Muhammad) From amoongest yurselves..... to the belivers is the most kind and merciful. (Page- 476)

এই আয়াতে আরবী 'রহমত' শব্দেরই প্রতিরূপ 'রাহিম' রাউফুন' ও 'হারীসুন' শব্দ তিনটি ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা সুস্পষ্টভাবে মৈত্রেয় শব্দের অর্থকেই সূচিত করে। কারণ মৈত্রেয় শব্দের অর্থও দয়ালু, কল্যাণকারী বা কল্যাণকামী, দয়ার্দ্র। গৌতম বুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণী একমাত্র মোহাম্মদ সাহেব আগমন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই ইংগিত করে।

পারাক্লীতস

মুসলমান সম্প্রদায় এই পর্যন্ত বিশ্বে আগত সমস্ত নবী-রাসূলগণকেই স্বীকার করেন। প্রত্যেক দিন সশ্রুচিত্তে নামাজে দাঁড়াইয়া, তিলাওয়াতে বসিয়া তাঁহাদের পুণ্য নাম উচ্চারণরণ করিয়া অফুরন্ত পূণ্যের ভাগী হন।

সূরা আল ইমরানে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়াছেন, "বল আমরা ঈমান আনিয়াছি ঈশ্বরের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইবরাহীম (আব্রাহাম) ইসমাঈল (ইশমেল) ইসহাক (আইজাক) ইয়াকুব (জেকব) ও তাঁহার বংশধরদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং মূসা (মোজেস) এবং ঈসা (জেসাস) ও অন্যান্য নবীকে তাঁহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)।"

অন্যান্য ধর্মের নবীদের এইভাবে স্বীকৃতি দিয়া ইসলাম এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়াছে। প্রচলিত অন্য ধর্মমতসমূহের ক্ষেত্রে যাহা অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়।

www.waytojannah.com

স্মৃতিনির্ভর ঐতিহ্যবাহী, লোককথা, উপকথা হইতে বাইলেলিয়ার পুরাতন নিয়ম সংকলিত হয়। অধ্যাপক এডমণ্ড জ্যাকোব বহুদিন গবেষণা করিয়া লিখিয়াছেন| "L. Ancient Testament" (the old Testament).

বিভিন্ন কারণ ও ঘটনা উপলক্ষ্যে ইহুদীরা সঙ্গীতের মাধ্যমে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতেন। এই প্রসঙ্গে এডমণ্ড জ্যাকোব বেশ কিছু উপলক্ষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইভাবে নানা বিষয় ও ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত বিভিন্ন সঙ্গীত বাইবেলিয়ায় স্থান লাভ করিয়াছে- যেমনঃ ভোজন সঙ্গীত, ফসল কাটার গান ইত্যাদি। এই ছাড়াও বিশেষ কোন কর্মকাণ্ড উপলক্ষ্যে রচিত গান যেমন বিখ্যাত কূপ খননের গান (গণনা পুস্ত ক ২১, ১৭) বিবাহ সঙ্গীত, সঙ্গীত সম্পর্কিত সঙ্গীত এবং বিলাপ সঙ্গীত। যুদ্ধ সংক্রান্তও বেশ কিছু সঙ্গীত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল দেবোরা সঙ্গীত (গণনা পুস্তক বিচার ৫,১-৩২) এবং সদাপ্রবুর (জেহোভা) ইচ্ছায় অর্জিত বিজয়ের গান (ঐ-১০,৩৫) এই ছাড়াও বাইবেলিয়ায় প্রচলিত নীতিবাক্য ও প্রবাদ স্থান পাইয়াছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার বাইবেলিয়ার আদিপুস্তকে ঈশ্বরকে কখনও জেহোভা (সদাপ্রভু) কখনো বা ইলোহিম বলা হইয়াছে।

১৯৪১ সালে এ লর্ডস নামক একজন গবেষক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন- জোহাভিষ্ট ধারার পুস্তকগুলি তিনজন লেখকের সংখ্যা ছয়জন। সেকোর ঢেটাল সংস্করণের পুস্তকসমূহে কম বেশি নয়জন লেখকের রচনার সমষ্টি।

জেরুজালেমের বাইবেল স্কুলের প্রধান ফাদার ডি. ভক্সের মতে, ওপরোক্ত সংখ্যক লেখক ছাড়াও বাইবেলিয়ার এই পঞ্চম পুস্তকের রচয়িতা হিসাবে আরও আটজন লেখকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

মূসা (মোজেস) নিজেই বাইবেলিয়ার পুরাতন নিয়ম (তাওরাত) লিখিয়াছেন- এই ধারণা পাশ্চত্য বিশেষজ্ঞরাই ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ষোড়শ শতাব্দীতে কাল স্ট্রাডই প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন– "দ্বিতীয় বিবরণীতে মূসা-এর মৃত্যুর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (৩,৫-১) তাহা মূসা নিজের পক্ষে রচনা করা কি করিয়া সম্ভব?

বাইবেল স্কুলের প্রধান ফাদার ডি ভক্স অন্যান্য সমালোচকদের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন– "এইসব সমালোচক স্বীকার না করিয়া পারেননি যে

www.waytojannah.com

Contents

বাইবেলিয়ার (পুরাতন নিয়ম) অন্তত একাংশ মূসা-এর রচনা নয়। পাশ্চত্যের সত্যানুসন্ধানী, ধর্মাচার্য, বাইবেল ভাষ্যকার ও গবেষকবৃন্দ বাইবেলের নতুন পুরান নিয়মের হাজারো ভুলভ্রান্তি, গোজামিল, পরস্পরবিরোধী বক্তব্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিরোধী বিভ্রান্তিকর বক্তব্য, তথ্য সম্পর্কে দীর্ঘকালব্যাপী প্রশ্ন তুলিয়া আসিয়াছেন। আর তাই দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলে ১৯৬২ সাল হইতে ১৯৬৫ পর্যন্ত অতি কায়দা করিয়া কাউন্সিল ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় "বাইবেলিয়ার কিছু কিছু বক্তব্য অসম্পূর্ণ এবং সেকালের।"

১৯৬২ সালে সম্ভ্রান্ত এক শত জনেরও অধিক ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট বাইবেল বিশেষজ্ঞ সম্মিলিতভাবে বাইবেলিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা হইল– "ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দিক বাইবেল, নিউটেষ্টামেন্ট।" আসুন শোনা যাক সেই শতাধিক বিশেষজ্ঞ বাইবেল ভাষ্যকারগণ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বইবেলকে কিভাবে মূল্যায়ন করিয়াছেন ঃ-

(বাইবেল) বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার এলোমেলো এবং সাহিত্যকর্ম তো বটেই; সেইগুলোর সহিত এইগুলো অতুলনীয় বৈপরিত্যেরও সমাহার।"

বাইবেলিয়ার মত ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বাইবেল বিশেষজ্ঞ ভাষ্যকারদের এই ধরণের মন্তব্য কি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হইতে পারে- এই বিষয়ে পূর্ণ অবহিত হইতেও যখন এই ধরণের অভিমত ব্যক্ত করা হয় তখন বিস্মিত না হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

জেরুজালেমের বাইবেল স্কুলের দুই প্রফেসর ফাদার বেনয়েট ও ফাদার বয়িসমার্ড যৌথভাবে লিখেছেন "সিনোপসিস অব দি ফোর গসপেলস।" এই পুস্তকে তাঁহারা যে মন্তব্য রাখিয়াছেন বাইবেল সম্পর্কে খোদ খ্রীষ্টধর্ম যাজক, বিশেজ্ঞদের বিবেচিত হইবে। "যিশুর জীবনী সংক্রান্ত লোককাহিনী যেভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে এক পুরুষ হইতে আরেক পুরুষে সঞ্চারিত হইয়াছিল, বাইবেলিয়ায় বর্ণিত কাহিনীও তেমনি একই সমান্তরালে বিবর্তিত হইয়াছে।" ফাদার বয়িসমার্ড রচিত পুস্তকাংশের মন্তব্য করেন? "... বাইবেলিয়ার শব্দাবলী ও রচনার কাঠামো সুদীর্ঘকালের বিবর্তনে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাহা আর আদি রচনার মত সঠিকত্বের দাবিদার হইতে পারে না। এখন যদি কোন পাঠক জানিতে পারেন যে, তিনি

www.waytojannah.com

বাইবেলিয়া যীশুর বাণী, কাহিনী অথবা তাঁহার নিজভাগ্য সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে যাহা পড়িয়াছেন, আদতে তাহা সঠিক এমনিভাবে বলা হয়নি বরং লেখকদের দ্বারা সেইগুলি পরিবর্তিত ও সম্পাদিত হইয়াছে তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিস্মিত কিংবা বিব্রত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। যাহারা এই ধরণের ঐতিহাসিক গবেষণার সাথে পরিচিত নন, তাহাদের কাছে গবেষণার এই ফলাফল অদ্ভুত– এমনকি কেলেংকারীজনক মনে হওয়ায়ও স্বাভাবিক।"

আদম থেকে মোহাম্মদ সাহেব পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূলগণই যেহেতু ইসলাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন স্বভাবতই ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহারা শেষ নবী। এর অত্যুচ্চ মর্যাদা শেষনবী হিসাবে তাঁহারা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আর এই জন্য তাঁহাদের ওপর নাজিলকৃত ঐশী বাণীসমূহে শেষ নবীর উল্লেখ থাকা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। এটা কি নিছক মনগড়া কথা? এই পর্যন্ত অনেক মুসলমান, অমুসলিম গবেষকগণ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি গবেষণা করিয়া সেই সব তথ্য উদঘাটন করিয়াছেন।

কোন কোন ধর্মগ্রন্থে তাহা এতই সুস্পষ্ট যে মোহাম্মদ নামটি সরাসরি উল্লেখিত হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণের পর্ব ৩ খণ্ড ৩অধ্যায়-৩এর শ্লোক ৫-৮ দ্রষ্টব্য। এখানে ৫নং শ্লোকের ৫ম শব্দটিই মোহাম্মদ সাহেব। আরও উল্লেখ আছে, তিনি আরব দেশের অধিবাসী হইবেন। সমস্ত অন্যায়-অনাচারের মূলোৎপাটন করিবেন। সর্বোপরি মহাঋষি পর্যন্ত তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়ার আকাঙ্খা পোষণ করিতেন।

শেষ নবী আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম জারি থাকায় বাইবেলিয়া নবী সম্পর্কিত জোড়ালো ভবিষ্যদ্বাণী থাকাটাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ভূমিকায় খ্রীষ্টধর্মযাজক, পণ্ডিত এবং বাইবেল ভাষ্যকারদের মুখে শোনা যায় বাইবেল নতুন ও পুরাতন নিয়মের অনেক জায়গাই মোহাম্মদ সাহেবের আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে।

সাধু বার্নাবাস লিখিত বাইবেল ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার চার্চসমূহে প্রামাণ্য বাইবেল হিসাবে চালু ছিল। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল অব নিকিও (Council of Necaea) সম্মেলনে প্রচলিত শতাধিক বাইবেল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দুই হাজার আটচল্লিশ জন ধর্মযাজক যোগ দেন। সম্রাট কনস্টানটাইন ব্যক্তিগত প্রভাব ও রাজশক্তির প্রভাবে এক

www.waytojannah.com

Contents

হাজার সাতশত ত্রিশজন ধর্মযাজকের মুখ স্তব্ধ করিয়া দেন। সেই সাথে কাড়িয়া নেন বাইবেল নির্বাচনে তাঁহাদের মতামত প্রকাশের অধিকার। এই হইতে বুঝা যায়, খ্রীষ্টধর্মের বাইবেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্রাট কনস্টানটাইন কিভাবে ব্যক্তিগত বিশ্বাস রুচি তথা হীন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ধর্মযাজক সম্রাটের ছত্রছায়ায় থাকাটাই শ্রেয়তর মনে করিয়াছিলেন। ইহার পর ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় কোনগুলি ঈশ্বর প্রদত্ত বাণী, কোনগুলি নয়। মহাশক্তিধর সম্রাট ঘোষণা করেন, স্বীকৃত গসপেলগুলো কাহারও কাছে পাওয়া গেলে কিংবা এইগুলো প্রচার করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হইবে। বার্নাবাসের বাইবেলও এইভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হয়। (Decline and fall of Roman Empire-Giber, Chal xx age of, Reason- Thomas Faina.

বিলুপ্ত বার্নাবাসের বাইবেলিয়ার একটি কপি ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন পোপ বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে গোপন রাখেন। ১৫৬৫ সালে পোপ সিক্সটস নাইন (Sixtos-Ix) এর সময় তাঁহার বন্ধু ফ্রা মারিনো ইহার খোঁজ পান। তিনি মাতৃভাষা ইটালিয়ানে তাহা অনুবাদ করেন। বর্তমানে ইটালিয়ান পাণ্ডুলিপিটি ভিয়েনার ইম্পোরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ১৯৭০ সালে অক্সফোর্ডের মিঃ এবং মিসেস র‍্যাগ (Ragg) কর্তৃক ইংরেজীতে ইহা অনূদিত হয়। অক্সফোর্ডের ক্লারেনডন প্রেস হইতে ইহা ছাপা হয়।

বার্নাবাসের বাইবেল পাঠ করিলে দেখা যায় বাইবেল যে কোরআনের আগে নাজিলকৃত ঈশ্বরের বাণী, মোহাম্মদ সাহেব যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, ইসলামই যে ঈশ্বরের একমাত্র ধর্ম, বিপর্যস্ত মানবতার রক্ষাকবচ এই সত্যগুলি অনুপম প্রকাশভঙ্গি উক্ত বাইবেলিয়ার ছত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত হয়।

কোরআন নাজিল হওয়ার সাথে সাথেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু বাইবেলিয়ার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বিপরীত। জনসাধারণে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ঈসা-এর সহচরবৃন্দ তাহা প্রচার করিতেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগে প্রচুর পরিমাণে বাইবেল চালু ছিল। পরবর্তীতে সম্রাট কনস্টানটাইনের প্রভাব এবং রুচিমাফিক সবগুলিই বাতিল হইয়া যায়। মাত্র ৪টি সুসমাচার গৃহিত হয়। বাতিলকৃত এইসব গ্রন্থের জন্য একটি বিশেষ শব্দ এপোক্রাইফা চালু হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাতিলকৃত

www.waytojannah.com

Contents

এইসব বাইবেলিয়ার মধ্যে বার্নাবাসের বাইবেল, সেন্ট টমাসের বাইবেল, গসপেলস অব দি নাজারাস, গসপেলস অব দি হিব্রুজ এবং গসপেলের কাছাকাছি। আলোচ্য ছত্রে ওল্ড টেস্টামেন্ট হইতে একটি উদ্ধৃতি তুলিয়া ধরা হইল–

15. The lord the god will raise up unto thee a proper from the midst of thee, of the brethren. like unto me; unto him ye shall hearken.

16. According to all that thou desirest of the lord the god in horeb in the day of assembly, saying let me not hear the voxice of the lord my god neither let me see this great fire any more, that die not.

17. And the lord unto me. They have will said that which they have spoken.

18. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto the and i will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him. (dute xviii, 15-18)

ঈশ্বর ইহুদীদের বলিয়াছেন, তিনি তাহাদের ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে একজন নবী উত্থিত করিবেন। ইহুদীদের ভ্রাতৃসম্প্রদায় বলিতে নবী ইসমাঈল-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হইয়াছে। ইসমাঈল-এর বংশধরদের মধ্য হইতে নবী মোহাম্মদ সাহেব ছাড়া অন্য কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি।

ইহুদী এবং খ্রীষ্টানগণ এইকথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, ধর্মগ্রন্থসমূহে যেভাবে তাহাদের নবীদের বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে- ঈশ্বর যেভাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন হুবহু সেইভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। নবীগণ পরবর্তীতে নিজেদের ভাষায় অনুসারীদের নিকট তাঁহার মর্মবাণী ব্যাখ্যা করিতেন। কোরআন বিশ্বের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যার প্রতিটি শব্দই নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই লিপিবদ্ধ হইত। তাহা হইলে ওল্ড টেস্টামেন্টের ১৮ নং চরণটি- and will put my words in his mouth (ঈশ্বর বলিয়াছেন) "আমার কথাই তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইবে।" ইহা মোহাম্মদ সাহেব ছাড়া আর কোন নবী-এর ওপর প্রযোজ্য হইতে পারে?

উল্লেখিত চরণসমূহে ঈশ্বর মূসা (মোজেস)-কে বলিয়াছেন আমি তাহাদের ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে একজন নবী উত্থিত করিব। কিন্তু Deaut 34: 10 এ দেখা যায় এখন পর্যন্ত ইহুদীদের মধ্যে তাঁর মত আর কোন নবী উত্থিত হননি।

তাই বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই প্রতিশ্রুত নবী ইহুদীদের ভ্রাতৃসম্প্রদায় ইসমাঈল-এর সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছেন আর তিনিই হইলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মোহাম্মদ সাহেব।

www.waytojannah.com

Contents

ওল্ড টেস্টামেন্টের 'ইসাইয়াহ' অধ্যায়ের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি মূল হিব্রু হইতে ইংরেজীর অনুবাদ– He saw two riders, one of them was a rider upon an ass and other a ridder upon a camel he nearke ned deligently with much need (Isaian xxi: 7)

ইসাইয়াহ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, দুইজন আরোহী, একজন গাধায়, অপরজন উটের ওপর সওয়ার। মূল হিব্রু পংতিগুলি ইহারই প্রকৃত অনুবাদ। কিন্তু ইংরেজী বাইবেলিয়া বিস্ময়করভাবে অনূদিত হইয়াছে- "তিনি দেখিলেন গাধায় টানা গাড়ি এবং উটে টানা গাড়ী।" প্রাচীন ল্যাটিন অনুবাদে বর্ণিত হইয়াছে– তিনি দেখিলেন, দুইজন অশ্বারোহী টানাগাড়ি একজন গাধার ওপর আরোহী এবং একজন উষ্ট্রারোহী ইত্যাদি।

অনুবাদে যে উদ্দেশ্যেই গড়বড় করা হোক না, অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই ধারণা করা যায়, দুইজন আরোহী দ্বারা নবী ইসাইয়া (Isaian)-এর আবির্ভূত হইবেন এমন দুইজন পয়গম্বরকেই বুঝানো হইয়াছে যাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞাকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন।

গাধার পিঠে আরোহী যীশুখ্রীষ্ট। কেননা, তিনি গাধায় চড়িয়াই জেরুজালেমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আর উষ্ট্রারোহী দিয়া আরবের নবী মোহাম্মদ সাহেবকেই বুঝানো হইয়াছে যেখানে যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল উট।

His mouth is most aweet, yea he is mohammad altogether lovely, This is my beloved and this any friend. O daughter of Jerusalem. (Song of Solmon 5 : 16) বাদশাহ সোলায়মান (সলোমন) অনাগত সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের নাম সুস্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। মূল হিব্রু বাইবেলিয়া শব্দটি মাহামাদিন (Mahamadin) হিব্রুতে লা (La) শব্দটি ঈশ্বরের সম্মান প্রদর্শনার্থে বুঝানো হইত। যেমন বুঝানো হইত ইলোহা (Eloha) শব্দটি দিয়েও। ইংরেজী বাইবেলিয়া শব্দটি ইলেহিম হইয়াছে। দিবালোকের মত ইহা সত্য যে বাদশাহ সোলায়মান সেই প্রতিশ্রুত রাসূলের নাম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন মোহাম্মদ। কিন্তু আশ্চর্য হইয়া উপায় থাকে না, ইংরেজী বাইবেলিয়া যখন দেখা যায় মহামাদিম শব্দটিকেই সম্পূর্ণ অদৃশ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে উল্লেখিত চরণটি হইয়াছে- (He is altogether lovely) যাহার অর্থ তিনি সার্বিক সুন্দর মানব অর্থাৎ পরিপূর্ণ আদর্শ মানব। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী মোহাম্মদ সাহেব ছিলেন যাবতীয় জাগতিক অপূর্ণতা,

www.waytojannah.com

Contents

ভুলত্রুটির উর্ধ্বে একজন অভূতপূর্ব মহামানব। সুতরাং সার্বিক সুন্দর বিশেষণটি একমাত্র মোহাম্মদ সাহেব ছাড়া জগতের আর কাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে? এখানে মূল হিব্রু চরণটি উল্লেখ করা হইল। পংক্তির চতুর্থ শব্দটিই মোহাম্মদ।

Hikko Mamittadim Vikullo Mahamadim Zehdudi Vezen Raal Be nute Yepus Halam. "হিককো মামিত্রাদিম ভিকুল্লু মাহামাদিন জেহদুদি ভেজেন রাই বেডিত ইয়াপুস হালাম" লাষ্ট সাপারের শেষ পর্যায়ে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শেষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণটিই যীশুর সব ভাষণের সেরা, একান্ত মৌলিক ও তাৎপর্যমণ্ডিত। নবীসূলভ প্রজ্ঞায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধানের পর মানবজাতির কি অবস্থা হইবে, সেই ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মপন্থা এবং করণীয় কি হইবে, এই সমস্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার নির্দেশ ও বিধান দিয়াছেন, বিপর্যস্ত মানবতা কোন দিশারী বা পদনির্দেশককেইবা অনুসরণ করিবে, এই বিষয়েও সুনির্দিষ্ট একটি নির্দেশনা বলিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, যোহনই একমাত্র সুসমাচার লেখক তিনি ছাড়া অন্য তিন লেখকের কেউ এই বিষয়ে টু শব্দটি করেননি। যোহন লিখিত সুসমাচারে ১৪ হইতে ১৭ অধ্যায়ব্যাপী এই দীর্ঘ ভাষণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? লাষ্ট সাপারের এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শেষ ভাষণটি মথি ও লুক তিনজনই সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই অনাকাঙ্খিত নীরবতার কারণ, অনুধাবন করিতে আজ কাহারও গবেষক হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই শেষ ভাষণেই যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার তিরোধানের পর খ্রীষ্ট সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে নির্দেশ ও বিধান দিয়াছেন। কোন মুক্তি দিশারী বা পথনির্দেশককে অনুসরণ করিবে, অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন মানবতার পথ প্রদর্শক হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে। গ্রীক বাইবেলিয়া যাঁহার গ্রীক উপাধি পারাক্লীতস (Parakletos).

এখন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমরা ধরিয়া নিতে পারি, মথি, মার্ক ও লুক যীশু-এর শেষ ভাষণ অবশ্যই লিখিয়াছেন। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের পর অন্য কোন নবীর আবির্ভাবের বাইবেলিয়ার সাক্ষ্যপ্রমাণ উধাও করার নিমিত্তে

www.waytojannah.com

Contents

ইচ্ছাকৃতভাবেই উক্ত তিন সুসমাচার হইতে যীশুর শেষ ভাষণটি চাতুরীর আশ্রয় নিয়া পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এমনকি পরবর্তী আলোচনায় দেখা যায়, যোহন সুসমাচারের এই পারাক্লীতস শব্দটার প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া শঠতাপূর্ণভাবে বিকৃত ও ভিন্নার্থক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। উল্লেখ্য, স্বয়ং যোহন নিজেই পারাক্লীতস শব্দটা দিয়া স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টকেই বুঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

"If you love me ye will keep my commandments V 16 And I will pray the father and He shall give you another Parakletos (Comforter). That he may be with you forever) (john: 14: 15)

যদি আমাকে প্রেম করো, তাহা হইলে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব, আর তিনি আর এক সহায় (পারাক্লীতস) তোমাদিগকে দিবেন।

বাইবেলিয়া এই পারাক্লীতস বা সহায় এর ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে– "কিন্তু সেই পবিত্র আত্মা (বাংলা ইঞ্জিল পাক রূহ) যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, সে আমি সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (যোহন ১৪, ১৬)

তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। (ঐ ১৫ঃ ২৬)

আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী (পারাক্লীতস) তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি আসিয়া দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং ঈশ্বরের বিষয় সম্বন্ধে চেতনা দিবেন। (ইঞ্জিল শরীফ ইউহোন্না, (যোহন) ৪র্থ খণ্ড, ১৬)

পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা (Spirit of Truth) যখন আসিবনে, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ, তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা শোনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন। (বাইবেল যোহন ১৬, ১৩-১৪) পারাক্লীতস শব্দটিতে বাইবেলিয়া যে চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। বাইবেলিয়া সহায় শব্দটির ফুটনোট দেওয়া হইয়াছে (বা) পক্ষসমর্থনকারী, উকিল (গ্রীক) পারাক্লীতস (নতুন নিয়ম পৃঃ ১৮৯) কিন্তু ইঞ্জিলে খোদ পারাক্লীতস শব্দটিকেই বাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে শুধু উল্লেখ

www.waytojannah.com

করা হইয়াছে সাহায্যকারী, কোন ফুটনোটও দেওয়া হয় নাই। (ইউহোন্না ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৭৬ দ্রষ্টব্য)

লক্ষ্যণীয় যে গ্রীক শব্দ পারাক্লীতসকে এইভাবে পবিত্র আত্মা বা পাক রূহ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ফলে বিশ্ববাসীর নিকট অতীব তাৎপর্যমণ্ডিত পারাক্লীতস শব্দটির বিশেষত্ব হারাইয়াছে। এই ছাড়াও বাইবেলিয়ার কিছু ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে- বাইবেলিয়ার টীকা ও ভাষ্যকারগণ এমনসব পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যাহা খ্রিস্টানদের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ-তদুপরি এই শব্দ নিয়া এত অধিক পরিমাণে মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে যে সাধারণ পাঠকবৃন্দ বিভ্রান্তির ঘূর্ণিজালে পাক খাইয়া তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটির প্রকৃত অর্থের দিকে মনোনিবেশ করার অবকাশ পাইবেন না।

পাঠকবর্গ! আগেও বলিয়াছি কাহারো ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে পক্ষপাত করিনা। যাহা সত্য সুন্দর ও কল্যাণের প্রতিক তাহাই আমার গবেষণার বিষয়। এখানে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়াছি ইহাতে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না।

মূল হিব্রু "ইঞ্জিলের" অর্থ হইতেছে সুসংবাদ বা শুভ সংবাদ। সেই শুভ সংবাদটি কি হইতে পারে? হাজারও বিকৃতির পর মূল ইঞ্জিলে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা হইতেই শোনা যাক– "তিনি (পারাক্লীতস) আসিয়া দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে নির্দোষিতার সম্বন্ধে ঈশ্বর (গড) বিষয়ে চেতনা দিবেন।" যোহন (ইউহোন্না ৪র্থ ১৬ ঃ ৭-৮)

"তিনি আমাকে (যীশুখ্রীষ্ট মহিমান্বিত করিবেন। (যোহন ১, ১-১৪)

যীশুর অন্তর্ধানের পর তাঁহার অনুসারীরা অনন্য একত্ববাদের কবর রচনা করিয়া যীশুর শিক্ষা ভুলিয়া সীমাহীন পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত হয়। যীশু এবং তাঁহার মাতা মরিয়মের পবিত্র মর্যাদায় কালিমা লেপন করে। সেই যুগের সত্যাশ্রয়ী প্রকৃত খ্রীষ্টানানুসারীরা আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্রুসিক্ত নয়নে, ব্যতিব্যস্তচিত্তে আকুল হইয়া সেই প্রতিশ্রুত পারাক্লীতস-এর প্রহর গুনিয়াছিলেন যিনি আসিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র সত্তার ওপর আরোপিত যাবতীয় কালিমা মোচন করিয়া বিপর্যস্ত মানবতাকে আলোর পথে নিয়া যাইবেন।

সেই পারাক্লীতস সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব-এর আগমন বার্তাটি আমাদের পথিবীবাসীদের জন্য শুভ সংবাদ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

www.waytojannah.com

Contents

উল্লেখ্য, ইঞ্জিলে নামই শুধু বিকৃত করা হয়নি, খোদ স্রষ্টার নামটিও স্বার্থন্বেষী পাদ্রী, পুরোহিত গোষ্ঠী বিকৃত করিয়াছে। বাইবেলিয়ার 'গড' শব্দটি পরবর্তীতে তাহাদেরই সংযোজন।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির আলোকে দেখা যায় স্রষ্টার নাম নিম্নোক্তভাবে আসিয়াছে এল এলোয়া, এলোহিয়া, এলেহীম, অল্ল, আল্লাহ্, আল্লাহ্ এই নামগুলিকে সমার্থবোধক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। কারণ, এগুলির উৎপত্তি একই মূল ধাতু হইতে। কিন্তু 'গড' নামটি কিভাবে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল তাহা এখনও একটি জলজ্যান্ত জিজ্ঞাসায় বিরাজ করিয়াছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস মূল হিব্রু বাইবেলিয়ায় 'আল্লাহ্ শব্দটিই ছিল, পরবর্তীতে তাহাতে ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। ইহাও এক গবেষণার বিষয়।

হিব্রুতে উপাসনালয়কে বলা হয় বয়ত-ইল বয়ত অর্থ ঘর আর ইল মানে আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র ঘর।

বাইবেলিয়ার আদি পুস্তক (৩২ঃ ১২/৩০) অনুযায়ী যকোব সদাপ্রভুর সাথে যুদ্ধ করিয়াই জয়ী হইয়াছিলেন। ফলে সদাপ্রভু তাহার নাম দেন 'ইসরাঈল' হিব্রুতে ইসরা অর্থ যুদ্ধকারী আর 'ইল' হল আল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধকারী। আমরা এই পুস্তকের এক স্থানে এই বিষয়ে আলোচনা করিব। আল্লাহ্র সহিত কোন নবীই যুদ্ধ করেননি এমন বিকৃত তথ্য প্রচলিত বাইবেলে পরিবেশন করা হইয়াছে।

যীশু কর্তৃক সহায় পবিত্র আত্মা'র পর্যালোচনা

পারাক্লীতস সম্পর্কে আগেও আলোচনা করিয়া পাঠকদের কিছুটা ধারণা দিয়াছি। এখানেও কিছু আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। ইহুদীদের হাতে যীশুর গ্রেফতার হওয়ার আগে এবং লাষ্ট-সাপরের শেষ পর্যায়ে তিনি একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তাঁহার যে নির্দেশ ও বিধান এবং তাঁহার তিরোধানের পর কোন পথ নির্দেশককে অনুসরণ করিতে হইবে সেই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত হইয়াছে। গ্রীক বাইবেলিয়া এই পথ নির্দেশকে পাক্লীতস বলা হইয়াছে।

গ্রীক বাইবেল অনুবাদ আকারে লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া 'পারাক্লীতস' শব্দটিকে বাংলা বাইবেলিয়ায় কখনও সহায় পবিত্র আত্মা আবার কখনও সত্যের আত্মারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য আমরা অধুনা প্রচলিত

www.waytojannah.com

বাইবেলগুলিতে অর্থাৎ পবিত্রাত্মা বা পাক রূহ বলিয়া যে কথাটা দেখিতে পাই তাহা বাইবেলে পরবর্তীকালের সংযোজন। প্রকৃতপক্ষে ইহা মূল বাইবেলিয়ার যে বাণীতে যীশুর পরে আরেকজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছিল তাহা ধামাচাপ দেয়ার অপচেষ্টা। যুগে যুগেই ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে। যাহারা নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মের অবমাননা করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই এবং দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ধুরন্ধর ধর্মযাজকেরা এর বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। লিটল ডিকশনারী অব দি নিউ টেষ্টামেন্ট গ্রন্থটিতে যোহন লিখিত সুসমাচারের গ্রীক পারাক্লীতস শব্দটি বিকৃত ব্যাখ্যায় যে কারসাজি খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা করিয়াছেন তাহা এখানে তুলিয়া ধরা হইল। বর্তমান প্রচলিত যে বাইবেলগুলি বিদ্যমান আছে তাহাতে যোহন লিখিত সুসমাচারের পারাক্লীতস শব্দটি সুকৌশলে বাদ দিয়া বা পবিত্র আত্মা শব্দটি ব্যবহার করিয়া ধর্মযাজকেরা শান্তি পায়নি। পবিত্র আত্মা শব্দটির ব্যাখ্যার বিকৃতি সাধন নিমিত্ত খ্রীষ্টান জগতের দিকপাল ধর্মযাজকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। ঠিক তেমনি একটা চেষ্টা করিয়াছেন, টাইকট রচিত লিট ডিকশনারী অব দি নিউ টেষ্টামেন্ট গ্রন্থটিতে।

টাইকট উক্ত গ্রন্থটিতে লিখিয়াছেন– "খ্রীষ্ট পরবর্তী প্রথম শতকে হেলেনিক ইহুদীদের প্রচলিত বাগধারায় পারাক্লীতস শব্দটি একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছিল। এই অর্থটি হইল মধ্যস্থপক্ষ সমর্থক প্রভৃতি। যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে স্পিরিট বা আত্মা পিতা ও পুত্রকে যেভাবে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তদস্থলে পারাক্লীতস বা ক্ষমতাধরপক্ষ সমর্থক সেই আত্মা নিজস্ব ব্রত হিসাবে সেই ভূমিকাই পালন করিবেন। এই আত্মা যীশুর স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং যীশুর বিকল্প হিসাবেই তিনি কাজ করিয়া যাইবেন। বাইবেলিয়ার বর্ণনানুযায়ী খ্রীষ্টকে ক্রুস বিদ্ধ করা হইল। তিনি আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছিলেন এলী। এলী। লামা শিভক্তনী। অর্থ- হে আমার এলী (আল্লাহ্) হে আমার এলী (আল্লাহ্) কেন আমায় পরিত্যাগ করিলে।

ট্রাইকটের ব্যাখ্যাটি একটি মনগড়া ব্যাখ্যা এবং এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যোহনের মূল গ্রীক ভাষায় রচিত বাইবেলটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে লাষ্ট সাপারের ভাষণে যীশু সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে 'যদি তোমরা

Contents

আমাকে ভালবাস তবে তোমরা আমার আদেশ মানিবে এবং আমি পিতাকে বলিব তিনি তোমাদের জন্য আমার মত আরেক জনকে পাঠাইবেন যিনি চিরকাল তোমাদের মধ্যে থাকিবেন।'

যীশুর এই বক্তব্যটি যাহা যোহন তাহার মূল গ্রীক ভাষায় রচিত বাইবেলটিতে উল্লেখ করিয়াছেন সেখানে পারাক্লীতস সাথে এ্যাকুয়ো এবং লালিও এই দুইটি গ্রীক ক্রিয়াপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ্যাকুয়ো ও লালিও যাহাকে বাংলা ভাষায় বলা যায় বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি। সুতরাং ট্রাটকট রচিত লিটল ডিকশনারী অব দি নিউ টেষ্টামেন্ট গ্রন্থটিতে যে বক্তব্যগুলি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা মোটেই পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব নয় বরং তাহা যীশুর মত আরেকজন রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। সুতরাং ইহাতেই বোঝা যায় যীশু বাস্তবিকই একজন রক্ত-মাংসের মানুষ আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন।

যোহনের সুসমাচারের ১৪ ও ১৬ পদগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, যীশু বলিয়াছেন- "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় (পারাক্লীতস) তোমাদিগকে দিবেন।" এখানে যীশু সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ঠিক তেমনিভাবে আর একজন মধ্যস্থতাকারী জগতের বুকে প্রেরণ করা হইবে, যেমনভাবে যীশু নিজে দুনিয়ার বুকে ঈশ্বরের পক্ষ হইতে মানুষের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাইবেলিয়ার নতুন নিয়মের ১৪ থেকে ১৭ অধ্যায়ে বার বার একজন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠানোর বিষয়ে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া যে বক্তব্যগুলি পরিবেশিত হইয়াছে তাহা আর আলোচনা করার প্রয়োজন আমি দেখছি না। কারণ, যোহনের সুসমাচারে যে পারাক্লীতস-এর কথা বলা হইয়াছে তিনি যে রক্ত-মাংসের মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন- এইকথা খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির পক্ষেই দেখানো সম্ভবপর নয়। সেই ক্ষেত্রে ইহাই বলা যায় যীশুখ্রীষ্ট যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন অর্থাৎ আরেকজন ব্যক্তি দুনিয়াতে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইবেন তিনি যোহনের বর্ণনা অনুসারেই ঈশ্বরের একজন নবী। প্রকৃতপক্ষে বা এই কথাগুলি অনুবাদ সূত্রে প্রক্ষিপ্ত। তবে প্রক্ষেপণটি সুনিপুণ হয় নাই। অবশ্য কোন কোন অনুবাদক ও ভাষ্যকার বলিয়াছেন এই পারাক্লীতস শব্দটির অর্থ মোটেই সঠিক নয় বরং এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করানোর একটি অপচেষ্টা মাত্র। তবে যেভাবেই আমরা বিশ্লেষণ করি না কেন এটা সুস্পষ্ট বোঝা

www.waytojannah.com

যায় যে যীশুখ্রীষ্ট আরেকজন ত্রাণকর্তা বা পয়গম্বরের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। আর এই কারণেই গোটা খ্রীষ্টজগত আজ দ্বিধাবিভক্ত। আসলে বাইবেলিয়ার ভাষ্যকারবৃন্দ এতদিন দিতে পারেননি যে বাইবেলিয়ায় কোন ধরণের বিভ্রান্তি বা বিকৃতি নাই।

এইবার আমি পুরাতন ও নব বিধান অনুযায়ী ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের মেয়াদ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি এবং যীশু কর্তৃক সহায় পবিত্র আত্মার বর্ণনার পাশাপাশি মসির পুরাতন নিয়মে এই ধরণের কোন ইঙ্গিত আছে কিনা ব্যাপারটি জানা প্রয়োজন। পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায়টির দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় মূসা তাঁহার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলিয়াছেন– "তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার মত একজন নবী প্রেরণ করিবেন। তোমরা তাঁহার কথা মান্য করিবে। প্রভু আরও বলিয়াছেন- আমার (প্রভুর) কথাই তাঁহার মুখ দিয়া প্রচারিত করিব। তিনি শুধু তাহাই বলিবেন- যাহা আমি (প্রভু) বলিতে বলিব। আমার (প্রভু) নামে তিনি যে কথা বলিবেন তাহা যে না শুনিবে তাহার কাছ থেকে আমি পরিশোধ লইব।" (তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী ১৮ অধ্যায়ঃ ১৫-১১)

"আমাদের প্রভু যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করেন নাই, প্রভুর নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলিয়া কিংবা দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলিবে সেই ভাববাদী মরিতে হইবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭ ঃ ১৮-২০)

ইহাতে বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃবংশ বনী ইসমাঈলের মধ্যে এক মহানবীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। যিনি সকল কথা 'ঈশ্বরের নাম' লইয়া বলিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে বনী ইসরাঈলের ওপর আবির্ভাব সকল বিধি-বিধান বাতিল হইবে এবং তাঁহাকে গ্রহণ করা সকলের ওপর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। যদি কেউ তাঁহার কথা না শুনে ঈশ্বর বলিয়াছেন তাঁহার কাছ থেকে পরিশোধ গ্রহণ করা হইবে যে কেন ঈশ্বরের আদেশ পালন করেনি। বনী ইসমাঈল বংশীয় মোহাম্মদ সাহেব জগতে একমাত্র ধর্ম প্রবর্তক যাঁহার আনীত ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রত্যেক অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র (ঈশ্বরের) নাম লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। যথা- "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অর্থাৎ শুরু করিতেছি আল্লাহ্‌র (ঈশ্বরের) নামে যিনি পরম করুণাকার ও দয়ালু।" জগতে আর কোন ধর্মগ্রন্থে এই

Contents

ধরণের বিশষত্ব নাই। যীশু খ্রীষ্টের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলিয়ারও এই ধরণের বিশেষত্ব নাই। এখানেই সর্বশেষ গ্রন্থের (কোরআনের) মহিমা উপলব্ধি করা যায়।

প্রভু ঈশ্বরের উপরোক্ত বাক্যে লিখিত আছে যে, যে ভাববাদী প্রভুর নাম লইয়া মিথ্যা বলিবে তাহাকে তিনি স্বয়ং বিনষ্ট করিবেন। ইতিহাস সাক্ষী যে মোহাম্মদ সাহেবের ধর্মের প্রত্যেক কথা ঈশ্বরের নাম লইয়া বলা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাঁহাকে বিনষ্ট করেন নাই। এমনকি, তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য সমস্ত আরববাসী ইহুদী সম্প্রদায় এবং মহাপরাক্রান্ত পারস্য ও খ্রীষ্টান রোমক রাজ্যের মিলিত প্রচেষ্টাকেও সদা প্রভু চরমভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুত নবী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন। সুতরাং ওপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আশা করি একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট হয় যে মোশির বর্ণনায় প্রতিশ্রুত নবী অবশ্যই যীশুখ্রীষ্ট নয় বরং তিনি মোহাম্মদ সাহেব যিনি বনী ইসরাঈলের ভ্রাতা বনী ইসমাঈল বংশে আবির্ভুত হইয়াছিলেন।

যীশুখ্রীষ্টও তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করিয়াছেন এবং তৌরাত যে বনী ইসরাঈল বংশে আবির্ভুত শেষ নবী হিসাবে যীশুখ্রীষ্টের আগমন ঘটিবে ইহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিশ্রুত নবী যিনি বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃবংশ অর্থাৎ বনী ইসমাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে অবগত করাইবেন তিনি হইলেন যীশুর বর্ণিত সেই পরাক্লীতস বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাহেব অর্থাৎ হিন্দুধর্মে বর্ণিত কল্কি অবতার। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টকে তাই মোশির পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায় ১৮-২০ পদে ওপরে ১০ম দফার বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থন করিয়া বলিতে শোনা যায় যে প্রতিশ্রুত ভাববাদী বনী ইসরাঈল বংশে আবির্ভুত হইবেন। যেমন নতুন নিয়মের প্রেরিতদের সাক্ষ্যে লিখিত আছে- মোশি বলিয়াছিলেন- "প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা বলিবেন সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে। আর এইরূপ হইবে যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, প্রজা লোকদের মধ্য হইতে সে উচ্ছিন্ন হইবে।" (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ ঃ ৩ঃ ২২-২৩)

যীশু ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহার পরলোক গমনের পর প্রতিশ্রুত মহানবী আবির্ভুত হইবেন এবং তিনি ঈশ্বরের নিকট যাহা শ্রবণ করিবেন কেবল উহাই শুনাইবেন- "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার

www.waytojannah.com

যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই প্রতিশ্রুত শান্তি দাতা (সহায় পবিত্রাত্মা) তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগতকে চেতনা দিবেন। তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা ছিল কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পারবে না। পরন্ত তিনি সত্যের আত্মা যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে পূর্ণ সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। (যোহন ১৬ঃ ৭-১৩)

"আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব এবং তিনি তোমাদিগকে আরেকজন সহায় পাঠাইয়া দিবেন যেন তিনি চিরকাল তোমাদের মধ্যে চির বিরাজমান থাকেন।" (যোহন ১৪ঃ১৬)

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহাকে প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন বাইবেলিয়া বিভিন্নভাবে মূল গ্রীক ভাষায় লিখিত পারাক্লীতস শব্দটিকে উপস্থাপন করা হইয়াছে। যেমন- সহায় আত্মা পবিত্র জগতের শান্তিদাতা, সত্যের আত্মা ইত্যাদি। তবে যেভাবেই হোক বাইবেল লেখকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ শব্দটিকে বাদ দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

তবে এতকিছুর পরেও কিন্তু ঈশ্বর ও বিশ্বনবীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে দেননি। যেমনঃ নতুন নিয়ম পাঠ করিয়া কেউ যদি মনে করে হযরত মোহাম্মদ সাহেব সহায় আত্মা হিসাবে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন তবে তর্কশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী বলা যাইতে পারে ব্যাপারটা সঠিক, কারণ তিনি হইলেন সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট আবির্ভূত শেষ নবী। কারণ ইতোপূর্বে সমস্ত নবী-রাসূলগণ কোন বিশেষ গোত্র বা বংশে আবির্ভূত হইয়া ঈশ্বরের বিধানকে প্রচার করার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন আর বিশ্বনবী হিসাবে আবির্ভূত হইয়া পরবর্তী নবীগণের সহায়ক হিসাবে কাজ করিয়া ঈশ্বরের বিধানের পূর্ণতা দিয়াছেন। আবার কেউ যদি মনে করে হযরত মোহাম্মদ সাহেব পবিত্র আত্মা লাভ করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাহা হইলেও ব্যাপারটি সঠিক। কারণ ঈশ্বরের (আল্লাহ্) প্রত্যেক নবীই নিষ্পাপ এবং পবিত্র। নতুন নিয়মে কেউ যদি জগতের শান্তিদাতা শব্দটি দেখিয়া মনে করেন হযরত মোহাম্মদ সাহেব জগতের শান্তিদাতা তাহা

Contents

হইলেও সঠিক। কারণ কোরআনের ভাষায়ও ঈশ্বর তাঁহাকে রহমাতুল্লিল আলামীন বা জগতের জন্য রহমতস্বরূপ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আবার কেউ যদি মনে করেন যে, তিনি সত্যের আত্মা তাহা হইলেও ব্যাপারটি সঠিক। কারণ আরবগণ দ্বারা প্রদত্ত তাঁহার যৌবনকালীন উপাধি ছিল আল আমীন। যাহার অর্থ সত্যবাদী। ওপরোল্লিখিত মতে যীশুখ্রীষ্ট ইহাও বলিয়াছেন যে তিনিই পূর্ণ সত্য দান করিবেন। তাঁহার কল্যাণ চিরস্থায়ী হইবে এবং তাঁহাকে গ্রহণ করা যীশুখ্রীষ্টের অনুসারীগণের ওপর বাধ্যতামূলক। যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ না করিবে তাহারা বিনষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যীশুখ্রীষ্টের নিজের উক্তি অনুযায়ী তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের হারান মেষের নির্ধারিত সময়ের জন্য উদ্ধারকর্তা এবং হযরত মোহাম্মদ সাহেবই বনী আদমের হারান মেষের অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির চির উদ্ধারকর্তা। আর এই কারণেই যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বনী ইসরাঈল ব্যতিরেকে অপর জাতির নিকটই প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যেমন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না এবং ইসরাঈলকূলের হারান মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর যে স্বর্গরাজ্যে সন্নিকটই হইল। (মথি ১০ঃ২-৭)

অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট একমাত্র ইহুদী জাতির (বনী ইসরাঈল) প্রতি প্রেরিত নবী এবং তিনি তাঁহার বাণী প্রচারের জন্য শিষ্যদেরকে কেবলমাত্র ইহুদীদের নিকট যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সুতরাং জগতের সমস্ত খ্রীষ্টানদের নিকট আমার প্রশ্ন, খ্রীষ্টধর্মে বিজাতীয়গণের কোন আশ্রয়ের স্থান যেহেতু নাই তাহার পরেও কেন তাহারা জগতের সমস্ত মানুষকে খ্রীষ্টান বানানোর জন্য ভাওতাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে? প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ইহা কি যীশুখ্রীষ্টে শিক্ষাকে অবমাননা করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন নয়? প্রকৃতপক্ষে সেন্টপলের বিভ্রান্তিকর হস্তক্ষেপের কারণে যীশুখ্রীষ্টের খ্রীষ্টবাদ পোলের পলাইনবাদে রূপান্তরিত হইয়া একটি জগাখিচুরী মার্কা ধর্মে পরিণত হইয়াছে। যেমন লিখিত আছে– "তখন পৌল বাক্যে নিবিষ্ট ছিলেন, যীশুই যে খ্রীষ্ট, ইহার প্রমাণ ইহুদিগকে দিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা প্রতিরোধ ও নিন্দা করাতে তিনি বস্ত্র ঝাড়িয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রক্ত

www.waytojannah.com

Contents

তোমাদেরই মস্তকে বর্তুক, আমি শুনি, এখন অবধি আমি পরজাতীয়দের নিকটে চলিলাম।" (প্রেরিতদের কার্য ১৮ঃ ৫-৭)

অতএব, দেখা যায় একই গ্রন্থ বাইবেলিয়া যীশু এবং পলের পরস্পরবিরোধী ধর্মতত্ত্বকে স্থান দিয়া খোদ নতুন নিয়মকেই স্ববিরোধী ও বিতর্কিত করিয়া তোলা হইয়াছে। যে যীশু তাঁহার শিষ্যদের পরজাতীয়দের নিকট যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই যীশুর বাণীকে নর্দমায় নিক্ষেপ করিয়া পৌল পরজাতীয়দের নিকট যাওয়ার জন্য নতুন আদেশ জারি করিয়াছেন। সুতরাং যীশুখ্রীষ্টের বাণী ও শিক্ষাকে অমান্য করার পরে অনুসারীদিগকে খ্রীষ্টান বলিয়া অভিহিত না করিয়া তাহার পরিবর্তে পলের অনুগামী বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত নয় কি? এইসব কথা আমার পক্ষে যুক্তির আলোকেই বলা সঙ্গত মনে করিয়া উল্লেখ করিলাম যেহেতু আমি সত্য প্রচারে কাহারো পক্ষপাতিত্ব করি না।

ওপরোক্ত আলোচনায় ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া ওঠিয়াছে বাইবেলিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থনে যে ভাবী নবীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা একমাত্র মোহাম্মদ সাহেবের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। তিনিই ঈশ্বরের প্রেরিত পবিত্র কোরআনকে জগদ্বাসীর সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা চিরকাল অবিকৃত থাকিবে এবং যেমনভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল তেমনভাবেই জগতে অধীত হইয়া আসিতেছে। তিনিই যীশুর মাতাকে অপবাদমুক্ত এবং যীশুকে তাঁহার আসলরূপে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কোরআনে যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের একজন সম্মানিত নবী হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই কোরআনকে অনুধাবন করিলে পৌলের কারসাজি জগতের সামনে ধরা পড়ে যে কি করিয়া তিনি ঈশ্বরেয় একজন সম্মানিত নবীকে অপমানিত করিয়াছেন। তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিল গ্রন্থে যে প্রতিশ্রুত নবীর কথা বলা হইয়াছে কোরআনে তাঁহার দৃঢ় সমর্থন রহিয়াছে। যেমন কোরআনে বাইবেলিয়ার যীশুর বাণীকে এইভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছেঃ

"আমার পরে যিনি নবী আসিবেন তাঁহার নাম মোহাম্মদ যাঁহার আরেক নাম আহমদ। আমি ইহার সুসংবাদদাতা।" (আল কোরআন, ৬১ঃ ৬) হযরত মোহাম্মদ সাহেব দুনিয়ায় আগমনের কথা হযরত ইব্রাহীম, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত মূসা, হযরত ঈসা প্রমুখ প্রত্যেক নবীই অবগত ছিলেন এবং তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

www.waytojannah.com

Contents

সাধারণভাবে পূর্ববর্তী নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর ফল হিসাবে পরবর্তী নবীর আগমন ঘটে কিন্তু হযরত মোহাম্মদ সাহেবকে যেহেতু প্রতিশ্রুত শেষ নবী (বিশ্বনবী) হিসাবে ঈশ্বর পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন সেহেতু প্রত্যেক নবীর কাছেই তিনি বিশ্বনবীর পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর এই কারণেই প্রতিশ্রুত সেরা নবীর জন্মগ্রহণের ব্যাপারে সকলেই অপেক্ষায় ছিলেন। এই ব্যাপারে আমি তৎকালীন আরবের তৌরাত ধর্মে বিশ্বাসী সুপ্রসিদ্ধ কবি হাসসান ইবনে সাবিত-এর ঐতিহাসিক বর্ণনাটি তুলিয়া ধরার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। মদীনার সুপ্রসিদ্ধ কবি হাসসান ইবনে সাবিত বলিয়াছেন– "আমার বয়স যখন সাত বৎসর, কথাবার্তা সবই বুঝি তখন হঠাৎ একদিন দেখিলাম যে একজন ইহুদী মদীনার একটি উচ্চ টিলার ওপরে দাঁড়াইয়া অন্যান্য ইহুদীদেরকে আহ্বান করিতেছে। ইহুদীগণ সেখানে সমবেত হইলে সে বলিল, "আজ রাত্রিতে আসমানের আঙ্গিনায় পবিত্র তৌরাতের বর্ণনানুযায়ী প্রতিশ্রুত নবী আহমদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

কোরআনে বলা হইয়াছে ঃ "ওহে গ্রন্থধারী (বনী ইসরাঈল)-গণ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার রাসূল হযরত মোহাম্মদ (পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে) প্রতিশ্রুত নবী আগমন করিয়াছেন। তোমরা কিতাবের (তাওরাত-ইঞ্জিলের) যেসব অংশ গোপন করিয়াছ তাহা হইতে অনেক কিছুই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।" (সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ১৫) সবচাইতে চিত্তাকর্ষক বিষয় বার্নাসের বাইবেল Gospel of Bornabas Chapters ৩৯, ৪৪, ৫৪, ৫৫, ৭২, ২২০)-এ মোহাম্মদ এর নামের উল্লেখ থাকিলেও পৌলবাদে বিশ্বাসী বর্তমানে প্রচলিত খ্রীষ্ট সমাজ এই ব্যাপারে উদাসীন। মোহাম্মদের পর আর কোন নবী আসিবেন না। (Chapter ৯৭) ইহাও বর্ণিত হইয়াছে উক্ত বার্নাসের বাইবেলিয়ায়।"

এখানে উল্লেখ করার বিষয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মগ্রন্থই বিকৃত হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ বিনষ্ট হইলেও একমাত্র কোরআন বিনষ্ট হওয়ার কোন আশংকা নাই। কারণ পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কোরআন পঠিত হইতেছে। ফলে কোরআন নাযিলের সময়কাল হইতে এখন পর্যন্ত একই ধারা বিরাজমান। একমাত্র পৃথিবীতে প্রভুর বাণী কোরআনই সত্য পথের পথপ্রদর্শক। যাই হোক প্রত্যক্ষ ওপরোক্ত যেভাবেই হোক মোহাম্মদ সাহেবের নাম পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। (অনুবাদক)

www.waytojannah.com

Contents

ঈশ্বর প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনে সম্মানিত নবী-রাসূলগণ

ঈশ্বর এই পৃথিবী মানব বসতির জন্যই সুসজ্জিত করিয়াছেন। আদি মানবের জন্য স্বর্গলোকে। পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ সময়ের বসবাস শেষে সকলকে সাবেক জন্মস্থান স্বর্গলোকেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। সীমাবদ্ধ হইলেও জীবন যাহাতে সুন্দর হয়, শান্তিপূর্ণ হয়, তাৎপর্যমণ্ডিত হয়, সর্বোপরি সীমিত জীবন-সাধনের মাধ্যমেই শেষ গন্তব্য অনন্ত জীবনে যাহাতে শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করা যায় সেই যোগ্যতাটুকু অর্জন করাই মানব জীবনের চরম ও পরম সাফল্য।

পৃথিবীর বুকে মানব বসতি স্থির হওয়ার পর পার্থিব জীবনের সুস্থ্যতা এবং পারত্রিক জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার মত একটা কার্যকর নীতিমালা প্রদান করাই ছিল ঈশ্বরের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যেই ঈশ্বর প্রতি যুগে একদল মহৎ ব্যক্তিকে স্বর্গীয় শিক্ষার বাহকরূপে মানব সমাজে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সব পবিত্রতা এবং হক-ইনসাফের যে অনুভূতিটুকু পাওয়া যায় সেই সবই কোন না কোনভাবে নবী-রাসূলগণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সহিত সম্পর্কিত। এই বিশাল সৃষ্টিজগতের পশ্চাতে একজন স্রষ্টার ও নিয়ন্ত্রণকারীর সুনিপূর্ণ হাত কার্যকর, এই বাস্তব ধারণা এবং তৎসঙ্গে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতির অনুভূতি একান্তভাবেই নবী-রাসূগণের প্রদত্ত শিক্ষারই উত্তরাধিকার।

নবী-রাসূলগণ মানুষের মধ্য হইতেই নির্বাচিত ও প্রেরিত হইতেন। তাঁহাদের সকলেই ছিলেন স্ব-স্ব যুগের সর্বোত্তম মানুষ। তাঁহারা ছিলেন ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত মানব। ঈশ্বরের সেই সন্তুষ্টির বাস্তব অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে ছিল। সৃষ্টিগত দিক দিয়া তাঁহারা মানুষের পর্যায়ভুক্ত হইলেও আত্মিক দিক হইতে তাঁহাদের অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। সর্বকালের সেরা মনীষী দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর ভাষায়- "একই প্রাণিজগতের অন্দর্ভুক্ত হওয়ার পরও সাধারণ একটি ইতরপ্রাণী এবং একজন মানুষের মধ্যে যে তফাত, সর্বোত্তম মেধাসম্পন্ন একজন মানুষ ও ঈশ্বর প্রেরিত একজন নবীর মধ্যকার ব্যবধানটা অনেকটা সেই পর্যায়ের। নবুয়ত একান্তভাবেই ঈশ্বর প্রদত্ত একটি বৈশিষ্ট্য। চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে কেউ এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতে সক্ষম নয়।

www.waytojannah.com

Contents

ঈশ্বরের বাণী কাহার ওপর নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে, তাহা ঈশ্বর জ্ঞান ও ইচ্ছানির্ভর বিষয়। (সূরা আনআম- ১২৪)

ইহা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে দান করেন। (সূরা জুমআ-৪)

নবী-রাসূলগণের সবাই ছিলেন পাপ-পংকিলতার স্পর্শমুক্ত এবং সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে সুসংরক্ষিত। পাপের কলুষ-কালিমায় আচ্ছন্ন মানবগোষ্ঠীকে উদ্ধার এবং পথহারাদেরকে পথের দিশা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজেদেরই যদি পাপে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত কিংবা ভুল-ত্রুটি হইতে যদি তাঁহাদেরকে মুক্ত রাখা না হইতা তবে তাঁহাদের পক্ষে পথ প্রদর্শনের মহান দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হইতে কিরূপে? যে ব্যক্তি নিজেই অন্ধকারে নিমজ্জিত তাহার পক্ষে অন্যকে পথের সন্ধান দেওয়া সম্ভব হইতে পারে না। মানব সমাজে অনেক কালজয়ী সংস্কারক এবং বিপ্লব সংগঠনকারী স্বরণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সবাই ছিলেন সততা ও পূতচরিত্রের আদর্শ। (সূরা আল-আনআম- ৮৫)

ইঁহাদের আমি নির্বাচিত করিয়াছিলাম এবং বিশুদ্ধ পথ ও পন্থায় পরিচালিত করিয়াছিলাম। (সূরা আল-আনআম-৮৭)

নবী-রাসূলগণ প্রতিটি কাজকর্মে ঈশ্বর প্রদত্ত পথপ্রদর্শক বা পথ-নির্দেশনার অধীন ছিলেন। নিজের কোন খেয়াল-খুশির অনুসরণ তাঁহারা কখনও করেননি। তাঁহারা তাহাই বলিতেন যাহা তাঁহাদেরকে ঈশ্বর পক্ষ হইতে নির্দেশ করা হইত।

কোরআনের ভাষ্য ঃ তিনি (নবী) তাঁহার খেয়াল-খুশিমত কোন কথা বলেন না। তাই তিনি বলেন, যা ঈশ্বরের পক্ষ হইতে নবী-রাসূলগণের নিকট পর্যন্ত বাণী পৌছানোর মাধ্যম ছিলেন ফেরেশতা নামক নিতান্ত শক্তিমান এক মাধ্যম। ঈশ্বরের পক্ষ হইতে দৌত্যকর্মে নিয়োজিত ফেরেশতার নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি ছিল না। নিতান্ত অনুগত এই দূতগণ যথাযথভাবেই ঈশ্বরের পক্ষ হইতে প্রেরিত বাণী নবী-রাসূলগণের নিকট পৌছাইয়া দিতেন।

কোরআনের সাক্ষ্য ঃ এই কিতাব এমন সত্তার দ্বারা লিখিত। যাঁহারা সম্মানিত এবং বিশেষভাবে মনোনীত। (সূরা আবাসা- ১৫, ১৬)

www.waytojannah.com

তাঁহাদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়, সেই বিষয়ে কখনও ঈশ্বরের অবাধ্যতা করেন না, তাঁহারা তাই করেন যে বিষয়ে নির্দেশিত হয়। (সূরা তাহরীম-৬)

ঈশ্বরের পক্ষ হইতে ফেরেশতার মাধ্যমে নবীগণের নিকট প্রেরিত বার্তাকে পরিভাষায় ওহী বলে। ওহী শব্দটির আভিধানিক অর্থ ইঙ্গিত করা, অন্তরে কোন বিষয় স্থাপন করা, বার্তা প্রেরণ, একে অন্যকে চুপি চুপি কিছু বলা, ইশারা-ইঙ্গিতে অন্যের অন্তরে কোন ভাব সৃষ্টি করা, মুখে কিছু না বলিয়া অন্যকে কোন কিছু বুঝাইয়া দেওয়া। যদি সেই ইঙ্গিত সশব্দও হয় তবুও এতই গোপনীয় যে তাহা তৃতীয় কাহারও কর্ণগোচর না হয়। তবে, ইসলামী পরিভাষায় ওহী বলা হয়, ঈশ্বর নবী-রাসূলগণের নিকট যে বার্তা প্রেরণ করেন, শুধু ইহাকেই।

ঈশ্বরের পক্ষ হইতে নবী-রাসূলগণের প্রতি যে ওহী নাযিল করা হইত, তন্মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অবকাশ তাঁহাদের ছিল না। যদি কোন নবী এইরূপ ইচ্ছাও করিতেন, তবুও তাঁহাদের পক্ষে সেই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। ঈশ্বরের বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তাঁহাদের সেই পদক্ষেপ ভণ্ডুল করিয়া দিতেন। এমন কি, কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এইরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করার সাথে সাথেই তাঁহাদের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া যাইত। বলা হইয়াছে- যদি (কোন নবী) নিজের পক্ষ হইতে কোন কথা মিলাইয়া কোন কিছু করার উদ্যোগ গ্রহণ করিতেন তবে অবশ্যই তাঁহার হাত চাপিয়া ধরা হইত, এমনকি তাহার ধমনীর প্রধান রগটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইত এবং আমার এই কঠোর ব্যবস্থা হইতে কেউ তাহাকে বাঁচাইতে পারিত না। (সূরা আল-হাক্কাহ-৪৪-৪৭)

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈশ্বরের পক্ষ হইতে বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থা বলবত ছিল। শয়তানের মন্ত্রণা এবং মানব-দানবরূপী শত্রুদের সকল অপচেষ্টা হইতে ঈশ্বর তাঁহাদেরকে সুরক্ষা করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কোরআনে বলা হইয়াছে– যদি আপনার প্রতি স্রষ্টা বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিত, তবে একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছিল। উহারা অবশ্য নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করা ছাড়া অন্য কোন কিছু করিতে পারিত না। পরন্তু আপনার কোন ক্ষতি করার সাধ্য উহাদের ছিল না। (সূরা আন-নিসা-১১৩)

নবী-রাসূলগণের সামনে একমাত্র ঈশ্বরের সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোনই লক্ষ্য থাকিত না। তাঁহারা অকল্পনীয় শ্রম-সাধনার বিনিময়ে পার্থিব কোন স্বার্থ

Contents

কামনা করিতেন না। তাঁহাদের সামনে ছিল শুধুমাত্র ঈশ্বরের সন্তুষ্টি এবং মানুষের সংশোধন, তাকওয়া-পরহেজগারী! ধন-সম্পদ, কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব প্রভৃতির আকাঙ্খা ইত্যাদি হইতে তাঁহারা সর্বতোভাবেই দূরে ছিলেন। একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই তাঁহারা বিনিময় প্রাপ্তির আশা করিতেন। তাঁহাদের সেই আকাঙ্খা কোরআনের ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। হে আমার জাতি-সম্প্রদায়! আমার এই কর্মের কোন বিনিময় তোমাদের নিকট আমি চাই না। আমার প্রাপ্য বিনিময় একমাত্র তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

হে আমার জাতি! আমি আমার এই কর্মের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রকার ধন-সম্পদ কামনা করি না। আমার প্রাপ্য একমাত্র স্রষ্টার দিক। -(সূরা হুদ-২৯)

দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং সংস্কারকগণ নিঃসন্দেহে মানব জাতির বিশেষ উপকার করিয়া থাকেন। কিন্তু নবী-রাসূলগণের দ্বারা যে সংস্কার হইয়াছে, তাহা অন্যান্যদের সংস্কার কর্মের সাথে তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, নবী-রাসূলগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষা মানব-জীবনের প্রতিটি দিককেই আলোকিত করিয়াছে। অবশ্য নবী-রাসূল সম্পর্কিত এই ধারণা পবিত্র কোরআনের আলোকেই মানুষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহুদীরা মনে করিত, যে ব্যক্তি কিছু আগাম কথা বলিতে পারে এবং যাঁহার দোয়া বা বদদোয়া কার্যকর হইয়া যায়, তিনিই নবী। যে কারণে জ্যোতিষ বা ভবিষ্যত বক্তা এবং অতীন্দ্রিয়বাদীরা ইহুদী জগনগণের নিকট নবী-রাসূলের চাইতে অনেক বেশি মর্যাদা লাভ করিত। বাইবেল অনুসারী নাসারাদের এবং বেদ-পুরাণ অনুসারীদের মধ্যে নবী-রাসূল সম্পর্কিত ধারণা খুব একটা সুস্পষ্ট নয়। খ্রীষ্টানরা তাহাদের নবীকে পরম উপাস্যের অংশ বিশেষ, তাঁহার পুত্র এবং সমগুণ সম্পন্ন বলিয়াও বিশ্বাস করে। অন্যদিকে খোদ বাইবেল এইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায় যে আমার আগে যারা বার্তাবাহকরূপে আসিয়াছিল, তাহারা চোর এবং ডাকাত ছিল।

কল্কি অবতার বা শেষ নবী দুনিয়াবাসীকে বুঝাইছেন যে নবীগণের সকলেই ছিলেন পথপ্রদর্শক, সতর্ককারী, ঈশ্বরের পথে আহ্বানকারী, সুসংবাদ প্রদানকারী, শিক্ষক, প্রচারক, আলোকবর্তিকাবাহী, ঈশ্বরের গুণাবলীর

www.waytojannah.com

Contents

সহিত মানজাতির আত্মার সংশোধনকারী, শাসক অবশ্য অনুসরণীয়, সত্য-ন্যায়ের নির্দেশদাতা এবং অসত্য অন্যায় কাজে বাধাদানকারী। সর্বোপরি নবী-রাসূলগণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা ব্যক্তিত্ব এবং এবং অনুপম চরিত্রের অধিকারী।

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই মনে করিত যে একমাত্র তাহাদের আবাস্থলটি এমন পবিত্র ভূমি যেখানে আধ্যাত্মিক সংস্কারক ভাববাদী তথা নবী-রাসূল আবির্ভূত হওয়ার উপযোগী এবং অন্যসব জাতিই ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। আর্যাবর্তের পুরুত একমাত্র আর্যভূমিকেই দেবতাগণের অবতরণস্থলরূপে গণ্য করিত। জরথ্রুষ্টের অনুসারীগণ একমাত্র ইরান ব্যতীত দুনিয়ার অন্যান্য সকল অঞ্চলকেই অভিশপ্ত ভূমিরূপে গণ্য করিত। ইহুদীরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের সন্তানরূপে বিবেচনা করিত এবং উহাদের ছাড়া অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবী-রাসূলের আগমন ঘটিতে পারে, এই কথা বিশ্বাস করিত না। এই ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের ধারণাও ছিল অভিন্ন। ইসলামের নবী দুনিয়াবাসীকে বুঝাইয়াছেন যে ভাষা-বর্ণ-গোত্র, দেশ-জাতি প্রভৃতির বিভিন্নতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিতান্তই অর্থহীন। দুনিয়ার সকল মানুষই তাঁহার সৃষ্টি এবং সকলের কল্যাণ তাঁহার সমভাবে কাম্য। তিনি দুনিয়ার সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেই নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। সকল জাতিকেই তিনি পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু পথ প্রদর্শনের আলো হইতে কাউকেই বঞ্চিত করেননি। পবিত্র কোরআনের সাক্ষ্য হইতেছে-

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নিকটই রাসূলের আগমন হইয়াছে। (সূরা ইউনুস, ৪৭)

প্রত্যেক জাতির প্রতিই আমি রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা নাহল, ৩৬)

এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে সতর্ককারী আসে নাই।

(সূরা ফাতহ, ২৪)

আমি সব রাসূলই তাঁহাদের জাতির ভাষায় সবকিছু বর্ণনা করার দায়িত্ব দিয়া প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা ইবরাহীম, ৪)

নবুয়তের ধারাবাহিকতা প্রথম মানব হযরত আদম হইতে শুরু হইয়াছে এবং শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাহেব পর্যন্ত আসিয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। নবীগণের মোট সংখ্যা কত ছিল তা বলা দূরহ। কোরআন এবং হাদীসে স্বল্প সংখ্যক নবীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গ এবং

www.waytojannah.com

অব্যবহিত আগের আসমানী কিতাব তওরাত, যবুর এবং ইঞ্জিল যেসব নবীর মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায়, তাঁহাদের কথাই প্রধানত প্রাসঙ্গিকভাবে কোরআন-হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে। নবী-রাসূলের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আবার কোন কোন সূত্রে এর কম-বেশির উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার অর্থই হইল প্রকৃত সংখ্যাটা জানানো হয়নি। এই কারণেই যাঁহাদের নাম কোরআন-হাদীসে উল্লেখিত হয় নাই, শুধুমাত্র সেই কয়জনকেই সরাসরি নবী বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

এই ছাড়াও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আবির্ভূত যেসব মহা-মানবের নাম মানুষের স্মৃতি পরম্পরায় পাওয়া যায়, তাঁহাদের সম্পর্কে আমরা কোন অবস্থাতেই স্থির নিশ্চিত হইতে পারি না যে, তাঁহারা ঈশ্বরের পক্ষ হইতে প্রেরিত নবী ছিলেন বা ছিলেন না। তবে তাঁহাদের অনেকেরই নবী হওয়ার সম্ভাবনাও অস্বীকারও করা যায় না।

ইসলামের শিক্ষা প্রত্যেক নবী-রাসূলের সম্মান করা একান্ত কর্তব্য ফরয। দুর্ভাগ্যবশত একমাত্র মুসলমানগণ ছাড়া অন্য অনেক ধর্মাবলম্বীই ঈশ্বরের প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে মর্যাদা দিতে পরাননুখ। যদি তাহা হইত তাহা হইলে কল্কি অবতার আগমন সংবাদ বেদে বাইবেলে অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ থাকার পরও মুসলমান ব্যতিত অন্য ধর্মাবলম্বীদের কেন হুশ হইতেছেনা। ইহুদীরা হযরত মূসা ছাড়া অন্য কোন নবীর প্রতি স্বীকৃতি প্রদানও জরুরী মনে করে না। ব্রাহ্মণরা দুনিয়ার অন্য সকল মানুষকে ম্লেচ্ছ জ্ঞান করাটাই পরম ধার্মিকতা জ্ঞান করে। খ্রীষ্টানরা ইসলামের নবীর প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই একটা ধর্মীয় দায়িত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। সাধারণত কোন একটি বিশেষ ধর্মের লোকেরা তাহাদের নিজস্ব বৃত্তের বাইরে অন্য কোন নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয়তা মোটেও অনুভব করে না। কিন্তু মুসলমানগণ তাহা পারে না। তাঁহাদের ওপর প্রত্যেক নবীর প্রতি সম্মান করা জরুরী। কাউকে মানা এবং কাউকে অস্বীকার করা মুসলমানদের ঈমানের পরিপন্থী! (সূরা নিসার ১৫০ ও ১৫১নং আয়াতে নবী-রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্যকারীদেরকে সরাসরি কাফের বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদবীর ভাষায়- কাহারও পক্ষে যে পর্যন্ত নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচিত করাই সম্ভব হয় না যে পর্যন্ত সে নবী আদম হইতে শুরু করিয়া সকল নবী-রাসূলকেই সমান মর্যাদা প্রদান এবং প্রত্যেককেই মানবীয় চরিত্রের সর্বোচ্চ

Contents

স্তরে অধিষ্ঠিত ও সততা ন্যায়-পরায়ণতা ও সত্যবাদিতার পরিপূর্ণ আদর্শরূপে বিশ্বাস করে। তৎসঙ্গে এই বিশ্বাসও দৃঢ়মূল রাখিতে হইবে যে প্রতি যুগেই দুনিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে ঈশ্বর নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেককেই মান্য করা তেমনি অপরিহার্য, যেমন ঈশ্বরকে মান্য করা। (সীরাতুন্নবী ৪র্থ খণ্ড)

সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নবী-রাসূলগণ মানুষ সমাজেই জন্মেছিলেন; ঈশ্বরের পুত্র, দেবদূত বা অবতার ছিলেন না। স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মত গুণসম্পন্ন কোন সত্তারূপে নবী-রাসূলগণকে মানিয়া নিলে যেমন একত্ববাদের কোন তাৎপর্যই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি নবী-রাসূলগণের পক্ষেও মানব সমাজের অনুসরণযোগ্যতা পরিপূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়। যদি তাঁহারা মানুষই না হইবেন তাহা হইলে মানুষের পক্ষে তাঁহাদেরকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করা সম্ভব হইবে কিরূপে? নবী ঈসার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া-মায়া, কিন্তু যদি মুহূর্তের জন্যও মানিয়া নেওয়া হয় যে নবী ঈসা মানবজাতির কেউ ছিলেন না, মানুষের ঈশ্বরের অংশ ছিলেন, তখন তাঁহার পূতচরিত অনুসরণ করার বিন্দুমাত্র উৎসাহ কোন মানব সন্তানের মধ্যে অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। কেননা, ঈশ্বর বা তাঁহার স্বগোত্রীয় কাহারও আদেশ মান্য করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা বাতুলতা বই কিছু হইতে পারে না।

খ্রীষ্টানরা নবী ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বা মানবরূপে স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকাশ বলিয়া দাবি করে। প্রমাণস্বরূপ তাঁহার কয়েকটি প্রকাশ্য অলৌকিক কথা উল্লেখ করিয়া উহাদের এই দাবী মানিয়া নিলে, বাইবেলে উল্লেখিত অন্য কয়েকজন নবীর অলৌকিকতা যথা মৃতকে জীবিতকরণ, দুরারোগ্য ব্যাধি স্পর্শের মাধ্যমেই নিরাময়করণ এবং সমুদ্রের পানি যষ্ঠির আঘাতে দুই ভাগ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি যাহাদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের সকলকে কি খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন?

নবী-রাসূলগণ মানুষের মধ্য হইতেই মনোনীত হইয়াছেন এবং মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনযাত্রা অনুসরণ করা সমগ্র মানবজাতির ওপর অপরিহার্য করা হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনযাত্রা যদি পরিপূর্ণ মানবীয় না হইত, তাহা হইলে তাঁহাদেরকে অনুসরণ করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইত না।

www.waytojannah.com

Contents

নবীগণের দায়িত্ব ছিল মানবজাতিকে ঈশ্বর মনোনীত পথে নিয়া আসা কৃতিত্বে পরিবর্তন সাধন তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল না। মাটির মানুষের চরিত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টি করাই ছিল তাঁহাদের সাফল্য।

কোরআন যখন নাযিল হইয়াছে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে কোন মানুষের পক্ষেই ঈশ্বরের পক্ষ হইতে বাণী প্রচারক হয়ে আসা সম্ভব নয়। আসমানী বার্তাবাহক ফেরেশতা বা অতি মানবীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন সত্তার পক্ষেই হওয়া সম্ভব। কোরআনের ভাষায় স্রষ্টার পক্ষ হইতে পথ প্রদর্শন আসার পরও এমন একটি ধারণাই লোকজনকে ঈমানের পথ হইতে বিরত রাখিয়াছিল যে তাঁহারা বলিত- একজন রক্ত-মাংসের মানুষকে ঈশ্বর তাঁহার বাণী প্রচারকরূপে প্রেরণ করিতে যাইবেন কেন? "বলুন, যদি পৃথিবীর বুকে ফেরেশতারা বসবাস এবং বিচরণ করিত, তবে অবশ্যই আমি কোন ফেরেশতাকেই তাহাদের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করিতাম।" (সূরা বনী ইসরাইল, ৯৪-৯৫)

অতপর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হইয়াছে– "আমি তাহাদের এমন অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করিনি যাহাতে তাঁহাদের আহার গ্রহণ করিতে না হয় বা চিরদিন তাঁহারা জীবিত থাকেন।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ৮)

"এবং আপনার আগে আমি যাঁহাদেরকে নবী বা রাসূল মনোনীত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম তাঁহারাও লোকালয়ের অধিবাসী এক একজন মানুষই ছিলেন।" (সূরা ইউসুফ, ১০৯)

ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত রাসূলগণ যে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের হইতে পারে না, এইরূপ অলীক বিশ্বাস সুপ্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। মানুষ যেন বিশ্বাসই করিতে পারিত না যে মহাশক্তির আধার অদৃশ্য সত্তা মহান ঈশ্বরের একজন মানব-সন্তানকে কেন তাঁহার পক্ষ হইতে দৌত্যকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করিতে যাইবেন? পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঈশ্বরের নবী হযরত নূহ এইরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার জনগোষ্ঠীর লোকেরা বলিয়াছে- আমাদের দৃষ্টিতে আপনি আমাদের ন্যায় একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। সুতরাং আপনি ঈশ্বরের পক্ষ হইতে বার্তাবাহক হইয়া আসিলেন কি করিয়া? (সূরা হুদ, ২৭)

নবী নূহ তাঁহার লোকদের এই প্রশ্নের জবাবে বলেন- আমি এই কথা বলি না যে আমার অধিকারে ঈশ্বরের ধনভাণ্ডার রহিয়াছে। আমি অদৃশ্যের খবরও রাখি না এবং আমি ফেরেশতা নই। (সূরা হুদ, ৩১)

www.waytojannah.com

Contents

ঈসাও তাঁহার লোকদের সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, 'আমি ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ বান্দা! আমাকে ঈশ্বর কিতাব দান করিয়াছেন এবং নবী বানাইয়াছেন।' (সূরা মারিয়ম, ৩০)

শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাহের প্রতি পদেপদেই অনুরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিভ্রান্ত একটি শ্রেণী প্রথম হইতেই প্রমাণ করিয়াছে নবী হইবেন নূরের সৃষ্টি। তিনি সত্তাগতভাবেই অদৃশ্যের অধিকারী হইবেন। বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন উত্থাপন করিত, ঈশ্বর কি একজন মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? (অর্থাৎ ইহা কি করিয়া সম্ভব?) (সূরা ইসরাঈল, ৯৪)

একজন মানুষ কি করিয়া আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করিবেন? (সূরা তাগাবুন)

ইহারা বলাবলি করে, এই কেমন রাসূল, (আমাদের মতই) খাওয়া-দাওয়া করেন এবং বাজারে চলাফেরা করেন? যদি ইনি রাসূলই হইতেন তাহা হইলে তাঁহার সাথে একজন ফেরেশতা কেন দেওয়া হইলনা যিনি লোকজনকে ভয় দেখাইতে পারিতেন কিংবা তাঁহাকে বড় ধরণের একটা ধনভাণ্ডার দিয়া -দিলেও তো হইত! (সূরা আল ফুরকান, ৭-৮)

নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে কাল পরম্পরায় যে ভুল ধারণার ধারাবাহিকতা চলিয়া আসিয়াছিল সেই সবের অপনোদন করার লক্ষ্যেই মহাগ্রন্থ আল কোরআনে শেষ নবী রাসূল হযরত মোহাম্মদ সাহেবের মুখে বার বার প্রকাশ করা হইয়াছে যে ঈশ্বর সব কয়জন নবী-রাসূলই মানবকূলের মধ্য হইতে প্রেরণ করিয়াছেন। শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলও একজন মানবসন্তান ছিলেন। সর্বপ্রকার মানবীয় বৈশিষ্ট্যই তাঁহার ছিল। তাঁহাকে অতিমানব বা দেবদূত জাতীয় কোন কিছু মনে করা মোটেও ঠিক হইবে না। যেমন, বলা হইয়াছে, 'আমি একজন মানুষ এবং ঈশ্বরের পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূল।'

(সূরা বনী ইসরাঈল, ৯৩)

'হে রাসূল! আপনি ইহাদের বলিয়া দিন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট এই মর্মে ওহী নাযিল হয় যে নিঃসন্দেহে তোমাদের উপাস্য হইতেছেন একক উপাস্য।' (সূরা কাহফ, ১১৩)

'মোহাম্মদ একজন রাসূল ও বৈ অন্য কিছু নয়। তাঁহার আগেও অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হইয়াছেন।' (সূরা আলে-ইমরান, ১৪৪)

সেই আদি যুগে নবী নূহ তাঁহার জনগোষ্ঠীর সামনে নিজের যে পরিচিতি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাহেবকেও প্রায়

www.waytojannah.com

অভিন্ন কথা তাঁহার জনগণের মধ্যে ঘোষণা করিতে হইয়াছে। ইহার অর্থ ঈশ্বরের পক্ষ হইতে প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে সাধারণ মানুষ সব সময়ই সব ধরণের ঐশীশক্তির অংশিদার প্রবল প্রতাপান্বিত এক সত্তারূপে কল্পনা করতেই পছন্দ করিয়াছে। আর নির্ভেজাল একত্ববাদের শিক্ষা প্রচারকারী নবী-রাসূলগণ মানুষকে বুঝাইয়াছেন যে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সকল শক্তির মূল উৎস একমাত্র মহান স্রষ্টার প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি প্রয়োজন অনুপাতে শক্তি দান করিয়া থাকেন। সত্তাগতভাবে নবী-রাসূলগণ বিশেষ কোন শক্তির কেন্দ্র নহেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ আপনি বলিয়া দিন, তোমাদেরকে আমি এই কথা বলি না যে আমার নিকট স্রষ্টার ধনভাণ্ডার রহিয়াছে। আর আমি অদৃশ্যর খবরও জানি না। অথবা এই কথা বলিব না যে আমি ফেরেশতা প্রজাতির কেউ। আমি শুধুমাত্র তাই অনুসরণ করি, যাহা আমাকে প্রত্যাদেশ করা হয়। (সূরা আনআম, ৫০)

আপনি বলিয়া দিন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজের ভালমন্দেরও অধিকার রাখি না যদি আমি গায়েবের ইলমের মালিক হইতাম তাহা হইলে নিজের লাভ ও সুবিধার ক্ষেত্রে সব সময় অগ্রগামী থাকিতাম। আর কখনও কোন অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

-(সূরা আল-আরাফ, ১৮৮)

দুনিয়ায় প্রেরিত সকল নবী-রাসূল একই ঈশ্বরের পক্ষ হইতে আগত এবং তাঁহাদের সকলের মূল শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। কাল ও পরিবেশের বিভিন্নতার স্বার্থে সাধারণ নীতিমালার মধ্যে সুস্পষ্ট কিছু বিভিন্নতা ছিল না। শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাহেব কর্তৃক প্রচারিত দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে কোরআনে ঘোষণা হইতেছে, তিনি তোমাদের জন্যও দ্বীনের যে পথই নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যে নির্দেশ নূহকে দেওয়া হইয়াছিল আর যাহা আপনার প্রতি নির্দেশ করিয়াছি, আর যাহা নির্দেশ করা হইয়াছিল। ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার প্রতিও। (সূরা আশ-শুরা-১৩)

মোটকথা, নবী-রাসূল সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার সার সংক্ষেপ হইতেছে এই "নবী-রাসূলগণ স্বয়ং স্রষ্টা তাঁহার কোন অংশ, পরিবারের সদস্য ইত্যাদি কিছুই ছিলেন না। অতিমানব ধরণের কোন দেবদূত, ঈশ্বরের সহিত সমকক্ষতার দাবিদার কোন সত্তাও তাঁহারা ছিলেন না। বাইবেল অনুযায়ী ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধে" ও প্রেরণ করা হইত, সেই কারণে মানব

www.waytojannah.com

প্রজন্মের মধ্য হইতে তাঁহাদেরকে নির্বাচিত ও বিশেষ স্রষ্টা প্রদত্ত ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত করা হইয়াছিল। মানুষের মধ্যেই তাঁহারা জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। মানবজাতির জন্য যে জীবন ঈশ্বর পছন্দ করিয়াছেন, সেই জীবনযাপন আদর্শরূপে অনুমোদন করা হইয়াছে। তাঁহারা অনুসরণীয় ছিলেন এবং একমাত্র তাঁহাদের অনুসরণের মধ্যেই মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।

(আমরা এতক্ষণ ঈশ্বর প্রেরিত বার্তাবাহকসহ কল্কি অবতার মোহাম্মদ সাহেবের আলোচনা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করিলাম। আশা করি এই আলোচনার মাধ্যমেই প্রত্যেকের কাছে শাস্ত্রীয় নির্দেশ দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া সৎ পথের দিশা লাভ করিবে। –(অনুবাদক)

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সত্যের প্রকাশ

গৌতমবুদ্ধ (৫৬৭-৪৯৫ খৃঃ পূঃ)। এ ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘানিকায়া'-তে ঘোষণা করা হয়েছেঃ মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন তাঁর নাম হবে মেত্তেয় (মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।

এখানে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেহ বুঝানো হইয়াছে। কারণ, গৌতমের পরে তিনি একমাত্র ধর্ম প্রচারক যিনি জগতের করুণা বা রাহমাতুল্লীল আলামীন হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'মৈত্রেয়' এর অর্থ হচ্ছে– করুণার আধার বা সকলেরই মিত্র। সিংহল হইতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত তথ্যেও ওপরের কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

ভিক্ষু আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদেরকে উপদেশ দিবে? বুদ্ধ বলিলেনঃ আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসিবেন- আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করিবেন।" আনন্দ জিজ্ঞাস করিলেন ঃ তাঁকে আমরা কিভাবে চিনতে পারিব? বুদ্ধ বলিলেনঃ তাঁর নাম হইবে মৈত্রেয়। (গসপল অব বুদ্ধা কৃত কেরাস)

শিখ ধর্মের নির্দেশনা

শিখ ধর্মের প্রবর্তক হইলেন গুরু নানক। (১৪৬৯-১৫৩৮)। তাঁর উপদেশবাসী 'জনম সাথী ভাই বালা' পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। গুরু

নানক বলেনঃ 'বর্তমানে বেদপুরাণের যুগ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে কোরআনই জগদ্বাসীর একমাত্র পথপ্রদর্শক ঐশীগ্রন্থ। মানুষ কেন বর্তমানে অশান্তিময় এবং নরকের পথে ধাবমান ইহার একমাত্র কারণ এই যে নবীর ওপর তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস নাই।'

শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব' এর ১৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ঃ

"কলমাইক পুকারোয়া দোজাহানের কোয়ী
যো কহেম নাপাক হ্যায়, দোজখজওন সোয়ী।"

অর্থাৎ "একমাত্র কলেমা তৈয়াব সতত পড়িবে, উহা ভিন্ন সঙ্গের সাথী কিছু নাই। যে উহা না পড়িবে সে দোজখে যাইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

তৌরিত জবুর ইঞ্জিল তেরো পড়হ শূন দেখে বেদ
রহি কুরআন কেতাব কলি যুগ মে পরওয়ার।"

অর্থাৎ "তৌরিত, জবুর, ইঞ্জিল ও বেদ পড়িয়া দেখিয়াছি। কিন্তু এই কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ 'যাহা কলি যুগে মানবের মুক্তি দিতে একমাত্র সমর্থ।"

গ্রন্থ সাহেবের ১নং মহল্লায় ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ঃ

"হজ্জুত রাহে শয়দান দি কিতা জিনহা কবুল
সো ওরগে ডোহিনা লে করে না সাফায়াৎ রসূল।"

অর্থাৎ 'যে সব লোক সৎ ত্যাগ করিয়াছে শয়তানীর পথে, রাসূল তাহাদের শাফায়াত করিবেন না।'

গ্রন্থ সাহেবের ২২১ পৃষ্ঠার বলা হয়েছেঃ

"ফরিদা বে-নামাজা কুতেরা এ ভিন্নরিৎ
কভি চর না আয়া পঞ্চে ভক্ত মজিদ।"

অর্থাৎ 'হে ফরিদ! বে-নামাজীর স্বভাব ঠিক কুকুরের ন্যায় যে রত থাকে সমুদয় পার্থিব অপবিত্রতায়, পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য যে একবারও যায় না মসজিদে।'

ইহুদী ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও খৃষ্টধর্ম গ্রন্থ ইঞ্জিলে সর্বশেষ নবী তাওরারাতে বা পুরাতন বাইবেলে এ মহামন্বিত ও মহাপ্রশংসিত শেষ নবীর বিভিন্ন গুণাবলীর সঙ্গে তিনি কোন দেশে আবির্ভূত হইবেন তাও বর্ণিত হইয়াছে যাহা পাঠ করিয়া মহা নবীর পরিচয় অনায়াসেই লাভ করিতে পারা যায়। যেমন–

Contents

(ক) হযরত মূসার বর্ণনা "সদা প্রভু সনীয় হইতে আসিলেন সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদয় হইলেন পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন।' (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ঃ২)

"সনীয়" পর্বতে হযরত মূসা নবী হওয়ার আদেশ পাইয়াছিলেন, "সেয়ীর" পর্বতের হযরত ঈসা নবী হওয়ার আদেশ পাইয়াছিলেন, 'পারণ পর্বতে' (আরবীতে হেরা) হযরত মোহাম্মদ সাহেব নবী হওয়ার প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন।

(খ) "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সাদৃশ্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লাইব। (১৮ঃ১৮,১৯)

এখানে চিহ্নিত 'ভ্রাতৃগণ' দ্বারা বনি ইসরাঈল ও 'আমার বাক্য' দ্বারা কোরআন বুঝাইয়াছেন; কারণ কোরআনের প্রত্যেক সূরা আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ হইয়াছে।

কোরআন ঘোষণা করিয়াছে যে- "আর স্মরণ কর মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা যা সে বলিয়াছিলঃ হে বনি ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে ঈশ্বরের প্রেরিত রাসূল; আমি সত্যততা স্বীকারকারী সেই তাওরাতের যাহা আমার পূর্বে তা এবং বিদ্যমান আছে এবং আমি সুসংবাদাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসিবেন এবং যাহার নাম হইবে আহমদ।"

(সূরা আসসাহফঃ ৬)

নবী ঈসা এর এই কথা ঐ সুসংবাদের প্রতি ইংগিত যাহা রাসূল সম্পর্কে নবী মূসা তাঁহার জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

এক নবীর আবির্ভাব ঘটাব ঃ 'প্রভু তোমাদের খোদা তোমাদের মধ্য থেকেই অর্থাৎ তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমারই মত একজন নবীর আবির্ভাব ঘটাইবেন। তোমরা তাহার কথা মানিয়া চল। এইসব তোমাদের সেই দোয়ার ফল যাহা তোমরা হোরেবের সমাবেশে তোমাদের প্রভুর কাছে করিয়াছিলে। তোমরা দোয়া করিয়াছিল যে, আমাকে যেন পুণরায় আমার প্রভুর আওয়াজ শুনিতে না হয় আর না এমন কোন মহা অগ্নি

www.waytojannah.com

Contents

দেখিতে পাই যাহাতে করিয়া আমি মরিয়া যাই এবং প্রভু আমাকে বলিলেন তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছে ঠিকই বলিয়াছে। আমি তাহাদের জন্য তাহাদেরই তাহাদেরই ভাইদের মধ্য হইতে তোমার মতন একজন নবীর আবির্ভাব করিব এবং আমার বাণী তাহার মুখে নিক্ষেপ করিব এবং যাহা বলিব, যাহা যাহারা শুনিবে না, আমি তাহাদের হিসাব নিব।"

(তওরাতের পঞ্চম Deutronomy ১৮ঃ ১৫-১৯)

তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীঃ এ ইচ্ছা তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা নবী মুহাম্মদ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আরোপিত হইতে পারে না। ইহা নবী মূসা তাঁহার জাতিকে ঈশ্বর এই নির্দেশ পৌছাইয়া দিয়া "আমি তোমার জন্য তোমার ভাইদের মধ্যে হইতে একজন নবীর আবির্ভাব করিব।" প্রকাশ থাকে যে, বনি ইসরাঈলের বংশীয় ভাই হল বনি ইসমাঈল। এ উভয় গোত্রই ইবরাহীম-এর বংশধর। আর নবী মোহাম্মদ সাহেব বনি ইসমাঈলের অন্তর্গত ছিলেন।

পৌত্তলিকতা ধর্ম নয়

মানবজাতির স্রষ্টা এক পরমেশ্বর। মানবজাতির আদি পিতাও এক আদি মাতাও এক। মানবজাতির আদিপিতার নাম আদম এবং মাতার নাম হব্যবতী (হাওয়া)। এজন্য মানুষকে আদমী বলা হয়। আদমকে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়। তাঁহাকে আদেশনামা প্রদান করা হয়। আরবীতে এই আদেশনামাকে সহীফা বলা হয়। আদমের মাধ্যমে মানবজাতিকে যে নির্দেশ দান করা হয় কোরআনের ভাষায় তা এইঃ আমার নিকট হইতে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌছাইবে, যাহারা আমার সেই বিধান মানিয়া চলিবে, তাহাদের জন্য কোন চিন্তা ও ভাবনার কারণ থাকিবে না আর যাহারা তাহা গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করিবে তাহারা নিশ্চয়ই নরকবাসী হইবে এবং সেখানে তাহারা চিরদিন থাকিবে। (সূরা বাকারা, ৩৮,৩৯)

এই নির্দেশানুয়ায়ী মানবসন্তান একে অপরের অনুগত ছিল। পরে আদম সন্তানের মধ্যে স্বার্থের কারণে বিরোধের সৃষ্টি হয়। আদমের এক ছেলে আর ছেলেকে হত্যা করে। কোরআনে এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। ঈশ্বর ভীরুতার পরিবর্তে স্বার্থন্ধতা তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করে।

www.waytojannah.com

এই বাড়াবাড়ি হইতেই দল উপদলের সৃষ্টি হয়। এই দল-উপদলকেই ধর্মীয় মাহাত্ম্য দান করা হয়। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ পাঠান হয় এবং তাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বরের নির্দেশনামাও পাঠানো হয় এবং তাদের সকলকেই দলীয় আনুগত্য পরিহার করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। আরবীতে এই ঈশ্বরানুগত্যকে 'ইসলাম' বলা হয়। অন্য ভাষায় এর নাম ইসলাম না হয়ে অন্য কিছু হইতে পারে কিন্তু মূল স্পিরিট একই থাকে। ঈসার বা যীশুখৃষ্টের অনুসারীদের নাম মুসলমান ছিল না, কোরআনের ভাষায় তাহাদের নাম ছিল নাসারা বা হাওয়াবী। এই নাসারা বা হাওয়ারী, মুসলমান প্রভৃতি শব্দগত দিক দিয়া বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অর্থগত দিক দিয়া এক। ভারতে এই মুসলামনদের নাম ছিল অনার্য, অসুর, জৈন, বৌদ্ধ। অন্য ভাষাগোষ্ঠীতে তাহাদের নাম ছিল অন্যরকম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একই ধর্মের মানুষ ছিলেন। তাহাদের স্রষ্টার নামও বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ছিল। আরবীতে এক আল্লাহরই (ঈশ্বরের) শত নাম কিন্তু তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্ (ঈশ্বরের) শতনামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তাঁহার নাম রহমান-আহিম, খালেক, মালেক, আরও অনেক। এই আল্লাহ্র (ঈশ্বরের) নাম যদি ভিন্ন ভাষায় হরি, অহুর মাজদা, খোদা প্রভৃতি হয় তাহা হইলে তাহার মধ্যে মৌলিক ফারাক কিছু নেই। হরিসেবক, খোদাভক্ত ও আল্লাহ্ওয়ালারা নামে বিভিন্ন হলেও মূলত এক ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বকারী। সুতরাং তাহারা সকলেই মুসলমান। মুসলমান কোন জাত, সম্প্রদায়ের নাম নয়। এটা একটা গুণবাচক নাম। এক ঈশ্বরের আনুগত্য, ঈশ্বর প্রেরিত সমসাময়িক নবীর অনুরসণ করলেই সে মুসলমান বা স্রষ্টানুগত। কোরআন এই সত্যের দিকে বারবার ইংগিত করিয়াছে। বলা হইয়াছে– তোমাদের নাম পূর্বেও মুসলমান ছিল।

কোরআন আসার আগে বাইবেল, তওরাত, জবুর ও অন্যান্য ঐশীগ্রন্থের অনুসারীরা মুসলমান ছিলেন। মোহাম্মদ সাহেবের পূর্বে যে অগণিত নবী আসিয়াছিলেন বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার সেইসব নবীদের অনুসারীরা মুসলমান ছিলেন। কালক্রমে তাঁহারা ঈশ্বরের আনুগত্য বাদ দিয়া, নবীদের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া ভিন্ন দল উপদলে নিজেদের নামাঙ্কিত করে। কেউ নিজেদের পরিচয় দেয় নিজেদের নবীর নামে। দষ্টান্ত স্বরূপ যেমন খৃষ্টানদের কথা বলা যায়। তাহারা যীশুখৃষ্টের নামে

www.waytojannah.com

Contents

নিজেদের পরিচয় দেয়। বুদ্ধ পূজার সূচনা হইবার পর বুদ্ধের অনুসারীদের নাম বৌদ্ধ হইয়াছে। প্রথমে হয়ত তাহাদের নাম ভিন্নতর ছিল। গৌতম বুদ্ধকে ভগবান বলা হয়। তথাগত এর অর্থ তথা হইতে আগত অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত বা প্রেরিত। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন আর্যদের ক্ষত্রিয়কুলে। তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র, অচ্ছুত সকলকেই দীক্ষা দেন। এ সকল গোত্রের মধ্য হইতে যাহারা তাঁহার অনুসারী হইয়া যায় তিনি তাহাদের নিয়া এক সংঘ করেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদের সম্ভবত 'শ্রমণ' আখ্যাদেন যারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জৈন, শূদ্র ও অচ্ছুতদের থেকে স্বতন্ত্র এক ভ্রাতৃমণ্ডলী। গোষ্ঠী হিসেবে আর্যরা যাহাদের মধ্যে সর্দার ছিলেন ব্রাহ্মণরা, তাহাদের গৌতম বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেননি যেমন ইহুদীরা মোহাম্মদ সাহেবের ধর্ম গ্রহণ করেনি। যদিও কিছু আর্য ও ইহুদী মোহাম্মদ সাহেবের ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা ঈশ্বরের পথ থেকে মানুষকে বিরত করে তাহারা কল্যাণ পায়না বরং সত্যবিরোধিতার ফলে তাহারা লাঞ্ছিত হয়। গৌতম বুদ্ধের হাতে আর্য ব্রাহ্মণরা হতমান হয় যেমন হতমান হয় ইহুদীরা। ইহুদীরা যেমন ইসলাম ধর্ম ও তার প্রবক্তা মোহাম্মদ সাহেবের প্রতি জাতক্রোধের বশবর্তী হয় অনুরূপ জাতক্রোধের বশবর্তী হয় আর্য ব্রাহ্মণরা। কারণ ইহুদীদের মত তাহাদের নেতৃত্বেও শেষ হইয়া যায় গৌতম বুদ্ধের আভিজাত্যের কারণে। তাই ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত চক্রান্ত চালাইয়া যায়। এতে বহুদল উপদল সৃষ্টি হয়। সত্য ধ্বংস হয়। একত্ববাদ (নবীদের আগমন তত্ত্ব) আখিরাত (পরকালতত্ত্ব) এমনভাবে বিকৃত হয় যে এক সুস্পষ্ট নবী, অধিকৃত ঐশীগ্রন্থের অনুসারী হওয়া ছাড়া প্রকৃত সত্যে অনুসারী হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। এমনই অবস্থা হইয়াছিল আরবের ও আরববাসীর। কোরআন তাহাদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত করায় এইভাবে সূরা বাকারা-২১৩ (শ্লোকে) বলা হইয়াছে- "প্রথম দিকে সমস্ত মানুষই একই পন্থার অনুসারী ছিল। উত্তরকালে এই অবস্থা বর্তমান থাকিতে পারে নাই বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন ঈশ্বর নবী প্রেরণ করিলেন। তাহারা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বক্র পথের পথিকদের জন্য শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী ছিল এবং তাহাদের সংগে সত্যগ্রন্থ নাযিল করেন; যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মত বিরেধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার

www.waytojannah.com

Contents

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারে। (এইসব) মতবিরোধ এই কারণে সৃষ্টি হয় নাই যে প্রথম দিকে লোকদিগকে প্রকৃত সত্যের কথা জানাইয়া দেওয়া হয় নাই। মতবিরোধ তাহারাই করিয়াছিল, যাহাদিগকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করান হইয়াছিল। তাহারা উজ্জ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এই জন্যই সত্যকে ছাড়িয়া বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেই দৃঢ়সংকল্প ছিল। অতএব, যাহারা নবীদের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ঈশ্বর নিজের অনুমতিক্রমে সেই সত্যের পথ দেখাইলেন, যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। বস্তুত ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন সত্যের পথ দেখাইয়া দেন।"

মোহাম্মদ সাহেব পৌরহিত্যবাদ ভাঙ্গিয়া দেন। অনুরূপভাবে গৌতমবুদ্ধ আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদ শেষ করেন। ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের সাথে ইসলামের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সত্য ও সত্য বিকৃতির কারণে। আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যও অনুরূপ। আর্যরা নবী নূহের বিকৃত অনুসারী যেমন ইহুদীরা নবী ইবরাহীমের বিকৃত অনুসারী। ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেননা, খৃষ্টানও ছিলেননা তথাপি উভয়ই নবী ইবরাহীমকে তাদের দলের লোক বলিয়া মনে করিতেন অথচ ইহুদী ও খৃষ্টানরা একত্ববাদকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। আর নবী ইবরাহীম ছিলেন প্রকৃত একত্ববাদী। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের দুশমন। সুতরাং তিনি ইহুদী ও খৃষ্টান হইতে পারেন না। এই হচ্ছে কোরআনের যুক্তি। অনুরূপভাবে আর্যরা মনহু বা নূহের অনুসারী হইতে পারে না। মনুও তাহাদের দলভুক্ত হইতে পারেন না। কারণ, মনু সূর্য পূজারী ছিলেন না, ছিলেন ঈশ্বরপূজারী। তাহারা মনুকে, মনুর বিধানকে বিকৃত করিয়াছে। যাহার ফলে বিকৃত মনুর বিধান আজ বিকৃত। আসল মনু সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কোরআন বলে, "স্রষ্টা আদম, নূহ ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদিগকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই একই সূত্রে গাঁথা ছিল, একজন অপরজনের বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ঈশ্বর শোনেন ও সবকিছু জানেন।" (সূরা ইমরান, ৩৩-৩৪)

অতএব দেখা যায় যে আর্যরা নবী নূহের সাথে সম্পর্ক রাখিলেও তাঁর শিক্ষা থেকে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিল যেমন ইবরাহীমের সাথে সম্পর্কের

www.waytojannah.com

Contents

দাবী করিলেও আরবের কোরেশরা ইবরাহীমের থেকে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। এমনই অবস্থা হইয়াছিল ইহুদী ও খৃষ্টানদের। এরা সবাই আদমের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। ইবরাহীম নূহের শিক্ষার পুনরুজ্জীবনকারী ছিলেন। অনুরূপ কাজ করিয়াছিলেন ইমরান বংশের মূসা ও ঈসা ঐ একই কাজ করিয়াছিলেন মোহাম্মদ সাহেব। তিনি নবী আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসার সত্য শিক্ষার অনুসারী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও আদমের শিক্ষার মধ্যে দেশকালগত ফারাক ভিন্ন কোন মৌল পার্থক্য ছিলনা। তাঁদের সকলের ধর্ম ছিল ইসলাম বা ঈশ্বর একান্ত অনুবর্তিতা। মোহাম্মদ সাহেব ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন। ইসলাম ষষ্ঠ শতকের ধর্ম নয় বরং ইসলাম শাশ্বত ধর্ম। অনার্যরা এই শাশ্বত ধর্ম ইসলামের অনুসারী ছিল। তাহারা আদমের বংশধর ও তাঁর ধর্মের অনুসারী ছিল। আদমের পুত্র শীশ তাহাদের নবী ছিলেন। ঈশ্বরের করুণাসিক্ত হওয়ার ফলে তাহারা উন্নতিও করিয়াছিল।

উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতিও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল। নবী আদমকে তাহারা সকল দেবের প্রধান অর্থাৎ সকল সম্মানিত ব্যক্তির প্রধান মনে করত। কারণ তিনি ছিলেন মানবজাতির আদিপিতা। এই আদিপিতা শিব থেকে সকল জীবের সৃষ্টি। এ পর্যন্ত ব্যাপার ঠিকই ছিল। তিনি চাষী ছিলেন। তাঁর গরুবাছুর ছিল। ষাঁড় মহাদেবের বাহন ছিল। অনার্যরা কৃষিজীবী ছিল। কিন্তু যখন তাহারা চাষীবাসী পশুপালক বা পশুপতি আদমকে অতিভক্তির বংশে পূজা করতে গেল তখনই আদমকে তাহার মানবীর রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। তাহার ওপর দেবত্ব আরোপ করা হইল। আদি পিতা বিবেচনায় তাঁর লিঙ্গপূজা শুরু হইল। তিনি সৃষ্ট ছিলেন একথা ভুলে তাহাকেই ষাঁড় বানান হইল।

ষাঁড়ের সাথে হাওয়া অর্থাৎ পার্বতীর পূজাও শুরু হল। মহাদেবের লিংগের সাথে পার্বতীর লিংগের পূজাও শুরু হইল। তখন থেকেই অশ্লীলতার চর্চা শুরু হইল। চরিত্রহীনতা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি হইল। অনার্যরা সত্য হারা হইয়া গেল। ঈশ্বরের করুণা বঞ্চিত হয়ে বিকৃত হইয়া গেল। এই বিকৃত মুসলমানদের ওপর স্রষ্টার শাস্তি শুরু হইল। প্রাচীন ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা ধবংস হইল। তাহাদের ভাষা সাহিত্যও ছিল। লিপি ও বর্ণমালাও ছিল কিন্তু আর্যরা সব ধবংস করিয়া দিয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তার পাঠোদ্ধার হয় নাই। হইলে অনেক অনাবিস্কৃত তথ্য জানা যাইত।

www.waytojannah.com

Contents

অনার্যরা আদমের শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং আদমের স্রষ্টাকেও। আদমকে স্রষ্টার আসনে বসিয়েই ক্ষান্ত হইল না তাহারা আদম হাওয়ার কাল্পনিক লিঙ্গকে স্রষ্টায় আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া স্রষ্টার মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। আর্যরা মণুর পূজা করেনি কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করিয়াছে। রাম ও কৃষ্ণের পূজা করিয়াছে। কালী দূর্গার পূজা করিয়াছে। শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছে। জৈন তীর্থংকর ও গৌতম বুদ্ধের কথা শুনেনি। বৌদ্ধরা তাহাদের পতনযুগে গৌতম বুদ্ধের পূজা করিয়াছে। আর্যরাও তাঁকে দশ অবতারের এক অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়াছে। ইহুদীরাও নবীদের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া উজায়েরে পূজা করিয়াছে। খৃষ্টানরা ঈসা ও তাঁর মায়ের পূজা করিয়াছে। কোরআনে ঈশ্বরের এইসব অর্বাচীনতার প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্রষ্টা এইসব অপবিত্র ধারণা হইতে পবিত্র এইকথা বুঝাইতে চান। মোহাম্মদ, আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত কারুর পূজা করেননি। এই পূজা মানবতার অপমান, স্রষ্টায় অপমান। স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের অপমান। পূজা আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী শুধু ঈশ্বর। এই অধিকার কারুর নাই। মোহাম্মদের পূজা পর্যন্ত ঘোরতর অন্যায়। কোরআন ও মোহাম্মদ সাহেবকে মানলে তবেই মানবজাতি আসল সত্যের ধারক বাহক হইতে পারিবে যেমন আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও তাঁদের আনীত শিক্ষাকে মানিয়া মানবজাতি সত্যের পতাকাবাহী হইতে পারিয়াছিল ও মানবতা, দয়া, করুণা, ন্যায়-সুবিচার পাইয়াছিল। আজ সকল ঐশীগ্রন্থের এই মৌল শিক্ষাকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে কোরআনে। এইজন্য ইহাকে উসূল কিতাব বা সব ঐশীগ্রন্থের জননী বলা হইয়াছে। মোহাম্মদ সাহেব এই কিতাবের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করিয়া পূর্ববতী ঐশীগ্রন্থ ও তাহার ধারক-বাহকদের শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। এখন এই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাও তার বাস্তব নমুনা বর্তমান থাকিতে পূর্বতন বিকৃত, অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকে আঁকড়িয়া থাকার অর্থ গোঁড়ামী, পশ্চাদমুখীতা ও মানসিক সংকীর্ণতা ছাড়া কিছুই নয়। এই কাজই করিয়া গিয়াছেন মধ্যযুগে সাধুসন্তগণ ও একালের আর্যসভ্যতায় ধ্বজাধীরগণ। একালের র‍্যাশানালিষ্টগণ দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছে। মুসলমানগণ কিতাব ও নবীর যথার্থ অনুসারী না হওয়ার ফলে আদর্শিক ও বাস্তব দিক থেকে তারাও বিভ্রান্ত ও দিশেহারা। এই দিশেহারা মুসলমান ও সত্য-বঞ্চিত। অমুসলমানরা ইসলামকে জানে একটা নতুন বয়ঃকণ্ঠি ধর্ম হিসাবে

www.waytojannah.com

Contents

আর মোহাম্মদকে জানে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধর্মের আমদানীকারকরূপে অথচ প্রকৃত সত্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্বতন সব ঐশীধর্মের আধুনিক সংস্করণ। ইহার বাইরে যাহা কিছু আছে তার কোন সনদ বা কিছু আছে তার কোন সনদ বা প্রমাণ নেই। তা সব অধর্ম, অপধর্ম। এইজন্য কাদিয়ানী, বাহাই, অপধর্ম। ন্যাশনালিজম, কম্যুনিজম ধর্ম নয়- অধর্ম, ধর্মহীনতা। গান্ধীবাদ, আর্যবাদের নবতর সংস্করণ। অনুরূপভাবে মার্কসবাদ ইহুদীবাদের আধুনিক রূপ। উভয়বাদই ব্যর্থ হইয়াছে। হনুদ ও ইয়াহুদের আঞ্চলিকতাবাদ আগামী দিনে ব্যর্থতার সম্মুখীন হইতে বাধ্য। ব্যর্থতার সম্মুখীন হইবে আরব জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

সত্যের অভাবে প্রতীয়মান সত্যের দিকে সত্যপিপাসু মানুষ ছোটে। তারপর ব্যর্থ হইয়া নিরাশ হইয়া যায়। আবার নতুন প্রতীয়মান সত্যের জন্ম দেয়। তাহাকে নিয়া নাড়াচাড়া করে। আবার তা ফেলিয়া দেয়। সত্য না আসা পর্যন্ত এমনিই হইতে থাকিবে। মানবীয় উদ্যমকে ব্যর্থতার হাত হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব সভ্যানুসারীদের। কিন্তু অত্যাচারীরা সত্যকে বড় ভয় করে। তারা সত্যকে হত্যা করে। শাব্রীয় কথা নির্দেশকে গোপন করে বিকৃত করে, অর্থান্তর ঘটায়। সত্যকে সত্য জেনেও তার বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়না। অপরদিকে বাতিলপন্থীরা সত্য ও সত্যানুসারীদের চরিত্র হরণ করে, অপপ্রচার চালায় ও শক্তি প্রয়োগ করে। আজ সেই একই ইতিহাসের পুণরাবৃত্তি হইতেছে।

আজ না হোক কাল সত্য সামনে আসিবে। ভারতে আদিম একেশ্বরবাদ, যাকে সত্যম বলা হইয়াছে তা সামনে আসিবে। সত্য সামনে আসিলে শিবের স্বরূপও সুস্পষ্ট হইবে। শিবের স্বরূপ সুস্পষ্ট হইলে শিবলিঙ্গের পূজা কেউ করিবেনা বরং শিবের ধর্মের সন্ধান করিবে। শিব আর যাই করুক নিজের লিঙ্গের পূজা করেননি। এ শিবের অপমান। শিবের পত্নিরও অপমান। যখন দেখা যাইবে যে শিব আদম ছিল ও আদম স্রষ্টার প্রতিনিধি ছিল তখন আপনা হইতে ভারতে আত্ম-প্রকাশ ঘটিবে। কারণ সত্য, শিব ও মঙ্গল একে অপরের হাত ধরাধরি করিয়াছে। এই সত্যকে, এই শিবকে ও এই মঙ্গলকে যে চিনিয়ে দিবে এই সত্যপথিকের জন্য অনার্য ভারত অপেক্ষা করছে। যেদিন আর্যভারত জানিতে পারিবে শিব একেশ্বরবাদী ছিল সেদিন সে এইকথা বলিতে লজ্জা পাইবে যে কাবা মন্দির ছিল ও

www.waytojannah.com

সেখানে শিবলিঙ্গের পূজা হইত। ইবরাহীম আদমের মসজিদ কাবাকে পূণঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ সাহেবের সময়ে ইহা মন্দিরে পরিণত হইয়া যায়। তিনি পুনরায় ইহাকে আদম ও ইবরাহীমের মসজিদে পরিণত করেন। প্রকৃত শিব সন্তানের উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন মোহাম্মদ সাহেব। মোহাম্মদ সাহেবকে জানিলে ও মানিলে তবে শিষ্যের যথার্থ পরিচয় জানা যাইবে। মোহাম্মদ সাহেবের ওপর অবতীর্ণ কোরআনে স্রষ্টার শিবের পরিচয় দিয়াছেন। সব শিব সন্তানের জন্য কাবার দ্বার উন্মুক্ত যে শিবের উপাসক না হইয়া শিবের ঈশ্বরের উপাসক হইবে। ভারতে কোটি কোটি অনার্য সন্তান যারা শিবের ঈশ্বরের উপাসক হইয়া শেষ নবীর আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে তারা কাবার হজ্ব (তীর্থযাত্রা) করিয়াছে। যারা এখনও পিছুটান কাটাইতে পারে নাই তাহারাই আক্ষেপে পতিত রহিয়াছে বলা যায়।

হিন্দুধর্মের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদ- এর ১ম খণ্ডে আদি বৈদিক যুগের 'সাম্য' কেমনভাবে বিকৃত হইতে হইতে বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি দৃপ্ত অর্থাৎ তিনি বলেন যে, সেই যুগে সকল বস্তুর ওপর ছিল সকলের সম অধিকার? কিন্তু ক্রমে ক্রমে কিছু ধান্দাবাজ মানুষ কিভাবে সু-কৌশলে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাম্যের বদলে শোষণের রাস্তা করিয়াছিল, তাহার খোলাখুলি বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "প্রথমেই তাহারা স্থানে স্থানে ঘাঁটি করিয়া তাহাতে 'আশ্রম' 'মন্দির' ইত্যাদি নাম দিল। তারপর সেই উপাধিধারীদের সেখানে বসাইয়া তাহাদের দ্বারাই বেদের অপব্যাখা শুরু করিল। সেই বিকৃত অর্থ করেই গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করা হইল। এইভাবে শুরু হইল বিকৃত শাস্ত্রের প্রচার। বেদের সাম্যনীতির ওপর দাঁড়াইয়া বেদের বিশ্লেষণ করিতে করিতে এক এক জন এক এক দিকে 'অভিজ্ঞ হইয়া ওঠিয়াছিল। সেখানে এই ব্রাহ্মণরা, তাহাদের বেদের ওপর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়া সবকিছু ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। জনসাধারণ বুঝিতেই পারিল না, কত বড় ক্ষতি তাহাদের হইয়া গেল। বেদের বিভিন্ন শ্লোক, বিভিন্ন মন্ত্র, বিভিন্ন মূর্তি শিল্প ভাস্কর্য স্থাপত্যের রূপকে যদি আমরা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহাদের রচনা ও

Contents

পরিকল্পনার পিছনে বেদজ্ঞ ঋষিদের দূরদর্শিতা ও তৎকালীন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাই কাজ করিয়াছে। তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, যা কিছু লিখিয়াছেন, যা কিছু করিয়াছেন ..... সব কিছুই তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করিয়াই করিয়াছেন। যেমন– বেদের অনেক শ্লোকই সূর্য, বরুণ, পবণ, বসুমতী প্রভৃতির রূপ-গুণ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে ইহারাই জাতির জীবনের উন্নতির মূল। সুতরাং নিজের হিত যদি চাও, তবে ইহাদের শরণাপন্ন হও। কেন ইহারা একথা বলিলেন? তখন দেশ কৃষিপ্রধান ছিল। আলো, বাতাস, জল, মাটি কৃষির প্রধান উপায়। সুতরাং এ বস্তুগুলি স্মরণ নাও, ক্ষেতের যত্ন নাও। সেচের উন্নতি কর। আরো বাতাসকে যথাযথ কাজে লাগাও। তবে কল্যাণ হইবে, মঙ্গল হইবে, দেশ ধনধান্যে ভরে উঠিবে, কোন অভাব থাকিবে না। বেদে অনুগ্রহের সময় পঞ্চদেবতাকে স্মরণ করিয়া আচমন করার যে বিধি দেওয়া হইয়াছে, তার পিছনেও এই পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম..... যাহাদের বিভিন্ন রূপের বিবর্তনের মধ্যে আমরা আমাদের খাদ্যবদ্রব্য, বস্তু ইত্যাদি পাইতেছি, তাহাদেরই স্মরণ করার কথাই বলা হইয়াছে। এইভাবে প্রতিটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করিলে দেখিবে- সেখানে ভগবান বলিয়াও কিছু বলা হয় নাই, দেবদেবী বলিয়াও কিছু বলা হয় নাই। বরং তাহাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ভবিষ্যত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

এই যে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, তাহাদের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন পরিকল্পনা..... এগুলো তবে কেন হইল? মন্ত্র দ্রষ্টারা যে চিন্তা থেকে শ্লোক রচনা করিয়াছেন, শিল্পী ভাস্কর্য এঁরা আবার ঠিক সেই চিন্তা হইতেই ছবি আঁকিয়াছেন, মূর্তি গড়িয়াছেন। মনের ভাবনা, চিন্তা ধ্যানধারণাকে কেউ কেউ চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কেউ আবার মূর্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। ..... প্রথম মূর্তি তৈরীর পিছনে দেবদেবী, ভগবান, পূজা-পার্বন ইত্যাদির নামগন্ধও ছিল না। সেইগুলো সব পরে আরোপিত হইয়াছে ঐ ধর্ম ব্যবসায়ীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তাহাদেরই দ্বারা। শ্রমজীবীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে মূর্তি শিল্পকেও উৎসাহ দেওয়া হইত। মূর্তিগুলিকে তখন তাঁহারা মূর্তি হিসাবে, পুতুল হিসাবে ভালবাসিত। ঘর সাজাইত। সেই যে স্বার্থান্বেষীরা যাহাদের কথা আগে বলিয়াছি, তাহারা এ সুযোগ ছাড়িল না। তাহারা করিল কি? এইসব মূর্তিকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। মূর্তিগুলির অপব্যাখ্যা করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে

www.waytojannah.com

Contents

লাগিল,..... এইগুলি হইতেছে ভগবানের প্রতিরূপ, বেদজ্ঞ মন্ত্র দ্রষ্টা মুনি-ঋষিরা ধ্যান করিয়া এই মূর্তিগুলি পাইয়াছে, ইহাদেরই শক্তিতে জগত চলিয়াছে। অতএব, এই মূর্তিগুলিকে বিভিন্ন উপাচারে পূজা করিলে, তাহাদের ধ্যান করিলে ভগবান খুশী হইবেন। সুতরাং নিজেদের মঙ্গল যদি চাও, তবে এখানে পূজা দাও, যাগযজ্ঞ কর। পাপমুক্ত হইতে চাও, তবে এখানেই শান্তির ব্যবস্থা কর এভাবে মূর্তিগুলির পূজা হইতে লাগিল।

"সেইভাবের কথার নেশাতেই সৃষ্টি হইল বর্ণভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায় ভেদ; শেষ পর্যন্ত ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, হানাহানি, এমনকি দেশ ভাগ পর্যন্ত। ভেঙ্গে চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল বেদের সাম্যবাদের ভিত্তি।

মূর্তি পূজা রুখিতে না পারিয়া বৈদিক ঋষিরা বৃহত্তর সমাজের সাম্য প্রতিষ্ঠায় বেদের মূল মন্ত্রকে কিভাবে কাজে লাগিবে পথ খুঁজিলেন, "উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াই একটু কৌশল করিলেন। তাঁহারা নেশায় মাতিয়া ওঠিয়াছে, কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ হইয়া গেছে। এখন তাহারা আর ভাল কথা শুনিতে চাইবে না..... নাড়ির গতি বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। যে মূর্তিকে তাহারা দেবতা ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই মূর্তিকে দিয়াই জনগণকে জাগাইতে হইবে। যে মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া ব্যবসায়ীরা ব্যবসার পত্তন করিয়াছে, সেই মূর্তিকে দিয়াই তাহাদের শায়েস্তা করিতে হইবে। তাহারা নূতন করিয়া বিভিন্ন মূর্তির ধ্যান-ধারণা রচনা করিলেন। 'যুগে যুগে' ভগবান দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্যই অস্ত্র হাতে আবির্ভূত হন।" তাহাদের সেই ধ্যানরূপকে শিল্পী-ভাস্কর্য আবার চিত্রের মধ্যে, মূর্তির মধ্যে নতুন রূপ দিল। তাহারা তৈরী করিল শিব, দূর্গা, কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদির মূর্তি। কারুর হাতে দিল ত্রিশূল, কারুর হাতে তলোয়ার, কারুর হাতে দিল খড়্গ, কারো হাতে ধনুর্বাণ, কারো হাতে চক্র, কারোর হাতে গদা। কেউ রক্তবর্ণ, কেউ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কেউ অগ্নির মত দীপ্ত, কেউ রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর। কেউ দশ প্রহরণ ধারিণী হয়ে অসুর দমন করিতেছে, কেউ আবার ক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছে। এইসব মূর্তি দেখিয়া আবার তাহাদের ধ্যান মন্ত্র, জাগার মন্ত্র, রচিত হইল..... তুমিই স্রষ্টা, তুমি ভগবান। জীব কল্যাণে।

মানব কল্যাণে তোমরা এক হাতে বরাভয়, অপর হাতে অস্ত্র নিয়া তুমি জাগো অন্যায়কে উচ্ছেদ করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর। দুষ্ট দমন করিয়া শিষ্টের পালন কর। অসাধুকে বিনাশ করিয়া সাধুকে রক্ষা কর।"

www.waytojannah.com

Contents

ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ

"নতস্য কশ্চিৎ পতিবস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চতস্য লিঙ্গম
স কার নং করনাধিপাধি পো
ন চাহসা কশ্চিজ্জ নিতান চাধিপো।" (শ্বেতাম্বত রোপলিষদ)

এই বিশ্ব চরাচরে সেই পরমেশ্বরের মত কেহ নাই, তাঁহাকে আদেশ দেওয়ার সামর্থও কাহারো নাই। কোন কিছু দর্শনে তাহাকে অনুমান করা যাইতে পারে, এমন কোন বস্তুও এই অসীম জগতে নাই, তিনি সকলের কারণ, সর্ব কারণাধিশ্বর।

"আপনি পাদো যবনো গ্রহিতা
পশ্যত্য চক্ষুঃ সঃ শৃন্রেতা কর্ণ
সর্বোজ্ঞ বিশ্বং ন চতস্যাস্তি বেত্তা তমাহুর গ্রা পুরুষং প্রমাণয়ম।"
(শ্বেতাশ্ব উপনিষদ)

যিনি স্রষ্টা, তিনি হস্ত, পদ, বর্ণ কর্ণ ও আকৃতি বিহীন তিনি সবই দেখেন ও শোনেন তিনিই পরশ্বেররা সৃষ্টিকর্তা।

'এক, সং বিপ্রা বহুবা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতারিন্যান মাহুঃ'
(ঋ, বে, ১-১৬৪-৪৬)

সেই এক পরমসত্তাকে বিবিধ নামে অভিহিত করা হয়।

'এতষ্যের সা বিসৃষ্টি রেষ উহ্যের সর্বে দেবোঃ' (শুক্ল যজুঃ সাহিত্য)

এই পরমেশ্বরই বিশ্ব সৃষ্টির জগতগুরু।

এই শ্লোকগুলিই বৈদিকধর্ম ও দর্শনের একেশ্বরবাদের উৎস।

ঋগবেদ ও শুক্লযজুর্বেদ শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা হইল শ্লোকগুলি সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ভূআত্মা ও জীবার্থ একেশ্বর তত্ত্বের বোধক।

'এতাবানস্য মহিমাতো জায়াংশ্চ পুরুষ।
পদোৎস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্য মৃতং দিবি।'

তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বচরাচর এই পুরুষের মহিমা বিশ্বচরাচরের সকল পদার্থ তাহার একটি অংশ মাত্র। তাঁহার অবশিষ্ট তিন অংশে দ্যুলোক অমৃত হইয়া রহিয়াছে। পরমেশ্বরের এই তত্ত্ব গীতায় নিম্মোক্ত শ্লোকে ভগবদবাণীতে ধ্বনিত হইয়াছে।

www.waytojannah.com

Contents

"বিষ্ণআহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগত।"

পরমেশ্বর বলিতেছেন– "আমি আমার একাংশের দ্বারা সমগ্র বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি।

–('পৌত্তলিকতা ধর্ম নয় এবং হিন্দুধর্মের 'ভগত' শব্দটির শ্রেষ্ঠ সাধকের মন্তব্যটি মোহাম্মদ শামসুজজামান প্রণীত হিন্দুধর্মে ইসলাম প্রসঙ্গ গ্রন্থ থেকে আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত)

বেদ-পুরাণের দৃষ্টিতে ধর্মীয় ঐক্যের জ্যোতি

ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধ গুরুর অনুসরণ করার ফলে অন্ধ কূপে পতিত হয়। সুতরাং এই অধপতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধর্মের সত্য ও প্রকৃত রূপ জানা আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই সত্য জ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? ধর্মের মূল স্রোত তথা মূল কেন্দ্র হইতে। উক্ত মূল হইতেছে-মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিগণ ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সকল বাণী প্রাপ্ত হইয়া যে পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থে উহা সংগৃহীত করিয়াছেন। বহু বিষয় আছে, যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বা অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না, রং ঐশ্বরীক গ্রন্থ হইতে যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়-সেই গ্রন্থ বেদ, বাইবেল এবং কোরআন। উহাদের ওপরই হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং উহাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈষম্য হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেদ প্রাচীন গ্রন্থ। উহার পর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ তথা পুরাণসমূহ বিবেচিত হয়। উক্ত গ্রন্থ দেবর্ষিগণ দ্বারা লিখিত হয়। দেবর্ষি নারদ রচিত ভক্তিসূত্রগুলি আজো উপলব্ধি হয়। ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ পর্বে ব্যাসজি ভবিষ্যত বৃত্তানাদম ও হাওয়া (= এর বৃত্তান্ত) বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জন্য সেই সময়ের বহু ঘটনা মানুষ বুঝিতে পারে না এবং তৎকালীন দেবতা (রাম, হনুমান, শংকর এবং কৃষ্ণ)গণের চরিত্রের মধ্যে বহু অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দেব এবং অসূর চরিত্রে ইহা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মানব-সন্তানগণের অধিকার হইবে জানিতে পারিয়া অষ্টাশী হাজার ঋষি পাহাড়ে চলিয়া যান। ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ বর্গের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা উহা প্রতিপাদন হইতেছে ঃ

আর্যদেশা ক্ষীণবন্তো ম্লেচ্ছবংশা বলান্বিতাঃ।
ভবিষ্যন্তি ভৃগু শ্রেষ্ঠ তস্মাচ্চ ত্বুহিনা চলম।
গত্বা বিষ্ণুং সমারাধ্য গমিষ্যামো হরেঃ পদম।
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে নৈমিষারণ্যে বাসিনঃ।
অষ্টাশীতি সহস্রানি গতাস্তে ত্বুহিনা চলম।

www.waytojannah.com

Contents

ভবিষ্য পুরাণে আদমের পর ঈশ্বর-দূতগণের যে ঐক্যতা বর্ণনা করা হইয়াছে, বাস্তবেও উহা সেইভাবে সংঘটিত হইয়াছে এবং পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ও কোরআনের দ্বারা উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

বাইবেল এবং কোরআনে যে সকল ঈশ্বর-দূতের বর্ণনা করা হইয়াছে, ব্যাসজি সেই সকল বর্ণনা দিয়াছেন। "মনঃ শৃনু ততো গাথাং, ভাবী সুতেন বর্ণিতাম। কলেযুগস্য পূর্ণ তাং তচ্ছত্বা তৃপ্তিমাবহ।" অর্থাৎ হে মন, সূত দ্বারা বর্ণিত কলিযুগের ঘটনা সম্বলিত গাথাগুলি শ্রবণ কর এবং তৃপ্তি লাভ কর। ইহার পর ভবিষ্যতে আদম ও হাওয়া সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। (এই কথার দ্বারা মনে হয় স্রষ্টা মানবজাতি সৃষ্টির আগে ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এইরূপ কোরআনী ধারনা থাকাই যুক্তিসঙ্গত। আর দেবগণের ক্ষেত্রে ফেরেশতা চিন্তা-ভাবনা করাই উচিত।) –(সম্পাদক)

বেদের একেশ্বরবাদ; ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্বে ঈশ্বর দূতগণের বর্ণনা, নূহের সময় জল প্লাবণ, দেব ও অসুরগণের অস্তিত্ব এবং উহাদের পারস্পরিক যুদ্ধ, তাঁহাদের জন্য ঐশ্বরিক বিধান থাকার বর্ণনা জানা যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ দ্বারা জানা যায় যে, দেবগণ পৌর্ণমাস যজ্ঞ করার ফলে অনুসরণ মাসের কৃষ্ণপক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, যাহা ইতোপূর্বে অসুরগণ অধিকার করিয়াছিল। (শত্রাঃ ১.৭ ২, ২২-৪ তৈত্রা ১. ৫. ৬. ৩. ৪) অসুরগণের তিনটি দূর্গ, যাহা লৌহ, রৌপ্য এবং স্বর্গ দ্বারা তৈরী করিয়াছিল, দেবগণ উপসদ কৃত্য দ্বারা বিধস্ত করেন। (তৈসং ৬. ২. ৩. ১ মৈসং ৩. ১ শত্রা ৩, ৪, ৪. ৩, ৫ কৌত্রা ৯.৯) ভবিষ্য পুরাণে কোন কোন স্থানে ইসলাম ধর্মকে "নৈগণ ধর্ম" (বৈদিক ধর্ম) বলা হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণে যে স্থানে খৃষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মকে ম্লেচ্ছ ধর্ম বলা হইয়াছে সেইস্থানে ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থও ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আচারশ্য বিবেকশ্চ দ্বিজতা দেবপূজনম।
কৃতোণ্যোতানি তেনৈব তস্মান ম্লেচ্ছঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
বিষ্ণু ভক্তত্যগি পূজা চ অহিংসা চ তপো দমঃ।
ধর্ম্যান্যে তানি মুনিভি ম্লেচ্ছানাং হি স্মৃতানি বৈ।

সদাচার, আদর্শ জ্ঞান, ব্রাহ্মণত্ব, দেবপূজণ (দিব্য পরমাত্মার আরাধনা), হনুক নামক ঈশ্বর দূত দ্বারা জ্ঞানে ভূষিত বিদ্বানকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। বিষ্ণুভক্তি, প্রকাশক পরমাত্মার আরাধনা, অহিংসা, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমনকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে।

www.waytojannah.com

Contents

পাঠক সমীপে সম্পাদকের নিবেদন ঃ "কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব এবং বেদ পুরাণে আল্লাহ্ ও হযরত মোহাম্মদ গ্রন্থ দুইটি সুখপাঠ্য বিবেচিত হইলেও বিশেষ করিয়া সৃষ্টিতত্ব বিষয়ে অনেক স্থানেই পাঠকের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে মারাত্মকরূপে ঈমান ও আকিদা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে গ্রন্থদ্বয়ের তথ্যে। এইজন্য কোরআনের আলোকে ধীরে-সুস্থে এই সব তত্ত্ব বিচার বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করা উচিত। যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেন, এই পৃথিবীতে মানব জন্মের আগে জ্বিন জাতির অস্তিত্ব ছিল। জ্বিনেরা আল্লাহ্র আদেশ লংঘন করার ফলে মানবকূল সৃষ্টি করেন। আদম ও হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টির মাধ্যমে দুনিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করেন। বেদ প্রকাশের গ্রন্থদ্বয়ে বলা হইয়াছে রাম, হনুমান, নারদ, ব্যস প্রভৃতি দেবগণ মানবের পূর্ব যুগের ছিলেন। যদি তাই হয় তা হলে বলিতে হইবে আল্লাহ্র অবাধ্য জ্বীনগণের মাধ্যমে এদের উৎপত্তি সম্ভবত। পাঠককে আমরা এই ধরণের মতবাদে বিশ্বাসী না হওয়ার সতর্ক করিতেছি। কোরআনী মতবাদের বিপরীতে অন্য কোন মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে হাজার হাজার বছর আগে ধ্যান বলে মুনি ঋষিরা অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। এই তত্ত্বগুলো হিন্দুধর্মে বিকাশ লাভ করে। তাই বলিয়া কোন পাঠক যেন মনে না করেন হিন্দু আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম। হিন্দুধর্মের ইতিহাস অতি প্রাচীন এবং ইহা মানব রচিত গ্রন্থ।" –(সম্পাদক)

পৃথিবীর সামাজিক এবং ধর্মীয় পতনের যুগ

প্রত্যেক মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্বে নানা প্রকার সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া থাকে। অথবা এইভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক সঙ্কটময় যুগে ঈশ্বর কোন মহাপুরুষকে প্রেরণ করেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতের অবস্থাও তদ্রূপ খারাপ ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসানুযায়ী অন্তিম যুগ পঞ্চম খৃষ্টশতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু পরে কিছু কপট ব্যক্তির সহায়তায় ধর্মের নামে অধর্ম অর্থাৎ মূর্তিপূজার প্রচলন আরম্ভ হইয়া যায়।[১] মন্দিরের পূজারীগণ বহু ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পতিত হন তারা ধর্মীয় আড়ম্বরের দ্বারা

(1) A History of Civilisation Ancient India.
Vol 3. page 281 by- R.C. Dutta

www.waytojannah.com

Contents

সাধারণ মানুষের সর্বস্ব হরণ করিতে থাকে এবং বৈদিক ধর্মকে কলুসিত করিয়া তুলিয়া ফেলে। বর্তমান ধর্ম ব্যবস্থায় চতুর্থাবস্থার সৃষ্টি হইয়া যায়। বহু স্থানে প্রাচীন ও বর্তমান গ্রন্থের শ্লোকসমূহে বিকৃতি লক্ষ করা যায়। এই ভাবমূলক ধুরন্দর একশ্রেণীর প্রতারকের প্রতারণারই ফলশ্রুতি। ম্লেচ্ছ ধর্মে প্রাচীনকাল হইতে যেভাবে যাহা কিছু বর্ণনা হইয়াছে অধ্যাবধি সেই অবস্থাই প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম এই ব্যবস্থা কখনো দাবী করিতে সক্ষম নহে। শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ ধর্মকে সংস্কারমুক্ত এবং ত্রুটিবিহীন বলিয়া অনেক শ্লোকে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।[২]

বৈদিক যুগে সমস্ত হিন্দু জাতির মধ্যে সকলের সম অধিকার ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদিক যুগের কর্মভিত্তিক শ্রেণীভেদ যাহা স্বেচ্ছামূলক ছিল, কালক্রমে তাহাই স্থায়ী জাতিভেদে পরিণত হয়। ফলে সামাজিক ঐক্য ও সংগঠনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।[৩]

নারীজাতি দাসী ও কামিনীতে পরিণত হয়।[৪] বিধানসমূহ এমন ধারায় প্রণয়ন করা হয়, যাহা প্রকৃতপক্ষে পক্ষপাতমূলক। ব্রাহ্মণ যত কঠোর অত্যাচারী ও হত্যাকারীই হউক না কেন, কখনো তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত না। নিম্নবর্ণের কোন ব্যক্তি উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণের নারীর সহিত ব্যভিচার করিলে তাহাকে কেবলমাত্র সামান্য অর্থদণ্ড দেওয়া হইত। যদি নিম্নবর্ণের কোন ব্যক্তি উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে পাপাচার হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিত, তাহা হইলে উপদেশদাতার মুখমণ্ডল তৈল দ্বারা ভস্মীভূত করা হইত এবং উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে কটূক্তি করিলে জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হইত।[৫] রাজাগণ মদ্যপানে আসক্ত ছিল, এমনকি রাজমহিষীগণও মদ্যপান করিয়া নেশাভিভূত হইয়া থাকিত।[৬] সর্বত্র ব্যভিচার পরিব্যাপ্ত ছিল।[৭] মানুষ ঈশ্বরের সন্ধান করিতে সংসারত্যাগী হইয়া জঙ্গল পাহাড়ে যাইতে হইত। পক্ষান্তরে সমাজ কাল্পনিক ও মনগড়া ভূত-প্রেতের পূজা করাকে ধর্ম বলিয়া ধারণা করিত। এই ব্যবস্থা আজ অবধি হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে।

(2) Do Vol 3. page 283
(3) Do Vol 3. page 303
(4) Do Vol 3. page 331
(5) A History of Civilisation in Ancient india by R.C. Dutta Vol 3. page 342-343
(6) Do Vol 3. page 469
(7) Do Vol 3. page 469

www.waytojannah.com

Contents

অমুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে
ইসলাম-কোরআন ও মোহাম্মদ সাহেব প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ নাম উচ্চারণের সাথে পাঠক অবশ্যই (সাঃ) পাঠ করবেন। -প্রকাশক

জর্জ বার্নার্ডশ ঃ (১) চমকপ্রদ জীবনী শক্তির জন্য মোহাম্মদ প্রচারিত ধর্ম আমার মনে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে। আমার মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সকল যুগে সকল মানুষের ধর্ম অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য হতে পারে।

(২) আজ থেকে একশ বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে না হোক সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে যদি কোন ধর্ম অবশিষ্ট থাকে তাহলে ইসলাম। তিনি বলেছেনথ– England in particular and the rest of the western world in general are bound to embrace Islam. অর্থাৎ সমগ্র পাশ্চত্য জগত বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না।

(৩) আমার সুদৃঢ়বিশ্বাস মোহাম্মদ-এর মত লোক যদি বর্তমান জগতের ডিক্টেটরী শাসন গ্রহণ করতেন, তাহলে বর্তমান জগতের সমস্যাগুলোর সম্যক সমাধান করে পৃথিবীতে বহু প্রত্যাশিত শান্তি ও সুখ দিতে পারতেন।

(৪) আমি মোহাম্মদ-এর ধর্মকে তাঁর নিজস্ব গতিশীলতার দরুন সর্বদা সম্মানের চোখে অধ্যয়ন করেছি। আমার মতে পৃথিবীতে এ একটি মাত্র ধর্মই আছে যা পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে পারে।

(৫) মোহাম্মদ মানবতার ত্রাণকর্তা ছিলেন। সকল মানুষের জন্য তিনি ছিলেন করুণাস্বরূপ। তিনি ছিলেন মানুষের জন্য আশীর্বাবদস্বরূপ এবং প্রত্যেক যুগের জন্য আদর্শ ছিল।

(৬) আমি সর্বদাই মোহাম্মদ প্রবর্তিত ধর্মকে সর্বাগ্রে স্থান দেই; কারণ এর বিস্ময়কর জীবনী শক্তি রয়েছে। এটাই একমাত্র ধর্ম যা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসমূহকে গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে এবং যা যুগে যুগে আবেদনশীলতার স্মৃতি বিধান করে। আমি তাঁর জীবনী পাঠ করেছি, তিনি বিস্ময়কর ব্যক্তি। আমার মতে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম বিরোধীদের থেকে অনেক দূরে, তাঁকে মানবতা রক্ষাকারীরূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

(৭) আগামীকালের ইউরোপ এ বিশ্বাস গ্রহণ করবে যেমন করে আজকার ইউরোপ এ বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে।

www.waytojannah.com

Contents

(৮) আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সংস্কারকৃত মোহাম্মদবাদ গ্রহণ করবে। সব সময়ই আমি মোহাম্মদ-এর ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য জীবনী শক্তির কারণে উচ্চ শ্রদ্ধা পোষন করে এসেছি। এটাই একমাত্র ধর্ম যা আমার কাছে অস্তিত্বের পরিবর্তন স্তরসমূহকে হজমকারী সামর্থের ধারক বলে মনে হয়েছে। নিজেকে তা প্রত্যেক যুগের কাছেই অনুভূতি জাগ্রতকারীরূপে সাজিয়ে নিতে পারে। আমার মতে বিখ্যাত লোকদের ভবিষ্যত বাণীর ওপর দুনিয়া অবশ্যই সন্দেহাতীত উচ্চ তাৎপর্য আরোপ করবে.....। মধ্যযুগীয় পাদ্রীবর্গ হয় অজ্ঞতা, নয় গোঁড়ামীর মাধ্যমে মোহাম্মদবাদকে কৃষ্ণতম রংগে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন মানুষ মোহাম্মদ ও তাঁর ধর্ম উভয়কেই খুন করার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁদের কাছে মোহাম্মদ খ্রীষ্ট বিরোধী। আমি এ আশ্চর্য মানুষটিকে অধ্যয়ন করেছি এবং আমার মতে, খ্রীষ্ট বিরোধী বলা তো দূরের কথা, তাঁকে অবশ্যই মানবতার উদ্ধারকারীই বলতে হবে।

(৯) উৎপীড়িত কমিউনিজম, উচ্চহারে সুদখোর, পুঁজিবাদী, তরবারীর ঝন ঝন শব্দকারী নাজিজম, স্বাধীনতা হরণকারী প্যাসিজম, চরম অহংকারী সমাজতন্ত্র, উচ্চস্বরে গর্জনকারী আন্তর্জাতিকতা মানব জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। যতদিন পর্যন্ত মোহাম্মদ-এর মাথার ওপরে ডিক্টেটরশিপের রাজমুকুট স্থাপন করা না হয়।

(১০) যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন বর্ণ, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদ সম্পন্ন মানব জাতিকে একনায়কের শাসনাধীনে আনা হত, তা হলে একমাত্র মোহাম্মদ সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতা হিসেবে তাদের সুখ-সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

এডওয়ার্ড গিবন ঃ (১) মোহাম্মদ-এর ধর্মে সন্দেহ ও নিন্দা করার উপযুক্ত কিছুই নেই। তাঁর উপাস্য অনাদি, অনন্ত, উপমা রহিত, তুলনা রহিত।

(২) কোরআন সম্পর্কে তাঁর ভার অতি চমৎকারম আটলান্টিক মহাসাগর থেকে গঙ্গা পর্যন্ত কোরআন শুধুই ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানের জন্যই নয়; বরং ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের মূল ভিত্তি বলে স্বীকৃত হয় এবং যে আইন মানব জাতির কার্য ও সম্পত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করে তাও স্রষ্টার ইচ্ছার অলঙ্ঘনীয় অনুমোদন দ্বারা শাসিত হয়।

www.waytojannah.com

উইলিয়াম মুর ঃ (১) সম্ভবত বিশ্বে কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিতে অবস্থায় পবিত্রতা বজায় রেখে আসছে।

(২) মোহাম্মদ পাপ থেকে দূরে থাকা সম্বন্ধে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে তা অন্য ধর্মে দুষ্প্রাপ্য এবং তাঁর প্রচারিত উপদেশগুলো সাদাসিদে এবং সংখ্যায় ৩৩ এর বেশি না হলেও এগুলো অসাধ্য সাধন করেছে। এসব উপদেশ আধ্যাত্মিকতায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বিবেক বুদ্ধি ও সৎকাজের জন্য মানুষকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণিত করে।

(৩) মোহাম্মদ-এর অনুশাসনগুলো যেমন ছিল স্বল্প সংখ্যক, তেমনি ছিল সহজবোধ্য। তাঁর শিক্ষা ছিল অলৌকিক এবং মহৎ কাজ দ্বারা সম্পাদিত। আদিম খ্রীষ্টধর্ম সুপ্ত জাতিকে সজীব করতে প্রয়াস পেয়েছিল এবং পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল সত্য কথা, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষ ধর্মের জন্য এমন ত্যাগ এবং বিবেকের জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্যকে এরূপ সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি।

(৪) ধর্মের ব্যাপারে যেমন- নীতিতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সকল ব্যাপারেও ঠিক তেমনি সমভাবে কোরআনই চূড়ান্ত এবং তার অধিকাংশ বাক্যই এত সুস্পষ্ট যে প্রতিযোগী সম্প্রদায়িকগণেরও পর্যন্ত তাতে প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকে না। এর চেয়ে একতাহীন কোন জাতি খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন, যে পর্যন্ত না সহসা সংঘটিত হল অলৌকিক ঘটনা, আবির্ভূত হলেন একটি মানুষ, মোহাম্মদ অসম্ভবকে সম্ভব করলেন যুদ্ধরত গোত্রপুঞ্জের মিলনকে সংঘটিত করে।

ওয়ার্থ স্মিথ ঃ (১) মোহাম্মদ এক সাথে ত্রিগুণ প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার দাবী করতে পারেন। তিনি একটি জাতি, একটা সাম্রাজ্য ও একটা ধর্মকে গড়ে তুলেছিলেন। ইতোপূর্বে এত বড় সৌভাগ্যশালী পুরুষের পরিচয় খুব কমই মিলে। সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে তিনি এমন মহান গ্রন্থের প্রচার করে গিয়েছেন, যা একাধারে মহাকাব্য, আইন গ্রন্থ ও উপাসনার গ্রন্থ। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ লোক এখনও ভক্তি সহকারে এ মহাগ্রন্থ অধয়ন করে থাকে। এ মহাগ্রন্থের লিখন ভঙ্গি এখনও অতুলনীয়, এটা সত্য ও জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার। মোহাম্মদ এ একটি অলৌকিক কাজের দাবী করে থাকেন। এটা যে অলৌকিক তাতে সন্দেহের অবকাশ মোটেই নেই।

www.waytojannah.com

Contents

মেজর এ. সি. লিওনার্ড ঃ (১) যদি কোন মানুষ এ মর জগতে স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন এবং সাধু ও সুমহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে স্রষ্টার কাছে কাছে জীবন উৎসর্গ করে থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আরবের নবীই সে ভাগ্যবান ব্যক্তি। মোহাম্মদ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন না, সত্যপ্রিয় এবং বিশ্বস্ত এমন মানুষ আর কোনদিনই মানবকূলে জন্মগ্রহণ করেননি।

ড.অসওয়েল্ড জনসন ঃ (১) পুরাপুরি গণতান্ত্রিক প্রণালী সম্পর্কে মোহাম্মদ-এর ভাবধারা তাঁর সার্বজনীন ধর্মীয় আদর্শ এবং তৎপ্রচারিত মানবতার আদর্শ দেখে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক জগতের সাথেও তাঁর যোগসূত্র রয়েছে।

মিঃ রড ওয়েল ঃ পরলোক ও আল্লায় জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকলে যে অত্যদ্ভুত শক্তি ও জীবন লাভ হয়, মোহাম্মদ-এর জীবনে তার প্রকৃষ্টতম পরিচয় পাওয়া যায়। জনগণের ধর্মবিশ্বাস, নৈতিকতা ও জীবন যাত্রা প্রণালীর ওপর প্রভাব বিস্তারেরও তিনি সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

মিঃ টমাস কার্লাইল ঃ (১) আল্লাহ্‌র সৃষ্ট যত অধিক সংখ্যক লোক হযরত মোহাম্মদ-এর বাক্য বিশ্বাস করে, এমন আর কারো বাক্য বা কথায় দেখা যায় না। আরব দেশ, আরব জাতি ও মোহাম্মদ যেন বেহেশত থেকে নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা সমগ্র পৃথিবীকে আলোক দান করেছেন ও আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত করেছেন।

(২) মুকুট পরিহিত কোন সম্রাটকেই স্বহস্তে প্রস্তুত আলখেল্লা পরিহিত এ মানুষটির মত মান্য করা হয়নি। একবার যখন এ কোরআন আপনি মোটামুটি পড়তে শিখবেন, তখন তার মূল প্রতিকী সত্য আপনা আপনিই প্রকাশিত হতে থাকবে। তার মধ্যে রয়েছে এমন এক গুণ যা সাহিত্যগুণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্তর থেকে আসে যদি কোন গ্রন্থ, অন্যান্য অন্তরে পৌছার পথ সে করে নেবে; তার কাছে সকল শিল্প, সকল সাহিত্য রচনা কৌশল হবে কিঞ্চিৎকর। যে কেউ বলবেন কোরআনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার খাঁটি, তার অকৃত্রিম গ্রন্থ হওয়ার সত্য।

(৩) মোহাম্মদ ছিলেন তাঁদের একজন। যাঁরা প্রত্যেক জিনিস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করে তৃপ্ত হতেন না। প্রকৃতি স্বয়ং তাঁকে সারল্যের প্রতিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। অপরে যখন বাধ্যগত এবং জ্ঞান শক্তিতে আশ্রয়

www.waytojannah.com

Contents

গ্রহণ করত এবং তাতেই তৃপ্তি লাভ করত। তখন এ ব্যক্তি নিজকে বাধ্যগতের আড়ালে গোপন করতে পারেন নি। তাঁর নিজের আত্মা ও বস্তুর বাস্তবতাই ছিল তাঁর একমাত্র সহচর এবং আলোচ্য বিষয়। জীবনের বিরাট রহস্য এর অন্তর্নিহিত আশঙ্কা উজ্জ্বল্যসহ তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হল।

(৪) আমার কাছে কোরআন সততা ও বিশ্বস্ততার একটি জীবন্ত প্রতীক। পৃথিবীকে সুন্দর ও শান্তিময় করা এ কিতাবখানির মাধ্যমে সম্ভব।

কোরআনের ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গীর কাছে সমস্ত শিল্পকলা ও সাহিত্যের কথা কৌশল নিস্প্রভ।

(৫) তা সত্ত্বেও, তার সম্পর্কে যা বলা যায়, মোহাম্মদ নিজে একজন ইন্দ্রিয় সেবাপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁকে তাই মনে করলে আমরা অত্যাধিক মাত্রায় ভুল করব। তাঁর পরিবার ছিল চরম মিতব্যয়ী, তাঁর নিয়মিত খাদ্য যব, রুটি আর পানি, কখন মাসাধিক কাল ধরে তাঁর চুল্লিতে আগুন জ্বলত না, নিজেই নিজের জুতা মেরামত করতেন, নিজের ছিন্ন বস্ত্রে তালি লাগাতেন। কঠোর পরিশ্রমী মন্দ-রুজি এক দরিদ্র ব্যক্তি, সাধারণ মানুষ যার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তার প্রতি বে-খেয়াল। খারাপ লোক নন, বরং আমি বলব যে কোন রকমের ক্ষুধার চেয়ে তাঁর মধ্যে ছিল উন্নতর কিছু....। আমি (মোহাম্মদ)কে পছন্দ করি ভণ্ডামী থেকে তাঁর সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য। নিজে যা নন, তাই হওয়ার জন্য তিনি ভান করতেন না। আরব জাতির কাছে তা' ছিল অন্ধকার থেকে এক নতুন জন্ম। এক বীর নবীকে তাদের কাছে পাঠান হল এমন কথা দিয়ে যা তারা বিশ্বাস করতে পারে। পরে এক শতাব্দীকালেই আরবের এ হাতে গ্রানাডা, সে হাতে দিল্লী, ঐশ্বর্যে, গৌরবে আর প্রতিভার আলোয় দীপ্তিমান।

(৬) মোহাম্মদ-এর চরিত্র ঃ কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল না এবং তিনি কখনো লিখতে পারতেন না। কিন্তু শিশুকাল থেকেই চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে তাঁকে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সহচরগণ তাঁর নাম দিয়েছিলেন আল-আমীন (বিশ্বাসী)। সত্য ও বিশ্বস্ততার এক মানুষ, যা করতেন বা বলতেন বা ভাবতেন, তাতে বিশ্বাসী এক মানুষ। তারা লক্ষ্য করেছিল কিছু একটা সঙ্কল্প থাকত তাঁর সব সময়েই। কথায় মৌন স্বভাবের একটি মানুষ, বলার মত না থাকলে নীরব, কিছু কথা যখন বলতেন তখন প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞ ও অকপট; সর্বদাই বিষয়বস্তুর প্রতি আলোকপাতে অভ্যস্ত। বলার

www.waytojannah.com

Contents

মত বক্তব্য একমাত্র এ জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে বিবেচিত হতে দেখি সম্পূর্ণ দৃঢ় ভ্রাতৃপ্রতিম খাঁটি এক মানুষ হিসেবে। চিন্তাশীল, অকপট একটি চরিত্র, তবুও অমায়িক সহৃদয় ও সামাজিক।

(৭) মোহাম্মদ সম্পর্কে চলতি অনুমান যে, তিনি ছিলেন কুচক্রী, প্রতারক, মিথ্যার দেহীরূপ, তাঁর ধর্ম হাঁতুড়েপনার এক সমাহার মাত্র, তা' এখন যে কারো কাছে অসমর্থনীয়। অভিপ্রায় বিশিষ্ট যে আবেগপূর্ণ এটাই লোকটির চারদিকে স্তূপীকৃত করেছে যে সব মিথ্যা তা' আমাদের জন্য লজ্জাজনক। প্রকৃতই এসবকে প্রত্যাখান করার সময় এসেছে। মোহাম্মদ-এর সাফল্যের একটি ব্যাখ্যা এটাই যে, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্য থেকে এক মানুষ, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে কোন ধর্ম যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তা হলে তা ছিল ইসলাম।

(৮) মোহাম্মদ ছিলেন সত্যের, বিশ্বাসের এবং সততার মানুষ। তাঁর কথায়, কাজে এবং চিন্তায় তিনি ছিলেন সত্য। অতিশয় গম্ভীর ও সাধু চরিত্রের হয়েও তিনি বিজয়ী, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল এবং সৎ স্বভাবের মানুষ ছিলেন।

(৯) মোহাম্মদ ছিলেন অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী। আমি বলছি স্বর্গের জ্যোতির্ময় বিদ্যুৎ ছিলেন এ মহান ব্যক্তি। অবশিষ্ট লোক ছিল জ্বালানীর মত তাঁর অপেক্ষায় এবং অবশেষে তাঁরাও পরিণত হয়েছিল আগুনের স্ফুলিংগে।

(১০) মোহাম্মদ-এর আবির্ভাবে জগতের অবস্থা ও চিন্তা স্রোতে এক অভিনব মঙ্গলময় পরিবর্তন সংঘটিত হল। এ আরব জাতি, এ মহাপুরুষ মোহাম্মদ আর মাত্র এক শতাব্দীকাল যেন একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ তমসাচ্ছন্ন বালুকা স্তূপে নিপতিত হল। কিন্তু এ বালুকা রাশি বিস্ফোরক বারুদে পরিণত হয়ে দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত আকাশমন্ডল প্রদীপ্ত করল।

(১১) মহা পরিবর্তন। মানবের সার্বভৌমিক অবস্থায় ও চিন্তাস্রোতে কি অভিনব পরিবর্তন ও উন্নতি সংঘটিত হল।

বর্তমান যুগে পরমেশ্বরের সৃষ্ট মানবের মধ্যে অধিকাংশ লোক অন্য কোন বাক্য অপেক্ষা মোহাম্মদ-এর বাক্যে অধিকতর বিশ্বাসী।

ইসলামের সরল অর্থ আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ। স্বর্গ থেকে ধরাতলে এ পর্যন্ত যে জ্ঞান প্রত্যাদৃষ্টে হয়েছে এর মধ্যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আরব জাতির পক্ষে এটা অন্ধকার থেকে জ্যোতি লাভ। আরব এর দ্বারাই প্রথমে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

www.waytojannah.com

Contents

মহা কোরআনের অলৌকিকতা সম্বন্ধে তাঁর বাণী ঃ (১২) আরব জাতির পক্ষে এ ছিল আঁধার থেকে আলোর জন্ম, তারা এতে পেল মহৎ জীবন। এক গাভীর রাখালের জাতি পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে তারা মরুভূমিতে সকলের অজ্ঞাতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এক বীর নবীকে ওপর থেকে পাঠান হল তাদের কাছে এমন কথার সাথে যা তারা বিশ্বাস করতে পারে। দেখত, অজ্ঞাত হচ্ছে জগত বিখ্যা, ক্ষুদ্র হচ্ছে জগত বৃহৎ। তারপর এক শতাব্দীর মধ্যে আরব হচ্ছে এদিকে গ্রানাডার আর ওদিকে দিল্লীতে বীর্য ঐশ্বর্যে আর প্রতিভার আলোকে আলোকিত হয়ে। আরব বহু যুগ ধরে পৃথিবীর এক বড় অংশের ওপর আলো দিচ্ছে। একটি মৃত জাতির জীবনদান, একটি শত সহস্র মৃত ব্যক্তির জীবনদানের চেয়ে অলৌকিক নয়?

দি রেভারেণ্ড ম্যুরে টিটাস ঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সত্য। ইসলাম শুধু একটা বিশ্বাস নয়, এটা এক সত্য ও অধিকার, এটা এক আইনের পদ্ধতি এবং একত্রীকরণ বর্ণ-বৈষম্য, শ্রেণী এবং জাতির উর্ধ্বে।

মিঃ এইচ, জি ওয়েলস ঃ (১) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে আজকার দুনিয়ার ইসলাম যে সাম্য স্থাপন করেছে এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটা গৃহজ ভ্রাতৃত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং সভ্য জগতে এ বিশ্বাস একটি বিরাট শক্তিরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে।

মিঃ মার্ক সাইকেম ঃ ইসলাম দৃঢ়, তথাপি আন্তর্জাতিক এবং সাধারণ সহজ উৎসব ও আচরণ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যতাবদ্ধ।

ঐতিহাসিক ড. এ, বারথারেণ্ড ঃ (১) যাঁরা এ মহাগ্রন্থের উপদেশসমূহ পালন করেছিলেন তাঁরা এমন এক সভ্যতার সৃষ্টিকারী– যে সভ্যতা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

তিনি কোরআনের বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুদের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেছেন- (২) তাহারা এ মহান গ্রন্থ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষন করিয়া দেখুক, তাহারা ইহার প্রতিটি অংশে মূর্তিপূজা ও বস্তুবাদের ওপর বিরামহীন আঘাত দেখিতে পাইবে। তাহারা দেখিতে পাইবে পয়গম্বর অবিরামভাবে মহাবিস্ময় ও সৃষ্টির রহস্যময় বিশেষত্বের প্রতি তাঁহার উম্মতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং চিন্তা করার আহ্বান জানাইয়াছেন, উহার আদর্শের অনুসরণকারীগণ বিশেষ বিস্ময় সৃষ্টিকারী একটি সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল।

www.waytojannah.com

Contents

মিঃ জন ডেভেন পোর্ট ঃ (১) কোরআন মুসলিম জগতে সাধারণ জীবন পদ্ধতি। এতে সামাজিক, বেসামরিক, সামরিক, বাণিজ্যিক ও অপরাধ আইন, নিয়ম-কানুন, ধর্মীয় আচার-আচরণ অর্থাৎ ধর্মীয় উৎসব থেকে আরম্ভ করে, দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়া-কলাপের বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাছাড়া আত্মার মুক্তি, পরলোকের শাস্তি ও পুরস্কার, পাপ-পুণ্যের বিশেষ ব্যাখ্যা কোরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(২) কোরআনের মাহাত্ম্য ও সত্যতা সম্বন্ধে কারো কোন দ্বিধা-সংশয় থাকা উচিত নয়। কারণ, কোরআন নৈতিক চরিত্র থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিষয়ের আলোকপাত করে মানব জাতির মহা কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। সে পথে রয়েছে ইসলামের আলো। যে পথে নেই কণ্টক, সে পথে নেই কোন বাধা, যে পথ সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ-সে পথে রয়েছে শাশ্বত শান্তি।

(৩) মোহাম্মদ একজন সামান্য আরববাসী হয়েও স্বদেশের বিশৃংখল, নগ্ন, ক্ষুৎপীড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলোকে একটি ঐক্যতাবদ্ধ আজ্ঞানুবর্তী বিরাট সংঘে সম্মিলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাদেরকে নতুন গুণরাজি ও নতুন চরিত্রে বিভূষিত করেও জগতের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

এ সংঘ ত্রিশ বছরকাল পূর্ণ না হতেই রোম সম্রাটকেদ পরাস্ত, পারস্যের শাহানশাহকে সিংহাসনচ্যুত, সিরিয়া, ইরাক ও মিশর করতলগত এবং আটলান্টিক মহাসাগর থেকে কাসপিয়ান সাগর ও আকসাম নদী পর্যন্ত ভুভাগে বিজয় স্রোত প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

(৪) ঘোর পৌত্তলিকতাসক্ত ও এক ঈশ্বরের উপাসনা অপরিজ্ঞাত জনগণের মধ্যে পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন এবং এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার উপাসনা প্রবর্তন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা ছাড়া সংঘটিত হতে পারে না এটা স্থির নিশ্চিত।

(৫) মূসা ও ঈসার ধর্মপরায়ণতা তাঁদের অপেক্ষা অন্য একজন মহান নবীর আগমনবার্তার আশ্বাসবাণীতে উৎফুল্ল হয়েছিল এবং সঙ্গোপনে অঙ্গীকারকৃত শান্তিদাতা অথবা শান্তিদাতাস্বরূপ পবিত্রআত্মা পরমেশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ নামে ও তাঁরই ব্যক্তিত্বে পূর্ণ হয়েছে।

ডা. জে, এইচ, ব্রিজেস ঃ মুসলমানদের বিশ্বাস একটি শব্দের মধ্যে কেন্দ্রীভূত আর ইসলাম হল আনুগত্য এবং নিজ ইচ্ছাকে সর্বক্ষমতার কাছে সমর্পণ। ইসলাম শব্দটি আমাদের কাছে এবং এর বিশ্বাসীদের কাছে জীবনের দুটি মহান বস্তুকে নির্দেশ করে- উপাসনা ও কাজ। 'উপাসনা কর

www.waytojannah.com

Contents

ও দান কর' এটাই ছিল মোহাম্মদ-এর উক্তি আর দান শব্দটি তাঁর সময়ে সহজ অভাব পূরণের সাথে সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ সাধনকে বুঝায়।

স্যার উইল ফ্রেড ব্লান্ট ঃ (১) মানব জাতির শিশুদেরকে দেয়ার মত এত দ্রব্য-সম্ভার ইসলামে রয়েছে যে এগুলো তাদের জয় করতে কখনও ব্যর্থ হবে না- খ্রীষ্টান ও ইউরোপীয় সভ্যতার দান অপেক্ষা ইসলামের দান বহুগুণ বেশি।

(২) খ্রীষ্টান মিশনারীগণ আফ্রিকায় ধীরে ধীরে তাদের ধর্মপ্রচারে সাফল্য অর্জন করেছে। কারণ, তারা নিগ্রোদেরকে পরলোকের লোভ দেখান ব্যতীত সত্যিকার ভ্রাতৃ-ভাবাপন্ন মনোভাব দেখাতে পারছেন না এবং মানুষরূপে একটি নিগ্রোকে মর্যাদার আসনে বসানোর ব্যাপারে তারা বিমুখ। কিন্তু মরক্কো মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের আচরণ সম্পূর্ণ পৃথক। একজন মুসলিম ধর্ম প্রচারক নিগ্রোকে বলেন, "আসুন এবং আমার পাশে বসুন, আপনার কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিন এবং আমাকে গ্রহণ করুন।" ইসলামের মূল সূত্র তারা গ্রহণ করেছেন। তারা জানেন ইহকাল এবং পরকালে তারা সকলেই একই মর্যাদার অধিকারী এবং সকলেই সমান। মুসলমান হলে একজন দাসও মুনিবের সমমর্যাদা লাভ করে। অতএব, মধ্য আফ্রিকায় ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মিঃ ডব্লিউ ই হকিং ঃ আমি আমার মতামতকে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত মনে করি এ কারণে যে, ইসলাম শ্রীবৃদ্ধির প্রচুর প্রয়োজনীয় নীতিতে পরিপূর্ণ। প্রকৃতই একথা বলা যায় যে, ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইসলামই গর্ববোধ করা ন্যায়সঙ্গত।

মারমাডিউক পিকথল ঃ ইসলাম প্রগতিশীল ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা মানুষের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখে এবং কি করে উন্নতি লাভ করতে হয় তার পথ প্রদর্শন করে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে তার সামাজিক জীবন, রাজনীতি এবং এক কথায় কি করণীয় অথবা কি বর্জনীয় সর্ববিষয়ে ইসলাম তাকে নির্দেশ দিচ্ছে। এ সকল আদেশ ও নির্দেশ যা সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি ও সমস্যার সাথে জড়িত, তার সব কিছুই ইসলামে বিধিবদ্ধ যা মানবজাতির ইতিহাসকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

চেম্বারস ইনসাইক্লোপিডিয়া ঃ মোহাম্মদ এর অসাধারণ ক্ষমতা প্রতিভাকে শুধু বর্তমান যুগের মাপে পরিমাপ করা যাবে না, এ বিষয়ে তাঁর সময়ের স্বভাব ও নৈতিক চরিত্রের কি মান ছিল তাও বিবেচনা করতে হবে। তিনি কেবল একজন নবীই ছিলেন না, ধর্ম প্রবর্তক এবং রাজকুমারও ছিলেন বটে। অধিকন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, তাঁর বিনয়, তাঁর বিশ্বস্ততা (বন্ধুগণের প্রতি); পরিবারবর্গের প্রতি অগাধ স্নেহ এবং শত্রুকে ক্ষমা করার সহজ প্রবৃত্তিও আমাদের বিবেচনাধীনে আনতে হবে। তাঁর গার্হস্থ্য জীবনে অত্যন্ত সাদাসিধে চাল-চলন দেখে আমরা বিস্মিত হই।

জর্জ সিগুসে জনস ঃ অন্যান্য জাতির মধ্যে সে সময় মোহাম্মদ এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করতেন এবং সকলকে (সকল দেবতাকে) অস্বীকার করতেন। তিনি সৎকাজকেই স্বভাবের উত্তমরূপে স্থির করলেন। ভাল কাজ অমর, অব্যয়, আল্লাহ্‌র প্রার্থনা এবং অন্য সকল ব্যক্তিকে সম্মান এবং সকলের জন্য দয়া ও ন্যায়বিচার করতে লাগলেন। তিনি মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলেন এবং সকল জিনিসের মধ্যে একটা সমন্বয় বিধান করলেন এবং যে কোন জ্ঞানের শাখার প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সে মোহাম্মদ একজন আধ্যাত্মিকতাবাদী ছিলেন এবং নিজে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। আল্লাহ্‌র সত্যিকার প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন তিনি। আধ্যাত্মিক জগতের সাথে তাঁর যে সংযোগ ছিল এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ওয়েল ফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ ঃ চিরদিনের জন্য তাঁর (আল্লাহ্‌র) সত্যের বিবরণী এবং ন্যায়রনীতি ধরাধামে নেমে এল। এর নিমিত্ত একজন দূত প্রদান হল, যিনি এ সংবাদ প্রচার করবেন, ব্যাখ্যা করবেন এবং অটল অবিচলিতভাবে এ সত্য রক্ষা করবেন এবং তিনি হলেন মোহাম্মদ।

এইচ, এ, আর গিব ঃ (১) কোরআন যদি মোহাম্মদ এর নিজ রচনা হত তাহলে অপর ব্যক্তিগণ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। তাদেরকে এর মত দশটি আয়াত রচনা করতে বল। যদি তারা তা না পারে এবং ইহা সুনিশ্চিত যে তারা তা পারবে না, তাহলে তাদের কোরআনকে গ্রহণ করতে বল (বিশ্বাসের সাথে) যে ইহা একটি অতুলনীয় অলৌকিক সৃষ্টির স্বাক্ষর।

(২) মানবতার নির্মাণে ইসলামের আরও একটি অবদান রাখার মত রয়েছে। মর্যাদা ও সুযোগ এবং প্রচেষ্টার সমতায় মানব গোষ্ঠীর এত

www.waytojannah.com

সংখ্যক ও এত বিভিন্ন জাতিকে একত্রিকরণের সাফল্যের এমনি একটি অতীত ইতিহাস আর কোন সমাজে নেই। আফ্রিকা, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার বৃহৎ মুসলিম সম্প্রদায় এবং জাপানের ততোধিক ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায় প্রমাণ করেছে যে জাতি ও ঐতিহ্যের দৃশ্যত সামঞ্জস্যহীন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের ক্ষমতা এখনও ইসলামে রয়েছে।

(৩) পশ্চিমা সভ্যতার যে ভারসাম্য ইউরোপীয় প্রযুক্তি অগ্রগতির একপাশে প্রকৃতির জন্য নষ্ট হয়েছে তার পুণরুদ্ধারের জন্য এবং ইউরোপীয় জাতীয়তার অতিরিক্ত উন্নয়নের গ্রাম থেকে একে বাঁচাবার জন্য এবং আমাদেরকে অবশ্যই দ্বারস্থ হতে হবে ইসলামী সমাজে। মর্যাদার সুযোগের এসব উদ্যমের সাম্যে এতগুলো বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করার সাফল্য-ইতিহাস আর কোন সমাজে নেই।

(৪) জাতি ও ঐতিহ্যের আপাত দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন উপাদানসমূহ মিল করার ক্ষমতা (শক্তি) ইসলামের এখনও রয়েছে। যদিও কখনও প্রাচ্য প্রতীচ্যের মহান সমাজকে সহযোগিতার মাধ্যম পরিবর্তন করতে হয় তাহলে ইসলামের মধ্যস্থতা একটি অপরিহার্য শর্ত।

উইলিয়াম মাকডোহাল ঃ ইসলামের সেনাবাহিনী যখন কোন নতুন দেশ জয় করত, তখনকার অবস্থায় প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে তিনি একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করছেন-

(১) মোহাম্মদ-এর প্রদত্ত নৈতিক শিক্ষা কতকগুলো উপজাতি, যাদের চাল-চলন অত্যন্ত আদিম যুগের ন্যায় ছিল।

(২) ইসলাম মানুষে বিভেদ, ধর্ম বৈষম্য, জাতিভেদ এবং জাতিগত সর্ব প্রকার কুসংস্কার দূর করে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপন করেছে। এ বৈশিষ্ট্য মানব সম্প্রদায় মুসলমান জাতির কাছ থেকে পেয়েছে, যে জাতির কাছে আত্মপর ভেদাভেদ নেই। এত বড় মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এবং কার্যকরী করতে ইসলামই কেবল সক্ষম হয়েছে। আরবগণ নিগ্রো, মালায়ান, মোংগল এবং তাতারদের সাথে মিশে গেছে। মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর যুগ যুগ ধরে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল, ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত সহজ, সরল এবং জটিলতা মুক্ত। কাজেই এর আবেদন সকল জাতির কাছে গ্রহণীয় হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

ড. ধাল্লা ঃ জগতের ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র মোহাম্মদ প্রবর্তিত ধর্মই বর্ণ বৈষম্য থেকে মুক্ত। এ ধর্ম সকল ধর্মান্তরকারীগণকে (ইসলাম) মুক্ত হস্তে বরণ করে নিয়েছে। সে নিগ্রো হোক বা 'গারিয়াই' হোক। ইসলাম সর্বপ্রকার জন্ম অপরাধকে অস্বীকার করে একই সামাজিক গ্রন্থিতে সকলকে বেঁধে দেয়।

স্যার উইলফ্রেড বার্ণস ঃ যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে মুসলমান বিজেতাগণ পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে বিভেদ দূর করেছে। মুসলিম বিজেতাগণ যে কোন জাতির মহিলাদের বিয়ে করেছেন এবং তাদের কন্যাগণকে কৃষ্ণকায় মুসলমানদের কাছে বিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি।

ইসলাম জনগণকে এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করেছে। আল্লাহ্‌র কাছে ব্যক্তিগতভাবে সোজাসুজি সংযোগ স্থাপনের দৃষ্টান্ত ইসলামকে মহাশক্তিশালী আবেদনশালী ধর্মে পরিণত করেছে।

মিঃ ই, ডব্লিউ ব্লাইডন ঃ আফ্রিকায় ইসলাম বিস্তারে সহজ কারণ হচ্ছে নিগ্রোদের প্রতি ঘৃণার ভাব প্রত্যাহার, ইসলাম কখনোও নিগ্রোদেরকে নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু খ্রীষ্টান পাদ্রিরা তাদের সর্বদাই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে।

ইসলাম নিগ্রো, চীনা, ইরানী ও সিরিয়ান, আরব-ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু সকল মুসলমানকে একই বিশ্বাসের পাদভূমিতে দণ্ডায়মান করে প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি করে। দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে, ইসলাম জাতি ও বর্ণ-বৈষম্য উৎখাত করতে সর্বাপেক্ষা কৃতকার্যতা অর্জন করেছে। ফিলিপাইন, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে ইসলাম শত বছর ধরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বিশেষ করে নানা জাতি অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়ায় ইহা ক্রমেই আপন অধিকার বিস্তার করছে। বিশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক টয়েনবী মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদের বিলোপকে ইসলামের একটি অপূর্ব কীর্তি বলে বর্ণনা করেছেন।

বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস ডেবাইটস ঃ (১) মোহাম্মদ জগতে নারী জাতির অধিকার সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা কৃতি মহাপুরুষ।

মুসলমানদেরকে তিনি ইসলামের লুক্কায়িত ফুলরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তারা কখনো ভীরু এবং অকেজো নয়। প্রবাদ বাক্যের

www.waytojannah.com

Contents

মতই মুসলিম রমণীদের পবিত্রতা, সহনশীলতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য, খাঁটিত্বে পরিপূর্ণ। ইসলামের শিক্ষা ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য তাদের চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। বহু শতাব্দী ব্যাপী ইসলাম নারী জাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করে আসছে যেন তারা সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারে। ইসলামের বিশেষ শিক্ষা ও নির্দেশ নারী পুরুষের কর্তব্যবলীর ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজ জীবনকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

আনড্রিক-সারভিয়ার ঃ মোহাম্মদ নারী জাতির অধিকার সংরক্ষণে বিজয়ী হতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের সাথে বিনয়-নম্র ব্যবহার করতেন এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে গেছেন, তাঁর সংস্কারের পূর্বে স্ত্রীলোক ও নাবালকরা সম্পত্তির ভাগী হতে পারত না এবং সর্বাপেক্ষা জঘন্য প্রথা ছিল মৃতের নিকট আত্মীয় স্ত্রীলোকদের এবং সম্পত্তির অধিকার লাভ করত। যেমনভাবে ক্রীতদাস-দাসীদেরকে তাদের সঞ্চিত অর্থসহ নেয়া হত। মোহাম্মদ উত্তরাধিকারের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সর্বদা তাদের অনুকূলে মত প্রকাশ করতেন। মোহাম্মদ-এর দেয়া সর্বশেষ ভাষণে নিম্নোক্ত মূল্যবান কথাসমূহ রয়েছে। "তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, তারা তোমাদের সাহার্যকারিণী এবং তারা নিজেরা কিছু করতে পারে না।"

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ চার্ল সামনা ঃ ইসলামের সমষ্টিগত দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন– একটি জাতির সত্যিকার মহত্ত্ব সে সকল গুণাবলী নিয়ে গঠিত যা ব্যক্তিগত মহত্ত্বকে গঠন করে। ইসলামে প্রত্যেক মুসলমান তার কৃতকার্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী এবং প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিও তার একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। ব্যক্তিগত অধিকারের সীমা মুসলমানকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে কিভাবে বাস করতে হয় তার নির্দেশ দান করে। তখন সে বুঝতে পারে, ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্বটুকু কতখানি এবং এভাবে সে নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

ফিলিপ কে হিট্টি ঃ (১) মোহাম্মদ তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য থেকে এমন একটি জাতি ও ধর্মের পত্তন করলেন যার ভৌগোলিক প্রভাবও ইহুদীদের অতিক্রম করে গেল। মানব জাতির বিপুল অংশ আজ তাঁর অনুসারী।

www.waytojannah.com

Contents

(২) জগতের সকল ধর্মের মধ্যে ইসলামই জাতি, বর্ণ ও জাতীয়তার বাধা অপসারণ করার ব্যাপারে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে।

(৩) মধ্যযুগে কোন জাতিই মানবিক অগ্রগতিতে এত অবদান রাখেনি যেমন রেখেছিল আরবের এবং আরবী ভাষী লোকেরা। এ সম্পর্কে আমার যে ধারণা তা এটাই যে, ইসলামী একতার চেতনা অতি কথা যা মিথ্যা নয়, সকল মুসলিমের হৃদয়ে এক জীবন্ত সত্য। ইসলামের পবিত্র নবী নির্দেশ দিয়েছিলেন যে জাতি বা দেশ নির্বিশেষে সকল মুসলিমই বিশ্বাসের ভাই এবং তার নির্দেশের শক্তিমত্তা এ তথ্য থেকে সুস্পষ্ট যে ফিলিপাইনের কোন মুসলিম যখন ইরানের কোন মুসলিমের সাক্ষাত পায় তখন জ্ঞাতিত্ব বন্ধন তাদের সাক্ষাতের ধরন থেকে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে, ভারতের কোন খ্রীষ্টানের সাথে যদি ফিলিপাইনের কোন খ্রীষ্টানের সাক্ষাত ঘটে, তা হলে তার প্রীতির বিশেষ কোন অনুভূতি থাকবে না ভারতের খ্রীষ্টানের প্রতি। এটা সে বিরাট প্রবণতার ফলশ্রুতি, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামী কাঠামোতে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের ওপর ইসলাম যা ন্যস্ত করেছে এবং এতেই নিহিত রয়েছে ইসলামী একতার ব্যাখ্যা। জগতের সকল ধর্মের মধ্যে মনে হয় ইসলাম জাতি, বর্ণ ও জাতীয়তার বাধা অপসারণে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে। বিধান হিসেবে মক্কায় তীর্থ যাত্রা ইসলামে প্রধান একত্রীকরণের প্রভাব হিসেবে কাজ করে চলেছে এবং তা' হচ্ছে, বিভিন্নমুখী বিশ্বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী সাধারণ সংযোগ।

(৪) ইসলামের ভিত্তি হিসেবে এটা যে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয় এটা যে পথ নির্দেশ প্রদান করে তাহা হচ্ছে বিষয়বস্তুর একদিক মাত্র। মুসলমানগণের বিবেচনায় কুরআন ধর্মীয় অনুশাসন,আইন এবং বিজ্ঞানের উৎস ও উদার জ্ঞান আহরণের এক মৌল গ্রন্থ।

(৫) নিজে বিদ্যালয়ে না যেয়েও মোহাম্মদ এমন একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রদান করলেন, যা বিশ্বের এক-অষ্টমাংশ অধিবাসীদের কাছে সমস্ত বিজ্ঞান,ধর্ম ও সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত হয়েছে।

(৬) জীবনের অতি অল্প সময়ে মোহাম্মদ এমন কিছু মাল-মসলা নিয়ে এলেন, যার দ্বারা চির বিচ্ছিন্ন একটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন,স্থাপন করলেন এমন একটা নতুন ধর্ম যা একটা বিরাট এলাকা থেকে খ্রীষ্টবাদ ও

www.waytojannah.com

Contents

ইহুদীবাদকে নির্বাসিত করেছে। মানবজাতির একটা বৃহৎ অংশ এখন একে গ্রহণ করেছেন।

(৭) তখনকার যুগে সাধারণ মহিলারা পর্যন্ত বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। সেখানে শিক্ষিতা মুসলিম মহিলাগণ বীরত্বের পরাকাঠা দেখিয়েছেন। রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে উচ্চ শ্রেণীর মহিলাগণ বিশেষ বিশেষ পদে নিযুক্ত হতেন এবং এসব ব্যাপারে দক্ষতা ও কর্মকুশলতা প্রমাণ করেছেন।

পণ্ডিত ড. মিন গানা ঃ মানবাধিকারে ইসলামের অবদান সম্পর্কে বলেছেন- এ সনদ উপাসনা করার স্বাধীনতা দিয়েছিল,গীর্জার কর্মচারীবৃন্দ নিয়োগ,গীর্জার সম্পত্তি রক্ষা ও স্বাধীনভাবে ধর্মীয় উৎসবাদি পালনের স্বাধীনতা দিয়েছিল।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আদম মেজ ঃ ইসলামের মানবাধিকারের আশ্চর্য দিক উল্লেখ করে বলেছেন- রাষ্টীয় সংস্থার কতকগুলো অমুসলিম কার্যালয় ছিল। মুসলমানেরা নিজের রাজ্যে এদিক থেকে খ্রীষ্টানদের দ্বারা শাসিত হতেন। আশ্রিত প্রজাদের হাতে জানমালের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার ছিল । এ ধরনের বহু পুরানো একটি অভিযোগও আছে । হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে দু'দুবার মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন অমুসলিম, ফলে সত্য ধর্মের রক্ষা কর্তাদেরকে তাদের হস্ত চুম্বন করতে হত এবং তাদের আদেশ মানতে হত।

ওলন্দাজ ঐতিহাসিক ভ্যান গাটসিমিপ ঃ ইসলামে বল প্রয়োগ নেই বরং স্বেচ্ছায় বহুসংখ্যক খ্রীষ্টান ইসলাম ধর্মগ্রহণ সম্বন্ধে বলেছেন- "নতুন ধর্ম ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছা (মুসলিম বিজয়ের পর) একটি সত্য ঘটনা। যা, কখনো প্রাচীনত্বের সংখ্যার কথা বলে। বাস্তবিক ইসলাম এ বিজয়ে একক দৃষ্টান্ত রেখেছে।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যজি ঃ বিজিতদের ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন–

(১) এ বিষয় প্রথমে একটি গভীর রহস্যের মত মনে হয়, বিশেষ করে যখন আমরা জানি এসব ধর্ম কারো ওপর আরোপিত হয়নি। বল প্রয়োগে ইসলাম প্রচার হয়নি বলেই এত অল্প সময়ে অগণিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ

www.waytojannah.com

Contents

(২) স্পেন বিজয় উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছেন- মুসলমান শাসনে খ্রীষ্টানদের অবস্থা সেরূপ কোন অসন্তোষের কারণে হয়নি,..... আরবগণ অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তারা কাউকে নাজেহাল করতেন না। এজন্য খ্রীষ্টানরা আরবদের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। তারা মুসলিম বিজয়ের সহনশীলতা এবং জার্মান ও ফরাসীদের শাসন থেকে তাদের শাসনকে পছন্দ করত।

ফরাসী ঐতিহাসিক প্রফেসর রেনান ঃ স্পেনে মুসলিম উদারতা সম্পর্কে বলেছেন- মুসলমানগণ যখন স্পেন জয় করেন তখন তারা যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এর তুলনা হয় না। স্পেনের স্কুলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধর্মের ছাত্রগণই ভর্তি হতে পারত। একই সাহিত্য ও বিজ্ঞান গবেষণায় অংশ গ্রহণ করত। সকল শ্রেণীর ব্যক্তি একই আদর্শ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করেছিলেন।

মারমাডিউক পিকথল ঃ ধর্মীয় সহনশীলতা ইসলামের শক্তিরূপে বর্ণনা করে বলেছেন- মুসলমানদের কীর্তিসমূহকে তারাই (সে বিধর্মীরা) ধ্বংস করেছে যাদের প্রতি ইসলাম একদিন উদার ও সহনশীল ব্যবহার করেছিল। এটি ইসলামের এক বিরাট শক্তি। কারণ, এটি সত্যেরই মনোভাব। স্রষ্টা কেবল খ্রীষ্টান, ইহুদী বা মুসলমানেরই প্রভু নয় এবং বৃষ্টিপাত ও সূর্যালোক তাদের কারো একার জন্য আনে না এবং বেহেশত কেবল মুসলমানদেরই একচেটিয়া অধিকারভুক্ত নয়। যেহেতু কোরআনে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে এবং মানুষের জন্য কল্যাণ সাধন করে নিশ্চয়ই প্রভু তার জন্য পুরস্কার রেখেছেন এবং তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা কখনও কষ্ট ভোগ করবে না।

মেকারিয়াস এ্যান্টিয়কের ওপর ক্যাথলিক গোলকের অত্যাচারের কথা এ ভাষায় বলেন- "আল্লাহ & (HgX) তুর্কী সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী করুন। কারণ, তারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অর্থাৎ তাদের প্রজাগণ খ্রীষ্টান, ইহুদী সামারিয়ান যে যে ধর্মাবলম্বী হোক না ধর্ম ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন অথচ দুষ্ট লোকগণ তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতির জন্য অত্যাচার করে থাকে।

ঐতিহাসিক প্রফেসর ড্রেপার ঃ (১) কোরআন চমৎকার নৈতিক উপদেশ নীতি-সূত্রে পরিপূর্ণ। তার রচনাশৈলী খণ্ডে খণ্ডে গঠিত, কিন্তু একটা পৃষ্ঠাও আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারি না যাতে সে সারগর্ভ বাক্য থেকে সকল মানুষই

www.waytojannah.com

Contents

অনুমোদন করবে। এ খণ্ড, তার মূল পাঠ, তার সূত্রমালা এবং নিয়মাদিকে করেছে সম্পূর্ণ ও করেছে জীবনের যে কোন ঘটনার জন্য সাধারণ মানুষের উপযোগী।

(২) মোহাম্মদ নিজকে অনাবশ্যক ধর্মতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে নিয়োজিত করেন নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মিতাচারিতা এবং নামায, রোযা সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনুসারীগণকে সামাজিক উন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি দীন-দুখীর প্রতি বদান্যতা দেখালেন এবং তাদের জন্য দান-ধ্যান করাকে সবার ওপর স্থান দিয়েছেন। যে সহনশীলতা ও উদারতা সাধারণত আজকাল দেখা যায় না, তার পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন– যারা প্রকৃতই সৎকর্মশীল তারা যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন মুক্তি লাভ করবে .....। মানবগণের মধ্যে মোহাম্মদ মানব জাতির ওপর সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেছেন।

ফরাসী লেখক আলফ্রেড দেলা মারটিন ঃ উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, উপায়-উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা, যদি এ তিনটি বিষয়ই মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয় তাহলে ইতিহাসের জন্য কোন মহামানবকে এনে মোহাম্মদ-এর সাথে তুলনা করবে এমন সাহস কার আছে?

দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম প্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়বার্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম পদ্ধতির সংস্থাপক, বিশটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এ মোহাম্মদ! মানুষের মহত্ত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে তা' দিয়ে মাপলে কোন লোক তাঁর চেয়ে মহত্তর হতে পারে?

আর্থার এন ওয়ালষ্টন ঃ মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করার যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী তিনি মোহাম্মদ ছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে কেউ কোন দিন আর তা' অতিক্রম করতে পারেনি কিংবা কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি।

ডব্লু, মন্টোগোমারী ওয়েট ঃ (১) মোহাম্মদ ছিলেন কুশলী শাসক। শান কাজের জন্য লোক নির্বাচনে তিনি ছিলেন মহাবিজ্ঞ।

সি, ডব্লুই, সি ওমান ঃ ইতিহাসে প্রথম ও শেষবারের মত আরব ভূমিতে জগৎ সম্মোহনকারী আত্মার আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি তদানিন্তন ঘটনা প্রবাহকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পরিবর্তন এনেছিলেন গোটা মহাদেশীয় জীবনে।

www.waytojannah.com

Contents

প্রফেসর ষ্টিফেন্স ঃ মহাবিজ্ঞতা প্রসূত একটি মাত্র উদ্যোগে তিনি একই সাথে তাঁর দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন।

ড. মার্কোস উড ঃ ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি জীবনের ঝুকি নিয়েছিলেন, বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নির্যাতন ভোগ করেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, সহায়-সম্পদ হারা হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনের রোষানলে পড়েছেন। কিন্তু কোন প্রাচুর্যের মোহ, হুমকি বা প্রলোভনই তাঁর ন্যায়ের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।

ড. গুষ্টাভ উইল ঃ মোহাম্মদ রক্ত পিপাসু নীতি এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তি আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি সে ব্যক্তি, যিনি ক্রীতদাসের কঠোর জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র, বিধবা ও ইয়াতিমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃ-সুলভ যত্ন।

হোরেস শিপ ঃ মোহাম্মদ আরবকে পেয়েছিলেন প্রাচীন পৌত্তলিকতা অধ্যুষিত গোত্র বিভক্ত এবং পার্শ্ববর্তী রাজ শক্তির ভয়ে সদা আতঙ্কিত। তিনি একে রেখে গিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এবং এক মহান ধর্মের ধারক হিসেবে। তিনি পৃথিবীতে নিয়ে এলেন বিপ্লব শক্তির আধার এক একত্ববাদী ধর্মকে।

ডি, জি, হোগারথ ঃ (১) মোহাম্মদ-এর দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ বা তুচ্ছ সবকিছুই একটি অনুসরণীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে। যা আজও কোটি কোটি মানুষের সজ্ঞানভাবে মেনে চলেছে। একমাত্র তিনি ছাড়া মানব জাতির কোন অংশ নির্ভুল মানুষ হিসেবে আর কাউকেই এমন নিখুঁতভাবে অনুসরণ করে চলে না।

(২) মোহাম্মদ-এর ব্যক্তিগত ব্যবহার প্রতিদিন শত শত বিবেককে নাড়া দিত। এরূপ পরিপূর্ণ মানুষ পৃথিবীর আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেনি।

কবি জন মিলটন ঃ (১) কনষ্ট্যানটাইনের কালের বহু আগে অধিকাংশ খ্রীষ্টান তাদের মতবাদ ও আচরণ উভয়কেই অনেকখানি আদিম শুচিতা ও ন্যায়পরায়ণতা হারিয়ে বসেছিল। পরবর্তীকালে যখন চার্চের সমৃদ্ধি সাধন হয়েছে, তারা তখন সম্মান আর অরাজকীয় ক্ষমতার প্রেমে পতিত এবং খ্রীষ্টধর্ম ভরাডুবির প্রান্তে উপনীত। মোহাম্মদ আবির্ভূত হলেন ষষ্ঠ

www.waytojannah.com

Contents

শতাব্দীতে এবং পৌত্তলিকতাকে বিচ্ছিন্ন করলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও মিশরের অনেকাংশ থেকে, সর্বাংশেই যার আজ পর্যন্ত এক পবিত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা পদ্ধতি। প্রবক্তাদের মনের ওপর মোহাম্মদ-এর ধর্ম শক্তির সবচেয়ে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যাবে; অতীতে যে অন্যান্য সকল বিশ্বাসের জরাজীর্ণ অবস্থার ও সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে স্থাপন করার অভিজ্ঞতালাভে ইসলাম যদিও প্রাচীন, তবু তার অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার লক্ষ্যকে মানুষের ইন্দ্রিয় ও কল্পনার স্তরে নামিয়ে আনাকে ঠেকিয়েছে এবং কোন দৃষ্টিগোচর মূর্তি দ্বারা উপাস্যের জ্ঞানালোকিত ভাবরূপকে কখনই কলঙ্কিত না করেই তারা গোঁড়ামী ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থেকেছে। আমি বিশ্বাস করি এক আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদ-কে। এটাই হল ইসলামিত্বের সহজ অপরিবর্তনীয় ঘোষণা।

এইচ, জি, ওয়েলস ঃ (১) উদারতা, মহানুভবতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের গুণরাজিতে ইসলাম পরিপূর্ণ। ইসলাম তার নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতির মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সকলকে একই কাতারে সাম্যমৈত্রির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এ সমস্ত মহৎ গুণের অধিকারী হবার দরুন মোহাম্মদ সর্ব প্রকার মানুষের মনে স্থান করে নিত পেরেছিলেন।

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী বহিরা ঃ এ তো বিশ্ব মানবদের পথ প্রদর্শক। এ তো সে যীশুর প্রতিশ্রুত শান্তিদাতা। আল্লাহ্ একেই তো সকল জগতের আশীর্দবাদস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

প্রফেসর স্নাউড হার গোনজ ঃ মানবীয় জাতিসংঘের আদর্শ অন্য কোন ধর্মের চেয়ে ইসলামের দ্বারাই প্রকতৃপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ, মোহাম্মদ-এর ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এত গুরুত্ব সহকারে সকল মানব জাতির সাম্যের নীতিতে গ্রহণ করেছে যে, লজ্জায় পতিত হয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহ।

ডেভিড উরোহার্ট ঃ (১) তারা (সমস্ত মানবমণ্ডলী) নিজেরা পুরোপুরি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখুক, পড়ুক তারা পবিত্র কোরআন, বুঝতে চেষ্টা করুক, তখন তারা পেতেও পারে সে শান্তি সবাই যার সন্ধান করছে।

www.waytojannah.com

Contents

(২) ধর্ম হিসেবে ইসলাম কোন নতুন মতবাদ শেখায় না, প্রতিষ্ঠিত করে না কোন নতুন প্রত্যাদেশ, কোন কোন ধারণা, এতে নেই কোন যাজকত্ব আর গীর্জার সরকার। তা মানুষকে দেয় এক আইন সংহিতা, রাষ্ট্রকে ধর্মের অনুমোদন কার্যকর এক সংবিধান।

মেজর জেনারেল ফার্লং ঃ (১) আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসক ও ইতিহাস স্রষ্টাদের তালিকায় এ নবীর স্থান উচ্চে, সমভাবে মানুষের শাসনকর্তা, প্রশাসক এবং সাহসী ও হাংগামাকারী উপজাতি বা সুস্থির জাতির সংগঠক হিসেবে।

(২) রাজনীতিজ্ঞ, বন্ধু এবং শত্রুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন মোহাম্মদ এবং যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও জনসাধারণের মধ্যে জানার সৌভাগ্য লাভ করেছে। তাদের সকলের ভালবাসা, খ্যাতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন তিনি।

ফরাসী ঐতিহাসিক ডেলাজন-কুইয়ার ঃ ইসলামে মানবাধিকার সম্পর্কে বলেছেন- খলীফা মু'য়াবিয়া (৬৬১-৬৬৬) বহু সংখ্যক খ্রীষ্টানদেরকে তাঁর অধীনে চাকুরী দেন। অন্যান্য খলীফার অধীনে খ্রীষ্টানদেরকে প্রায়ই উচ্চপদে নিয়োগ করা হত। খলীফা মুকতাদিরের সময় (৮২৯-৯২০) ও মাবিদ ইউসুফ এক খ্রীষ্টান আম্বর নামক স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। আল-মুয়াকেফ সেনা বিভাগের শাসনভার এসয়ায়েল নামক খ্রীষ্টানের হাতে অর্পণ করেন। মোকতাদিরের শাসনকালে এক খ্রীষ্টান রণকার্যালয়ের ভার পেয়েছিলেন।

প্রখ্যাত আমেরিকান পণ্ডিত জর্জ সাটুন ঃ মুসলিম তামাদ্দুন বিচিত্র প্রকৃতির। মুসলমানের ধর্ম ও ভাষারূপে দুটি শক্তিশালী বন্ধন দ্বারা নিজেদেরকে এক ঐক্যসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। মুসলমানদের প্রধান কর্তব্যগুলোর মধ্যে একটি হল আরবী ভাষায় কোরআন পাঠ করা। এ চমৎকার ধর্মীয় বিধানকে ধন্যবাদ। আজকের যেসব ভাষা বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপকভাবে চালু হচ্ছে আরবী তাদের অন্যতম।

ফরাসী মনীষী ড. মরিস ঃ কোরআনকে সুসঙ্গতভাবে বলা যায় বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা। ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য একখানা ব্যাকরণ গ্রন্থ, কবিদের জন্য ছন্দ ও সংহিতা এবং আইন-কানুন ও বিধানের জন্য বিশ্বকোষ। বাস্তবিক কোরআনের পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থই কোরআনের একটি অধ্যায়ের সমতুল্য নয়।

www.waytojannah.com

দি পপুলার এনসাইক্লোপিডিয়া ঃ কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাব এত মনোমুগ্ধকর যে, তা ২৩ বছরের মধ্যে আরবের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলেছিল। পৌত্তলিকগণকে একত্ববাদী, কলুষিত অন্তর ও দুশ্চরিত্রদিগকে অপূর্ব ধার্মিক, পবিত্র চরিত্রবান, নির্দয় নিষ্ঠুরতাকে পরম দয়াশীল, অসত্য কলহপ্রিয় জানোয়ারের মত মানুষগুলোকে একতা ও শৃঙ্খলপ্রিয়, অলস ও সাহসহীনকে ধর্মপ্রিয় বীর পুরুষ করেছিল।

ড. ষ্টংগাস বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধান প্রণেতা ঃ আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, পৃথিবীর মধ্যে কোরআনের সমকক্ষ কোন গ্রন্থই প্রণীত হয়নি।

প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়ল ডিউস ঃ (১) কোরআনের সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজাণ্ডারের জগত থেকে বৃহত্তর জগত, রোম সাম্রাজ্যের চেয়ে বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিল। কোরআনের সাহায্যে তাঁরা একই রাজাধিপতি হয়ে এসেছিল ইউরোপ, যেথায় ভিনিসীয়রা এসেছিল ব্যবসায়ীরূপে আর ইহুদীরা এসেছিল পলাতক বা বন্দীরূপে। কোরআনের অনুসারী আরবীয় মুসলমান এসেছিল মানবজাতিকে জ্ঞানালোকে স্নাত করতে যখন অজ্ঞানান্ধকার ইউরোপকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তখন একাই আরবীয় মুসলমানই হেলাসের অপসৃত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা পুনর্জীবিত করার জন্য এসেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন পাশ্চাত্যকে দর্শন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও প্রাচ্যের সুললিত করতে।

(২) পাশ্চাত্য জগত যখন তমশায় আচ্ছাদিত ছিল তখন আরব মুসলমানগণ ইউরোপে এসে কোরআনের সাহায্যে এ আলোকবর্তিকা প্রদর্শন করেছিল এবং দর্শন, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা প্রাচ্যদেশের সাথে পাশ্চাত্যেও সঙ্গীত শিল্প শিক্ষা দিয়েছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিল। আর এ শিক্ষাই গ্রানাডার পতনের দিনটির কথা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করার পর আমাদের নতুন প্রেরণা দান করে।

রেভারেণ্ড সি. এফ. এনড্রুস ঃ (১) যে সমস্ত মহত্তর কল্যাণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ইসলাম সমভাবে বয়ে এনেছে এর একটি হল মানব ইতিহাসের সংকটকালে তার ঐশী অদ্বিতীয়ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ।

www.waytojannah.com

Contents

রেভারেণ্ড কি, আই, টেলর ঃ শূন্য-গর্ভ ধর্ম বিতর্কের বিরুদ্ধে ইসলাম ছিল এক বিদ্রোহ, ঈশ্বর ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ গুণ-কীর্তনের উল্লাসের বিরুদ্ধে তা' ছিল এক গৌরবামণ্ডিত প্রতিবাদ। তা প্রকাশ করেছিল ধর্মের মৌলিক মতবাদ ঈশ্বরের এক পৌরষত্ব দ্বারা স্থানান্তরিত করেছিল সন্ন্যাসীত্বকে, ক্রীতদাসকে দিয়েছিল আশা, মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্ব আর মানব প্রকৃতির মৌলিক সত্যকে স্বীকৃতি। মানব ভ্রাতৃত্বের খ্রীষ্ট ধারণা আকাশচুম্বী, কিন্তু ইসলামের ভ্রাতৃত্ব সকল মুসলিমের ভ্রাতৃত্ব সকল মুসলিমের সামাজিক সাম্য বাস্তবোপযোগী। ধর্মান্তরিত কোন খ্রীষ্টান সামাজিক সমতার বিবেচিত হয় না, কিন্তু মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বাস্তব ও দাসত্ব ইসলামী বিশ্বাসের অঙ্গীভূত নয়। দাসত্বকে মোহাম্মদ সহ্য করেছিলেন এক প্রয়োজনীয় ক্ষতি হিসেবে, যেমন সহ্য করেছিলেন নিগ্রো দাসত্বের চেয়ে অনেক দুর্বল।

ডব্লিউ. ডব্লিউ হাণ্টার ঃ এটা ইসলামের অন্যতম এক গৌরব যে তার মন্দির তৈরী হয় না হাতের সাহায্যে, তার উপাসনা অনুষ্ঠিত হতে পারে আল্লাহ্‌র মাটিতে যে কোন স্থানে, আকাশের নিচে যে কোন ব্যক্তি দ্বারা। অনেক জাতির পৌত্তলিকতা ধ্বংস করার জন্য মহাপ্রভুর স্বর্গীয় আয়োজনের অনুগ্রহে উত্থিত হয়েছিল মুহাম্মদীয় ধর্ম।

ষ্ট্যানলী নেইলপুল ঃ (১) মোহাম্মদ কল্পনার অদ্ভুত শক্তিতে হৃদয়ের উচ্চতায়, অনুভূতির মাধুর্য ও বিশুদ্ধতায় ছিলেন বিশিষ্ট। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, পর্দার অন্তরালে কোন কুমারীর চেয়েও অধিক শিষ্ট ছিলেন তিনি। জীবনে কখনো তিনি কাউকে আঘাত করেননি। সবচেয়ে খারাপ বাক্য যা কথাবার্তায় কখনো ব্যবহার করেছেন তা ছিল, তার কি হয়েছে? তাঁর কপাল কাদায় আচ্ছন্ন হয় যেন। কোন একজনকে অভিশাপ দেয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "অভিশাপ দেয়ার জন্য আমি প্রেরিত হইনি- প্রেরিত হয়েছি মানব জাতির কল্যাণরূপে।" অসুস্থদের তিনি দেখতে যেতেন, তিনি সেলাই করতেন তাঁর নিজের পোশাক, ছাগলের দুধ দোহন করতেন, নিজের সেবা নিজেই করতেন, সংক্ষেপে বর্ণনা করতেন হাদীস। অন্য কারও হাত থেকে কখনো নিজের হাত টেনে নেননি এবং লোকটি ঘুরে দাঁড়াবার আগে নিজে ঘুরে দাঁড়াতেন না।

প্রফেসর টি, ডব্লিউ আর্নল্ড ঃ সব কিছুরই ওপরে এবং এখানেই রয়েছে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের চূড়ান্ত গুরুত্ব তা নির্দেশ দেয় সকল জাতির

www.waytojannah.com

Contents

সকল ভাষায় পৃথিবীর সব অংশ থেকে আনিত বিশ্বাসীদের বার্ষিক জামাতের সে পবিত্র স্থানে প্রার্থনা করার যার প্রতি তাদের দূরান্তের গৃহে প্রতিটি ঘন্টায় ব্যক্তিগত প্রার্থনায় তাদের মুখ ফেরান থাকে। ধর্মীয় প্রকৃতির কোন প্রয়োগই তাদের অভিন্ন জীবনের এবং বিশ্বাসের বন্ধনে তাদের ভ্রাতৃত্বের ধারণা বিশ্বাসীদের মনে অঙ্কিত করার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন উপায় কল্পনা করতে পারত না। এখানেই অভিন্ন আরাধনার সর্বোচ্চ কর্তব্য রাজকীয় ও সুরুচিসম্পন্ন তুর্কীটি চিনে নেয় মালয় সাগরের বহুদূর প্রান্তের অসংস্কৃত দ্বীপবাসী তার মুসলিম ভাইটিকে।

লেডী এলেলিসকোর বোল্ড ঃ (১) গেটে প্রশ্ন করেছিলেন, এটাই যদি হয় ইসলাম, তা হলে আমরা সবাই কি ইসলামে বাস করছি না? উত্তর দিয়েছিলেন কার্লাইল, হ্যাঁ, আমাদের সকলেই, যার কোন নৈতিক জীবন আছে, সবাই এতে বাস করি। প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, কখন ও কেন আমি মুসলিম হলাম। আমি এ উত্তরই মাত্র দিতে পারি যে, ঠিক কোন মুহূর্তটিতে আমি যে ইসলামের সত্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল জানি না। মনে হয়, সব সময়ই আমি মুসলিম থেকেছি। এটাকে তেমন অদ্ভুত মনে হবে না যখন কেউ স্মরণ করবে, ইসলাম হচ্ছে সে স্বাভাবিক ধর্ম যা এক শিশুকে নিজের মত ছেড়ে দিলে তার মধ্যে বিকশিত হবে। বাস্তবিকই, যেমন কোন পাশ্চাত্যের সমালোচক একে বর্ণনা করেছিলেন। "ইসলাম হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞানের ধর্ম....।"

যত বেশি আমি পড়েছি, যত বেশি অধ্যয়ন করেছি, ততবেশি নিঃসন্দেহভাবে বিশ্বস্ত হয়েছি যে, ইসলাম সবচেয়ে বাস্তবোপযোগী ধর্ম এবং দুনিয়ার অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের ও মানব জাতির শান্তি ও সুখ আনয়নের জন্য সবচেয়ে পরিকল্পিত ধর্ম।

(২) ধর্মান্তরিত হবার পর থেকে আর কখনো এ বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়নি যে, আল্লাহ্ এক, মূসা, ঈসা, মোহাম্মদ (স) এবং অন্যরা ছিলেন ঐশী প্রেরণালব্ধ নবী, প্রতিটি জাতির কাছে আল্লাহ্ প্রেরণ করেন তাঁর দূত, পাপের মধ্যে আমাদের জন্ম নয়, যে আল্লাহর কাছে সব সময়ই আমরা হাজির হতে পারি সে আল্লাহ্ও আমাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য কাউকে আমাদের প্রয়োজন নেই, কেউ আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করতে পারে না এমনকি মোহাম্মদ (স) বা যীশুও নন এবং আমাদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আমাদের নিজেদের ও করণীয় কাজের ওপর।

www.waytojannah.com

Contents

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত দু'টি মৌলিক সত্যের ওপর, আল্লাহ্‌র একত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের ওপর এবং তা ধর্মতাত্ত্বিক গোঁড়ামির দায় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।অন্য সব কিছুর ওপরে এ একটি যথার্থ ধর্ম। মোহাম্মদ (স)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হল, ইসলাম কি?উত্তর দিয়েছিলেন ঃ তিনি, 'আল্লাহ্‌র অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য ও তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া।' অন্য এক উপলক্ষে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'মুসলিম কি?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- 'সেই ব্যক্তিই মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ।' আরও এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'কোন ব্যক্তির ধর্মের পরীক্ষা নিহিত অন্যের সাথে তার ব্যবহার.....।'

কোরআনের সব কিছুতে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে ভাল কাজ করা। এমনিতে বিশ্বাস করা এবং ভাল কাজ না করা ইসলামে থাকতে পারে না।

ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য রোজের গারোদী ঃ সাম্রাজ্যবাদীদের জাতীয়তাবাদী বিভেদ সৃষ্টির কুটনীতির একটি চাল হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের নির্মাণে ইসলামী সভ্যতার দান অস্বীকার করা। প্রাচীনকাল ও রেনেসা-এর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সুনির্ণীত অবস্থায় মানুষের প্রগতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব শাখায় আরব জাতিসমূহের যে বিশেষ দান, সে সত্যটিকে চাপা দেয়ার বা বিকৃত করার জন্যই এরা ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে।

কোন ইউরোপীয় ছাত্র যদি ইসলামী জয় যাত্রার ইতিহাস পড়তে যায়, মামূলী সব কিতাব পড়ে তার মনে হবে যে, এ একটা রহস্য বা অলৌকিক ব্যাপার। কিতাবী পণ্ডিতেরা সে ছাত্রটিকে বুঝান না চীন সাগর থেকে আটলান্টিক অবধি কয় বছরে এ যে মানবিক ঝড় বয়ে গেল, এর কার্যকরণ কি?

ইসলামী অভিযানের ফল সৃষ্টি হল এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, যাতে সমস্ত যুগের বিশৃংখল আর তার পরগাছা সমাজ বিন্যাস ভেঙ্গে গেল।

স্প্যানিস ঐতিহাসিক প্রাচ্য বিদ্যায় মহাপণ্ডিত দোজি ঃ স্পেনের পক্ষে আরব অভিযান হল এক মঙ্গল। এর ফলে এল এক সামাজিক বিপ্লব, দীর্ঘকাল ধরে দেশের বুক চেপে যেসব অত্যাচারের ভূত বসেছিল, সে সব দূর হয়ে গেল।

www.waytojannah.com

Contents

দোজি পরিষ্কার করেই বলেছেন, আরবদের শাসনতন্ত্র ছিল এরূপ– আগের সব সরকারের তুলনায় খাজনার হার কমান হল শিভালরির অভিজাত শাসনতন্ত্র গঠনের দ্বারা আরব বিজেতারা এমন একটা প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন যা মানব সভ্যতার সৃষ্টিময় যুগে অপরিহার্য, বাইজান্টিয়ামে আবদ্ধ প্রাচীন সভ্যতা আবার এ নতুন অভিযানে যুক্ত হল।

তাই আরব অভিযানের উপকার ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে ছড়িয়ে গেল। ইউপোরীয় সাক্ষ্যই আবার নেয়া যাক। এক গীর্জাধিপতি মহামান্য দূষেন সাত শতকের সিরিয়ার গীর্জার ইতিহাসে সিসিয়ান মাইকেলের উদ্ধৃতিতে দেখিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে খ্রীষ্টানরা আরব আক্রমণকে মোবারকবাদ জানিয়েছিল। আরব শাসনে ধর্মের স্বাধীনতায় রোমান অত্যাচারের হাত থেকে গীর্জার মুক্তি হল।

বিশ্ববিখ্যাত খ্রীষ্টান চিন্তাবিদ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এ, গুইলামঃ কোরআন হল বিশ্বে ক্লাসিক গ্রন্থরাজির অন্যতম। পর্যাপ্ত ক্ষতি স্বীকার না করে এটা ভাষান্তরিত করা যায় না। এর ভিতরে রয়েছে অসাধারণ ছন্দ-মাধুর্য ও স্বর প্রবাহ যা আমাদের শ্রবণ শক্তিতে মোহিত করে। বহু খ্রীষ্টান আরবী ভাষাবিদ-এর উৎকর্ষতা স্বীকার করে নিয়েছেন। যখন তা উচ্চস্বরে আবৃতি করা হয় তখন তার মোহিনী শক্তি শ্রোতাকে এর অসাধারণ ও অপূর্ব বাক্য বিন্যাসে অভিভূত করে দেয়.... কাব্যই হোক আর সুসমৃদ্ধ গদ্য রচনাই হোক বিশাল আরবী সাহিত্যের আর কোন কিছুই তার সাথে তুলনা যোগ্য হতে পারেনা।

ঐতিহাসিক আর, ই, হুইম ঃ আরবী সাহিত্যে ঐতিহাসিকভাবে কোরআন অতীব প্রভাবশালী গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে।

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক ড. এ, বার্থারেগু ঃ তারা এ মহান গ্রন্থ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করে দেখুক, তারা এর পতিটি অংশে মূর্তিপূজা ও বস্তুবাদের ওপর বিরামহীন আঘাত দেখতে পারে। তারা দেখতে পাবে নবী অবিরামভাবে মহাবিস্ময় ও সৃষ্টির রহস্যময় বিশেষত্বের প্রতি তাঁর অনুসারীণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর আদর্শের অনুসরণকারীগণ বর্তমান বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টিকারী একটি সভ্যতার জন্মদান করেছিল।

www.waytojannah.com

Contents

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক লোরা ভেসিয়া ভাগলিয়ারী ঃ বস্তুতঃ এ গ্রন্থ কোরআনের আমাদের কাছে এক জ্ঞান সংগ্রহ তথ্য জ্ঞানের আধার। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, সর্বোত্তম দার্শনিক এবং অতীব দক্ষ রাজনীতিবিদদের কাছেও তা বরণীয়। কিন্তু কোরআন যে একটি ঐশী গ্রন্থ তার অন্যরূপ প্রমাণও রয়েছে। প্রত্যাদিষ্ট হবার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে তা অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। এ সত্য স্বীকার করতেই হবে। আর এ পবিত্র গ্রন্থ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিদ্যমান থাকবে। পুন পুন পঠিত হবার পরও তা বিশ্বাসীদের হৃদয়ের কোন ক্লান্তি সৃষ্টি করে না, ভ্রান্তি আসেনা। বরং পৌনপুনিক আবৃত্তি দ্বারা তা বেশি করে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তা পাঠক ও শ্রোতার মনে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত করে। সুতরাং অস্ত্রের আর অবাঞ্ছিত মিশনারী কার্যকলাপের সাহায্যে ইসলাম এমন ব্যাপকভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করেনি। বিজয়ী মুসলমান বিজিতদের সামনে এ গ্রন্থ উপস্থাপিত করে তা গ্রহণ অথবা বর্জনের স্বাধীনতা প্রদান করেছিল। এ স্বাধীনতার বদৌলতে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ সংশয়বাদী ব্যক্তিদেরকে আলোর বিকীরণ দ্বারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

ইউরোপের খ্যাতনামা খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক ও আরবী সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক এ,জে, আরবেরী-এর কোরআন সম্পর্কে বাণী ঃ পবিত্র কোরআন হচ্ছে মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্তম্ভ। পাশ্চত্য দেশে এ গ্রন্থকে আরও ব্যাপকভাবে জানার ও গভীরভাবে বুঝার যে প্রয়োজন চাহিদা রয়েছে।

খ্যাতনামা খ্রীষ্টান ন, নেইশ ঃ কোরআন এর মূল আরবী পরিভাষায় এক আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও স্বকীয় সম্মোহনী শক্তির অধিকারী। সংযত বাক্য, রচনাশৈলীতে বিন্যস্ত। এর সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক তাৎপর্যমণ্ডিত ছন্দায়িত বাক্যসমূহ এমন সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল বিপুল শক্তির অধিকারী যে তার শাব্দিক ভাষান্তরকরণ একেবারেই অসম্ভব।

বিশিষ্ট পাশ্চত্য খ্রীষ্টান মনীষী এডওয়ার্ড মনটেট ঃ যাঁরা আরবী কোরআনের সাথে পরিচিত তাঁরা সকলেই এ ধর্মীয় গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এর রচনাশৈলী এতই সমুন্নত যে কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের সাহায্যে এর যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব।

www.waytojannah.com

Contents

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি ও দার্শনিক এবং বিশিষ্ট খ্রীষ্টান মনীষী ভন গুয়েথঃ যতবারই আমরা এ গ্রন্থের দিকে (কোরআনের দিকে) দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এটা আমাদিগকে আকৃষ্ট, বিস্ময়াপ্লুত এবং পরিশেষে শ্রদ্ধাবনত করে তুলে। বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এর রচনাশৈলী বলিষ্ঠ, উন্নত ও সময় ভীতি উৎপাদনকারী এবং সত্যি সত্যিই সমুন্নত ও সুসমৃদ্ধ, এভাবেই এ গ্রন্থ যুগে যুগে একটি অতি সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে যাবে।

খ্রীষ্টান জগতের বিশিষ্ট মনীষী ড. জি, মারগো লি ঃ কোরআন মধ্যযুগের চরম উৎকর্ষ ও পরম মার্জিত ইহুদী ও খ্রীষ্টান মনীষী হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রভাব বিস্তারকারী একটি নবীণ সাহিত্যিক ও দার্শনিক আন্দোলনের সূচনা হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে এসেছে। আধুনিক মুসলিম বিশ্বের সাধারণ সমৃদ্ধি অনেকটা ব্যাহত রয়েছে সত্য, কিন্তু অনুসন্ধান গবেষণার ফলে এর কয়েক শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দর্শন, অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী অর্জন করেছিলেন, সবটুকু তারা আরবীর ওপর নির্ভরশীল ল্যাটিন রচনাবলী থেকে পেয়েছিলেন। কোরআনই প্রথমে আরব এবং পরে তাদের মিত্রদের মধ্যে এসব জ্ঞান চর্চার অনুসন্ধান ও চর্চা অনুপ্রেরণা দান করেছিল। কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় ভাষা অনুসন্ধান ও চর্চা কোরআনের আবির্ভাবের সাথে সাথেই দেখা দিয়েছিল এবং এভাবেই সূচিত সাহিত্য আন্দোলনের ফলেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রতিভাধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয়ে ওঠেছিল।

মাইকেল এইচ, হার্ট ঃ মোহাম্মদ-কে বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী মনীষীদের তালিকায় সবার শীর্ষে আমি স্থান দিয়েছি। এতে কেউ কেউ আশ্চর্য হতে পারেন আবার কেই এ নিয়ে প্রশ্নও করতে পারেন। কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় এবং নিরপেক্ষ (সিকুলার) এ উভয় ক্ষেত্রে একযোগে বিপুলভাবে সফলকাম হয়েছিলেন।

সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়ে মোহাম্মদ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন এবং একজন রাজনৈতিক নেতারূপে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আজ তাঁর মৃত্যুর চৌদ্দশত বছর পরেও তাঁর প্রভাব অত্যন্ত প্রখর এবং বিস্তৃত।

www.waytojannah.com

Contents

বৃটিশ বিশ্বকোষ ঃ পৃথিবীর সমগ্র ধর্ম পুরুষদের মধ্যে মোহাম্মদ ছিলেন সবচেয়ে সার্থক মহাপুরুষ।

চেম্বার্স বিশ্বকোষ ঃ মোহাম্মদ-এর আবির্ভাব কাল যে সভ্যতা ও জ্ঞানালোক জগতকে অলংকৃত করে আসছে এর বিরাট সৌধের ভিত্তি পত্তন মোহাম্মদ স্থাপন করেছেন।

চেম্বার্স ইনসাইক্লোপেডিয়া ঃ মোহাম্মদ-এর কাল থেকে যে সভ্যতা ও জ্ঞানালোক জগতকে অলংকৃত করে আসছে, এর বিরাট সৌধের ভিত্তি মোহাম্মদ-ই করেছেন। কোরআন মুসলমানকে এরূপ প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছে। হে আল্লাহ্! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। মোহাম্মদ-ও মুসলমানদেরকে বলেছেন- জ্ঞান বিশ্বাসীদিগের জন্মগত অধিকার, যথাতথা থেকে তা অর্জন কর। এ উপদেশ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বহু মহীরুহ উৎপন্ন করে, যার শাখা-প্রশাখা বাগদাদ, মিশর, সিসিলী ও স্পেন দেশে পরিশূন্য হয়ে পড়ে এবং এ সকল বৃক্ষের ফল বর্তমান ইউরোপ আজ পর্যন্ত ভোগ করে আসছে।

ড. কৃষ্টফার ঃ মোহাম্মদ যে জীবন ব্যবস্থা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছেন, সে এক আশ্চর্য এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষের ঠিক প্রকৃতি অনুযায়ী গঠিত। তিনি ছোট-বড় সকল পার্থক্য মিটিয়েছেন। আমরা ইউরোপবাসী ইসলামের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এ দিয়ে তিনি আমাদেরকে সত্যতা ও মানবতা শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রফেসর স্যার আর্নণ্ড ঃ শুরু থেকে ইসলাম এরূপ একটি প্রচার সাপেক্ষে ধর্ম যা মানব মনের আন্তরিকতা লাভ করতে প্রয়াসী হয় এবং তাদেরকে ইসলামের সাম্যবাদে দীক্ষিত করতে ও মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলীভুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করে।

ম্যাক্সনরডনঃ সকল সুসভ্য দেশে আইনের কঠোর বিধান দ্বারা একপত্নী গ্রহণ বিধিবদ্ধ হলেও মানুষ বহু নারী সম্ভোগে লিপ্ত আছে। এক লাখ লোকের মধ্যে কখনো একজন লোক পরিদৃষ্ট হবে যে মৃত্যু শয্যায় শপথ করে বলতে পারে তার সমগ্র জীবনে সে এক নারী ভিন্ন কখনও অন্য নারীকে জানে নি।

www.waytojannah.com

Contents

পণ্ডিতবর এডওয়ার্ড মনটেটঃ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা বিচার করলে দেখা যায়, ইসলাম মূলত অতীব ব্যাপকভাবে যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিবাদের যে সংজ্ঞা ধর্ম-বিশ্বাসকে যুক্তির দৃঢ়তত্ত্বের ওপর সংস্থাপিত করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কেবল ইসলাম ধর্মে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। কোরআন ধর্ম বিশ্বাসে যুক্তিবাদের সূচনা করে সমভাবে তা অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং এ গ্রন্থে একেশ্বরবাদের মহিমা, মহত্ত্ব ও পবিত্রতা এরূপ সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত হয়েছে যে, ইসলামের গণ্ডীর বাইরে, তদ্রূপ কচিত পরিদৃষ্ট হয়। এ ধর্মমত এত সরল, এত জটিলতাহীন ও এত সহজ বোধগম্য যে, মানুষের বিবেক আকর্ষণ করার ক্ষমতা এর আছে বলে আশা করা যায়, এবং প্রকৃত প্রস্তবে তা উদ্ভূতরূপে আছে।

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ফিনলে ঃ মুসলমান রাজত্বকালে অমুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে সুপরিকল্পিত কোন প্রচেষ্টা ছিলনা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম উৎখাতের জন্যও কোন সুবিন্যস্ত প্রচেষ্টা সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। যদি খলীফাগণ ওপরোক্ত দু'টি কার্যক্রমের অন্তত একটিও অনুসরণ করতেন, তাঁরা হয়ত খ্রীষ্টান ধর্মকে বলপূর্বক উৎখাত করে দিতে পারতেন, যেমন ফার্ডিণ্ড ও ইসাবেলা স্পেন থেকে ইসলামকে এবং পঞ্চ লুই ফ্রান্স থেকে প্রটেস্টানদের উৎখাত করতে চেয়েছিলেন এবং ইহুদীদেরকে যেমন করে সাড়ে তিনশত বছরকাল ইংল্যাণ্ডে বাইরে রাখা হয়েছিল। এশিয়াতে খ্রীষ্টান গীর্জাসমূহের অস্তিত্ব আজো অমুসলমান প্রজাদের প্রতি মুসলিম শাসনবর্গ বা মুসলমান সরকারের সাধারণ সহিষ্ণ মনোভাবের জ্বলন্ত প্রমাণ।

সুবিখ্যাতঐতিহাসিক আর্থার গীরমেন ঃ এরূপ অবস্থায় পূর্ববর্তী শত্রুতার জন্য কোন প্রতিহিংসা গ্রহণ না করে তিনি মোহাম্মদ তাঁর সদস্যদেরকে রক্তপাত কর থেকে নিবৃত্ত করলেন এবং সর্বপ্রকার দয়া প্রদর্শন করলেন আর আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলেন। কেবল অত্যন্ত জগণ্য অপরাধের জন্য ১০/১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হল । অন্যান্য বিজেতাদের তুলনায় তা অত্যন্ত দয়ার্দ্রপূর্ণ কাজ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই ।

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী পিটার বরারবেনডিষ্ট ঃ সালাহউদ্দীনের সহনশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছে ঃ তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রসংশা করে গেছেন এবং

www.waytojannah.com

Contents

তিনি বলেছেন, তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা ক্রুসেডারদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্যের অতুলনীয় উদাহরণ রেখে গেছেন। বাস্তবিকপক্ষে কোন কোন অশ্বারোহী খ্রীষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

মিঃ আবদুল্লাহ ফ্রান্ইসিস (ফ্রান্সিস্ ডিমেলো) ঃ ইনি একজন খ্রীষ্টান পরিবারের সন্তান।আর্য-সমাজীদের ধোঁকায় পড়ে বোম্বইয়ে একবার আর্যমতে দীক্ষিত হয়ে গোবিন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু দুই দিনের মধ্যেই আরিয়াদের ধোকাবাজী বুঝতে পেরে অবশেষে ইনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বক্তব্য ঃ

১। আমার পিতামহ প্রথমত হিন্দু ছিলেন এবং তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন । আমর পিতা এবং আমি জন্মগতভাবে খ্রীষ্টান ছিলাম । যখন আমার বয়স হয়, সে সময়ে আমার হৃদয় ধর্ম চর্চার দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন হতে আমি হিন্দুদের সাথে অবাধে মিলা-মিশা করতে থাকি এবং হিন্দু বালকদের সাথেই আমার বিদ্যা শিক্ষা চলতে থাকে । ফলে আমার অবস্থা ক্রমে এরূপ হতে থাকে যে আমি হিন্দুয়ানীভাবে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হই এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মে কতকগুলো অযৌক্তিক শিক্ষা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে এবং এ ধর্ম মূলত একটা হেয়ালী ও ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম একথা মনে করে আমি তখন কয়েকটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করতে আরম্ভ করি । ফলে আমর ধারণা জন্মে যে, হিন্দুগণ যে কোন লোককে তাদের ধর্মে পুনঃগ্রহণ করতে উপনয়ন সংস্কার করে তাকে গায়ত্রী মন্ত্র শিক্ষা দিতে পারে । এ সময়ে আমাকে বলা হয় যে, যদি আমি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হই তাহলে আমি একজন খাঁটি ব্রাহ্মণে পরিণত হব এরূপভাবে আমার মনে হিন্দুধর্ম গ্রহণের আকাঙক্ষা বর্ণনাতীত হয় এবং অবশেষে একদিন আমি প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করি । বোম্বাইয়ে আমার উপয়ন সংস্কারকার্য সমাধা করা হয় এবং আমাকে গায়ত্রী মন্ত্র শিক্ষা দেয়া হয়। পরদিন আমি বোম্বাই নগরীস্থ ভুলেশ্বর মন্দিরে গমন করি এবং সেখানকার লোকজনের কাছে দর্শন ও উপাসনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি । আমার পরিচয় অবগত হয়ে মন্দির রক্ষীগণ আমাকে মন্দিরের দ্বার থেকেই ফিরিয়ে দেয় এবং এরূপভাবেই আমাকে মহাদেবতার সন্দর্শন থেকে বঞ্চিত করা হয় । মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়ে চিন্তিত মনে আমি বোম্বাই নগরীস্থ এক বিখ্যাত আর্য

www.waytojannah.com

Contents

সমাজীর গৃহঅভিমুখে রওয়ানা হই । মন্দিরে অনুষ্ঠিত সমুদয় ব্যাপার আর্য সমাজী নেতাকে অবগত করানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তার দর্শন পেলাম না। এ আর্য সমাজী ভদ্রলোকের বাড়ির মহিলাগণ আমার প্রতি কুকুরপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ব্যবহার প্রদর্শন করলেন।

২। এরপর আমি বহু হিন্দুর কাছে গিয়ে বিফল হই এবং কয়েকদিন অনাহারে দিন কাটাই। তৃতীয় দিন এক মুসলমান ভদ্রলোকের সাথে আমার সাক্ষাত হলে, আমার মলিন মুখ দেখে এবং আমার করুণ কাহিনী শুনে তিনি নিকটবর্তী একটি হোটেলে আমার খাবার ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ভবিষ্যতে আমি কি করব? আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তরে জানালাম যে, আমি খৃষ্টীয় ধর্মের মূলতত্ত্ব অধ্যয়ন করে দেখেছি, তা আমার কল্পনা মাত্র এবং হিন্দু ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেও দেখেছি, তা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বললাম যে, এরপর আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক।

আমার অভিলাষ অবগত হয়ে এ ভদ্রলোক আমাকে একটি মসজিদে নিয়ে যান। সে মসজিদে তখন নামাযের জন্য সকল পদ-মর্যাদার বহুলোক সমবেত হয়েছিলেন। কি অপূর্ব সৌন্দর্য, কি বিস্ময়কর ভক্তি ও ঐশীপ্রেম।

নামায শেষে আমার সাহায্যকারী বন্ধুটি আমার দীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং রাতে আমি একমাত্র সত্যধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ধন্য হলাম। আমি আমার প্রভুর সাথে একই পাত্রে আহার করি এবং তারই মত পোশাক পরিধান করে থাকি।

ইসলামে সকল প্রকার সত্যের সমাবেশ আছে এবং দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মই ইসলামের মত পরিপূর্ণ ধর্ম নয়। ইসলাম সর্বাপেক্ষা উদার, সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং সর্বাপেক্ষা সত্যধর্ম। ইসলামের প্রবর্তকের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। পবিত্র কলেমা"ল ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) উচ্চারণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করছি যেন, তিনি সকলের বিষেশত নও মুসলমাদের হৃদয়কে ইসলামের নূরে উদ্ভাসিত করে তুলেন আমীন।

www.waytojannah.com

Contents

স্বামী পন্ডিত পাবন দাস ঃ ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে আলোচনা করে ভারতীয় মুসলমানদেরকে তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার কথায় বলেছেন যে॥আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তান ইসলামীস্থানে পরিণত হয়ে যাবে। হিন্দুস্থানকে ইসলামীস্থানে পরিণত কর। ভারতের মুসলমানগণের কাছে এটাই আমার বাণী এবং ভারতের যাবতীয় অসুবিধা অকল্যাণের একমাত্র সমাধান এটাই।

লালা লাজপত রায় ঃ (১) নিঃসঙ্কোচচেই বলতে পারি যে, মোহাম্মদ-কে আমি সবচেয়ে বেশি ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে অবলোকন করি । আমার মতে পৃথিবীর ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকদের মধ্যে তাঁর সন্তানই সকলেন ওপর।

(২) আমি ইসলামকে ভালবাসি এবং ইসলামের বড় বড় মহাপুরুষদের অন্যতম মনে করি।

মহাত্মা গান্ধী ঃ (১) সমৃদ্ধির যুগেও ইসলাম ছিল পরধর্মের প্রতি সহনশীল। ইসলাম মিথ্যায় পরিপূর্ণ ধর্মমত নয়। হিন্দুরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করুক। তাহলে তারা আমারই মত ইসলামকে ভালবাসবে । বিশ্বনবীর অতুলনীয় সারল্য, আত্মবিস্মৃত, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, অবিচলিত নিষ্ঠা, শিষ্য ও অনুবর্তীদের জন্য অফুরন্ত খ্যাতি, নির্ভীকতা, জীবনের ব্রত ও স্রষ্টার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতাই পৃথিবীতে ইসলামের স্থান সৃজন করেছে।

(২) প্রাচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিল আরো স্বস্তি।

অনুচরদের জীবনী থেকে আমি খোদ নবীর জীবনে উপনীত হলাম। দ্বিতীয় খণ্ড বন্ধ করলাম যখন, তখন দুখিত হলাম এজন্য যে সে মহৎ জীবন সম্পর্কে আর কিছু পড়ার রইল না আমার। আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল যে, তরবারী নয়, নবীর কঠোর সারল্য, সম্পূর্ণ অহং বিলোপ

চুক্তির প্রতি সযত্ন সম্মান, বন্ধু এবং অনুসারীদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ এবং তাঁর নির্ভীকতাই ইসলামের আসন অর্জন করেছে।

৩। ইসলামে তার গৌরবময় দিনগুলোতে অসহিষ্ণু ছিল না। তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল দুনিয়ার শ্রদ্ধা। পুরোহিত প্রথা আর নয়-নবী মোহাম্মদ অনতিবিলম্বে ভেঙ্গে দিয়েছেন পুরোহিত প্রথার যাদু। আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝখানে কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির কোন প্রয়োজন ছিল না ইসলামে।

www.waytojannah.com

Contents

আরম্ভ থেকেই তা ছিল এক গণতান্ত্রিক ধর্ম স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি কোন প্রথা। কোরআন পাঠের মাধ্যমে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার ছিল। ঐশী বাণীতে যা ব্যাখ্যায়িত হত মুক্তভাবে; ধর্ম সভায় স্বেচ্ছা সীমিতকরণ ব্যতিরেকেই। এদিক থেকে ইসলাম খ্রীষ্টধর্মের অনুরূপ কোন সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেনি। বস্তুত যে গণতান্ত্রিক ধারণা ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে, খ্রীষ্টধর্মে তার আরম্ভ হল মাত্র জাতীয়তাবাদ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম বিপ্লবের উন্মোষের সাথে সাথে।

৪। আমার দৃঢ়প্রীতি জন্মেছে যে, পুরাকালে জীবন সংগ্রামে তরবারী ইসলামকে এ বিশ্ব জগতে স্থান প্রদান করেনি। নবীর যাবতীয় সৎ গুণাবলী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ও স্বীয় জীবন ব্রতে তাঁর ঐকান্তিক নির্ভরতা, এ সকল গুণরাজি তরবারী নয়- সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

স্যার পি, সি, রায় ঃ (১) ইসলামের বিশেষত্ব এটাই যে, একমাত্র এ ধর্মমত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভেদ রেখা টানেনি। তরবারির বলে নয়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে শত শত হিন্দু ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছে।

(২) এটা ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে, তা মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করে না । লোহার তলোয়ার নয়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বই অনেক হিন্দুকে ইসলামে আকৃষ্ট করেছে।

মিসেস সরোজিনী নাইডু ঃ (১) ধর্ম হিসেবে ইসলামই সর্বপ্রথম গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রচার ও তা বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছে। কারণ আজান ধ্বনি শোনার পর উপাসনাকারীগণ মসজিদে সমবেত হয়ে দিনে পাঁচবার দীন-দরিদ্র থেকে নবাব-বাদশাহ সকলেই নতজানু হয়ে বলে ঃ একমাত্র আল্লাহ্ সুমহান; ইসলামের এ বিশ্লেষণের একত্ব, যা মানুষকে আপনা আপনি ভ্রাতৃত্বভাবে অনুপ্রাণিত করে থাকে । সে সম্বন্ধে যতই ভেবেছি ততই অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।

(২) ইসলাম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমানাধিকারবাদ ঘোষণা করে । প্রতীচ্য জগত ক্রমশ এ নীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইসলাম পরস্পর বিরোধী ধর্ম বিশ্বাসগুলো একতা ভাবাপন্ন করবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

স্যার পি, সি, রাম স্বামী আয়ার ঃ (১) মোহাম্মদ-এর ধর্ম ব্যতিত আর কোন ধর্মই ব্যবহারিক জীবনে সামান্যতমই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। জাতির

www.waytojannah.com

Contents

অহঙ্কার, হীনমন্যতার প্রবণতা, সাদা কাল বাদামী বর্ণের অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি অন্য কোন তত্ত্বে আশ্রয় নিতে চাই না। দেখতে পাই ইসলমেই শুধু এমন কোন অহঙ্কার নেই।

তিনি ইসলাম সম্পর্কে লিখেছেন, (২) ইসলামের ভিত্তি কি? আমার মতে প্রত্যেক সঠিক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে জগতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সমন্বিত একমাত্র ধর্ম বিশ্বাস কার্যকরীরূপে প্রমাণিত হয়েছে। একজন হিন্দুধর্মে দৃঢ়বিশাসী রূপে আমি একথা বলতে সাহস করি....।

আমার নিজ ধর্ম কৃতকার্যতা লাভ করেনি যদিও মানবীয় একতায় এর একটি দার্শনিক মতবাদ রয়েছে। তা নীতিগতভাবে থাকলেও কখনো কার্যত প্রতিফলিত হয়নি। কোন ধর্ম নীতিগতভাবে মানবতার কথা বললেও ইসলামের মত কোন ধর্মই মানবতাকে উচ্চে স্থান দেয়নি সাম্যের ভিত্তিতে।

ভারতীয় ঐতিহাসিক ড. তারা চান ঃ বিশ্বাসের সরল সূত্র উত্তমরূপে বর্ণিত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনের গঠনতন্ত্রীয় তত্ত্ব নিয়ে ইসলাম দৃশ্যপটে উপস্থিত হল...। যে ধর্ম মোহাম্মদ প্রচার করেছেন তা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল । এ ধর্মে খুব কম সংখ্যক উপদেশাবলী, আচার অনুষ্ঠান বর্তমান, কারণ কোরআন অনুসারে আল্লাহ্ মানবের ভাবকে হালকা ও সরল করতে চেয়েছেন । তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীয় উপদেশ হল ঈশ্বরের একত্বতার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধর্মানুষ্ঠান, দৈনন্দিন প্রার্থনা, উপবাস (রোযা), তীর্থ যাত্রা (হজ্ব), দান (যাকাত) এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে তাঁর মোহাম্মদ-এর প্রতি বিশ্বাসই হল এ ধর্মের প্রধান স্তম্ভ। সামাজিক দিক্ থেকে এ ধর্মের সর্বাপেক্ষা অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য হল মুসলসানদের মধ্যে একত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা এবং পুরোহিত শ্রেণীর অনুপস্থিতি ।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ (১) মোহাম্মদ ছিলেন সমস্ত মানুষের নবী । সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের।

(২) ইসলাম ভারতের অধপতিত বিরাট জনগণের প্রতি এক আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে । ইসলাম মানব সমাজকে রক্ষা করেছে।

পণ্ডিত জওয়াহর লাল নেহেরু ঃ যদিও তাঁর প্রথম জীবনে এবং তাঁর পূর্ব পুরুষ ও বংশধরেরা ইসলামের প্রতি চরম বিরূপতা ও ঘৃণার জন্য

www.waytojannah.com

Contents

ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করে ইসলামকে গোঁড়ামী ধর্মরূপে আখ্যায়িত করেছিলেন কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনে ইসলমের সত্যতা, মহত্ত্ব, শিক্ষা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ও তার নবী সম্বন্ধে বেশ কিছু লিখেছেন–

(১) আরব জাতির আকস্মিক অভ্যুত্থান এবং তাদের উন্নতমানের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাধ্যমে সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তার করা, এ ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য অধ্যায়। ইসলামের মূলমন্ত্র ও ভাবধারা আরবদেরকে আত্মপ্রত্যয়ের নব বলে বলীয়ান ও এক মহা পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত করে।

(২) মোহাম্মদ-এর প্রচারিত ধর্ম ,এর সত্যতা ,সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা, ন্যায়নীতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ এ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘ দিন যাবত একদিকে শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল পোপদের হাতে....। তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।

(৩) রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও বা তাদের রাজ্যের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ ও শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকলেও তারা (আরব নেতারা) কিন্তু অত্যন্ত সাদাসিধে আড়ম্বহীন জীবনযাপন করে গেছেন এবং কখনও কোনরূপ বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেননি । পরিপূর্ণ বাস্তব ইসলামী গণতন্ত্রই ছিল তাঁদের শাসনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তাঁদের এরূপ জীবনযাপন এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার দরুন তদানিন্তন বিশ্বের সর্ববৃহৎ দু' টি শক্তি রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্যের সাসনিক সাম্রাজ্যকে তারা পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । এ ছাড়া আরবরা খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে পবিত্র নগরী জেরুজালেম ছিনিয়ে নেয় এবং সমগ্র ইরান, সিরিয়া ও পারস্য তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইসলামের সংস্পর্শে আরব জাতিকে এক সুসভ্য মহান জাতিতে পরিণত করেছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ বাংলার অধপতি হিন্দু সমাজে ইসলাম এসেছিল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচার থেকে বাঁচার আশা ও মুক্তির বাণী হিসেবে ।

www.waytojannah.com

Contents

এম, এন, রায় ঃ মোহাম্মদ-এর কঠোর একেশ্বরবাদ আরবীয় মুসলমানদের তলোয়ার সঞ্চারনের এমন অজেয় ক্ষমতা দান করল যে, তা শুধু আরব উপজাতিগুলোর দুটি পৌত্তলিকতাই নষ্ট করল না, জড় খ্রীষ্টের অপপ্রচার থেকে, আচার ভ্রষ্ট খ্রীষ্টধর্মের অঘটন ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে আর মঠ ও মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী সংক্রমিত মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে অগণিত মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইতিহাসের প্রধান ও একমাত্র সহায় হয়ে রইল।

সামাজিক ভাঙ্গন ও আত্মিক হতাশার সে গভীর অন্ধকরে আরবের নবীর উদ্দীপনাময় আশার বাণীর আশার আলোক শিখার মত সহসা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠল। নৈরাশ্যের অতলে নিমজ্জিত এক জাতির সামনে ইসলাম খুলে দিল আশার এক নতুন দিগন্ত...। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে ইসলামের তলোয়ার আল্লাহ্‌র নামেই সঞ্চারিত হয়েছে, কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কার্যত তাই করেছে সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের সমাধি রচনা...। ইসলামের বিপ্লবই বাঁচিয়েছিল মানুষকে।

মিসেস্ এ্যানি বেসান্ত ঃ অন্ধকারে তিনি মোহাম্মদ ছিলেন আলো এবং তাঁর জীবনকে আমরা পাই এত মহৎ ও এত খাঁটি হিসেবে যে, আমরা অনুভব করতে পারি কেন তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছিল তাঁর চারদিককার মানুষের কাছে মহা প্রভুর বাণী বহন করার জন্য।

ইসলামের দুর্ভোগের কারণ তার অনুসারীরা তার প্রতিষ্ঠাতার অনুপযুক্ত।

লালা হরদয়াল ঃ প্রকৃতিগত রূপে ইসলাম মূলত সহজ ও গণতান্ত্রিক। এশিয়া ও আফ্রিকায় পতিত ও শোষিত সম্প্রদায়সমূহের লাখ লাখ মানুষ আত্মাকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে ইসলাম। অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্ম মতের তুলনায় বর্ণবিদ্বেষকে প্রশমিত করার কাজে ইসলাম অধিকতর সাফল্য লাভ করেছে । আফ্রিকার মুসলিম নিগ্রো বা ভারতের মুসলিস চামারকে তার সমধর্মী মুসলমানরা অস্পৃশ্যমনে করে না। কিন্তু খ্রীষ্টান নিগ্রো বা হিন্দু চামারকে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ও উচ্চবর্ণের হিন্দু মড়কের মত এড়িয়ে চলে।

প্রফেসর সাধু টি এল, বাস্বনী ঃ দুনিয়ার অন্যতম বীর হিসেবে মোহাম্মদ-কে আমি অভিবাদন জানাই মোহাম্মদ এক বিশ্বশক্তি, মানব জাতির উন্নয়নে এক মহানুভব শক্তি। আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীমের মহৎ বাণী নিয়ে ইসলাম অগ্রসর হয়েছে এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার মশাল বহন করে নিয়ে গেছে আফ্রিকা, চীন, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, রাশিয়া ও ভারতবর্ষে।

www.waytojannah.com

Contents

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিল কর্ডোভার বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় যা সুদূর ইউরোপের বিভিন্ন অংশের খ্রীষ্টান শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করত, সেসব শিক্ষার্থীদেরই একজন যথাসময়ে পোপ হয়েছিলেন। সে সময়ে ইউরোপ ছিল অন্ধকারে, তখন স্পেনে মুসলিম পণ্ডিতগণ উচ্চে তুলে ধরেছিলেন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোক বর্তিকা।

রাধা কিষাণ ঃ পাশ্চত্য পণ্ডিতদের সাথে একমত হয়ে ইসলাম ভ্রাতৃত্বের প্রশংসা করে বলেছেন- আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মতবাদ উপজাতি ও জাতীয়তার বাধা অতিক্রম করে যা অপর কোন ধর্মের বিশেষত্ব নয়।

প্রফেসর ভেক্টে রত্নম ঃ (১) ইসলাম সবচেয়ে সহিষ্ণু ধর্ম এবং একথা সত্যের বিকৃতি হিসেবে সে জগতের কাছে মনে হতে পারে যে জগত ইসলামের বিরুদ্ধে স্বার্থ প্রণোদিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রচলিত নিন্দাবাদের সকল উপাদেয় বিশিষ্ট।

(২) মোহাম্মদ-এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণাঙ্গ ও কলঙ্কহীন এবং কিছু ব্যাপারে যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে উন্নতর। মোহাম্মদ কখনো নিজকে ভগবানের সমান মনে করেননি। তাঁর অনুসারীরা কখনো একবারের জন্যও বলে না যে, তিনি শুধু একজন মানুষের বেশি আরও কিছু ছিলেন। তারা কখনো তাঁর ওপর ঐশী সম্মান আরোপ করে না।

নবী সব সময়ই ভগবানের প্রেরিত পুরুষ মাত্র বলেই নিজকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দিক থেকে যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে মোহাম্মদ মানুষের কাছে উন্নততর দৃষ্টান্ত। পার্থিব ও আত্মিক উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মানুষের সুদক্ষতা নেতা। শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন সদয়। জীবনের পবিত্রতাকে তিনি ভালবাসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এক ন্যায়বান ও সত্যবাদী জীবনযাপন করে গিয়েছেন। যীশু খ্রীষ্টের বৈপরীত্যে তিনি কঠোর পরীক্ষায়ও কখনো অভিযোগ করেননি। কখনো ভগবানের অবিশ্বাসের একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি; হে প্রভু! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ। মোহাম্মদ তাঁর সহচরগণকে শিখিয়েছিলেন পুণ্যকে ভালবাসতে এবং পাপকে ঘৃণা করতে।

www.waytojannah.com

Contents

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ঃ মুহাম্মদ-এর জীবন আদর্শ সারা বিশ্বের কাছে আজ অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উচিত তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা।

দেওয়ান বাহাদুর এস, পি, এম, এম এঃ ইসলামের নবী একজন মহান রাষ্ট্রশাসনবিদ ও নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফলকাম নেতা ছিলেন। যেহেতু কুরআন যীশুখ্রীষ্টকে উচ্চ প্রশংসা করে, কাজেই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হেতু আমি ইসলামের নবী সম্মান করতে বাধ্য। যখন একদল খ্রীষ্টান প্রতিনিধি এ পবিত্র নবীর দর্শন করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর মসজিদের পবিত্র স্থানটি তাদের প্রার্থনার জন্য ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। মুসলমান শাসনকর্তাদের আমলে খ্রীষ্টানদের গীর্জাগুলো পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়েছে। এ পবিত্র নবীর সহনশীলতার উদাহরণ এ দেশে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে।

স্যার গোকুল চন্দ্র নারঙ (বার, এট, ল) ঃ আরবীয় নবীর শিক্ষা যখন অসভ্য আরবদের মধ্যে উজ্জীবিত করেছিল এব এক নতুন জীবন, তখন তারা হয়ে দাঁড়াল সমগ্র দুনিয়ার শিক্ষক। আর শিক্ষা, বিজয় ও ঐশী সাহায্যের পতাকা উড়তে আরম্ভ করল এদিকে বাংলা ও অন্যদিকে স্পেনের ওপর।

এক মুসলমান যে কারুর সাথে নিঃসঙ্কোচে হস্তমর্দন করবে ও মেলামেশা করবে, কারু জাতি বা বংশ নিয়ে মাথা ঘামাবে না । মুক্ত বাহু মেলে অস্পৃশ্যকে গ্রহণ করে মুসলমানরা । ফলে ইসলামের মিল্লাতে যোগ দিল গ্রামের পর গ্রামে । দুখের বিষয় যে, এখনও বর্ণ হিন্দুরা তাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন করতে পারছে না । যে মুসলমানদেরকে হিন্দুরা মনে করে অস্পৃশ্য বলে, তারাই মানব জাতির পরিজ্ঞাতা ।

গুরু নানক ঃ (১) বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে, এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ।

(২) সাধু, সংস্কারক, গাজী, পীর, শেখ ও কুতুবগণ অশেষ উপকার কুড়াবেন যদি তাঁরা পবিত্র নবীর ওপর দরুদ (আল্লাহ্‌র নিয়ামত) পাঠান।

মানুষ অবিরত অস্থির এবং দোজখে যায় এর একমাত্র কারণ হল এটাই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।

www.waytojannah.com

কে,এল, গবা (বার এট-ল) ঃ (১) হিন্দুধর্মী স্বীকার করে মৃত্যুর পর পুনঃজন্ম, জীবিতের নয়। ইসলামের শুধুমাত্র বিশ্বাসের ঘোষণা করেই কোন ব্যক্তি পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। দুনিয়ার জাতিসমূহের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইসলাম একক বৃহত্তম শক্তি হিসেবে আবার স্বরূপে ফিরে আসছে। ইসলামের মিল্লাতে যোগদানের জন্য আপনারা সবাই আমাকে ও আমার পরিবারকে যে স্বাগত জানিয়েছেন তার জন্য এ মুহূর্তে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত । এ হচ্ছে সকল মুসলমানের মধ্যে অস্তিত্বশীল ভ্রাতৃত্বের এক আশ্চর্য প্রমাণ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে জানাই শোকরিয়া 'যে, লক্ষকোটি লোকের মধ্যে তিনি আমাকে নির্বাচিত করেছেন ইসলাম আমার বিশ্বাস ঘোষণার জন্য এবং তার মাধ্যমে আমার বেলায় সে সত্য সর্বকাল অভিমুখী হওয়ায় খাঁটি পথ নির্দেশের দৃষ্টান্ত সম্পাদনের জন্য।

স্যার সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণণ ঃ আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ যা জাতি ও বর্ণের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারে, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মে নেই।

পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ মুহম্মদ যদি বিধাতা প্রেরিত রাসূল না হন, তবে আমি বলতে পারি বিধাতা পৃথিবীতে কোন রাসূলই পাঠাননি।

লালা কালি দাস কাপুরঃ হিন্দুদের ধমীয় ব্যবস্থা ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছে।

পণ্ডিত রাম নারায়ণ শাস্ত্রী ঃ ইসলামের শুধু মুসলমানদের খাস ধর্ম নয় বরং সারাবিশ্বের পথ প্রদর্শনের জন্যই ঘটেছে ইসলামের আবির্ভাব।

বাবু বিপিনচন্দ্র পালঃ ইসলামে এদেশে এসে আমাদের নতুন আইন-কানুনের সাথে পরিচিত করেছে। রাজ্য শাসনের নতুন পদ্ধতি বলে দিয়েছে। রাজ্যে নতুন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর কথা শিক্ষা দিয়েছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ সাম্যবাদের একটি মনোহর শক্তি আছে। ইসলামে ধর্ম সাম্যবাদ বলে বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্যবাদী ফলত মুসলমান সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা।

বাবু মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ীঃ যে মহাত্ম ঈশ্বরে অনুগ্রহে পবিত্র মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করে ধরাতলে মহাপুরুষ নামের অধিকারী হয়েছেন। আর যতদিন এ জগত মানুষ কোলাহলে পূর্ণ থাকবে, যতদিন এ জগত

www.waytojannah.com

Contents

ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত থাকবে, যতদিন এ জগতে জগতবাসী ধর্মকে একমাত্র সুহৃত জ্ঞানে ধর্মের অনুসরণ করবে এবং ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনে লালায়িত রবে, যতদিন দয়ামায়া, বদান্যতা, ঔদার্য, ক্ষমা, সৌজন্য, বিনয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল মানুষ হৃদয়ের অলঙ্কারস্বরূপ মনে করে বিশ্ববাসী সে সকল গুণের পক্ষপাতী থাকবে..... ততদিন এ বিশাল সংসারে সে হযরত মুহাম্মদ-এর নাম গগনস্থিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অতি উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত থাকবে।

বাবু প্রাণনাথ গুপ্ত ঃ বস্তুত মুহাম্মদ বাহুবলের সাহায্যে ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁর অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলে কদাচিত কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল.....।

একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুহাম্মদ-এর গুণগানই মুখ্যভাবে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার হেতু ছিল।

অধ্যাপক হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী পি, এইচ, ডি, ঃ মুহাম্মদ-এর চতুর্বিংশ বছর বয়োক্রমকালে আমরা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পাই। এ সময় তিনি কেবল তাঁর উচ্চ নৈতিক জ্ঞান ও মহান অন্তদর্শন শক্তির বলে নিজের মধ্যে পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করেছিলেন এবং পরমেশ্বরের একত্ব ও নৈতিক জীবনের প্রাধান্য এ স্বর্গীয় সত্য মানব সমাজে প্রচার করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছিলেন। যদি কেউ বলে, মুহাম্মদ পরমেশ্বরের প্রেরিত নবী নন, তাহলে আমি বলব, পরমেশ্বর কখনও কোন নবী প্রেরণ করেননি এবং এ ধারণা অমূলক। এ পবিত্র নবী তাঁর শিষ্যগণকে নির্বানের সুখ-শান্তি লাভের জন্য দিনে পাঁচবার আল্লাহ্‌র অনন্ত সত্তায় লীন হতে বলেছেন। ধর্ম তা অপেক্ষা অধিক আর কি শিক্ষা দিতে পারে?

লাহারের স্বনামখ্যাত বাবু প্রকাশ দেও ঃ মুহাম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যে সকল মহাপুরুষ অজ্ঞ ও তিমিরাচ্ছন্ন যুগে জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতির বিধানুযায়ী জগতে ঐত্যিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রদর্শন এবং সত্যের জ্যোতি উদ্ভাসিত করেছেন, মুহাম্মদ-এর সমগ্র জীবনী তাঁর কাছে শুধু আরব কেন সমগ্র জগত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মানবের হিত সাধনকল্পে এরূপ কোন নির্যাতন আছে কি, যা এ মহাপুরুষ সহ্য করেননি এবং এমন কোন বিপদ আছে কি, যার সম্মুখীন তিনি হননি? আরবের ন্যায় অসভ্য ও বিকৃত প্রদেশে একেশ্বরবাদ শিক্ষা প্রদান ও সকলকে সকল পথে আনয়নের জন্য তাঁর ন্যায় বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যক ছিল। অবশেষে

www.waytojannah.com

Contents

তাঁর দ্বারাই এ কঠোর কাজ সুসম্পন্ন হল। সংকীর্ণমনা ও হিংসা দ্বেষপূর্ণ লোকেরা এ মহাপুরুষ সম্বন্ধে যা বলুক না কেন, যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ও উদারচেতা তাঁরা কখনও মানবের হিত ও উন্নতির সাধন প্রয়াসী মুহাম্মদ-এর বহুল উপকার বিস্মৃত হয়ে অকৃতজ্ঞ হতে পারেন না। যারা এ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে কুণ্ঠিত, তারা সম্পূর্ণ সংকীর্ণমনা ও সত্যাদ্রোহী।

এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঃ সম্রাট আকবর বাদশার শাসন আমলে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- সত্য ব্রাহ্মণ বা সত্য হিন্দু হতে হলে হিন্দু শাস্ত্র যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, নতুবা হিন্দু শাস্ত্রের অবমাননা করা হয় এবং তদ্রূপ ক্ষেত্রে হিন্দু বলে আত্ম-প্রকাশ করাও অন্যায় ও যুক্তিহীন। –(সংকলন, গ্রন্থনা ও সংযোজন অমুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে ইসলাম কোরআন ও মোহাম্মদ সাহেব অধ্যায়টি)– মোহাম্মদ শামসুজজামান।

www.waytojannah.com

Contents

বিশ্ববাসীর প্রতি আমার সর্বশেষ নিবেদন

কেবল আমি নই বরং প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি পক্ষপাতহীন হইয়া রাষ্ট্রীয় একতার উদ্দেশ্য আল্যেচ্য গ্রন্থের প্রামাণ্য বিষয়-বস্তু স্বীকার করিবেন, যাহার ফলে রাষ্টের ভবিষ্যত জীবন শন্তিময় হইবে । ভারতীয়গণ যে কল্কিকে ভগবানের বার্তাবাহকরূপে জ্ঞান করেন, মুসলমানগণ সেই কল্কি অবতারেরই শিষ্য। কল্কি ভারতীয়গণের বহু কল্যাণ সাধন করিবেন বলিয়া উল্লেখ আছে । সুতরাং প্রত্যেক ভারতীয় ব্যক্তির উচিত কল্কি অবতারের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা । কারণ অন্তিমঋষি অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী এবং তরবারী ধারণকারী হইবেন। অথচ বর্তমান কাল অশ্ব ও তরবারি যুগ অতিক্রম করিয়াছে এবং ভবিষ্যতকালে উহা ফিরিয়া আসার আর কোন সম্ভবনাই নাই। ভারতীয় মুসলমানগণকে ভিন্ন মনে করা ঠিক নহে । ইসলাম ও মুসলমান আরবী শব্দ; উহার অর্থ হইতেছে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন ধর্ম, সনাতন ধর্ম তথা আস্তিক ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় স্বীয় সনাতন ধর্মকে সংকীর্ণ করে এবং অন্য ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করিয়া পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাহাকে ঈশ্বরের রাজত্বে অগ্নিদগ্ধ করা হইবে। আমি আলোচ্য গবেষণামূলক গ্রন্থটি পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া লিপিবদ্ধ করি নাই বরং অন্তর্যামি ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি । কারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও বৈরিতা এবং পারস্পরিক প্রাণ-হত্যা ঈশ্বরকে ব্যথিত করিয়া তুলে। শিক্ষা দেওয়া উপদেশকের কাজ;কিন্তু পালন করানো উপদেশকের দায়িত্ব নহে। যিশুখৃষ্ট যে 'অহমদ' (ঈশ্বরের প্রশংসাকারী) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, বেদব্যাস যে কল্কি অবতারের আবির্ভাব বাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য দেওয়াই আমার কাজ । খৃষ্টানগণ কল্কিকে না মানিতে পারে, কিন্তু ভারতীয়গণ অবশ্যই তাঁহাকে স্বীকার করিবেন ইহা আমার একান্ত বিশ্বাস।কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেবের মধ্যে অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য আমি সত্যি সত্যিই দেখিতে পাইয়াছি । তারপর আমি আশ্চর্য হইয়া যাই যে, ভারতীয়গণ কেন কল্কি অবতারের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি

www.waytojannah.com

আবির্ভূত হইয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনিই হইতেছেন ইসলামের নবী-রাসূল মোহাম্মদ সাহেব। মৌলিক ধর্মীয়নীতির দৃষ্টিতে উভয়েই একই, কিন্তু সংকীর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা অবগত নয়।

এক সময় বৈদিক ধর্মে কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য বুদ্ধদেব যে ধর্মমত প্রচার করেন, সেই ধর্ম এবং সেই ধর্মানুরাগীদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হইত। লোকে বৌদ্ধ ধর্মকে বৈদিক ধর্ম ছাড়া এক নূতন ধর্ম বলিয়া ধারণা করিত। কিন্তু যখন প্রমাণিত হইল যে, পুরাণে বর্ণিত চব্বিশজন অবতারের মধ্যে বুদ্ধদের ত্রয়োবিংশতম (২৩শ) অবতার; তখন সকলে এক বাক্যে বুদ্ধজীকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বৌদ্ধ-ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের মধ্যে বৈরিতা, অসামঞ্জস্যতা বিদূরিত হইল। তদনুরূপ মোহাম্মদ সাহেবের প্রদর্শিত ধর্ম এবং সেই ধর্মানুগামীদিগকে দেখিয়া হয়ত মনে হইতেছে যে, ইহা বৈদিক ধর্মের বিপরীত ধর্ম। কিন্তু পুরাণে বর্ণিত চতুর্বিংশতম (২৪) অবতারের বর্ণনা এবং ভগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ অধ্যায় যাবতীয় বৃত্তান্ত দেখিয়া সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইল যে, একমাত্র মোহাম্মদ সাহেবের সঙ্গে উহার পরিপূর্ণ মিল আছে । তখন আমার বিশ্বাস হইল যে, তিনিই কল্কি অবতার এবং তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম দ্বারা বৈদিক ধর্ম নূতন রূপে পৃথিবীতে পরিপুষ্টতা লাভ করিয়াছে । এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন সকলে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং ভারতের ব্রাহ্মণ, শৈব, শাক্ত, জৈন, বা বৌদ্ধ হোক সকল শ্রেণীর মানুষ দ্বারা ইসলাম ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিবে । তখন ভারতে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বিরাট এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ সৃষ্টি হইবে। লাঠি ও অস্ত্রের বলে ধর্মের প্রচার ও প্রসার করা যায় না। ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের অন্তরে যখন প্রকৃত ধর্মের সত্যরূপ প্রবেশ করে, তখন স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠ ধর্মকে গ্রহণ করিয়া নেয়। ধর্মীয় পণ্ডিতগণের কর্তব্য হইতেছে– ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে মানুষের কাছে তুলিয়া ধরা। ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারিলেই মানুষ স্বেচ্ছায় উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা ধর্মকে গ্রহণ করানো যায় না । অতএব ধর্ম প্রচারকগণের শান্তির পথ অবলম্বন করা উচিত । দাড়ি-টিকি বা বেশভূষার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, উহা কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র । ধর্মের যোগ মানুষের অন্তর এবং বিচার বোধের সহিত সন্নিহিত; যাহার ফলে মানব জীবন সুচারুরূপে ও

www.waytojannah.com

Contents

প্রত্যেক হিন্দু এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র তাঁহারই হিন্দু নন । বরং ভারতে বসবাসকারী মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই হিন্দু। কারণ হিন্দু শব্দের অর্থ হইতেছে-হিন্দুস্থানে বসবাসকারী ।

মুসলমানগণের প্রতি আমার অনুরোধ যে, হিন্দু এবং হিন্দুস্থান শব্দ তাঁহারা যেন নিজেদিগকে হিন্দু বলিতে সংকোচ না করেন । ভারতে যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল তাহা জাতিভিত্তিক নয়, বরং কর্মভিত্তিক ছিল । কারণ "বরণাত বর্ণঃ জাত্যা জার্তিং।" ঈশ্বরের আরাধনারকারী এবং সংযমী মুসলমান ও ব্রাহ্মণ, তথা ঈশ্বরের বিশ্বাসী ব্যক্তিও মুসলমান অর্থাৎ আস্তিক । মুসলমানের অর্থ লিঙ্গচ্ছেদ নহে এবং আস্তিকের অর্থ চৈতন্য রাখা নহে । দাড়ি প্রাচীনকলে মুণি-ঋষিগণও রাখিতেন । ভারতে যতদিন পর্যন্ত উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ দূরীভূত না হইবে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার না হইবে ততদিন সুখ শান্তি সম্ভব নয়।

সারস্বত বেদান্ত প্রকাশ সংঘ ঃ মৌলিকভাবে এক ধর্ম বিভক্ত হইয়া ধর্মের স্বরূপ বিনষ্ট হইয়াছে । এখন বিভক্ত ধর্মকে সংযুক্ত করা এবং সত্যযুগে সম্পাদন করা আবশ্যক । আশা করা যায় এই গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে সেই শাশত সত্য প্রত্যেকের কাছে উপলব্ধি হইয়া সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত হইবে। সেই সুদিন আগত হইয়াছে। চলমান পৃথিবীর অসংখ্য ঘটনাবলীর দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

ঈশ্বরীয় বাণী বেদ ও বেদান্তকে শ্রদ্ধা ও জাগ্রত করা, ইসলাম এবং খৃষ্টানধর্মের সহিত সম্বন্ধ করিয়া সমাজে একতা ও একেশ্বরবাদের প্রচার করা সমাজ ও ধর্মের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত করা, সংকীর্ণ মনের ব্যক্তিকে সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া ধর্মের বিস্তৃত পথ দেখানো; ধর্মীয় কলহ দূর করিবার জন্য মানুষের অন্তরে সদ্ভাব প্রচার করা এই সংঘের একমাত্র মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; রাজনীতির সহিত এই সংঘের কোন সম্পর্ক নাই ।

সার্বভৌম ধর্ম

(১) সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক পরমেশ্বরকে প্রত্যেক ধর্ম স্বীকার করে । পৃথিবীতে কোন ধর্ম পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না।

(২) পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য । তাঁহার সৃষ্ট কোন জীব ও প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া, সত্য বলা, দান করা, অন্যের উপকার স্বীকার করা, দরিদ্রকে সাহায্য করা এবং ধর্ম পালন করা প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক সিদ্ধান্ত।

www.waytojannah.com

Contents

(৩) ধর্মের নামে অধর্ম ও অসত্যের বাহ্যাড়ম্বর উন্মোচন করিয়া সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করা আবশ্যক।

(৪) যে যাহাকে ভজন করে, সে তাহাকে লাভ করে । সুতরাং এক পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর ভজন করিলে কখনো এক পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় না।

(৫) পারমাত্মা একক; তিনি ভিন্ন অন্য কেহ স্তব-স্তুতির যোগ্য নহে।

(৬)অতএব প্রতিদিন একাগ্রমনে পরমেশ্বরের ধ্যান ও গুণগান করা উচিত।

(৭) প্রত্যেকের প্রতি নম্র ব্যবহার , কাহারো অন্তরে কষ্ট না দেওয়া, সদাচরণ, অন্তরের নির্মলতা ধারণ করা বিধেয়।

(৮) ন্যায় ও সত্য পথ হইতে আসুরিক শক্তি পথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং ন্যায় পথে চলার সময় কোন বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইলে ন্যায় কার্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

(৯) পরমেশ্বরকে পরম ভক্তি করা উচিত । তাঁহার পূজায় মূর্তির আশ্রয়ও অন্য কোন জিনিসকে যুক্ত করা উচিত নহে। ইহাতে শাস্ত্রের অবমাননা হয়। আর মূর্তিগড়া রাষ্ট্রীয় বিধানও নয়।

সকল ধর্মের শাশ্বত ও মৌলিক বিষয়সমূহ অবলোকন করিলে ইহা স্বতঃসিদ্ধাভাবেই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক, খৃষ্ট এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে মূলত কোন বৈষম্য নাই। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী যুগে কতিপয় স্বার্থান্বেষী পাদ্রী ও ব্রাহ্মণগণ ধর্মের মধ্যে অধর্ম সংযোজন করিয়াছেন। ফলে খৃষ্টান ও হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপ অদৃশ্য ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ধর্মের মধ্যে অধর্ম এবং ধর্মের নামে অত্যাচার তখনই বন্ধ করা যাইবে, যখন প্রত্যেক মানুষ এই জ্ঞান অর্জন করিবে যে, পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ একই পিতামাতার (আদম ও হব্যবতী) সন্তান। যখন সকল ধর্ম অনুযায়ী পরমেশ্বর এক, মানব সৃষ্টির আদিপুরুষ এক, আকৃতি এক, ক্রিয়াকলাপ এক ও নরনারী সমান, তখন একই পিতা-মাতার সন্তানবর্গ মিথ্যা ধর্মের নামে পারস্পরিক কলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে কি কখনো পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইতে পারেন? সুতরাং সকলকে পারস্পরিক প্রেম ও সৌহার্দ্যের মধ্যে শান্ত্রীয় নির্দেশ গ্রহণ এবং আন্তরিকতার সহিত অজ্ঞা পালন করিয়া পৃথিবীতে বসবাস করা উচিত।

সমাপ্ত

আরো বিস্তারিত জানতে হলে পাঠ করুন "বেদ-পুরাণে আল্লাহু ও হযরত মোহাম্মদ"- এর প্রণেতা সত্যান্বেষী ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়। গ্রন্থটি আমাদের প্রকাশনা থেকে ৩১তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

www.waytojannah.com

চলমান বিশ্বে ধর্ম এবং ধর্মীয় পরিস্থিতি

দেশ	জনসংখ্যা	ধর্মীয় পরিস্থিতির হার
অস্ট্রিয়া	৮০,১৩৩১১৬	রোমান ক্যাথলিক ৮% প্রটেষ্টান্ট ৬%
অস্ট্রেলিয়া	১৮,২৬০৮৬০	রোমান ক্যাথলিক ২৬% এ্যাংলিকান ২৬% অন্যান্য খৃষ্টান ২৪%
আয়ারল্যান্ড	৩৫,৩৯,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৩% এ্যাংলিকান ৩%
আইভরিকোষ্ট	১,৪৭,৬২,৪৪৫	পৌত্তলিক ৬৩% মুসলমান ২৫% খৃষ্টান ১৭%
আইসল্যাণ্ড	২,৬৪,০০০	লুথেরান ৯৬%
বার্কিনাফাসো	১০,৬২৩,৩২৩	ইসলাম ৫০% অন্যান্য ৪০% খৃষ্টান ১০%
আফগানিস্তান	২,২৬,০৪১৩৬	মুসলমান ৯৯% (সুন্নি ৮৪% শিয়া ১৫%)
আর্জেন্টিনা	৩৪,৯১৩,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯০% প্রটেস্ট্যান্ট ২%
আলবেনিয়া	৩,৩৭৪,০০০	মুসলমান ৭০% খৃষ্টান ৩০%
ইয়ামেন	১১,১০৫,০০০	মুসলমান ১০০%
ইকুয়েডর	১১,৪৬৬,২৯১	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
ইটালী	৫৮,১৩৮,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
ইথিওপিয়া	৫৮,৭১০,০০০	মুসলমান ৪০% কোপটিক খৃষ্টান ৫০%
ইন্দোনেশিয়া	২০০,৪১০,০০০	মুসলমান ৮৭%, খৃষ্টান ৩%, হিন্দু ১%
ইরাক	২১,৮৯০,০০০	মুসলমান ৯৭% খৃষ্টান ৩%
ইরান	৬৫,৬১২,০০০	শিয়া মুসলমান ৯৫%
ইসরাঈল	৫২,১৫,০০২	ইহুদী ৮২% মুসলমান ১৪% অন্যান্য ৪%
উগান্ডা	২০,১৫৮,১৭৬	পৌত্তলিক ৭০% মুসলমান ১০% খৃষ্টান ২০%
উত্তর কোরিয়া	২৩,৯০৪,১২৪	খৃষ্টান ৪৯% বৌদ্ধ ৪৭%
দক্ষিণ কোরিয়া	৪৫,৪৮২,২৯১	খৃষ্টান ৪৮% বৌদ্ধ ৪৮% অন্যান্য ৪%
উরুগুয়ে	৩,১৯৯,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৬৬% অন্যান্য খৃষ্টান ৩৩%
এংগোলা	১০,৩৪,২৮,৯৯	পৌত্তলিক ১৫% খৃষ্টান ৮৫%
এল সালভাদর	৫৮,২৮,৯৮৭	রোমান ক্যাথলিক ৮০% অন্যান্য খৃষ্টান ১৭%
ওমান	২১,৮৬,৮৪৮	মুসলিম ৯৯%
কাতার	৫৪৭,৭১৬	মুসলমান ৯৯%
কানাডা	২৯,৮৫,৭,৩৯	খৃষ্টান ৯৫%
কিউবা	১১,০০৭,৪৪৬	রোমান ক্যাথলিক ৯৯%
কমরু	৫,৬৯,২৩৭	মুসলমান ৮০%
কম্বোডিয়া	১০,৬০,০০০	হীনযান বৌদ্ধ-বৌদ্ধধর্ম ৮০%
কলম্বিয়া	৩৬,৮১৩,১৬১	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
কুয়েত	১,৮১৯,০০০	মুসলমান ৮৫%
কেনিয়া	২৮,২৪১,০০০	ক্যাথলিক ৩৬% প্রটেষ্টান্ট ৪০% মুসলমান ১৬%
কেন্দ্রীয় আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৩২,০০,০০০	পৌত্তলিক ৩৬% খৃষ্টান ৩৫% মুসলমান ৫%
কেপ'আর্দে	৩,০০,০০০	পৌত্তলিক ৪০% মুসলমান ৩০% খৃষ্টান ৩০%
কোষ্টারিকা	৩৪,৬৩,০৮৩	রোমান ক্যাথলিক ৯৯%
ক্যামেরুন	১৪২,০৩,০০০	পৌত্তরিক ৫০% মুসলমান ২০% খৃষ্টান ৩০%
গাম্বিয়া	৭,২১,০০০	মুসলমান ৯০% খৃষ্টান ৫% মুসলমান ২০%
গিয়ান	৭,২১,০০০	খৃষ্টান ৪৫% হিন্দু ৩৫% মুসলমান ২০%
গিনি	৭৪,৩২,০০০	মুসলমান ৮৫% খৃষ্টান ৮% পৌত্তলিক ৭%
গিনি রিসার্ড	১১,৯৭,০০০	মুসলমান ৩৫% খৃষ্টান ১৫% পৌত্তলিক ৫০%
গুয়াতেমালা	১১২,৪০,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৮০%
গ্যাবন	১১,৪৪,০০০	মুসলমান ১০% খৃষ্টান ৩৫% পৌত্তলিক ২৫%

দেশ	জনসংখ্যা	ধর্মীয় পরিস্থিতির হার
ঘানা	১,৭৬,১০,০০০	খৃষ্টান ২৪%, মুসলমান ৩০% পৌত্তলিক ৩৮%
চাঁদ	৬৯,০০,০০০	মুসলমান ৫০% পৌত্তলিক ২০% খৃষ্টান ৩৩%
চিলি	১৪৩,৩৩,২৫৮	খৃষ্টান ৯৫%
চীন	১২২,০০,০০,০০০	নাস্তিক ১৫% বৌদ্ধ ৩০% কনফুসিয়াস ৩৫% তাও ১৫% মুসলমান ৩% ও অন্যান্য ২%
চেকোশ্লোভাকিয়া	১,৪৩,৬২,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৭০% প্রটেষ্ট্যান্ট ১৫%
জাপান	১২৫,৫৬৮,৫০৪	শিন্টো ও বৌদ্ধ ৮৫% অন্যান্য ১৫%
জামাইকা	২৫,০০,০০০	খৃষ্টান ১০০%
জার্মানী	৮,৩৫,৯৪,৬০০	প্রটেষ্ট্যান্ট ৩৪% রোমান ক্যাথলিক ৩৪%
জাম্বিয়া	৯২,০৮,০০০	পৌত্তলিক ৭৯% খৃষ্টান ২০%
জিবুতি	২,৭৩,০০০	মুসলমান ৯৪%
জিব্রাল্টার	২৯,৯২৭	খৃষ্টান ৯২% মুসীরম ৮%
জর্দান	৪২,৭০,০০০	মুসলমান ৯৭%
ডেনমার্ক	৫২,৩৬,১৮৪	খৃষ্টান (লুথেয়ান) ৯৪%
ডোমিনিকা	৮২,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৮০%
ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্র	৮৯,০০,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯১%
তাইওয়ান	২,১৩,০০,০০০	বৌদ্ধ ২২.৫% তাওবাদী ১৬%
তাঞ্জেনিয়া	২৯,৯৮৬,০০০	পৌত্তলিক ২৫% খৃষ্টান ৪০% মুসলমান ৩৩%
তিউনিসিয়া	৯,৯২৭,০০০	মুসলমান ৯৮%
তুরস্ক	৬২,১৫৪,০০০	মুসলমান ৯৮.৮%
তোগো	৪,২৫৫,০০০	পৌত্তলিক ৭০% খৃষ্টান ২০% মুসলমান ১০%
থাইল্যাণ্ড	৫৯,৫১০,০০০	বৌদ্ধ ৯৫% মুসলমান ৪%
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪,১৭,০০,০০০	পৌত্তলিক ৪০% খৃষ্টান ৪১%
নাইজার	৯,২৩৫,০০০	সুন্নী মুসলমান ৮০%
নাইজেরিয়া	১০,৩৯,০০,০০০	মুসলমান ৫০% খৃষ্টান ৪০%
নামিবিয়া	১,৬৯৬,০০০	লুথেরান ৫০% অন্যান্য খৃষ্টান ৩০%
নিউজিল্যান্ড	৩,৫৮৯,০০০	খৃষ্টান ৬০%
নেদারল্যান্ড	১৫,৫৬৮,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৩৬% প্রটেষ্ট্যান্ট ২৭%
নেপাল	২১,০৪২,০০০	হিন্দু ৯০% বৌদ্ধ ৫%
নরওয়ে	৪,৩৪৫,০০০	লুথেরান ৮৮%
পাকিস্তান	১২৯,৮৫৬,০০০	মুসলমান ৯৭% অন্যান্য ৩%
পানাম	২৬,৫৫,০০০	খৃষ্টান ১০০%
প্যারাগুয়ে	৫,৫১৪,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯০%
পেরু	১,৩৫,৮৬,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
পোল্যাণ্ড	৩৮,৬৫৫,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
পুর্তুগাল	৯৯,৪৭,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৫১% হিন্দু ৪০% মুসলমান ৮%
ফিনল্যাণ্ড	৫১,৯১,০৪৪	খৃষ্টান ৯৩% ধর্মে অবিশ্বাসী ৭%
ফ্রান্স	৫,৮৩,৪৬,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৮১% অন্যান্য ৯%
ফিলিপাইন	৭,৪৪,০০,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৮৯% মুসলমান ৫%
বারবাডোস	২,৫৭,৫০৬	খৃষ্টান ৯৯%
বার্মা/মায়ানমার	৫,০০,০০,০০০	বৌদ্ধ ৯০% মুসলিম ৪% খৃষ্টান ৩%
বারমুদা	৭০,০০০	খৃষ্টান ৯৮%
বাহামা	২৫৯,৩৬৭	খৃষ্টান ৯৫%
বাহরায়েন	৫,৫০০০০	মুসলমান ৯৯%
বাংলাদেশ	১২৩,০৬২,৮০০	মুসলমান ৮৫% হিন্দু ১০.৫% বৌদ্ধ ১%

দেশ	জনসংখ্যা	ধর্মীয় পরিস্থিতির হার
ফুলগেরিয়া	৮৬,৪৭,৪৪০	খৃষ্টান ৮২% মুসলমান ১৫%
বেনিন	৫৭,১০,০০০	পৌত্তলিক ৬৫% মুসলমান ১৮% খৃষ্টান
বেলজিয়াম	১০,৩১,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৬০% প্রটেষ্ট্যান্ট ৪০%
বোটসওয়ানা	১৪,৭৭,০০০	পৌত্তলিক ৫০% খৃষ্টান ৫০%
বলিভিয়া	৭১,৭০,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
ব্রাজিল	১৬,১৭,০৭,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৩%
ব্রুনি	২,৯৯,০০০	মুসলমান ৬০% বৌদ্ধ ২০%
ভারত	৯৫,২১,০০,০০০	হিন্দু ৮২.৬% মুসলমান ১১.৩% খৃষ্টান ২.৪% শিখ ২%
ভিয়েতনাম	৭,৩৯,০০,০০০	বৌদ্ধ ৭০% তাওবাদী ২০%
ভুটান	১৮,১২,৩২৫	বৌদ্ধ ধর্ম ৭৫% হিন্দু ২৫%
ভেনিজুয়েলা	২,১৭,৭৮,০৫১	রোমান ক্যাথলিক ৯০%
মাদাগাসকার বা	১৩৬,০০,০০০	পৌত্তলিক ৫০% খৃষ্টান ৪১% মুসলমান ৭%
মালগাছি প্রজাতন্ত্র মালয়েশিয়া	১,৯৯,৬২,০০০	মুসলমান ৫৯% বৌদ্ধ ২০% হিন্দু ১৫%
মালারি	৯৪,৫২,৫৮৩	খৃষ্টান ৭৫% ইসলাম ২০%
মালদ্বীপ	২৫৪,০০০	মুসলমান ১০০%
মিশর	৬৩,৩২৫,০০০	মুসলমান ৯৪%
মেক্সিকো	৯৫,৭০২,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৮৯%
মোজাম্বিক	১,৭৮,৩৩,০০০	খৃষ্টান ৩৫% মুসলমান ১০%
মোংগোলিয়া	২,৫৩০,০০০	বৌদ্ধ ১০০%
মরিতানিয়া	২৩,৩০,০০০	মুসলমান ১০০%
মরিশাস	১১,০৫,০০০	হিন্দু ৫৫% খৃষ্টান ২৮% মুসলমান ১৭%
মরক্কো	২৯,৭৫৯,০০০	মুসলমান ১০০%
যুক্তরাজ্য	৫,৮৫,২১,৫২৪	এংলিকান
যুক্তরাষ্ট্র	২৬,৫০,০০,০০০	প্রটেষ্ট্যান্ট ৫০% রোমান ক্যাথলিক ৭% ইহুদী ১.২%
যুগোশ্লাভিয়া	১,০৯,২৪,০০০	গ্যক অর্থো ৬৫.২% ক্যাথলিক ৭% মুসলিম ১৬.৩% ধর্মবিহীন ১২.৬%
রুয়ান্ডা	৬৮,৫৩,০০০	পৌত্তলিক ৫০% খৃষ্টান ৪০%
রোমানিয়া	২,১৬,২৭,৫২৫	খৃষ্টান অর্থোডকস ৮৬%
লাইবেরিয়া	২,৯৭৩,০০০	খৃষ্টান ১০% মুসলমান ২০% পৌত্তলিক ৭০%
লাওস	৪৯,০০,০০০	বৌদ্ধ ৮৫%
লিবিয়া	৫,৪৫৭,০০০	মুসলমান ৯৭%
লেবানন	৩,৭২০,০০০	মুসলমান ৬০% খৃষ্টান ৪০%
লুক্সেমবার্গ	৪০৬,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৭%
শ্রীলংকা	১,৮৫,০০,০০০	(বৌদ্ধ ৬৯% হিন্দু ১৫% খৃষ্টান ৮% মুসলমান ৮%
সাইপ্রাস	৮,৫০,০০০	খৃষ্টান ৮০% মুসলমান ১৮%
সিয়েরা লিওন	৪৮,০০,০০	পৌত্তলিক ২০% খৃষ্টান ৩৫% মুসলমান ৪০%
সিরিয়া	১,৫৫,০০,০০০	মুসলমান ৮৭% খৃষ্টান ১০%
সিংগাপুর	৩৩,০০,০০০	বৌদ্ধ ৫০% হিন্দু ৭% খৃষ্টান ১৫%
সোয়াজিল্যান্ড	১০,৫৭,৭৯১	খৃষ্টান ৬০% পৌত্তলিক ৪০%
সুইজারল্যান্ড	৭১,২৮,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৪৯% প্রটেষ্ট্যান্ট ৪৮%
সুইডেন	৮৮,৪৯,০০০	খৃষ্টান ৯৮% প্রটেষ্ট্যান্টরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ
সুদান	৩,১১,০০,০০০	মুসলমান ৭২% খৃষ্টান ৫% অন্যান্য ২০%
সুরনাম	৪,৩৪,৯০৩	খৃষ্টান ৪৫% হিন্দু ২৮% মুসলমান ২০%
সেনেগাল	৯১,৩৫,০০০	মুসলমান ৯২% খৃষ্টান ৮%

রাশিয়া	১৪,৮১,৯০,০০০	খৃষ্টান ৮৯%
স্পেন	৩,৮৮,৬২,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৬%
সোমালিয়া	৯৬,৭৯,০০০	মুসলমান ৯৯%
সউদী আরব	১,৯৪,০০,০০০	মুসলমান ৯৯%
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৩০,৭৭,৮৪০	মুসলমান ৯৯%
হাইতি	৬৭,৭৩,২৯২	রোমান ক্যাথলিক ৯০%
হাংগেরী	১০০,০২,২০০	রোমান ক্যাথলিক ৮০% অন্যান্য খৃষ্টান ১৫%
হন্ডুরাস	৫৬,৯০,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯০%
আজারবাইজান	৭৬,৭৬,৯৫৩	মুসলমান ৮৭% খৃষ্টান ১২%
বেলজিয়াম	২,১৯,২৯৬	খৃষ্টান ৯৪% বসনিয়া হার্জেগোবিনা ইসলাম ৪০% খৃষ্টান ৫২%
বুরুন্ডি	৫৯,৪৩,০৫৭	খৃষ্টান ৬৭% পৌত্তলিক ৩২%
কংগো প্রজাতন্ত্র	৪৬,৪৯৮,৫৩৯	খৃষ্টান ৭০% ইসলাম ১০% (প্রক্তান জায়ারে)
ক্রোয়েশিয়া	৫০,০৪,০১২	রোমান ক্যাথলিক ৯৬%
চেক প্রজাতন্ত্র	১০,৩,১২,১২০	খৃষ্টান ৯৬%
নিরক্ষীয় ১২ গিনি	৪৩১,২৮২	খৃষ্টান ৬০% পৌত্তলিক ৩৫%
ইরিত্রিয়া	৩৯,০৯,০০০	মুসলমান ৭০% খৃষ্টান ২৬%
তন্তোনিয়া	১৪,৫৯,৪২৮	লুথেরান ৭৮% অর্থোডোক্সস ২০%
গ্রীস	১০,৭,১৮,৫১৮	গ্রীক অর্থোডোস ৯৮% মুসলমান ১.৩%
কাজাখস্তান	১৬,৯,১৬,৪৬৩	মুসলমান ৪৭% খৃষ্টান ৩০%
কিরঘিজিস্তান	৪৫,২৯,৬৪৮	মুসলিম ৭০%
ল্যাটবিয়া	২৪,৬৮,৯৮২	খৃষ্টান ৯৭%
লেসোথো	১৯,৭০,৭৮১	খৃষ্টান ৮০%
লিথুয়ানিয়া	৩৭,১৮,০০০	খৃষ্টান ৯৬%
ম্যাসোডোনিয়া	২১,০৪,০৩৫	অর্থোডক্স খৃষ্টান ৬৭% মুসলমান ৩০%
মাল্টা	৩,৭২,৩১৪	রোমান ক্যাথলিক ৮০%
মোলডোবা	৪৪,৬৩,৮৪৭	খৃষ্টান ১০০%
শ্লোভাকিয়া	৫৩,৭৫,০০০	খৃষ্টান ৯২%
শ্লোভেনিয়া	১৯,৫২,০০০	খৃষ্টান ৯৭%
তুর্কেমেনিস্তান	৪২,০০,০০০	মুসলমান ৮৫%
ইউক্রেন	৫০,৮,৭০.০০	অর্থোডকস ৭৬%
উজবেকিস্তান	২,৩৫,০০,০০০	মুসলমান ৮০%
নিকারাগুয়া	৪৩,০০,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
পাপুয়া নিউগিনি	৪৪,০০,০০০	খৃষ্টান ৫৫% পৌত্তলিক ৪৫%
পেরু	২৫,০০,০০০	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
তাজিকিস্তান	৫৯,১৬,০০০	মুসলমান ৮০%
জিম্বাবুয়ে	৫৫,৩০০	মুসলমান ৮০%
জিমবাবে	১,১৩,০০,০০০	খৃষ্টান ২৫% এনিবিই ২৪% সিনক্রেটিক খৃষ্টান ৫০%

এ পরিসংখ্যানটি ১৯৭৬ সালের (সম্পাদক) কর্তৃক সংযোজিত।

www.waytojannah.com

মাকতাবাতুত তাকওয়া

www.waytojannah.com